বিপ্লবী যৌবন

আমেরিকার প্রখ্যাতনামা বিচারক Ben. B. Lindsay রচিত

Revolt of Modern youth

গ্রন্থের অনুবাদ

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী,
৪২ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মূল্য—৫৲

৪৩।১ নং বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কালী-গঙ্গা প্রেস হইতে
কে, কে, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীবীরেন রায়

প্রিয়বরেষু—

১লা আশ্বিন, ১৩৪৭

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

"A Child that isn't a rebel is a vain repetition.
What to do with our sons and daughters?"

The Shape of Things to Come—*H. G. Wells.*

ভূমিকা

তরুণের বিদ্রোহ

আধুনিক কালের নীতি ও প্রকৃতির যে দ্রুত পরিবর্তন ও রূপান্তর ক্রমশঃই সমাজ-জীবনে প্রধানতম সমস্যার কারণ হয়ে উঠ্‌ছে, সে বিষয়ে ব্যাপক এবং চিন্তাশীল আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অতি বড় প্রতিক্রিয়াশীল বা চরম সংস্কারপন্থী, উভয়েরই পক্ষে অস্বীকার করা চলে না। এই পরিবর্তন অনেকে রক্ষণশীলোচিত সতর্কতা ও অনুশোচনার চোখে লক্ষ্য করবেন, আবার অনেকে হয়ত এই পরিবর্তনের মধ্যে আশা ও আনন্দের আভাস পেয়ে উৎসাহভরে তাকে বরণ করে নেবেন। এই বিভিন্নতা ও পারস্পরিক মতবাদের মূলে অবশ্য সামাজিক অপেক্ষা ব্যক্তিগত কারণই অধিকতর প্রধান। যৌনতত্ত্ব এবং পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের মনোভঙ্গী শৈশব থেকেই ভাবাবেগ মিশ্রিত হয়ে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুসারে বিচার বিবেচনা না করে যৌনতত্ত্ব এবং যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা মনে মনে একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা করে নিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু জীবনে যা প্রত্যক্ষ, অসংখ্য ঘটনাস্রোতে যা অন্তরকে আচ্ছন্ন করেছে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা যখন ব্যক্তিত্বে বিজড়িত, তখন যা সত্য এবং প্রত্যক্ষ তার হাত থেকে পরিত্রাণ কই।

বাস্তবের সংস্পর্শে এসে নর-নারীর মন কি ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে তা সহজেই অনুমেয়, তাই অবস্থাভেদে আমরা কখনও বা সংস্কারপন্থী, আবার কোথাও বা অত্যন্ত রক্ষণশীল হয়ে উঠি। এই কারণেই বহু সংস্কার-পন্থী, যৌনতত্ত্ব সম্পর্কে রক্ষণশীল মত পোষণ করেন। আমরা সকলেই চাই

জীবনটা স্বচ্ছ, সরল, এবং মসৃণ গতিতে অতিবাহিত হবে, কিন্তু তা হয় না, সমসাময়িক সমাজ-জীবনের প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। সমাজের এই মূলগত পরিবর্তন ও রূপান্তরের সর্বপ্রধান কারণ আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

এই অর্থনৈতিক কারণে আমাদের সমাজে এমন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে পৃথিবী আজ এক সর্বগ্রাসী বিপ্লবের মুখে এসে পড়েছে। Bertrand Russell তাঁর Marriage and Morals গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

"There are at the present day two influential schools of thought, one of which derives everything from an economic source, while the other derives everything from a family or sexual source, the former school that of Marx, the latter that of Freud."

পারিবারিক জীবনের সংহতিভেদ, আধুনিক বিবাহ অনুষ্ঠানের অবনতি ও তৎসহ আধুনিক তরুণের বিদ্রোহ, আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের অন্যতম কারণ। যে ব্যাপক বিপ্লব আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূল উৎপাটনে ব্যস্ত, তারই সামান্যতম অংশ এই সংহতিভেদ ও অবনতি সম্পর্কে আলোচনা করাই এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অন্ধকার আকাশের আকস্মিক কালবৈশাখীর মত বিপ্লব কল্পনাতীত আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়; কোনো বিপ্লবই সামরিক ইঙ্গিত বা আইনগত সিদ্ধান্তে সংসাধিত হয় না। বিপ্লব সর্বপ্রথম জীবনের সকল দিক, সকল কোণ আক্রমণ করে, তারপর যখন সুনির্দিষ্ট এবং পরিবর্তনোপযোগী অনুকূল অবস্থার সূচনা হয়, তখনই সামান্য সংগ্রামে, ক্ষণিক সংঘর্ষে, পরিস্থিতি অনুযায়ী বাঞ্ছিত পরিবর্তনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা আয়ত্তাধীন হয়।

কিন্তু শুধু মাত্র সংঘর্ষ বা প্রক্ষিপ্ত ঘটনানুসারে বিপ্লব সংগঠিত হয় না, কারণ সংঘর্ষের বহু পূর্ব্বেই বিপ্লব সুরু হয়, বিপ্লবের পরিণতির একটি চরম অভিব্যক্তি এই ক্ষণিক সংঘর্ষ।

এই যে নীতিগত বিপ্লব আমাদের জীবনে প্রবল আকার ধারণ করছে, তা যে আসন্ন সামাজিক বিপ্লবের পূর্ব্বাভাষ, একথা বলা বাহুল্য। প্রাচীন সমাজ আজ ধ্বংসোন্মুখ, প্রাচীন নীতি আজ নিঃস্ব। দ্রুত পরিবর্ত্তন ও রূপান্তরের ফলে নব্যনীতি ও নব্যন্যায়ের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রাচীন এবং অকার্য্যকর আদর্শের বিরুদ্ধে এই যে সংগ্রাম, তা একটি মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে, একটিমাত্র উপায়ে সংসাধিত হয় না। প্রাচীন-কালের সমাজ ব্যবস্থা এবং যৌন-নীতির বিরুদ্ধে এই যে বিপ্লব, তা প্রাচীন জীবন-যাত্রা-প্রণালীর বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের পূর্ব্বাভাষ। একটি বিশেষ সমরক্ষেত্রের বিদ্রোহ তখনই সফল হয়, যখন জীবনের সকল সমরাঙ্গণের বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। প্রাচীন আদর্শ ও ঐতিহ্য, সংস্কার ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ, যতদিন প্রাচীন মতবাদ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে, ততকাল, কোনো মতেই সুপ্রতিষ্ঠ হবে না।

এই বিদ্রোহী মনোভঙ্গী ও পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়েছে বিগত মহাযুদ্ধের পর। উত্তর-সামরিকযুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে বিরাট রূপান্তর ঘটেছে তা ভারতবর্ষের মত রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী দেশকেও আলোড়িত করেছে। যুগে যুগে নূতন নূতন ভাবাদর্শ মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, সেই spirit of the age, বা কালের হাওয়া সমাজ-জীবনকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে। পূর্ব্বতন কালে যা শালীনতা ও শিষ্টাচার বহির্ভূত বিবেচিত হ'ত, আধুনিক সভ্যতার তাই সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। যুগ পরিবর্ত্তনের এই ঘূর্ণী হাওয়ায়

রক্ষণশীল রক্ষাকবচ চূর্ণ হয়ে যায়, রক্ষণশীল প্রাচীন সমাজের চিতাভস্ম থেকে ফিনিক্সের মত নব্য-নীতি, নব্য ভাবধারা জেগে ওঠে।

মহাযুদ্ধের বিশ্বগ্রাসী ধ্বংসলীলার পর এক অর্দ্ধ-চেতন সমাজ অবশিষ্ট রইল, প্রাক্-যুদ্ধকালীন যুগের আদর্শ ও ঐতিহ্য, শ্রপ্‌নেল ও লুইস গানের ধোঁয়ার শূন্যে বিলীন হোল। মৃত্যু ও ধ্বংসলীলার বিভীষিকা মানব-মনে আতঙ্ককর কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করে সমগ্র মানব-সমাজকে আচ্ছন্ন করে রাখল। ক্রমে প্রশান্তিবাদ (Pacifist) আন্দোলন সুরু হোল, জীবনকে নূতন করে উপভোগ করবার একটা তীব্র অনুভূতি জাগ্রত হোল।

পশ্চিমের হাওয়া ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হোল। প্রাচীন একান্নবর্ত্তী পরিবারের যে আদর্শ অবশিষ্ট ছিল তা অন্তর্হিত হোল, গৃহের আকর্ষণ ম্লান হয়ে এল। মলিয়ে আঁদ্রে ভিয়োলী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখের ডেইলী মেল পত্রিকায় লিখেছেন—

"No flats, no coal, no salt, no money. Every one in Paris moans, groans, and grumbles. *But they dance.*"

'There's no place like Home' বিখ্যাত সঙ্গীতের কলি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়ে "There's no place like Home, Thank God!" হোল, ভিক্টোরীয় যুগের গার্হস্থ চিত্র, উপন্যাসের পাতায় সীমাবদ্ধ রইল। বর্ত্তমান যুগের গতি পরিবর্ত্তিত হোল, তাই আজ বার্ণার্ড শ'র নায়িকা "*Misalliance*" চীৎকার করে বলে—

"Oh, home! home! parents! family! duty! how I loathe them! How I'd like to see them all blown to bits!"

পারিবারিক সংহতিভেদের এই সূচনা।

প্রাচীন নীতির অবসান এবং আধুনিক বিবাহ অনুষ্ঠানের অবনতি বশতঃ সমসাময়িক জীবনের এই নবতম পরিস্থিতি উদ্ভূত বিশৃঙ্খলার

অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবেই নূতন নীতির অভ্যুদয় হয়েছে। এই নূতন নীতি অবশ্য ইংলণ্ড বা আমেরিকায় কোনো সুনির্দিষ্ট এবং নির্দ্ধারিত নিয়ম সৃষ্টি করতে পারেনি, এখনো এই নীতির অপরিণত অস্থিরাবস্থা কাটেনি। যদিচ এই নূতন নীতির ব্যাপক সামাজিক অভিব্যক্তি সর্ব্বত্র পরলক্ষিত হয়, তথাপি এই বিদ্রোহ এখনও সঙ্ঘ অপেক্ষা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ। দুঃসাহসিক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত অধিকতর স্বাধীনতা করায়ত্ত হয়েছে, সামগ্রিক প্রগতি হিসাবে নয়। সুতরাং তারুণ্যের এই প্রতিবাদ প্রবাহ যদিচ অভিব্যঞ্জনা হিসাবে সামাজিক, তথাপি ব্যক্তিবিশেষের এই বিদ্রোহ সাহসিক না হয়ে প্রচ্ছন্ন ভীরুতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মোটামুটি এই বিদ্রোহ সর্ব্বত্র আন্তরিক বা অকপট, নির্ভীক বা সরল নয়—এই বিদ্রোহ তাই এখনও অস্পষ্ট।

সমাজ বিপ্লব ও নব্যনীতি

আধুনিক সমাজের এই বিপ্লব প্রচেষ্টা ও বিদ্রোহ সম্পর্কে মিঃ বেঞ্জামিন বার লিণ্ডসে মার্কিন সমাজ জীবনের রহস্যময় সমস্যা বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে মিঃ ওয়েনরাইট ইভান্সের সহযোগিতায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে "Revolt of Modern Youth" নামক সর্ব্বজন পরিচিত গ্রন্থখানি রচনা করেন। সমাজ জীবনের অবজ্ঞাত অথচ গুরুতর সমস্যা উপেক্ষা করে চলাই বর্ত্তমান সভ্য সমাজের রীতি হয়ে উঠেছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ডেন্‌ভার সহরের কিশোর ও পারিবারিক আদালতের বিচারপতি হিসাবে মিঃ লিণ্ডসে কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্কদের জীবনের নানাবিধ সমস্যার বিচার করেছেন, এবং যে আলেখ্য তিনি অঙ্কিত করেছেন তা শুধু ডেন্‌ভারের কাহিনী নয়, সকল দেশে, সকল সমাজেই আজ এই সমস্যা প্রবল হয়ে উঠছে।

মিঃ লিণ্ডসে বলেছেন—

"The Revolt of Modern Youth based on things which have actually happened. It is not academic ; It is not a swivel-chair product."

বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ মিঃ কালভারটন বলেন—

"While one scholar at Columbia University planned to send out five thousand questionnaires to both old and young people in an endeavour to definitely differentiate, by way of statistical average the contrasting attitudes of the old and new generation,···the one man in America who is best equipped to disclose the nature of this phenomenon is Judge Ben. Lindsay.

জজ বেন লিণ্ডসে দীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল ডেন্‌ভারের জুভেনাইল কোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই আদালত গৃহে তিনি এক অপূর্ব্ব গবেষণার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই আদালত কক্ষ তিনি নৈতিক উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের বীক্ষণাগারে পরিণত করেছিলেন।

মিঃ লিণ্ডসের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু মাত্র বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গী নয়, তাঁর অন্তরে গভীর মানব-প্রেমের ফল্গুধারা প্রবহমান। অপরাধীরা তাঁর কাছে নির্ভয়ে গোপন কথা স্বীকার করেছে, কারণ তাঁর উপর তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। যে কথা অভিভাবকের কাছে স্বীকার করতে তারা শঙ্কিত সে কথা এই সংবেদনশীল উপদেষ্টার কাছে অবলীলাক্রমে তারা জানিয়েছে। তাদের স্বীকৃতির মধ্যে এতটুকু গোপনতা নেই, কারণ গোপনতার প্রয়োজন নেই, গোপনতাই সেখানে বাধা। ক্রমে এই আদালতের দাক্ষিণ্যের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হোল।

মিঃ লিণ্ডসের দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা ও সহৃদয়তার ফলে পূর্ব্বে যাদের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হোত, এখন তারা সত্যের উপর নির্ভর করতে

শিখলো। দীর্ঘকাল ধরে হাজার হাজার তরুণ তরুণী মিঃ লিণ্ডসের কাছে এসে নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশা ও সঙ্কটের কথা জানিয়েছে। যে কথা শিক্ষকের অজ্ঞাত, ধর্ম্মগুরুর কাছে ভাবাবেগহীন ও অভিভাবকের দুর্ব্বোধ্য, জজ লিণ্ডসে তা দেখেছেন, শুনেছেন এবং বুঝেছেন। তার ফলে আমেরিকায় একমাত্র জজ লিণ্ডসের পক্ষেই আধুনিক তরুণের দৈনন্দিন জীবনের গতি, প্রকৃতি ও নীতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ ঘটেছে এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না।

Revolt of Modern Youth গ্রন্থে জজ লিণ্ডসে আধুনিক কালের সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুতর সমস্যার কথা উদ্ঘাটন করেছেন। মনোবিকারগ্রস্ত রোগিণীর চিকিৎসা সংস্পর্শে এসে ফ্রয়েড যেমন মনস্তত্ত্বের একটি বিরাট অনাবিষ্কৃত অংশ উদ্ঘাটিত করেছিলেন, জজ লিণ্ডসে 'Revolt of Youth' গ্রন্থে তেমনই একালের সভ্য সমাজের এমন একটি ব্যাধিক্লিষ্ট অংশের সংবাদ সাধারণ্যে প্রকাশ করেছেন, যার ফলে আজ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই জটিল সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন।

এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

"The growing signs of rebellion on the part of Modern Youth, a rebellion which is Youth's instinctive reaction against a system of taboos, tribal superstitions, intolerence and hypocricies."

এই বিদ্রোহ সহজাত নয়, কারণ যা সহজাত প্রবৃত্তি তা সামাজিক অভিব্যঞ্জনার মুখাপেক্ষী নয়। বিদ্রোহ যদি সহজাত হয়, তাহলে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তার যা প্রকৃতি ছিল ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেও তাই। এই পরিস্থিতি পরিবর্ত্তিত পরিবেশের পরিণাম।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ধারা অনুসারে যুবশক্তিকে আমরা যৌনতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ করে রাখি, কোনো প্রকার যৌন-শিক্ষা তাদের আমরা দিই না, অথচ যৌনজ্ঞান ভিন্ন কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ নয়। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ফ্রয়েড বলেন—

It conceals from them the part sexuality will play in their lives, and does not prepare them for the aggressions of which they are destined to become the objects. Sending the young out into life with such a false psychological orientation is as if one were to equip people going on a polar expedition with summer clothing and maps of the Italian lakes, (*Civilisation and its Discontents.*)

এই যৌন অজ্ঞতার ফলে ছেলে মেয়েরা কি ভাবে নানা প্রকার সঙ্কটে জড়িত হয়ে পড়ে তার বহুবিধ প্রমাণ Revolt of Modern Youth গ্রন্থে ছড়ানো আছে। যৌন অজ্ঞতাই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌন বিকারে পরিণত হয় সে কথার সমর্থনে René Guyon বলেছেন—

"Every educational system which definitely bans all sexual activity until a comparatively late age is a veritable hot bed for the development of sexual neurosis."

(*Sex Life and Sex Ethics*),

যৌন সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক তরুণের মনোভাব জজ লিণ্ডসের শিক্ষার অপেক্ষা তাঁর উদ্ধৃত কেসগুলিতে অধিকতর পরিস্ফুট। এই আধুনিক যুব সম্প্রদায়ের বহুবিধ বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বিপথে চালিত করেছে। এইসব তরুণ তরুণীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যে নব্যনীতি প্রবর্তনে তারা সচেষ্ট, তা প্রমাণিত হবে। সংশয় ও দ্বিধার দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন

এই তরুণ তরুণীদের সিদ্ধান্ত, যদিচ এখনও অনিশ্চিত, তথাপি আদর্শ, এবং বয়স্কদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহী মনোভাব পরিস্ফুট।

সখ্য বিবাহ

আধুনিক কালের এই অগ্রগতি ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের মূল কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। নর-নারী উভয়কেই একস্তরে এনেছে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। কার্য্যক্ষেত্রে মেয়েদের দাবী স্বীকৃত হওয়ার ফলে নারীর সেই চিরন্তন পরাশ্রিতপরতার অবসান ঘটেছে। প্রায় সকল দেশেই নারী আজ সর্ব্বতোভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়। নারীর নিরাপত্তা ও প্রতিপালনের ভার পুরুষই এতাবৎকাল গ্রহণ করে এসেছে, কিন্তু আজ নারীর সে দুঃখরজনী প্রভাত হয়েছে। পরাশ্রিতপর রমণীর শুচিতা ও সতীত্ব সে দিন সংসারের সর্ব্বপ্রধান সম্পদ ছিল, পুরুষের দানের বিনিময়ে এই ছিল তার কৃতজ্ঞ প্রতিদান। আজ এ আদর্শের পরিবর্ত্তন হয়েছে, তদুপরি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহজ-সাধ্য এবং সুলভ হওয়াতে বহুবিধ সমস্তার সহজ সমাধান ঘটেছে, কিন্তু এই আর্থিক স্বাধীনতার ফলে নৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা দিন দিন প্রবল হয়ে উঠ্ছে।

এই জাতীয় নানাবিধ বিপ্লব ও বিশৃঙ্খল পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে এ যুগের তরুণ তরুণী প্রেম, সত্য, ও ন্যায়ের মর্য্যাদা বিস্মৃত হয়েছে। এই মনোভঙ্গী অনুসারে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে স্বাভাবিক প্রয়োজনে নর নারীর পারস্পরিক সাহচর্য্যে এক নূতন সম্পর্ক রচিত হবে।

নর-নারীর এই অবাধ মেলামেশার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অবাঞ্ছিত সন্তান সম্ভাবনায়, (অবাঞ্ছিত এই কারণে যে তারা অবিবাহিত নর-নারীর সন্তান)। যদিচ জন্মের জন্ত শিশুর কোনো দায়িত্বই নেই, তথাপি সামাজিক শাসনদণ্ড সেই নিষ্পাপ শিশুর ওপর উদ্যত। এই জাতীয় বহুবিধ সমস্তায় আমাদের সমাজ আজ আচ্ছন্ন।

জজ লিণ্ডসের মতে এই সামাজিক ব্যাধির একমাত্র প্রতিকার "সখ্য বিবাহ" (Companionate Marriage)। বিশেষ বিচার করে দেখলে জজ লিণ্ডসের এই প্রস্তাব, রক্ষণশীল মনোভাব প্রসূত বলেই বিবেচিত হবে। উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবর্ত্তে এই প্রস্তাব দ্বারা আধুনিক কালের তরুণ-তরুণীর যৌন সম্পর্কের একটা অনুমোদিত সামাজিক মর্য্যাদা দেবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। মিঃ লিণ্ডসে বলেছেন—একালের তরুণের বিবাহের প্রধান অন্তরায় অর্থহীনতা, এবং বিবাহে অর্থের প্রয়োজন প্রধানতঃ সন্তান প্রতিপালনের জন্ম, আর অংশতঃ স্ত্রীর পক্ষে নিজের জীবিকা অর্জন করা সর্ব্বত্র সম্ভব নয়। তাঁর মতে একালের তরুণ নূতন ধরণের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, সাধারণ বিবাহ-বিধি আর এই প্রস্তাবিত বিবাহ বিধিতে তিনটি মাত্র ধারার প্রভেদ আছে, এই, তিনটি অতিরিক্ত ধারা এই প্রস্তাবিত বিবাহ বিধির বৈশিষ্ট্য।

প্রথম ধারা অনুসারে সাময়িক ভাবে সন্তান ধারণের কোনও বাসনা পাত্র-পাত্রীর থাকবেনা, সুতরাং শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে সকল তথ্য এই নবীন দম্পতিকে জানানো হবে।

দ্বিতীয়তঃ যতকাল কোন সন্তান অবর্ত্তমান এবং স্ত্রী গর্ভবতী নয়, ততকাল পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব হবে।

তৃতীয়তঃ বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে স্ত্রী স্বামীর কাছে কোনো অর্থ সাহায্য প্রত্যাশা করবে না।

মিঃ লিণ্ডসের মতে এই প্রকার কোন অনুশাসন যদি আইনতঃ সিদ্ধ হয়, তাহ'লে বহু তরুণ তরুণী, বিশেষতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী স্থায়ী সখ্যতায় আবদ্ধ হবে। বর্ত্তমান অবৈধ যৌন-সম্পর্ক-যুক্ত হয়ে তারা পরমানন্দে জীবন যাপন করবে।

Bertrand Russell বলেন—

"I have not the faintest doubt that Judge Lindsay's plan, if embodied in the law, would have a very beneficent influence, and that this influence would be such as all might agree to be a gain from a moral point of view." (*Marriage and Morals*)

কিন্তু জজ লিণ্ডসের এই পরিকল্পনায় সর্ব্বত্র একটা তুমুল আন্দোলন সুরু হোল, যদিচ আমেরিকার সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্রগুলিতে এই পরিকল্পনা সমর্থিত হোল, তথাপি প্রাচীন পন্থীরা অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু জজ লিণ্ডসে তাঁর Companionate Marriage গ্রন্থে লিখেছেন—Companionate Marriage···is widely practised by thousands of perfectly respectable, legally married people to-day. You and I both know scores of childless couples. They have most of them decided not to have children ; and they have a perfect right so to decide. It is a personal matter. No stigma of immorality attaches to these marriages or to yours. Societv recognises them as moral and permissible. But the recognition is tacit···

তথাপি এই সখ্য বিবাহ কোনদিন হয়ত যৌন সমস্যায় সমাধান করতে পারবে না, আগ্নেয়গিরির মুখে কোনো প্রকারে একটা সাময়িক চাপা দেওয়া যাবে মাত্র। তবে এতদ্বারা যৌন-জীবনের কতকগুলি অসঙ্গতি যা এতাবৎকাল অস্পষ্ট এবং প্রচ্ছন্ন ছিল তা ধরা পড়েছে। সখ্য বিবাহ যে ইতিমধ্যেই অবৈধভাবে প্রচলিত হয়েছে তা মিঃ লিণ্ডসের সখ্য-বিবাহ-প্রস্তাব আইনতঃ সিদ্ধ করার প্রচেষ্টা অপেক্ষা অনেকের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। এই নূতন বিবাহ পদ্ধতিতে অবশ্য অ-সখ্য-বিবাহ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা যায়, এবং এতদ্বারা আধুনিক বিবাহের নিষ্ফলতা এবং অসঙ্গতি আরো প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়।

Bertrand Russell বলেন—

"Contraceptives have altered the whole aspect of sex and marriage, and have made distinctions necessary which could formerly have been ignored. People may come together for sex alone, as occurs in prostitution, or of companionship involving a sexual element, as in Judge Lindsey's Companionate Marriage, or, finally, for the purpose of rearing a family. These are all different, and no morality can be adequate to modern circumstances which confounds them in one indiscriminate total."

(*Marriage and Morals*)

এইভাবে যৌন প্রেরণার অকাল এবং দ্রুত পরিণতি এবং অর্থ-নৈতিক অসামর্থ্যের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের মধ্যে সংযোগ সেতু রচনায় এই সখ্য বিবাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই—এতদ্বারা উত্তর-বয়ঃসন্ধিকালে প্রবধিত যৌন বুভুক্ষায় সমগ্র যুবশক্তি যে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনুভব করে তা অনেকাংশে প্রশমিত হবে, এই পন্থায় শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় থেকে তরুণ-তরুণীকে ত্রাণ করা সহজসাধ্য হবে। এই অপচয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুব-শক্তির পক্ষে ক্ষতিকর এবং ধ্বংসমূলক হয়েছে, কোথাও বা অত্যন্ত গুরু-তর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সম-সাময়িক যুবশক্তি ইতিমধ্যে স্বেচ্ছা-সঞ্চরিত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার দ্বারা এবং গোপনে সখ্যতা সংযোগে আবদ্ধ হয়ে আংশিক পরিত্রাণ লাভ করেছে। এই পরিত্রাণকে বিশৃঙ্খলতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য মিঃ লিণ্ডসে উদ্‌গ্রীব। কোনোরূপ উচ্ছৃঙ্খল পরিণামে তিনি শঙ্কিত। সেই কারণে আইনসিদ্ধ সখ্যবিবাহ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ হিসাবে প্রস্তাবিত হয়েছে। যাঁরা এই প্রস্তাবের দুর্নীতিমূলক প্রকৃতি সম্পর্কে তীব্র আক্রমণ করেছেন তাঁরা গতানুগতিক

মনোবৃত্তিবশতঃই প্রাচীন পন্থায় শ্রদ্ধাশীল, যতক্ষণ না এই বিরাট পরিবর্ত্তন সমগ্র সমাজ জীবন পরিপ্লাবিত করবে, ততকাল সেই পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সখ্যবিবাহ আইনানুগ করার প্রস্তাব একজন পরিণত বয়স্ক বিচারকের বিকৃত মস্তিষ্কের উদ্ভট কল্পনা মাত্র নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলেই এই প্রস্তাব করা হয়েছে। সমাজের সঙ্গে গোপনে সখ্য বিবাহের মত বহুবিধ সাময়িক ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় ফলেই অন্ধ শিশুদের মত একজন মানব প্রেমিক বিচারক অসাধুতা, ভণ্ডামি ও অপরাধ নিবারণ করে এই মহৎ প্রস্তাব আইন সিদ্ধ করার উদ্যোগ করেছেন।

Calverton বলেন—

"It stresses the pragmaitc aspect of heterosexual relationships, and not the metaphysical and mystical. It attempts to compromise with the sexual impulse, and not to deny and evade it.

The enthusiasm for companionate marriage is, after all is said, nothing more than another attestation of the failure of *Un-compani-onate* marriage."

অনুবাদকের কৈফিয়ৎ

প্রশ্ন হতে পারে বাংলাদেশে এই পাশ্চাত্য সমস্যার অবতারণা করার প্রয়োজনীয়তা কি? এ প্রশ্ন অন্যায়, অস্বাভাবিক বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রথমেই বলে রাখা ভালো ব্যক্তিগত ভাবে আমি রক্ষণশীল মতের পরিপোষক এবং উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থক নই, তথাপি মানবীয় অনুভূতি ও উদার দৃষ্টিকোণ থেকেই এই যুগান্তকারী নব্যনীতি ও আধুনিক তরুণের বিদ্রোহ সংবেদনশীল চিত্তে বিবেচনা করেছি।

বাংলার সমাজ জীবন আজ নানাবিধ সমস্যায় আচ্ছন্ন। পাশ্চাত্যের

স্বাধীন দেশগুলির তুলনায় আমাদের পরাধীন দেশের দারিদ্র্যের পরিমাপ হয় না, সভ্যতার সমান্তরাল আলোচনা করা বাতুলতা। অর্থ যেখানে স্বচ্ছল, জীবন যেখানে বহুবিধ সমস্যায় ভারাক্রান্ত নয়, সেখানে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত প্রবাহিত হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতায় ধনী দরিদ্রের বিচার নেই আমাদের বাংলাদেশে বিগত দশ বৎসরে কি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে সে কথা সপ্রমাণ করার জন্ম বোধকরি আজ আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদানের প্রয়োজন নেই।

বাংলার সমাজ জীবনের এই গ্লানিকর অবস্থা সম্পর্কে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আংশিক উদ্ধৃত করছি—

"কিছুকাল যাবৎ কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে এমন কতকগুলি হত্যা ও অপমৃত্যু ঘটিতেছে, যে গুলির অধিকাংশ সম্পর্কে কোন কিনারা হয় নাই। এই অবস্থা আমাদের সামাজিক জীবনের গ্লানি প্রকাশ করিতেছে। এই সমস্ত দুষ্কৃতির অধিকাংশ ঘটিতেছে মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে। যে-সমাজ একদা বাংলার তথা ভারতবর্ষের মনুষ্যত্বের সাধনায় অগ্রদূত ছিল। ...এই মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণে আসিলে অনেকে ব্যথিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমাদের সমাজ জীবন কোন্ দিকে চলিয়াছে? কলেজ ছাত্রী সুজাতা সরকারের শোচনীয় মৃত্যু এবং সেই সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর মামলার পর বে-আইনী গর্ভপাত ও শিশু হত্যার মামলা একাধিক রুজু হইয়াছে। ইহা ছাড়া আত্মহত্যা ও খুন খারাবিও নিতান্ত কম ঘটিতেছে না। কলিকাতার উত্তর প্রান্তবর্তী টালা পার্কে একটি যুবতী নারীকে গভীর রাত্রে হত্যা, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে সরস্বতী নাম্নী একটি বালিকার বাগান বাড়িতে রহস্যজনক মৃত্যু। দমদম রোডে গাছের ডালে ফাঁসী লটকানো এক ব্যক্তির মৃতদেহ প্রাপ্তি, ঐ দমদম রোডে একটি হিন্দুস্থানী মহিলার মৃতদেহ আবিষ্কার—এই সমস্ত ঘটনার কি কিনারা হইয়াছে জানি না। ইহা ছাড়া গতকল্যকার কাগজে (১৩।৮।৪০) ৪টি অপমৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। চৌরঙ্গী রোডে একটি কলেজের

গৃহের কক্ষে এক বাঙালী মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে—প্রকাশ মাত্র একদিনে এতগুলি অপমৃত্যুর সংবাদ বাঙালী হিন্দু সমাজের স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে···ভদ্র বাঙালী সমাজের ও সংসার জীবনের মধ্যে যে ঘুন ধরিয়াছে, হত্যা, আত্মহত্যা, ও নারী-ঘটিত অপরাধজনক কার্য্যাবলী সেই শোচনীয় ঘটনার বহির্বিকাশ মাত্র। এমন সমস্ত ঘটনা ও সংবাদ মাঝে মাঝে আমাদের কানে আসিয়া থাকে যেগুলি আইনের চক্ষে ধরা পড়ে না। ইহা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। উহা সমগ্রভাবে আধুনিক বাঙালীর সামাজিক জীবনের বহির্বিকাশ মাত্র। এই অপমৃত্যুর গ্লানি হয়ত পরিণামে আমাদের জাতিগত মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিবে।······

যুগান্তর—১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৭)

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমার বক্তব্য ও কৈফিয়ৎ সমর্থিত হয়েছে। বর্ত্তমান বাঙালীর সমাজ জীবনে প্রগতির নামে যে বিশৃংখলময় জীবনের সূচনা পরিলক্ষিত হয় তা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। নানা প্রকার পারিপার্শ্বিক আন্দোলনের ফলে বাংলার সমাজ জীবনের ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে সন্দেহ নেই।

মানবীয় অনুভূতি ও বিবেচনা সহকারে সমগ্র ঘটনাবলী বিবেচিত হ'লে Revolt of Modern Youth অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা সহজেই স্বীকৃত হবে। মিঃ লিণ্ডসে বলেছেন—

আর সকলের মত আমিও প্রাচীন সমাজ নীতির প্রয়োজনীয় রীতির পক্ষপাতী। বিবাহ, সতীত্ব, সদ্‌গুণ প্রভৃতির যা প্রকৃত অর্থ, আর সকলের মত আমিও তার সমর্থক। সেই কারণেই আমি এই সব বিষয়ের আলোচনা করেছি।······পরিশেষে আমার অনুরোধ এই গ্রন্থখানি পাঠকবর্গ যেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল হিসাবেই গ্রহণ করেন—মানব মনের আভ্যন্তরীণ কল্যাণ ও মানব জাতির পবিত্র পরিণামে আমার অচলা শ্রদ্ধা যেন স্বীকৃত হয়।

মিঃ লিণ্ডসের উপরোক্ত মন্তব্য আমি সমর্থন করি, আর সেই কারণেই

অশেষ শ্রম সহকারে এই বহু বিখ্যাত দীর্ঘ গ্রন্থখানি অনুবাদ করতে সাহসী হয়ে মিঃ লিণ্ডসেকে পত্র লিখি, উত্তরে তিনি লেখেন—

My dear Mr. Mukherjee,

Answering your letter from Calcutta of the 7th April last may I say that it is all right for you to publish a Bengali rendering of the Revolt of Modern Youth under translation and direction by you···I am merely joining you in such a contribution for the cause of youth. It was good of you to write me and I enjoyed your charming letter.

Sincerely yours,
Ben. B. Lindsay

অতঃপর "Revolt of Modern Youth"-এর বাংলা অনুবাদ বাতায়ন সম্পাদকের আগ্রহাতিশয্যে **'দুরন্ত যৌবন'** নামে কিছুকাল অংশতঃ "বাতায়নে" প্রকাশিত হয়েছিল। সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোল।

এই গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, প্রবোধকুমার সান্যাল, গোপালদাস মজুমদার, বিত্ত মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও পঙ্কজ দত্ত প্রভৃতি বন্ধুগণ এবং আমার কল্যাণীয় অনুজ শ্রীমান্ তারিণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

জন্মাষ্টমী—১৩৪৭।
কমল কুটির
বেহালা—কলিকাতা

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

পরিচ্ছেদ সূচী ঃ

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভূমিকা	...	...	/০
জীবনের রহস্তলোক	...	...	১
হেলেন্ ফোলের কাহিনী	...	...	১০
বিষ্ঠায়তন ও ধর্মমন্দির	...	...	২০
তরুণের বিদ্রোহ	...	...	২৬
তরুণের বাণী	...	...	৩৫
পাপের পিচ্ছিল পথ	...	...	৪৪
পুরুষের পিছনে নারী	...	...	৫৩
সংস্কৃতি ও নীতি	...	...	৬৯
কলঙ্কের ছাপ	...	...	৭৩
কালের কুটিল গতি	...	...	৮২
আদিম প্রবৃত্তি ও সংস্কৃতি	...	...	৮৭
বর্বরতা, সংস্কৃতি ও প্রেম	...	...	৯৩
অকাল পরিপুষ্টি ও খাদ্য পদ্ধতি	...	...	১০১
আধুনিক তরুণের বিদ্রোহ	...	...	১১৪
প্রচলিত বিবাহ বিধি—অবাধ প্রেম	...	...	১২২
পরীক্ষাধীন বিবাহ—সতী ও অসতী	...	...	১৩৩
সতীত্বের কুসংস্কার	...	...	১৪৯
বিবাহ ও অর্থ নৈতিক সঙ্কট	...	...	১৬৪
বিফল বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ	...	...	১৭৪

বিষয়			পৃষ্ঠা
অজাত সন্তানের দাবী	...	...	১৮৩
সলোমানের বিচার	...	...	১৯৮
জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং ধর্ম ও সমাজ	...	...	২১৩
বৈধ ও অবৈধ সন্তান	...	...	২২৭
নিগ্রোর ঘরে সাদা মেয়ে	...	...	২৪০
বিধাতার নির্দেশ	...	...	২৫৬
রাশিয়ান মেয়ে সোনিয়া	...	...	২৬২
দুষ্টু ছেলের প্রকৃতি	...	...	২৭১
আশা-বিষাদ-প্রেম	...	...	২৮২
পরিশেষ	...	...	২৯৩

বিপ্লবী যৌবন

এক

জীবনের রহস্যলোক

একজন শিল্পীর নাম সম্প্রতি সর্ব্বত্র শোনা যাচ্ছে, তিনি সাগরমধ্যস্থ রহস্যময় জীবনের ছবি সাগরজলে ডুব দিয়ে এঁকে থাকেন। তাঁর নাম জারা প্রিচার্ড। মিঃ প্রিচার্ড প্রথম যখন এই কাজ সুরু করেন তখন তিনি শরীরে ভার চাপিয়ে জলে ডুব দিতেন এবং সেখানে কিছুকাল শ্বাসরোধ করে থেকে সাগর অভ্যন্তরের নানাবিধ দৃশ্য চিত্রিত করতেন, পরে জল থেকে উঠে স্মৃতির সাহায্যে তিনি চিত্রগুলি সম্পূর্ণ করতেন। ক্রমে নানাপ্রকার যন্ত্রাদি আবিষ্কার করে তিনি অধিকতর সাফল্যলাভ করেন। নিজের চোখে কোনও জিনিষ দেখতে হলে এমনই অতলে ডুব দিতে হবে।

ডেল্‌ভারের কৈশোর ও পারিবারিক আদালতের বিচারপতি হিসাবে আমিও এই শিল্পীর সমগোত্র। আমার কর্ম্মধারাও সমান পদ্ধতির, মানব-জীবনের ছবির আমি রূপকার। মানব মনের মর্ম্মস্থলের সঙ্গোপন অন্ধকারে দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালে স্বপ্ন আমার বিষয়বস্তু!

মানব-মনের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারা এবং সঙ্গোপন কর্ম্মধারার মধ্যেই আমার প্রাত্যহিক কাজ। এই কর্ম্মধারার প্রচ্ছন্ন রূপ সাধারণ লোকের কাছে অবিশ্বাস্য, কিন্তু সামান্য সচেতন হলেই এই রূপ ধরা যায়। এইভাবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে কিরূপে স্বাধীনভাবে সমবেদনশীল মনে

এই সব সুন্দর, লজ্জাশীল, প্রাণের প্রাচুর্যে উজ্জ্বিত এবং পৈশাচিকরূপে আদিম প্রকৃতির জীবনের মধ্যে বিচরণ করা যায় তা আমি শিক্ষা করেছি। চাঁদ-জ্যোৎস্নার অপার্থিব আলো ছায়ার মধ্যে মানুষ পথ খুঁজে পায়। মানবমনের ছায়াচ্ছন্ন গহনে ভ্রাম্যমান মন ঘুরে বেড়ায়। এই পবিত্র ক্ষেত্রে মানব জীবনের উন্মুক্ত নগ্নরূপ দেখা যায়, মুখোসহীন আবরণহীন রূপ, ভণ্ডামী ও জীবনের প্রকৃতিগত সীমার বাইরের রূপ।

আমার আবিষ্কৃত এই স্বপ্নলোকে বিচার নিষ্পত্তির ধারা বিভিন্ন। বিচারপতি- হলেও কৃত্রিম জগতের ব্যবস্থা অনুযায়ী অবলীলাক্রমে "এটা ভালো" এবং "ওটা মন্দ" বলা যায় না। কাউকে বিশেষভাবে বিচার না করতে এবং সাধারণ বা অশুচি না মনে করতে আমি শিখেছি। এ আমার বিশেষ গুণ নয়। আমি জানি মানব-মন, মানবীয় বিচারের উর্দ্ধে।

তথাপি এই বিষয়টি তেমন সহজ নয়। মানবমনের ছলনাশীলতা সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার—এই গোপন-জগৎ চক্ষু ও কর্ণের কাছে অবিশ্বাস্য এক অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক রহস্যলোক।

কোথায় আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত প্রবাহিত কোথাও বা মৃত্যুর মতো শীতল, অপরিচ্ছন্ন বীভৎস জগৎ। পাপ-সংস্পর্শে তথাকথিত মানব সভ্যতার কি ভীষণ পরিণতি সম্ভব তা এই প্রকার বহু নিদর্শনে জানা যাবে।

এ জগতে দেখি অদ্ভুতদর্শন দৈত্যের চোখে করুণ কাকুতি, শক্তিমান পুরুষের মুখে মৃতমানবের অসহায় দৃষ্টি। ভীত-শীতল কম্পিত বাহুর সাহায্য কামনার ব্যাকুলতা! শারীরিক ও আত্মিক প্রাণীর মুক ক্ষমা ভিক্ষা প্রভৃতির সমন্বয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সুদূর রহস্যলোকের ধ্বনি শোনা যায়—

"And we are here as on a darkling plain,
Swept with confused alarms of struggle and
flight, where ignorant armies clash by night."

বাধাহীন শক্তি ও কু-প্রবৃত্তির প্রাধান্য শুধু মানব মনে নয় একটা বিশেষ সময়ে সমাজ-জীবনেও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বহুমুল নৈরাশ্য, প্লাবনের মতো সমস্ত মন পরিপ্লাবিত করে ফেলে। এই বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে পথ খুঁজে নিতে হবে। সুখের বিষয় একটা বিরাট ব্যাপারের এটি একটি সামান্য অংশমাত্র, মানব-মনের গহনে অবগাহন করে সুন্দরের সন্ধানও আমি পেয়েছি। ভুল ও ত্রুটি সত্ত্বেও দীপ্ত ও ভাস্বর যৌবনের উজ্জ্বল মাধুর্য্যমণ্ডিত রূপ সেখানে দুর্লভ নয়। যতটুকু সম্ভব মূলচিত্র বিকৃত না করে এই পদ্ধতিতেই আমি চরিত্র চিত্রণের চেষ্টা করবো। দীর্ঘকাল শাশ্বত শৈশবের মধ্যে আমার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে, আমার সহধর্ম্মিণী আমার পাশে বসে আমার মতোই অনেক তরুণ-তরুণীর সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন, কিছুকাল আমি তাঁর পূর্ণ সহযোগীতা ও সহানুভূতি লাভ করেছি। মেঘমলিন ছায়া সুনিবিড় মুহূর্ত্তের মধ্যেও দক্ষিণ সমীরণ অন্তরকে স্পর্শ করে, বসন্তে নীপকেতনের বেণুরব শুনি, তারুণ্যের বাণী প্রসন্ন নীলাকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

সততা ও সারল্যে পূর্ণ এই নিষ্পাপ শিশুদের সমাজ যদি জানতো এদের বাণী যদি পৃথিবীকে স্পর্শ করতো—তাহলে সমাজের সুস্থ ও কল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গী ফিরে আসতো। ভালো ও মন্দ সম্পর্কে যে মহাপুরুষের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল সেই যীশুখ্রীষ্ট একথা বলেছিলেন—

"Suffer the little children to come unto me, and

forbid them not ; for of such is the kingdom of Heaven."

Little children ! শিশু ! তা'হলে বড়দের কি উপায় হবে ? এ সংসারে বড় কেউ নয়—জগৎ পারাবারের তীরে আমরা সবাই শিশু, দোল্‌না থেকে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত অখণ্ড শৈশব। আমার ইচ্ছায় নয়, আইনের নির্দ্দেশে একুশ বছর পর্য্যন্ত শৈশব। তথাপি আমার সান্ত্বনা এই : শৈশবে এরা নমনীয়, না ভেঙে যে কোনো ছাঁচে এদের গড়া যায়। গৌরবের মেঘমালায় স্বপ্ন অথচ অবিশ্বস্তী পরিমণ্ডলে তাদের বিরাট সম্ভাবনা বর্ত্তমান।

জীবন যন্ত্রের প্রবল পেষণে নিপীড়িত ও দলিত এই সব শিশু, কিশোর ও যুবকদের যে অবস্থা আমি দেখেছি তারপর রচনার সংযম রক্ষা করা কঠিন, সেই কারণে প্রচলিত রীতি-নীতি সম্পর্কে আমার মন্তব্য হয়ত স্থানে স্থানে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও ধ্বংসমূলক বিবেচিত হতে পারে, আমি কিন্তু সমস্যা সমাধানের গঠনমূলক পন্থাই নির্দ্দেশ করবো। আগতপ্রায় রূপান্তরের ফলেই বেদনাদায়ক ব্যাধি আজ সমাজ-জীবনে পরিব্যাপ্ত, সত্যকে যদি সহজে স্বীকার করি, তা'হলে যুগগত পরিবর্ত্তনের গতি শ্লথ না হয়ে দ্রুত হবে, অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হবে।'

আমি কোনো সমাধানের ইঙ্গিত করতে পারবো না, আমার কাছে সর্ব্বৌষধি নেই, তবে এ বিশ্বাস আছে যে, সমাজ যদি রোগ নির্ণয় করতে পারে, কোথায় যে ব্যাধি তা যদি বুঝতে পারে, তা হলেই জাতীয় জীবনের এই সর্ব্বপ্রধান সমস্যায় যুক্তিগত সমাধানে আমরা সমর্থ হব।

জাতি হিসাবে আমাদের মনঃ সমীক্ষণের প্রয়োজন আছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান বিগত পঁচিশ বছরে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতা পেয়েছে। যে ভাবে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন সুরু হয়েছিল, তদপেক্ষা ধীর ও নিশ্চিত গতিতে মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃই কার্য্যকরী হয়ে উঠছে—এতদ্বারা প্রত্যেকেরই আত্ম-বিশ্লেষণের সুবিধা হবে; এই আত্মজ্ঞান কেন সফল হবে না, সত্যকে যদি জানি—কেন সেই সত্য আমাদের মুক্তি দান কর্‌তে পারবে না, তা আমি বুঝি না।

অদূর ভবিষ্যতে মানব-সমাজ কি ভাবে রূপান্তরিত হবে, সেই অনাগত ভবিষ্যতের কল্পনা ক'রে পূর্ব্বাভাষ কর্‌বার পূর্ব্বে—বর্ত্তমান সমাজের যথার্থ অবস্থা জানা দরকার। এই জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা ফলাফল ভোগ কর্‌তে সমর্থ হব, কিন্তু যদি আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে অচৈতন্য হয়ে থাকি তাহ'লে আমাদের বিবর্ত্তন সুদূর হয়ে পড়বে আর মানব সমাজের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার পরিধি অকারণে প্রশস্ত হবে। সত্যকে জানা এবং স্বীকার করাও আরোগ্যকর, সুতরাং আমাদের সেই পথই অবলম্বন করতে হবে। এই সত্যকে জানবার ও স্বীকার করার সঙ্গে জীবনের গভীরে আমাদের গাহন কর্‌তে হবে—ওপরে ভেসে বেড়ালে চলবে না।

এই গ্রন্থে আমি সেই চেষ্টাই করেছি। আমি জানি আমার কাহিনী হয়তঃ অনেককে স্তম্ভিত করবে। এঁদের অনেকে তথ্য সম্বন্ধে অন্ধ, কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে সরাসরি সব কিছু উড়িয়ে দেবেন, আর অল্প সংখ্যক ব্যক্তি নির্ভয়ে তথ্য বিচার করে অন্তর্নিহিত কল্যাণের সম্ভাবনা অনুভব করবেন। এই শেষোক্তদের জন্যই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি।

আমাদের অবসাদ ও আত্মতুষ্ট প্রসন্নতা দূরে কর্‌বার জন্য এই ধরণের আঘাতের প্রয়োজন আছে। রক্ষণশীল ও গোঁড়ারা শীতল

মানের শিহরণের মতো মৃদু আঘাত অনুভব করবেন, স্বচ্ছন্দ-মসৃণ জীবনের তাঁরা পক্ষপাতী, স্তব্ধতা ও তওগামির দ্বারা সে স্বাচ্ছন্দ্য যাতে অটুট থাকে সে বিষয়ে তাঁরা সচেষ্ট।

সত্য যদি আমাদের অধিকাংশকে এমনই আঘাত করে যে—যা সত্য উচ্চারিত হতে দেয় না, তাহ'লে যারা নির্ভয়ে সত্য বলে তাদের আঘাত কি আরো গুরুতর নয়?

এ হোল দুমুখো তলোয়ার, ব্যবস্থাকারীর পক্ষেও বিপজ্জনক। কিছুকাল আগে "The Beast and the Jungle" নামক গ্রন্থে ডেন্ভার শহরের রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিলাম যে এ মন্তব্য সকল শহরের সম্পর্কেই প্রযোজ্য—সমগ্র আমেরিকাকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করার শিক্ষা আমি পেয়েছি। সেই গ্রন্থ রচনার ফলে আমার শত্রুরা আমাকে অনেকখানি পঙ্গু করে দিয়েছে, যদিচ এই মূল্য পেয়েছি বলে মনে মনে সুখ বোধ করেছি, তথাপি কারো ওপর আমার বিদ্বেষ নাই! কার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবো? এ কাজের এই-ই চিরন্তন মূল্য। আধুনিক তরুণের অভিযান সম্পর্কে আমার এই গ্রন্থের পাঠকদের কাছে আমার অনুরোধ যে আমার মতবাদ সর্বদা সমর্থন না করলেও আমার সততা ও আন্তরিকতায় যেন তাঁদের শ্রদ্ধা থাকে।

যে-ন্যায় বিচার থেকে সমগ্র মানব সমাজকে (বিশেষ করে নারী ও শিশু সম্প্রদায়) দীর্ঘকাল বঞ্চিত করা হয়েছে, এই গ্রন্থে তাদের স্বপক্ষে আমি ন্যায় বিচারের আবেদনই জানিয়েছি। বিচারকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে যে বঞ্চনা ও অবিচারের নিদর্শন আমি পেয়েছি তারপর আমার পক্ষে নীরব থাকা কঠিন।

এই অবিচারের প্রতিবাদে স্পষ্ট কথার প্রয়োজন আছে। আমি

স্বেচ্ছায় অনাবশ্যকভাবে প্রচলিত সমাজবিধির মূলে আঘাত করেছি বলে অভিযোগ উঠবে, তথাপি এই পন্থাই আমি শ্রেয় বলে মনে করেছি। ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার জন্য আমি যথা সম্ভব চেষ্টা করবো। এই স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান কালের রীতি-নীতি আমি সমর্থন করি বলেই সমালোচনা করেছি সমর্থন করি না বলে নয়। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আমাদের আদর্শ এমন আচ্ছন্ন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পুরাতন ও অকার্য্যকর হয়ে পড়েছে। একটা মহৎ আদর্শের পটভূমিতে এই সব পদ্ধতি ও রীতিনীতির উৎপত্তি হয়েছিল, কিন্তু মূলতঃ যে প্রেরণার বশবর্ত্তী হয়ে এই আদর্শের সৃষ্টি হয়েছিল জাতি হিসাবে আমাদের সে আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটেছে। সংশোধনের উদ্দেশ্য বিচার বিবেচনা না করেই আমরা এ সব আদর্শ স্বীকার করে নিয়ে তার বিকৃত অর্থ করেছি, আমরা এই আদর্শ স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে মেনে নিয়েছি, এবং একদা এর অন্তরালে যে মহৎ আদর্শ ছিল তা ভুলে গিয়ে নিজেদের মূঢ় অজ্ঞতায় সেই আদর্শ বিকৃত করে ফেলেছি। এই কারণেই যে মুখ্য সামাজিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সুনীতি তা একালে দুর্নীতিতে পরিণত হয়েছে, এই কারণেই আমাদের সংসারবৃক্ষে ন্যায়ের ফসল না ফলে অন্যায় ও অবিচারের তিক্ত ফল উৎপন্ন হয়েছে।

এ সব কাহিনী সংযম সহকারে রচনা করা কঠিন, তথাপি আমি যথাসাধ্য আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করেছি, যদি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকে তার কারণ আর সকলের মতো আমিও প্রাচীন সমাজনীতির প্রয়োজনীয় রীতির পক্ষপাতী। বিবাহ, সতীত্ব, সদ্‌গুণ প্রভৃতির যা প্রকৃত অর্থ আর সকলের মতো আমিও তার সমর্থক। সেই কারণেই আমি এ সব বিষয়ে আলোচনা করেছি আর এই

কারণেই এদের বেনামে সমাজে যে-সকল প্রচলিত আমি তা প্রত্যাখ্যান করি।

সুতরাং বর্ত্তমান মানব-সমাজের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে যথার্থ বিবরণ গ্রহণযোগ্য ও মূর্খলোকে সমানাকৃতির যে সকল নির্ব্বিচারে আসল বলে গ্রহণ করছে তা প্রত্যাখ্যান করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্ত্তমান কালের যৌবনের মধ্যে যে বিদ্রোহের ভাব ক্রমশঃই পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে, আমাদের সহস্র বিধি নিষেধ, আদিম কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তরুণদের এই সহজাত প্রতিক্রিয়া। এই সব কুপ্রথার অন্তরালে আত্ম-বিধ্বংসী বীজ বর্ত্তমান। ওষুধের আস্বাদ যেমন রসনায় কটু অথচ জঠরে মনোরম এই ধ্বংস বীজের আস্বাদও তেমনি অম্ল মধুর।

এই রূপান্তরের চরমরূপে বিশ্বাসী বলেই আমি উদারতা ও সহানুভূতি সহকারে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পূর্ব্বাভাষ আলোচনা করেছি, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, যা কিছু ঘটছে তাতেই আমার সমর্থন আছে বা অপর কোন প্রকার সমাধান আমার গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের ফলে অনেক কিছুই হয়ত হারাবো, এবং একথাও সত্য যে মানব-জীবনের সমস্তা সম্পর্কে যদি যুক্তিগত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করা যায় তাহ'লে অনেক দুর্ঘটনার হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাবো, এই গ্রন্থ রচনার মূলে সেই উদ্দেশ্যই বর্ত্তমান।

উদাহরণ হিসাবে পৃথিবীর মূলতম নীতি বিবাহ-বিধির দৃষ্টান্ত ধরা যাক্, এই বিবাহ বিধির শুদ্ধ প্রয়োগের ফলে সমগ্র মানব জাতির পুনর্জন্ম সম্ভব, ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীর পরিত্রাণ সম্ভব। এমন একটা মহৎ বিধান অযত্নবর্দ্ধিত আগাছায় আচ্ছন্ন হবে, এর চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কি আছে? এই অবহেলা ও অযত্নের প্রতিবাদের অর্থ

নিশ্চয়ই তা বাতিল করা নয়, বরং তার শুভকর সম্ভাবনায় আস্থা প্রদর্শন।

এদিনের তরুণ বিশেষভাবে বিবাহবিধি দলিত করছে, অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য তা অবিবেচনা প্রসূত, কিন্তু তার প্রতিকার কী? এই সঙ্কট মুহূর্তে কি ভাবে তরুণদের সতর্ক করা সম্ভব? তাদের সম্পর্কে হাস্যকর শত্রুতা ও তীব্র অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করলেই কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? তা হয় না—তার ফলে তরুণদের মধ্যে অশ্রদ্ধা, উপেক্ষা ও অসহিষ্ণুতা আরো বেড়ে যাবে। যদি প্রশ্ন হয় প্রকাশ্য সহানুভূতি, সদ্ উপদেশ ও সুপরামর্শে কি উপকার সম্ভব? তার উত্তরে আমি বলবো—নিশ্চয়ই এই একমাত্র পথ।

অনেকে হয়ত মনে করবেন ভাবপ্রবণ মনের এটা একটা তুচ্ছ থিয়োরী বা তত্ত্ব মাত্র, তাঁদের কাছে আমার নিবেদন যে প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় বা প্রমাণিত হয়েছে আমি তাই উল্লেখ করেছি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই বিগত পঁচিশ বছর বিভিন্ন ঘটনায় আশাতীত সাফল্য লাভ করেছি।

পরিশেষে আমার অনুরোধ আমার এ গ্রন্থখানি পাঠকবর্গ যেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল হিসাবেই গ্রহণ করেন—মানব-মনের আভ্যন্তরীণ কল্যাণ ও মানব-জাতির পবিত্র পরিণামে আমার অচলা শ্রদ্ধা যেন স্বীকৃত হয়

দুই

হেলেন জোন্সের কাহিনী

ডেন্‌ভারের এক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সামনে একখানি ব্লু রোডষ্টার মোটরকার এসে থামল—বেরিয়ে এলো এক উগ্র-আধুনিক যুবক। গম্ভীর মুখ, নরম প্রকৃতি বিচিত্র সাজসজ্জা। প্রিন্সিপাল মিস্ জ্যাক্‌সনের সে সাক্ষাৎ প্রার্থী।

মিস্ জ্যাক্‌সনের শিক্ষকতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং কড়া শাসনের খ্যাতি আছে। ছেলেমেয়েদের মন ও নীতির সংরক্ষকের যেমনটি হওয়া উচিত। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হিসাবে সব ছাত্র ছাত্রীর ওপর তাঁর কড়া নজর প্রগতিশীল তরুণ-তরুণীর চিন্তা ও ব্যবহারের এই উদ্দাম স্বাধীনতার যুগে সর্ব্ববিষয়েই তাঁর সুদূরপ্রসারী ঈগল চক্ষু সজাগ। জ্যাক্‌সনের অফিস ঘরে যুবকটির ডাক পড়লো।

টুপী হাতে সম্ভ্রমের ভঙ্গীতে যুবকটি সামনে দাঁড়াতেই স্বভাবতই তিনি একটু আকৃষ্ট হলেন। এই ধরনের যুবক তাঁর অতি পরিচিত। চেহারায় বেশ দায়িত্ব বোধের ছাপ, সংযত ও স্পষ্ট তার বাচন ভঙ্গী। মিস্ জ্যাক্‌সনের দিকে সরলভাবে চেয়ে সে বল্লে—

আমি হেলেন জোন্সের ভাই, মার বড় অসুখ, হেলেনকে আমি তাই বাড়ী নিয়ে যেতে চাই।

প্রিন্সিপাল বল্লেন—নিশ্চয়ই, এখনই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সেক্রেটারীকে ডেকে বল্লেন—হেলেন জোন্সকে পাঠিয়ে দাও।

হেলেনের জন্য অপেক্ষা করার অবসরে তিনি বিশেষ আগ্রহ ভরে

হেলেনের মার কি অসুখ, এখ[redacted]এই সব সংবাদ দিতে লাগলেন। হেলেনের দাদা [redacted]র দিতে পারলেন না, ইতস্ততঃ করে বললেন—ঠিক বলা কঠিন, [redacted] পর্য্যন্ত বলেই তিনি বিশেষ ব্যস্ত ভাবে ঘড়ি দেখতে লাগলেন।

ঘড়িতে তখন ছুটো বাজে…

হেলেন এলো—পনের বছর তার বয়স। চমৎকার মেয়ে, এই ধরণের মেয়েকে মিস্ জ্যাকসন মনে মনে "Nice" এই লেবেল দিয়ে রেখেছেন। স্বপ্নময় নীলাভ ছুটি আয়ত আঁখি, সোনালী কুঞ্চিত কেশদাম কপালে ভেঙ্গে পড়েছে, সুকোমল স্বর্গীয় তার মুখশ্রী।

মিস্ জ্যাকসন গম্ভীর ভাবে বল্লেন, হেলেন, শুনলাম তোমার মার বড় কঠিন অসুখ, তোমার দাদা তোমাকে নিতে এসেছেন, তা তোমরা যাবার আগে আমি একবার ফোন করে জেনে নিই এখন তিনি কেমন আছেন, তেমন কঠিন অসুখ নয় আশাকরি, এই সেদিনও ত আমার সঙ্গে দেখা হোল, তখনো বেশ ছিলেন।

টেলিফোনে হাত দেবার উপক্রম করতেই হেলেন কঠিনভাবে একবার যুবকটিকে দেখে নিল, সে তখন ভীতি চঞ্চল ভঙ্গীতে টুপিটি নাড়াচাড়া করছে। বালিকা বলে উঠলো—

আমি এঁকে চিনি না, আপনাকে ফোন করতে হবে না, আমার মার কোনও অসুখই নেই।

মিস্ জ্যাকসনের দৃঢ়তা আছে, তিনি হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা নন, তবে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর সাধারণ মনোভাব যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হোল, বোধ করি হিষ্টিরিয়াই ছিল ভালো। প্রথমেই তিনি দৃঢ় ও দীপ্ত ভঙ্গীতে যুবকটিকে প্রশ্ন করলেন, বিপদের গুরুত্ব অনুমান করে সে স্বীকার করলো—হেলেনের সে ভাই নয়! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, আর কোনও কথা তার মুখে

থেকে বেরুল না। [illegible] প্রিন্সিপাল তাঁর কাছে আদায় করতে পারলেন না! আর হে[illegible] বেচারী সত্যই এ ব্যাপারের কিছুই জানতো না তার শান্ত প[illegible] ভঙ্গী আর নীরব তিরস্কারে যুবকটি বেশ বিব্রত হয়ে উঠলো।

মিস্ জ্যাক্‌সন বল্লেন—বেশ, 'জুভেনাইল কোর্টে' এর বিচার হবে।

টেলিফোনে আমার কাছে ব্যাপারটি তিনি জানালেন। তাঁর ধারণা, যুবকটি "নারী ব্যবসার" (White Slave Traffic) একজন প্রতিনিধি, সেই কুৎসিৎ ব্যবসার প্রয়োজনেই সে এই বিদ্যালয়ে হেলেনের মতো ডেন্‌ভারের এক সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের সর্বনাশ করতে এসেছে।

যথা সময়ে সেই যুবক, হেলেন, হেলেনের উত্তেজিত জনক-জননী, আর কম্পিত চিত্তে মিস্ জ্যাকসন আমার আদালতে এলেন।

হেলেনের অভিভাবক আর প্রিন্সিপাল উভয়েই এই দুঃশীল যুবকের চরম শাস্তি প্রার্থনা করলেন এবং আইনে এই অপরাধে ফাঁসী হয় না বলে তাঁরা বিশেষ দুঃখিত হলেন।

যুভেনাইল কোর্টের নিয়মানুযায়ী আমি তাদের কথা কইতে বল্লাম, যখন বুঝলাম যুবকটা একটু হাল্কা হয়ে এসেছে তখন হেলেন ও তার তথাকথিত ভাইটির সঙ্গে কিছু আলোচনা করলাম! তাদের উত্তরের সঙ্গে একত্রে এবং পৃথকভাবে আলাপ করলাম।

ছেলেটিকে আশ্বাস দিয়ে বল্লাম, জোন্স গিন্নী তোমাকে কাবাব বানাতে পারবেন না, আর এই বয়সে তোমার ফাঁসীও হবে না। আমার কথায় প্রীত হয়ে সে বল্লে—আমার সহানুভূতিপূর্ণ উক্তিতে সে খুশী হয়েছে, কুৎসিৎ কিছু করার দুরভিসন্ধি তার ছিল না। কিন্তু মিস্ জ্যাক্‌সনের সঙ্গে একটি কথাও সে কইলো না, বোধ হয় সে আশঙ্কা

করেছিল তাহলে নিষ্পাপ [illegible] জ্যাকসনের অশনি পড়বে।

হেলেনের কাহিনীর শেষাংশে [illegible] ঘটনা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে প্রাচীনপন্থী বাড়ির আবহাওয়ায় হেলেন আবাল্য পালিত। তার অভিভাবকবৃন্দ ছেলেদের সঙ্গে মেশা, মোটর চড়া, পার্টিতে যাওয়া, নাচের মজলিসে যোগ দেওয়া প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার নানাবিধ অঙ্গকে সুনজরে দেখেন না।

জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত হেলেনকে এই সব কলুষ থেকে রক্ষা করতেই হবে। সাঁতার না শিখে সে জলে নামবে না। তার মন সাদা কাগজের মতো অক্ষত থাকবে, অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু হাই স্কুলে হেলেনের সঙ্গে ছেলেদের মেশবার সুযোগ হোল। এই রকম একটি ছেলের কাছে সে একদিন এই বিরক্তিকর জীবনের কথা সরল ভাবে জানালো। সে চায় 'অভিজ্ঞতা'—একটু মোটর ভ্রমণে হয়ত বিরক্তিকর একঘেয়েমী দূর হতে পারে এই তার ধারণা।

হেলেনের বন্ধু বল্লো—বেশ, আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমার বন্ধু হ্যারল্ড সিম্পসনের নতুন গাড়ী আছে, আর সে যেমন গাড়ী চালাতে পারে তেমনই দৈত্যের মতো প্রেম করতে পারে। আমি তার সঙ্গে কথা কইবো, সে তোমাকে বেড়িয়ে আনবে।

একটু দুর্ব্বলভাবে সে বল্লে—কিন্তু আমি তার সঙ্গে প্রেম করতে যাবো কেন।

—সে কিছু ভাবনা নেই, সে চমৎকার ছেলে! সে নিজেই সব ব্যবস্থা করে নেবে, কবে আসতে বলবো?

বুদ্ধিমতী হেলেন বল্লে—বেশ, কাল ছুটোর সময় তাকে 'পাথুরে'

জ্যাকসনের কাছে আ[illegible]লে। [illegible]ল বল্‌বে, মার অসুখ, আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, তা হ[illegible] একটু বেড়াবার সময় পাওয়া যাবে। বাড়ি গিয়ে আর দেরী হ[illegible] কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

—তাকে একটা চুম্বন উপহার দেবে ত' ?

—নিশ্চয়ই, উপযুক্ত মূল্য।

বন্ধু বল্‌লো—বেশ !

এইটুকু বলে হেলেন আমাকে বল্লে—দেখুন এ ছাড়া আমার আর বেড়াবার কোন উপায় ছিল না, অন্য মেয়েরাও ত' যায়, আমিই বা কেন এসব উপভোগ করবো না! আমি নাচতে ভালোবাসি, ছেলেরাও আমাকে পছন্দ করে, বলুন আপনি কেন আমি এসব সুযোগ হারাবো ?

আমি সহানুভূতির সুরে বল্লাম—তোমার কথাই ঠিক এবং এর ফলে যা স্বাভাবিক তাই ঘটতো। কিন্তু হেলেন, একটু বেড়ান ছাড়াও এর ভেতর অনেক ব্যাপার ঘটে যায়, আর ছেলেদের সঙ্গে বেড়ান সর্ব্বদা নিরাপদ নয়। এই সব ভ্রমণের ভেতর এমন অনেক কিছু হয়ে থাকে যা আসল প্রোগ্রামে থাকে না।

সে প্রশ্ন করলো—প্রেম করা ?

—হ্যাঁ, আর মদ্য পান। এইসব ছেলেরাই ফ্লাস্ক্ সঙ্গে নিয়ে যায়, তুমি হয়তো জানোনা কিন্তু আমি জানি। কারণ এ ধরণের মামলা আমার কাছে প্রায়ই আসে। তুমি মাতাল হ'তে চাও না, এমন কি সামান্য নেশা হয় তাও চাও কি ? এটাতো জানো নেশার ঝোঁকে সকল বাধার বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তখন আর কারুর মাথার ঠিক থাকে না।

উত্তেজিত হেলেন বল্লে—"জজ, একথা আমি ভাবতেও পারি না,

আমার মাত্র পনের বছর বয়স, আঠার বছর বয়স না হলে…না…আমি নিশ্চয়ই মদ্যপান করতুম না, ওঃ আমি এ সব ভাবতেই পারি না।"

যদিও আধুনিক মনের গহনে দীর্ঘকাল অবগাহন করেছি, তবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেলেনকে লক্ষ্য করতে হোল, ঠাট্টা করছেনা ত'? কিন্তু তার সারল্য ও আন্তরিকতায় সন্দেহ করা চলে না। আমার জ্ঞাতার্থে সে তার আত্মবঞ্চনাকর পরিমণ্ডলের পরিচয় দিয়েছিল। আধুনিকতায় যে-বেষ্টনে হেলেনের দিন কাটে সেখানকার রীতি-নীতি, উদ্দেশ্য, স্বপ্ন ও চিন্তাধারা হেলেনের অভিভাবক ও শিক্ষয়িত্রীদের কাছে মঙ্গলগ্রহের সামাজিক রীতিনীতির মতোই অজ্ঞাত। সুতরাং তাঁরা হেলেনের আচরণ সামাজিক শালীনতার অঙ্গ বলে স্বীকার করতেন না নিশ্চয়ই। সকল প্রকার গ্রহণযোগ্য মত বিচার ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করতেন হেলেন ভ্রষ্টচরিত্রা। সত্য কথা জানলে সমাজ বিরুদ্ধ দুঃশীলতার অপরাধে ভদ্র সমাজের বাইরে হেলেনের স্থান নির্দ্দেশ করা হোত।

আরো বিশেষভাবে কয়ে জানলাম—পনেরয় মেয়েরা মোটরে বেড়াতে পারে—আঠারোয় অবলীলাক্রমে মদ্যপান করা চলতে পারে, প্রেমলীলায় পক্ষে সর্ব্বদাই সুসময়। চুম্বন সোহাগ প্রভৃতি যৌনঅভিজ্ঞতার বিভিন্ন অংশ এই সব মধুমুখীরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করবে ততকাল, যতক্ষণ তার গুরুত্ব থাকবে অনুচ্চারিত। ধরা না পড়লে দীর্ঘ কাল এইভাবেই চলে, এই তার রীতি, তার বন্ধু ও অন্তরঙ্গদের রীতি।

চরম যৌন-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায় নি, তবে আপত্তিও নেই। এই বিষয়ে সে আমার সঙ্গে ব্যাপকভাবে

আলোচনা করেছিল—কারণ আমাদের আদালতের কথা গোপন থাকে সে জান্‌তো। তার মতে পরীক্ষাধীন (Trial) বিবাহ রীতি, কিংবা যৌন-অভিজ্ঞতার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ উদার মনোভাব অবিলম্বে প্রচলিত হওয়া উচিত। কেননা অনেক শুভ-বিবাহের পরিণতি বিচ্ছেদে।

বিবাহিত জীবনে যে-নর-নারীর মধ্যে প্রেম নেই সেই কি চরম দুঃশীলতা নয়? অথচ যেখানে প্রেম ও প্রয়োজন আছে সেখানে অবিবাহিত অবস্থায় থাকা অপরাধ বলে গণ্য হবে কেন?

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—কোথায় পেলে তুমি এ সব? কোথাথেকে এ সব প্রশ্ন তোমার মাথায় এলো?

—ও, আমরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করি, কেউ কেউ ছেলেদের সঙ্গে ও সাহস করে এবিষয়ে কথা কয়। আমি অবশ্য তা করিনি।

অভিভাবকদের প্রতি হেলেনের একটু আতঙ্ক মিশ্রিত অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার ভাব ছিল। অভিজ্ঞতা থেকে সে জান্‌তো যে এই সব সমস্যা বা ধারণার কথা অভিভাবকদের বোঝাবার মত ভাষা আজো সৃষ্টি হয় নি। আমার কাছে সে যা বলেছে তা শুন্‌লে বোধকরি রাগে ও উত্তেজনায় তাঁরা উন্মত্ত হয়ে উঠতেন!

হেলেন জান্‌তো জীবনের কয়েকটি দরজা তার কাছে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে—তার বিচারশক্তির ওপর বড়োদের শ্রদ্ধা নেই, এইখানেই সংঘাত।

হেলেনের কাছে অভিভাবকদের মুখ বন্ধ—আর এই জন্যই তাকে সহচর সহচরীদের সাহায্য নিতে হয়েছে।

প্রিন্সিপাল বা স্কুলের অন্যান্য টিচারদের সম্বন্ধেও তার অনুরূপ ধারণা। কয়েকজনকে সে ঘৃণা করে, আর সবাইকে সে রীতিমতো ভয় করে।

তাদের সাম্‌নে সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু মনের দ্বার খোলা সম্ভবপর নয়। আর মিস্ জ্যাক্‌সন—(হেলেন বলত 'পাথুরে' জ্যাক্‌সন) সে জান্‌তো, তাঁর কাছ থেকে, সাহায্য, সহানুভূতি ও সংবাদাদি পাওয়া সহজ নয়, এ সব কথা যে মেয়ে বলে তাকে তিনি দুশ্চরিত্রা বলে বিতাড়িত কর্‌তে বাধ্য। তাঁর কাছে যৌন-অপরাধের ক্ষমা নেই।

পরে মিস্ জ্যাক্‌সনের সঙ্গে দেখা করে আমি হেলেনকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব তা জানালুম। তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, বল্লেন—আমাকে বড় ঠকিয়েছে, ওর সুমার্জিত ভঙ্গী ও ব্যবহারে আমি প্রতারিত হয়েছি! যাক্, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সমস্ত ঘটনা জানা গেল, এমন ঘটনা আমার স্কুলে সচরাচর ঘটে না।

"তা ছাড়া"—তিনি বল্লেন, স্কুলের ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা আমি জানি, তার দায়িত্ব আমার, বাইরে যা ঘটে তার দায়িত্ব অভিভাবকের, আমার নয়।

আমি বল্লাম—কিন্তু পাহারা দেওয়ার চেয়ে সোজাসুজি সরল সত্য কথা বলে তাদের বক্তব্যটা জেনে নেওয়াই কি উচিত নয়?

তিনি বিরক্ত হয়ে বল্লেন—হ্যাঁ-এ সব শুন্‌তে বেশ! কিন্তু এতে কাজ হয় না। এ সব কথা বল্লে তারা এ বিষয়েই চিন্তা করবে। কি প্রয়োজন জীবনের কদর্যতার মধ্যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? প্রচুর ভালো জিনিষ শেখাবার আছে, তাদের আমি যৌনতত্ত্ব শেখাতে চাই না!

—আপনার কি মনে হয় এই ভাবে আপনি সাফল্য লাভ করেছেন?

—নিশ্চয়ই, তিনি বল্লেন—কিন্তু ঐ যে বলুন, স্কুলে আমি তাদের শাসন কর্‌তে পারি, স্কুলের বাইরে আমার অধিকারও নেই দায়িত্বও নেই।

২

আমি আর বৃথা বাদানুবাদ করলাম না, জানালাম না যে হেলেন ও তার ছাত্রবন্ধুদের ষড়যন্ত্র তাঁর ঘরের দশহাতের মধ্যেই তাঁর চক্ষু ও কর্ণকে ফাঁকি দিয়ে ঘটেছে।

অবশ্য চক্ষু কর্ণের অন্তরালে যা ঘটে তার জন্যে কোনও বিবেচক লোক তাঁকে দায়ী করতে পারে না, তবে এ বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা ইত্যাদির কথা বলাও মূর্খতা। সন্দেহ, সন্ধান ও চৌকিদারীর দ্বারা এর গতি রোধ করা সম্ভব নয়।

এই আমার বক্তব্য—নারী শক্তির অসামর্থ্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। দুঃখের বিষয় মিস্ অ্যাকৃসন নয়, বহু শিক্ষকেরই ধারণা, এই ভাবেই এর শাসন নিষ্পত্তি সম্ভব। কাজ ঠিক চলছে, এই ভ্রান্ত ধারণার আর অবধি নেই। কাজ কিন্তু ঠিক চলে না—একশত চক্ষু অর্দ্ধসহস্র কর্ণ সহস্র সহস্র শিক্ষিত গোয়েন্দা, স্কুলের সর্ব্বত্র পেরিস্কোপ ও মাইক্রস্‌কোপ ফিট করলেও এ ধরণের ষড়যন্ত্র রোধ করা সম্ভব নয়। এ নির্ব্বুদ্ধিতার সংজ্ঞা আমার কাছে নেই।

আরো বিস্ময় লাগে যখন মিস্ অ্যাকৃসনের মতো অনেকেই বলেন যে, কিশোর বয়স্কদের যুগোপযোগী শিক্ষার বাহন হিসাবে সিনেমা, সাহিত্য, সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রভৃতিতে অবাধ অধিকার থাকা উচিত নয়। হাজার হাজার ক্ষীণবুদ্ধিবিশিষ্ট বয়স্ক শিশুদেরও এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বর্ত্তমানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংঘাতিক ত্রুটি।

অভিভাবক ও শিক্ষকদলের হাত থেকে আমি হেলেনকে মুক্ত করেছিলাম। বহু দীর্ঘ আলোচনার পর হেলেনের সংশয়াচ্ছন্ন মনে যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ছিল তা দূর করা সম্ভব হোল।

কিন্তু অভিভাবকদের মূঢ়তার জন্যে এই বালিকার কি সর্বনাশ হতে চলেছিল একবার চিন্তা করুন। শুধু ভীতি প্রদর্শন দ্বারা অজ্ঞান

মনকে শাসন করা সম্ভব নয়। হেলেনের বুভুক্ষু মনের খোরাকের অভাবেই সে নূতনত্বের আকর্ষণে মোহিত হয়েছিল।

ডেল্ভার কোর্ট স্থাপিত হবার পর হেলেনের মতো শত শত মামলার নিষ্পত্তি আমাকে কর্‌তে হয়েছে। তরুণ-তরুণীর চিত্ত যে শুধু মাত্র কুপথে চালিত হয় আর সেই দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয়, এ ধারণা ভুল। প্রচুর প্রমাণ দ্বারা বুঝেছি যে তারা যা কিছু সুন্দর ও শোভন তারই সন্ধানে ফেরে কিন্তু অনভিজ্ঞতার জন্য সু-কু-র পার্থক্য বিচার করতে পারে না। আমার কাছে সকল কথা শুনে হেলেন তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণে সকল কথা বুঝেছিল। তাই ভাবি তার অভিভাবকরা, যাঁরা হেলেনের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে পার্‌তেন, শুধু বিবেচনা শক্তির অভাবে কেন এই নিষ্পাপ মেয়েটির সর্ব্বনাশ ডেকে আনছিলেন। এর একমাত্র কারণ, তাঁরা সাধারণভাবে কল্পনাকুশল ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। প্রগতিবিরুদ্ধ প্রাচীন মতবাদের যারা পরিপোষক তাঁরাই এ ব্যাপারে বেশী আঘাত পান। হেলেনের বাপ, মা হেলেনের মনের বহিরঙ্গ-ই দেখেছেন—সেই বহিরঙ্গে তাঁদের নিজস্ব মতবাদ-ই প্রতিফলিত—কিন্তু অন্তরঙ্গের সন্ধান রাখেন নি। এইখানেই তাঁদের ত্রুটি হয়েছে। আপনাদের সন্তান-সন্ততির ধী-শক্তির উপর যদি সামান্য শ্রদ্ধা রাখেন তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয় যা সহস্র কটু ও কঠোর বাক্য দ্বারা সম্ভব নয়। তরুণ চিত্তে বাধার বাঁধন কঠিন না করে সহজভাবে তাদের মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মমতার ভঙ্গী রাখার প্রয়োজন আছে, সেইভাবে আলোচনার দ্বারাই তাদের শাসন করা সম্ভব—তাহলেই তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে।

তিন

বিভায়তন ও ধর্মমন্দির

হেলেন জোন্সের কাহিনী শেষ হোলো, কিন্তু এই জাতীয় বিক্ষিপ্ত একটি ঘটনা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তই করা চলে না, হেলেনের মতো মেয়ে বরাবরই আছে, থাকবেও। এই শ্রেণীর মেয়েরা অল্প বয়সেই পরিপুষ্টি লাভ করে, এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, যৌবনাধিক্য (over sexed) আর এই কারণেই বিপদের সীমারেখায় এই ব্যঞ্জনাব্যাকুল মেয়েদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। প্রশ্ন উঠবে এমন একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনার আলোচনার প্রয়োজন কি, যাদের জীবনে এসব ঘটেনা সেই শতকরা নিরানব্বই সম্বন্ধে কি আপনার বক্তব্য ?

শতকরা নিরানব্বই অর্থে তাঁরা নিরানব্বই-ই বোঝেন। বেশী দিনের কথা নয় ডেন্‌ভার স্কুলগুলির অনৈক কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে শতকরা একজনও ছাত্র খারাপ হতে পারে, এবং এই সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত নাকি একটি দুটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার নিছক অতিশয়োক্তি। এক কথায় ভদ্রলোক মিস্ জ্যাক্‌সনের সমর্থক, মিস্ জ্যাক্‌সনের মতো তাঁরও বিশ্বাস যে চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটলে কি আর তিনি দেখতে পেতেন না! শিক্ষাব্রতীদের একটা বিরাট অংশ পরমানন্দে এই প্রকার ধারণায় আস্থাবান।

হাইস্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন আমার কাছে তাদের মনের কথা

ব্যক্ত করে তখন ত' তারা শুধু তাদের কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না, আর যে সব ছাত্রছাত্রী আমার সাহায্য প্রার্থী তাদের কথাও জানায়, আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করে যতটুকু পারি ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে এই এক সংযোগ সূত্র অনুসরণ করি। আমি বহুবার বলেছি, এখনও সে কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি একটি সাধারণ ঘটনা থেকে সহস্র ঘটনার সংযোগ সূত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারি। যে কোনও অপরাধী, সংবেদনশীল একজন কিংবা দুজনের কথা উল্লেখ করে। এই ভাবে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে গণনা করুন।

হেলেনের কাহিনী একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা, তার কারণ ঘটনাচক্রে হেলেন ধরা পড়ে গেছে, এই ধরা পড়াটাই একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। খুব কম ঘটনাই লোকচক্ষে ধরা পড়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধ চাপা থাকে।

এই জাতীয় শত শত ছেলে মেয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমি এসেছি তারা তাদের গোপন কথা আমাকে অকপটে জানায়, খণ্ড খণ্ড অসংখ্য সংবাদ বিভিন্ন সূত্রে এলেও সমস্ত ঘটনাগুলির মূল সূত্র এক। কেউ কারুর খবর জানে না, অথচ প্রত্যেকে যতটুকু বলে সেইটুকু একত্রে গ্রথিত করে একটা অখণ্ড চিত্র পাওয়া যায়। অভিভাবক বা শিক্ষকবৃন্দ এ জাতীয় তথ্য কি করে পাবেন, এ ধরণের সংবাদ সংগ্রহের কোনও সম্ভাবনা তাঁদের নেই।

এই মন্তব্যেই হয়ত অনেকে স্তম্ভিত হবেন, কিন্তু যে বিস্ময়কর বিষয় পরে আলোচিত হবে তার সঙ্গে এর কোনো তুলনা চলে না। যাঁরা স্তম্ভিত হবেন তাঁদের গতানুগতিক জবাব আমি জানি। আমি যে ছবি এঁকেছি, তা তাঁরা উল্টে দেয়ালের দিকে ধরবেন। তাঁরা পুনরায় বলবেন অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে আমার দৃষ্টি বিকৃত হয়ে গেছে, দন্দ্বগুণভূষিত

বালক বালিকাদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। কেননা তারা ত আর আমার কোর্টে আসে না, সে হিসাবেও তাঁরা ভুল করেন। জুভেনাইল কোর্টের বিচার পদ্ধতিতে কৌতূহলী ডেনভারের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী সাধারণ দর্শক হিসাবে আমার আদালতে আসেন। অপরাধী হিসাবে নয়। আদালতের সংযোগে আমাদের একটি "জুভেনাইল এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি" আছে, সেই কারণে শহরের বহু বরেণ্য ও শ্রেষ্ঠ তরুণীকে আমার কাছে আসতে হয়।

বিপদে জড়িত বা সাহায্যপ্রার্থী বন্ধুবান্ধবের জন্য অভিভাবকদের পরামর্শ ও উপদেশ নিতে আমার কাছে আসে, অনেকে অভিভাবকদের সঙ্গেই আসে, একটা স্পষ্ট ধারণা সঞ্চয়ের অভিলাষে অনেক বুদ্ধিমান অভিভাবক তাঁদের ছেলে মেয়েদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। সুতরাং সদ্‌গুণভূষিত যুবসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার সংযোগ বয়স্কদের বিচারে যারা সদ্‌গুণভূষিত নয় তাদের মতোই ব্যাপক।

তরুণদের চরিত্রে দোষারোপ করে বক্তৃতা শেষ করা ডেনভারের সনাতন রীতি। প্রসঙ্গতঃ ডেনভারের জনৈক ধর্মযাজকের কথা উল্লেখ করছি, মার্কিন যুব সম্প্রদায়কে আমি অপমানিত করেছি, আমার দৃষ্টি ভঙ্গী বিকৃত, এই সব কথা বলে কয়েক বছর আগে তিনি প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর বাগ্মীতা তাঁর অজ্ঞতারই সমতুল। আমার বিশ্বাস সেই অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা অনেককেই স্পর্শ করেছিল—সম্ভবতঃ এই বাণী প্রচারকালে তাঁর নিজের পরমা সুন্দরী মেয়েটির কথা তাঁর স্মরণে ছিল না—হয়ত সেই মেয়েটিও নীরবে এই বক্তৃতা শুনেছে। আমার বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ যে কালে উচ্চারিত হয়েছিল, সেই সময় আমার এক বিশ্বাসী চিকিৎসকের কাছে মেয়েটির গোপন ব্যাধির চিকিৎসা চলছিল, মেয়েটির বাবা তা জানতেন না,

আছো এ সংবাদ তাঁর অজ্ঞাত, যদি কোনো প্রকারে তিনি জানতে পারেন তাহলে বোধকরি তিনি আর বাঁচবেন না, এ ব্যাপার তাঁর কাছে গোপন রাখাই শ্রেয় জেনে মেয়েটি আমার সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। পিতার সহনশীলতা ও করুণ সহানুভূতি ত' সে আশা করতে পারত, কিন্তু তা সম্ভব নয়, তাঁকে জানাবার কোনও উপায় নেই, বা সত্য তা তাঁর কাছে অপ্রিয়, একথা তাঁর কাণে গেলে তিনি ভীষণ উত্তেজিত হতেন সন্দেহ নেই। যে পদ্ধতিতে সন্তান পালন করা যুগে যুগে অসার্থক হয়ে এসেছে, আধুনিক সামাজিক পরিবেশে যে পদ্ধতি সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অচল, সেই অসার্থক পদ্ধতির অসাফল্যের একটি নমুনা এই মেয়েটি। মেয়েটিকে যথেষ্ট সাবধানে ও কড়া নজরের ওপর পালন করা হয়েছে, সে কখনও নাচেনা, ছায়াছবি সে জীবনে দেখেনি, পাপ কার্য্য বলে কখনও তাস পর্য্যন্ত খেলেনি। তার তথাকথিত ধর্ম্মের ভগবান নিজস্ব এই অসার্থক সৃষ্টির ওপর তাঁর নির্ম্মম দণ্ড নিয়তই উদ্যত রেখেছেন। যাথার্থিক জীবন সম্বন্ধে এইত তার শিক্ষা। একদিন দুটি সৈনিক তাকে মোটর ভ্রমণে আহ্বান করলো,—আধুনিককালের প্রকৃতিগত পরীক্ষায় তার পিতৃদেবের সনাতন রক্ষণশীল পন্থা সফল হোলনা। যে সযত্ন সাধিত অজ্ঞতার অন্ধকারে পালিত হওয়ার ফলে সে ভুল করেছিল, সেই কারণেই এই অসাফল্যর কাহিনী সে তার পিতৃদেবকে জানাতে পারেনি, এর চেয়ে করুণ আর কি হতে পারে।

অথচ যে মহাপুরুষ ব্যাভিচারিণী রমণীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—Neither do I condemn thee; go, and sin no more." এই ধর্ম্মযাজক সেই ভগবান যীশুখ্রীষ্টের উত্তর সাধক। তাঁদের মতে খ্রীষ্টের এই বাণী দুর্নীতির পরিপোষক। "The Way of All flesh" গ্রন্থে এই শ্রেণীর ধর্ম্মধ্বজীদের সম্পর্কে Samuel Butler বলেছেন "they

would have been equally horrified at hearing the Christian religion doubted and at seeing it practised."

এইখানে স্পষ্ট বলে রাখা ভালো যে ধর্মযাজকদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা করার কারণ এ নয় যে আমি চার্চ বা ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধবাদী। আমার বহু সহানুভূতিশীল বন্ধু ও সমর্থক এই যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁদের সংবেদনশীল গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, এই গ্রন্থ রচনায় তাঁদের সহযোগিতায় আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। যে মূল আদর্শ ও ভাবধারার ভিত্তিতে ধর্ম-যাজকরা প্রতিষ্ঠিত সেই সম্পর্কে তাঁদের চূড়ান্ত অজ্ঞতা ও মূঢ়তায় ব্যথিত হয়েই প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছি। আপন পরিবারে নিজের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যা ঘটে, সেই বিষয়েই যাদের কোনো ধারণা নেই, তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজ্ঞাতকুলশীলদের কি ভাবে সাহায্য করবেন ?

আর একজন ধর্মযাজকের পলোনিয়সের মতো একটি মেয়ে ছিল। এক রবিবার সন্ধ্যায় চার্চের বক্তৃতার পর ডেন্‌ভারের অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর ছেলের সঙ্গে সেই মেয়েটী বাড়ি ফিরছিল। বাসন্তী সন্ধ্যা— রূপালি চাঁদের জোছনা জোয়ারে আকাশ আকুল—বাতাসে অপূর্ব্ব মদিরতা, প্রাকৃতিক সংযোগে সেদিন এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল রচিত হয়েছিল।

তারপর উভয়ে যে বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রী সেইখানে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটলো—আর এই ভাব প্রবণতায় উন্মত্ত হওয়ার ফলে মেয়েটির সন্তান সম্ভাবনা হোল। ভয়ে, লজ্জায়, আতঙ্কে ম্রিয়মান হ'য়ে উভয়ে আমার কাছে এলো। পাছে ধরা পড়ে, পাছে এ কলঙ্ক প্রচারিত হয়ে পড়ে (অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ না করাই ভালো) স্কুল থেকে হয়ত মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ দূর করে দিয়ে স্কুলকর্তৃপক্ষ দায়িত্ব

যুক্ত হতেন, আর মেয়েটি চিরদিনের মতো চিহ্নিত হয়ে থাকতো। আর তাদের সন্তানও চিরদিনের মতো"illegitimate" আখ্যাত হয়ে থাকতো।

কলোরাডোর আইন অনুসারে এই অজাত শিশুদের রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে। বাপ মার দারিদ্র্য, অপরাধ, ত্রুটি, অক্ষমতা প্রভৃতির জন্য সন্তান যাতে দণ্ডিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে এই আইন রচিত হয়েছে। ঘটনাটি খুব কঠিন হলেও, সেই ছেলে ও মেয়েটির পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করে দিলাম। যথাকালে সকলের অজ্ঞাতে মেয়েটি প্রসব করলো, আজ সেই ছেলে ও মেয়ে সংশোধিত হয়ে আর সকলের মতোই পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করছে। ভালোভাবে ব্যবস্থা করতে পারলে ফল ভালোই হয়। অনেক নিঃসন্তান মহিলা সেই শিশুটিকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

রক্ষণশীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলবেন ছেলে মেয়ে দুটিকেই যথোচিত শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে অপরে আর এই জাতীয় ঘটনার অনুকরণ করতে সাহসী হবে না। আমার উত্তর এই যে অপরাধীর নির্মম শাস্তি জগতের ইতিহাসে কোনোদিনই অপরাধ দমন করতে পারেনি। এই জাতীয় ঘটনায় শাস্তি যদি একান্তই দিতে হয় তাহলে সে অনেকস্থলে অভিভাবকদেরই প্রাপ্য, আর অধিকাংশক্ষেত্রে সমগ্র সমাজকে আদালতের কাঠগড়ায় অপরাধের বিচারের জন্য দাঁড় করানো প্রয়োজন। কলোরাডোর আইনে এই শ্রেণীর দায়িত্বহীন অসতর্ক অভিভাবকদের দণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে, আমি অবশ্য তা করিনা কারণ অভিভাবকরাও বয়স্ক শিশু মাত্র, তারাও তাঁদের সন্তানদের মত অজ্ঞতার দাস। তা ছাড়া এই ঘটনাটি বিশেষ গোপনীয়। এই সব ক্ষেত্রে প্রতিশোধ ও শাসনের নামে বন্য জিঘাংসুতা অপেক্ষা সত্যকার শিক্ষা ও ধর্মজ্ঞানই একমাত্র প্রতিকার।

ছাত্র

তরুণের বিদ্রোহ

যে বছর বসন্তকালে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল, সেই বছরেই ডেন্ভারের এক স্কুল টিচার অকস্মাৎ এক পাঠ্য পুস্তকের অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত পত্রখানি আবিষ্কার করেছিলেন। চিঠিখানি পনের বছরের মেয়ে এলিজাবেথ সতের বছরের একটি ছেলের উদ্দেশে লিখেছিল, কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্য চিঠিখানি তাকে দিতে ভুলে গিয়েছিল।

সামান্য পরিবর্ত্তন করে সম্পূর্ণ চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করছি—

পল—

দুঃখের সহিত তোমাকে জানাচ্ছি যে শীগ্‌গীরই আমার y. k. w. হবে। আমি জানি এ তোমারই, যতদিন সম্ভব ব্যাপারটি গোপন রেখেছি। তোমার সঙ্গে আমার প্রায় চার সপ্তাহ দেখা হয়নি, সেইজন্য যেন মনে করো না, এ তোমার নয়। এই চার সপ্তাহে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ঘটনাটি চেপে রাখ্‌তে, কিন্তু আর সম্ভব নয়। ভেবোনা আমি অন্য ছেলের সঙ্গে y. k. w. করেছি এ তারই ফল। বেশ জেনো, যদি আমার y. k. w. হয় তা হলে সে তুমি ছাড়া আর কারো নয়। আমার বিমাতা কি যে করবেন জানেন না। আমি অবশ্য তোমার নূতন বান্ধবীকে এ ব্যাপার জানিয়ে তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবো না, অতটা নীচ আমি নই, তা আমি চাই না। কিন্তু যদি আমার—হয় তাহলে তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে পালন করতেই হবে। আমি অন্য মেয়েদের মতো নই যে

ছেলেরা যা চাইবে তাতেই রাজী। আমি জানি ডেলতারের অনেক ছেলের দূষিত ব্যাধি আছে, বরং······ভালো, তবু ব্যাধি বরণ করতে পারবো না, তাই আবার বলি এ তোমারই।

এইটুকু পড়েই যেন পাগল হয়োনা, এ আমার অপরাধ নয়। আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। কাউকে আমি জানাবো না যে এ বিষয়ে তোমার কোন দায়িত্ব আছে। এর উত্তর যদি একান্তই না আসে তাহলে মা স্বয়ং তোমার মার কাছে যাবেন বা মিস্ হিউস্‌কে পাঠাবেন। তার পরিণাম বিবেচনা কর, সুতরাং তোমার কর্ত্তব্য স্থির করো।

—এলিজাবেথ

পূর্ব্বেই বলেছি এই চিঠি এলিজাবেথ ডাকে পাঠায় নি, চিঠি লেখার দুমাস পরে পাঠ্যপুস্তকের ভেতর চিঠিখানি আবিষ্কৃত হয়। যিনি আবিষ্কর্ত্তা—বোধকরি বিস্ময়ে ও উত্তেজনার আতিশয্যে তৎক্ষণাৎ তিনি চিঠিখানি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ পেকস্নিক্‌কে দেখান।

মেয়েটির দুর্ভাগ্য বলতে হবে, মিঃ পেকস্নিক্ উগ্ররকমের যৌন বিকলন ও অস্বাভাবিক স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন, কেননা অতঃপর যা ঘটেছিল তাতে পেকস্নিক্ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই করতে হয়।

প্রথমেই বলা ভালো, এলিজাবেথ অস্বাভাবিক রকমের সুশ্রী ও সুন্দরী মেয়ে। স্কুলে তার চমৎকার রেকর্ড, চরম পরীক্ষার মাত্র এক সপ্তাহ বাকী। দেহ ও মন স্বাভাবিক এবং সুস্থ। এলিজাবেথের চিঠি থেকেই বোঝা যায় যে যৌন-সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্ত তার নারীসুলভ সহজাত বুদ্ধি রয়েছে। এলিজাবেথের মনোভাব মোটেই বিশৃঙ্খল নয়। সমাজ-নীতির দিক দিয়ে বিচার করলে সে পলকে যে সর্ত্ত দিয়েছিল তা দুর্নীতিমূলক', কিন্তু যেখানে এই ধরণের যৌনসম্পর্ক বর্ত্তমান, সেখানে নীতির বিচারেই একে আমি 'নিষ্পাপ' বলে স্বীকার করবো।

আসলে এলিজাবেথ অপরিপক্ক, (যৌবনের অজ্ঞান অপরিপক্কতা) কিন্তু তার সহজাত প্রবৃত্তি সুনীতিমূলক এবং সুস্থ। এলিজাবেথের চিঠির প্রতি ছত্রেই এই প্রমাণ রয়েছে, কোথাও তার বন্ধুর নূতনতম প্রেম অভিযানে বাধাদানের বাসনা নেই। তার এই উদারতা ও সাহসের জন্যই তাকে রক্ষা করা উচিত।

চিঠির সম্পর্কে পেকম্যিফ্ যখন এলিজাবেথকে প্রশ্ন করলেন, তখন সে অকপটে সমস্তই স্বীকার করলো। সে বললো, মাত্র দু'বার সে পলের সংস্পর্শে এসেছিল, আর জীবনে **সে অন্য কোনও ছেলের সংস্পর্শে আসেনি।** (এই কথাটিতে অবশ্য প্রশ্নকর্তারা যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নি।)

যে শিক্ষক এই চিঠির আবিষ্কর্তা, এক তিনি ছাড়া আর কেউ-ই এই বালিকার স্খলনের সংবাদ জানতেন না, তিনি এবং অধ্যক্ষ পেকম্যিফ্ ভিন্ন আর কেউ এ সংবাদ পাননি। স্কুলের বাইরে এ ব্যাপারে কোন আন্দোলনও হয়নি। এলিজাবেথের ব্যবহারে এমন কোনও ব্যাপার প্রকাশ পায়নি যে তার সহায়তায় তার সহচরীদের চরিত্র দূষিত হয়েছে। এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটেনি যাতে সমগ্র ডেন্‌ভার ধ্বংসের মুখে চলে যায়, চিঠিখানি এমন কিছু নয় যে এই দুই নর-পিশাচ চরম শাস্তির যোগ্য—তবুও…

মিঃ পেকম্যিফ্ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মেয়েটিকে পৈশাচিকভাবে বেত্রাঘাত করে জানালেন—তুমি দুশ্চরিত্রা, দুঃশীলা। তোমার মতো মেয়ের অসৎপ্রভাবে আমার স্কুলের আর সব মেয়েদের চরিত্র দূষিত হবে।

এই বলে তাকে বিতাড়িত করে তার বিমাতাকে লিখলেন—

—কয়েকটি গুরুতর অপরাধে আপনার কন্যা এলিজাবেথকে আমি

স্কুলের সকল প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে বিতাড়িত করিলাম। শ্রীমতী···আপনাকে সব ব্যাপার জনাইবেন।

এই ব্যাপারটি এতই গুরুতর এবং দুর্নীতিমূলক যে ভবিষ্যতে এই স্কুলে এলিজাবেথের প্রত্যাবর্তনের আর সম্ভাবনা নাই, স্কুলগৃহের নিকট যেন তার শুভাগমন না হয় তজ্জন্ত অনুরোধ করিতেছি। ইতি—

চিঠিখানা শুধু অপ্রিয় নয় বরং সুর বেশ কড়া। বিশেষ দুঃখের কথা যে এই ভদ্রলোকের কাছেই দীর্ঘকাল ধরে ডেনভারের অধিবাসিবৃন্দ সুকুমারমতি বালকবালিকাদের শিক্ষা ও মানসিক প্রকৃতি-গঠনের জন্ম পাঠাচ্ছেন। তাঁর শিক্ষাধীন এই বালিকাকে কি তিনি রক্ষা করতে পারতেন না? সাময়িক ভ্রান্তি সংশোধন করে উদ্ভ্রান্ত যৌবনের পথে এই বালিকাকে পরিবর্তিত করা কি সম্ভব হ'তো না?—কিন্তু এ তাঁর কাজ নয়। "সুনীতি'র পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্ম তিনি নির্মমভাবে বালিকাকে প্রহার করলেন। তাঁর অন্তরে যদি এতটুকুও দয়া ও মমতা থাক্‌তো তাহলে এলিজাবেথকে বিতাড়িত করলেও তিনি ঐ রকম চিঠি কখনই লিখতেন না।

এলিজাবেথ দেখলুম, পেকম্যিক্ ও যে শিক্ষয়িত্রী অকারণে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের প্রতি তীব্র আক্রোশ পোষণ করে, আমার মনে হলো তার এই আক্রোশ যুক্তিবিরুদ্ধ নয়।

আমাদের কোর্টে এলিজাবেথ যখন এলো তখন তার সঙ্গে যোল বছরের আর একটি উচ্চবংশীয়া মেয়ে এসেছিল। এই মেয়েটি আমার কাছে স্বীকার করলে যে এলিজাবেথের মতোই সেও সেই স্কুলের অন্ত একটি ছাত্রের সংসর্গে এসেছিল, সুতরাং সেও সমানভাবে অপরাধী।

এলিজাবেথের কাছ থেকে আমি ঐ স্কুলের আরো দশটি মেয়ের নামের তালিকা পেয়েছিলাম, যারা এলিজাবেথ ও তার সহচরীর

মতো সমান অপরাধে বা তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধে লিপ্ত ছিল। ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকেই একথা তারা জেনেছিল। যে সব বালিকার নাম তারা করেছিল, তারা সকলেই বেশ অন্তরঙ্গ,—সেই জন্যই অসঙ্কোচে গোপন কথা বলেছিল। কিন্তু সেই স্কুলে আরো শত শত মেয়ে ছিল যাদের কাহিনী শোনবার সুযোগ তাদের হয়নি, সুতরাং তাদের যৌন-ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে অনুমান করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। তবে একথাও অনুমান করা অসম্ভব নয়, যে-ঘটনাচক্রে এলিজাবেথ বা তার সহচরীবৃন্দ জড়িয়ে পড়েছিল, সে ভাবে সেই স্কুলের আর কেউ আক্রান্ত হয়নি।

তবুও মিঃ পেক্‌স্নিফের কাছে এই একমাত্র ঘটনা। অন্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁর আনন্দদায়ক অজ্ঞতা তাঁকে রক্ষা করেছিল, আর তা ছাড়া সংবাদ গ্রহণের সূত্র অর্থাৎ (ছাত্র-ছাত্রী) তাঁর ছিন্ন হয়েছিল। যদি কোনও বালক-বালিকা তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করে সকল কথা অকপটে স্বীকার করতো তাহলে তাকে চরমশাস্তি গ্রহণ করতে হোত সন্দেহ নেই। অভিভাবকদের পর তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার কাছে তারা স্নেহ ও মমতা আশা করে, বিশ্বাস করতে পারে, পারস্পরিক বিশ্বাসের সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে—কিন্তু তা হবার নয়। সেই জন্য সাধারণের কাছে তিনি বিরাট, বিশাল, মহান, বাহ্যতঃ নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হয়—কিন্তু আসলে তিনি ছিন্নমূল বিটপীর মতোই দুর্ব্বল।

যে দশটি ঘটনাবলী আমার কাছে বিবৃত হয়েছিল—সে বিষয়ে তিনি বা তাঁর সহকারীরা কি করতে পারতেন তা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি আশা করি সাধারণে, যাঁরা তাঁদের সন্তান সন্ততিদের এই সব ব্যক্তিদের হাতে অবলীলাক্রমে ছেড়ে দেন, কি নিষ্ঠুর ও নির্মম অবহেলা আর অজ্ঞতায় এই শ্রেণীর মহাপুরুষরা আচ্ছন্ন তা যেন তাঁরা

উপলব্ধি করেন। শিক্ষকতার কি অপব্যবহার—সম্ভ্রমের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত শিক্ষকতার পবিত্র নামের অন্তরালে কি পরিমাণ ভণ্ডামি, নীচতা ও স্থূলতা বিচরণ করে—কল্পনাহীন প্রাণঘাতী নীতিবাগীশতা!

এলিজাবেথের ব্যাপার যদি একমাত্র ঘটনা হোত তা হলে আমি এত বিচলিত হতাম না। আমার উদ্বার কারণ এই যে শিক্ষক ও অভিভাবকরা যে ভাবে এই সব ব্যাপারে বিচার নিষ্পত্তি করেন, তা ঠিক যেভাবে হওয়া উচিত সর্ব্বদা সেভাবে হয় না।

স্কুল, চার্চ্চ বা অভিভাবকদের এই ধরণের স্বেচ্ছাকৃত মূঢ়তাপূর্ণ অন্ধতার সংস্পর্শে যখন আসি তখন আমার মনে হয় যে আমাদের জাতীয়তার প্রতীকের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। সেন্ট গডেন্সের ঈগল আমাদের সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রতীক নয়, বরং ঈগলকে উপস্থিত cold storage-এ চাপা রেখে, তার পরিবর্ত্তে আমেরিকার মরুভূমিতে বিচরণশীল, বালুকাস্তূপে নিমজ্জিতনয়ন অষ্ট্রিচের প্রতীকচিহ্ন বসানই শ্রেয়।

কিছুকাল আগে এই সব ব্যাপার যখন চরমে উঠেছিল, তখন এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন, নিউজার্সির লরেন্সভিল স্কুলের অধ্যক্ষ তাঁর ছাত্রদের অভিভাবকদের নিকট একটি আবেদন পত্র পাঠান। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সেই সময় মদ্যপান করা খুব প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। তিনি প্রত্যেক অভিভাবককে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সন্তানকে মদ্যপানের মোহ ও তার কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করে, তারা যেন সহজেই মদ্যপানে রত না হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে নিষেধ করতে অনুরোধ করেন। এই আবেদনপত্রটি সংবাদপত্রেও বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল।

ঠিক এইভাবে আর একটি বিখ্যাত বিদ্যায়তন, ফিলিপস্ এক্যাডেমি

স্কুলে নাচ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, এ ঘটনাও সংবাদপত্রে বিশেষ প্রচারলাভ করেছিল। 'Boston Globe' নামক পত্রিকায় ফিলিপস্ একাডেমির অধ্যক্ষ এলফ্রেড ষ্টারন্স একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে ছাত্র ও কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের ওপর নিম্নলিখিত দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল—

(১) যে সব দলের নৃত্য অশ্লীল মনে হবে পুলিশের মতো তাদের সাবধান করে দিতে হবে বা বিতাড়িত করবে।

(২) সন্দেহজনক বালিকাদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

(৩) বালক বালিকাদের মধ্যে মদ্যপান বন্ধ করতে হবে।

(৪) যাদের মাতাল বলে মনে হবে তাদের বিতাড়িত করা হবে. যাদের মাতাল বলে সন্দেহ হবে, তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

(৫) অশ্লীল ও উচ্ছৃঙ্খল দেহবাস পরিধান, ও অশ্রাব্য কথা বন্ধ করার জন্য মেয়েদের সাজঘর পরিদর্শন করতে হবে।

(৬) নিমন্ত্রিত মেয়েদের সঙ্গে একজন অভিভাবিকা থাকবে, অবৈধ ভ্রমণ রোধ করবার জন্য।

(৭) নৃত্যশালার কাছে মোটর পার্কিং নিষিদ্ধ।

(৮) নাচের পরেই মেয়েরা যাতে যে যার ঘরে ফেরে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। ইত্যাদি।

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ দেবার কারণ এই যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যে কি চরিত্রের তৎসম্বন্ধে কারো সন্দেহের আর অবকাশ থাকবে না। এই স্কুলের ছাত্রেরা পূর্ব্বাঞ্চলের সম্ভ্রান্ত, ধনী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বাড়ী থেকে আসে, তবুও সেখানে যৌন ব্যাপার ও মদ্য পান সম্বন্ধে এত সতর্কতা— অবশেষে নাচ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল। পরে অবশ্য অবস্থার পরিবর্ত্তনে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

উত্তর-সামরিক কালের হিষ্টিরিয়া তরঙ্গ এই তরুণদের সাময়িক ভাবে আক্রমণ করেছিল একথা বলা বাহুলতা। গোপনতা বর্ত্তমান কালে বিশেষ সাধারণ এবং কৌশলপূর্ণ হয়েছে, সেইজন্ত যদি আমাদের দেশের বয়স্ক ব্যক্তিবৃন্দ উপরের তুকীতাবকে আভ্যন্তরীন শান্তির পরিচায়ক মনে করে থাকেন তাহলে আমি বল্‌বো যে তারা নির্ব্বোধের স্বর্গে বাস করছেন।

পূর্ব্বের তুলনায় আধুনিক যৌবন অধিক চতুর, অধিকতর কুশলী, উগ্রভাবে আধুনিক, বয়স্কদের সম্বন্ধে তাদের অবজ্ঞা ক্রমবর্দ্ধমান। সেইজন্ত অবশ্ত তাদের পথ পাপের পথ মনে করবার কারণ নেই, সকলেই ত সেই পথে বিচরণ করে না। সাধারণভাবে নরকের পথে, ধ্বংসের মুখেও তারা যায় নি। এজন্যও মনে করবার কারণ নেই যে, তারা সামাজিক ধারা পরিবর্ত্তিত করতে চায়। আমার বিচারে মনে হয় তারা সামাজিক সংগ্রামে জয়ী হবে, আমাদের সহায়তার না হলেও আমাদের সাহায্য না নিয়েই জয়ী হবে। এ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করবো।

তরুণের এই বিদ্রোহ প্রবীণের বিরুদ্ধে নয়, প্রাচীন ধারার বিরুদ্ধে যৌবন সর্ব্বদাই বিদ্রোহী, তারুণ্য সকল সময়েই প্রবীণদের প্রকম্পিত করেছে, এমনই হয়, এই-ই রীতি।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের "আধুনিক মেয়ের" স্কার্টের প্রান্ত জুতা স্পর্শ করতো, সেই সময় সেই ছিল সমস্তা। এখন কোমরের নীচে মাত্র ছয় ইঞ্চি আবরণেও আমরা বিস্মিত হই না। বর্ত্তমান কাল বিজ্ঞান ও ক্রত তালের যুগ—মেয়েরা ভোট দিতে পারে, চাকরী করতে পারে, এ যুগে "নরকের আগুনে"র ভয় লোপ পেয়েছে। পূর্ব্বে তরুণের বিদ্রোহ ফাঁকা আওয়াজ ছিল, বর্ত্তমানে অস্ত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব্বে যা

কল্পনাতীত ছিল, বালক-বালিকারা তা এখন অবলীলাক্রমে করতে পারে। তাদের মতবাদে তারা চলতে পারে, কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। যে সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, ব্যবহারিক ও বাহ্যিক সংযম ও বাধা একদা বিশেষ শক্তিশালী ছিল, আজ তা চিরতরে অবলুপ্ত।

স্বেচ্ছাকৃতপ্রবৃত্তি ও নিয়মে এমন একটি আভ্যন্তরীন শক্তি সৃষ্টি করতে হবে যা মানুষকে সহজ ও সরল রাখতে সমর্থ হবে।

আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই এই আভ্যন্তরীন শক্তি গঠিত হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের লোভ, মোহ, ও বয়স্কদের মুর্খতা সত্ত্বেও আমি মনে করি আধুনিক যুবশক্তির মতো সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌবনের সঙ্গে পৃথিবীর ইতিপূর্ব্বে পরিচয় ঘটেনি।

পাঁচ

তরুণের বাণী

এখন আমি যা বলবো তা ঠিক আমার কথা নয়, ডেন্‌ভারের সমগ্র তরুণ সম্প্রদায়ের বাণী। এই বাণী শুধু ডেন্‌ভারের অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি প্রযোজ্য নয়, সমগ্র বিশ্বের অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি প্রযোজ্য। ডেন্‌ভারের তরুণদের বাণী বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে তারা মাঝে মাঝে তাদের নামে আমার বাণী প্রচার করবার জন্য অনুরোধ করতো। আসলে এই হোল আভ্যন্তরীন সংবাদ, এ আমার কথা নয়, তাদের নিজস্ব সংবাদ। আমার দিক থেকে এই বলতে পারি যে, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে আমি এদের সকল কথাই সমর্থন করতে পারি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি এই সব তথ্য ডেন্‌ভারের সংবাদপত্রে ডেন্‌ভারের অভিভাবকদের উদ্দেশ করে লিখেছিলেম, এখন তা বিশ্বের অভিভাবকদের হিতার্থে প্রকাশ করছি। ডেন্‌ভারে যা ঘটেছে, নিশ্চিত জানবেন, পৃথিবীর যে কোনও শহরে তা ঘটা সম্ভব।

প্রথমতঃ এই সব হাইস্কুলের ছেলেরা যারা সাধারণতঃ মেয়েদের সঙ্গে নৃত্য, নিমন্ত্রণ বা মোটর-ভ্রমণে যোগদান করে তাদের মধ্যে শত-করা নব্বই জন বিনা দ্বিধায় ও বিনা বাধায় চুম্বন ও আলিঙ্গনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এতদ্বারা মনে করবেন না যে, যে-কোনও ছেলেকেই মেয়েরা চুম্বন ও আলিঙ্গনে প্রীত করে, তা নয়, তবে তারা

চুম্বিত ও আলিঙ্গিত হয়। এই শতকরা ৯০ জনের মধ্যে অবশ্য অস্বাভাবিক বা দেহগত বৈকল্যক্লিষ্টদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সাধারণত, অতিরিক্ত উৎসাহ এবং উচ্ছ্বসিত উত্তেজনায় আক্রান্ত হয়েই তরুণরা এই প্রকার বিপদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

এই শতকরা নব্বই-এর সম্বন্ধে যে সংবাদ আমি পেয়েছি তা সর্ববাদীসম্মত সত্য বলেই যদি আমাদের তাই মেনে নিতে হয়, তাহলে বলবো যে, তরুণদল নিশ্চিত ভাবে স্থির করেছে যে এই প্রকার প্রাথমিক যৌন অভিজ্ঞতায় তাদের আইনগত অধিকার আছে। অবশ্য অনেকেই অনেক সময় নির্দিষ্ট সীমারেখার পরিধি অতিক্রম করে ফেলেন।

কোনো কোনো মেয়ে আবার তাদের বন্ধুদের কাছে এই সব দাবীও করে। উত্তেজনার সন্ধানে তাদের স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহ অনেক সময় ছেলেদেরও হার মানিয়ে দেয়।

আমাদের মনে পড়ে একবার এক সুন্দরী ও তেজস্বিনী মেয়ে আমাকে বলেছিল যে, অমুক ছেলেটি 'ভালোবাসতে জানেনা' বলেই আমি তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি।

—সব ছেলেই কি আজকাল এইরকম করে নাকি? বিস্মিত হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—করে বৈকি, সে বল্‌লো, যদি না করে ত' বুঝতে হবে তাদের কিছু গলদ আছে।

এই মেয়েটি একটি বিশেষ চরিত্র, এ সম্বন্ধে পরে আমি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করবো। এই ধরণের মেয়েরা অল্প বয়সেই পরিপক্ক হয়। মনের পক্বতা ও শক্তির সঞ্চারণ হবার বহু পূর্ব্বেই যৌন-কামনা ও আকাঙ্ক্ষায় এরা উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে, অথচ প্রতিরোধ করবার সাহস ও

শক্তি তখনও সঞ্চারিত হয় না। উত্তেজনা ও উন্মাদনা ছিল মেয়েটির আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

আর এক ধরণের ব্যাপিকা শ্রেণীর মেয়ে আছে, যারা যদিও যৌন-আধিক্যে আক্রান্ত নয়, তবুও ভালোভাবে সময় অতিবাহিত করা এবং নাচের সাথী হওয়ার মূল্য স্বরূপ অবলীলাক্রমে ছেলেদের সকল প্রকার স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণে সম্মতি দেয়।

পিতামাতার বিবাহ বিচ্ছেদের পর একটি মেয়ে আমাদের আদালতের অধীনে প্রায় দু'বৎসর ছিল। পিতা বা মাতা কোনও পক্ষের স্নেহ বা যত্নের অংশ সে পায় নি। ছেলেদের সম্পর্কে যদিও তার মতবাদ তেমন উদার ছিল না, তবু সে বিশেষ করে নাচতে ভালোবাসতো। নাচের সঙ্গী হিসাবেই সে ছেলেদের গ্রহণ করতো আর ঠিক নাচের পরই সেই বন্ধুত্বের অবসান ঘটতো। মেয়েটির উৎসাহ নাচে, কিন্তু ছেলেদের তাতে উৎসাহ নেই—ছেলেদের আকর্ষণ করতো তার সৌন্দর্য্য। মেয়েটি আমাকে ব'লেছিল, মাঝে মাঝে নাচের মূল্য হিসাবে দু'একটি চুম্বন তাকে বিতরণ করতে হোত।

আমি প্রশ্ন করলাম—যে ভাবে তারা নাচে তাতে তুমি কি বাধা দাও না?

অকস্মাৎ সে বলে বসলো—না, তাতে কি, ঘনিষ্ঠ নৃত্য অনেক মেয়েকে আক্রান্ত করে বটে, আমার কাছে কিন্তু তার কোনও প্রভাব নেই, আমার বিশ্বাস অনেকের কাছেই তাই হয়।

আমি বল্লাম—সাধারণের কিন্তু এ বিষয়ে বিপরীত ধারণা আছে।

—আমি জানি তা আছে, সে তীব্র ভাবে বললো—দেশের যত বিগত যৌবন হৃতসর্ব্বস্বরাই তাদের মনের কালিমাকে এই ভাবে অন্যের উপর চাপিয়ে নানাপ্রকার কথা রটনা করে থাকে। যা তারা ভাবে, মনে

করে আমরা তাই করি, কিন্তু আমরা যা সত্যই ভাবি না, তাই ভেবে তারা কি ভাবে ঈর্ষান্বিত হয়!

আমি বল্লাম—কিন্তু—

আমি আপনাকে সত্যি বলছি—সে বলে উঠলো—বেশীর ভাগ মেয়েরাই ঘনিষ্ঠ নৃত্যের উত্তেজনার আস্বাদ গ্রহণ করতে আসে না, আসলে নাচের উত্তেজনায় তারা আসে। আমরা যে এই সব তরুণ বিলাসীদের সঙ্গে নাচের আলয়ে বা পার্টিতে যাই তা শুধু আমরা নাচতে ভালোবাসি বলেই আর কোনও কারণে নয়।

—আর এই তরুণ বিলাসীরা? তার কাছ থেকে কথা বার করবার উদ্দেশেই প্রশ্ন করলাম।

সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠ্‌ল, তারা আসে ঠোকর খাবে বলে।

—নাচের মধ্যে ঠোকর?

—হ্যাঁ নাচের মধ্যেই মেয়েদের ঘনিষ্ঠভাবে ধরতে হয়, তারপর সোহাগ, কণ্ঠ কণ্ডুয়ন প্রভৃতি হয়, যদি অবশ্য মেয়েরা বাধা না দেয়। আমি কিন্তু এ সব পছন্দ করি না।

—কিন্তু কেন তোমরা এই রকম ঘনিষ্ঠভাবে নাচের প্রশ্রয় দাও? যখন তারা নাচের মধ্যে ঠোকর খায়, তখন কি তোমরা বুঝতে পারো না যে তারা তোমাদের কাছ থেকে দেহগত স্বাধীনতা লাভ করছে? তাতে বাধা দাও না?

—এই সব বোকার দলের এতে যে কি লাভ হয় জানি না, তাতে আমার কি এসে যায়। তারা কি ভাবে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো কেন? যদি তারা স্বয়ং তাদের দুর্দশা ডেকে আনে, তারাই বুঝবে, তাদের ব্যাপার। আমরা একটু দুঃখিত হবো এই পর্য্যন্ত। মরুক তারা, আমি কি নাচি না? কিন্তু নাচের পর তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

এই খানে বলা ভালো, যে তরুণীর বিবৃতি উপরে দিলাম সে "নিম্ন শ্রেণী"র মেয়ে নয়। যখনই সম্ভব হয়েছে আমি প্রতিনিধিমূলক সাক্ষী সংগ্রহ করেছি, ঐশ্বর্য্য ও সংস্কৃতিতে যারা সমাজের মুকুটমণি তাদের সন্তান সন্ততির কথাই আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু। এই সব পরিবারে এই ধরণের মতবাদ রীতিমত বিপ্লব ঘটাতে পারে।

যে মেয়েটির কথা এই মাত্র বল্লাম সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও তীক্ষ্ণ। বয়স তার ষোলো। ভাষায় তার নৈরাশ্য থাকলেও তার ব্যবহার ভদ্র ও সুরুচিসম্মত। আমার বিশ্বাস তার জীবনের কথা বা যে মতবাদ সে স্বচ্ছন্দে আমার কাছে ব্যক্ত করলো—তার দলের যুবক বয়স্যেরা তা জানে না, তারা তাকে বিশেষ সংযত ও মার্জ্জিত মেয়ে মনে করে কিন্তু সত্যই সে কতখানি মার্জ্জিত ও সংযত তা জানলে তারা বিস্ময়াহত হবে।

চুম্বন ও আলিঙ্গনের আহ্বানে যে মেয়েরা সাড়া দেয় তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন আরো বেশী দূর অগ্রসর হয়ে যে-ধরণের যৌন স্বাধীনতা উপভোগ করে তা বিশেষভাবে দুর্নীতিমূলক। এই ব্যাপার আমার কাছে ভয়ঙ্কর বা গুরুতর সমস্যা বলে মনে হয় না। বয়স্করা এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করলে কিংবা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখলেই যে কোনো ফল হবে তাও মনে হয় না। তরুণদের পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গ্রহণীয় এবং মনোনীত পদ্ধতিতেই এর মীমাংসা সম্ভব। সরল ও সোজাসুজিভাবে শিক্ষা দিলেই এই পদ্ধতি স্বতোৎসারিত গতিতে সাফল্য লাভ করবে।

এই অন্তরঙ্গতা (যা ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিপদ আহ্বান করে) অনেকাংশে বালিকাদের স্নায়বিক অসুস্থতা এবং মেয়েদের নিজস্ব নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করে। এই বিষয়টিও অনেক অভিভাবক ও শিক্ষকের ধারণাতীত।

অনেকক্ষেত্রে জানা থাকলেও—এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যটুকু অনেকে মেয়েদের কাছে বলতে পারেন না—আর এই অজ্ঞতা ও অন্ধতাই অনেক সময় বালিকাদের বিপদের মুখে ঠেলে নিয়ে যায়।

বিশিষ্ট চিকিৎসকদের কাছে শুনেছি যে, শুধু মাত্র এই সব অজ্ঞতার ফলেই অনেক তরুণী দৈহিক ও নৈতিক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ে। বহু অভিভাবকই এ বিষয়ে অচেতন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই অন্ধ রীতি আমাদের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এবং এই কারণেই বয়সের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ অভিভাবকবৃন্দ তাঁদের সন্তানদের মতোই অসীম সমুদ্রে ভাসমান, তাঁরা সযত্নে নিজেদের এই অজ্ঞতার বোঝা পুরুষানুক্রমে সন্তানদের স্কন্ধে চাপিয়ে আসছেন।

অবৈধ সংসর্গের ফলে গর্ভসঞ্চারের বিপদ সম্বন্ধে সমাজ মেয়েদের সতর্কবাণী দিয়েছে, তার প্রধানতম কারণ এই যে, সে বিপদ ঘটলে বিশেষভাবে অপদস্থ এবং সমাজচ্যুত হবার ভয় আছে। এই সব অসম্পূর্ণ ধারণার বশবর্তী হয়ে মেয়েরা মনে করে যৌন-সংসর্গ যৌন সম্পর্কিত স্বাধীনতা অপেক্ষা গুরুতর, সুতরাং যৌন সম্পর্কের অংশ গ্রহণ করাই ভালো। বস্তুত এই ধরণের নৈতিক যৌন-সম্পর্কই দুর্নীতিপূর্ণ অথচ স্বাভাবিক যৌন-সংসর্গের পথে অনুপ্রাণিত করে। বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের বিচারে এর মানসিক ও দৈহিক ফলাফল ভয়ঙ্কর এবং বিশেষ বিপজ্জনক।

এতদ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, শতকরা ৯০ জনের মধ্যে ৫০ জন আংশিক ভাবে যৌনক্ষুধা মেটায় এবং তার ফলে নীতি ও স্বাস্থ্য দুই-ই ধ্বংস হয়—শুধু মাত্র ভুল ধারণাই এর একমাত্র কারণ। আমাদের গোপনতা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির এই ফল।

কোনও সুস্থ ও স্বাভাবিক মেয়ের যদি যৌন সম্পর্কিত ব্যাপারের

আসল অবস্থা জানা থাকে তা হলে কখনই সে পুরুষের আহ্বানে সাড়া দিত না। দু চারজন যৌন-বুভুক্ষু ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যতীত আর কোনও স্বাভাবিক মেয়ে রাজী হোত না। আমার মনে হয় আধুনিক সমাজজীবনে এমন কুৎসিত ব্যাপার আর নেই। আর এর জন্ত শুধু মাত্র আমাদের ভণ্ডামি ও অন্ধ কুসংস্কারই দায়ী।

চুম্বন ও আলিঙ্গনে যারা সাড়া দেয় তারা আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়। এ ঘটনা বিক্ষিপ্ত বা প্রচুর তা নয়, তবে সত্যই ঘটে।

বিত্তায়তনের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁদের কাছে এই সব কথা অতিরঞ্জিত মনে হবে ঘটে, তবে যে স্কুলে অন্ততঃ শতকরা একজনও আসামী আছে তাঁদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

এই সব তথ্য এবং আমার বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া আর সব তথ্য যদি প্রকাশ করি তাহলে আন্দোলনের আর সীমা থাকবে না, তবে আমি এ সব ব্যাপারে অভ্যস্ত আছি।

অনেক স্কুলকর্ত্তৃপক্ষ যাঁরা এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্ত চেষ্টা করেন, তাঁরা পূর্ব্বাহ্নেই তথ্য সংগ্রহের পথ রোধ করে ফেলেন। দু'একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করলেই এই ধরণের ব্যাপার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। ডেনভারের স্কুলের যে সব মেয়েরা যৌন সম্পর্কিত অপরাধে ধরা পড়ে তাদের গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা আছে—তৎক্ষণাৎ তাদের স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হয়। এ যেন সুস্থ লোকের মধ্যে কোনও কুষ্ঠরোগী বিচরণ করছে—কিন্তু কুষ্ঠ যে সবাইকে গ্রাস করেছে তা কে জানাবে?

সেদিন আমার কাছে দুজন বালকবালিকা এসেছিল, দুজনেরই বার বছর বয়স, স্কুলে পড়ে। তারা গর্হিত অপরাধে ধরা পড়েছে, কিন্তু

তারা দুজনেই সত্যই খারাপ নয়, কষ্ট কল্পনা করেও তাদের খারাপ বলা যায় না। তাদের শিক্ষয়িত্রী বললেন—'সংশোধনাগার'ই তাদের যোগ্য স্থান, আর বিশেষ করে ছেলেটিকে যদি স্কুল ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। এমনই এঁদের ধারণা, কিন্তু নাকের ওপরেই যে কি ঘটছে তা তাঁরা জানেন না!

আমার কাছে যা তথ্য ও সংবাদ আছে তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যৌন-অপরাধের বহু আসামীই ধরা পড়ে না। আমার কাছে ৪৯৫টি যুবতী স্বীকার করেছিল যে তাদের পুরুষ সংসর্গে যৌন-অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র পঁচিশটি মেয়ে গর্ভবতী হয়েছিল। অনুপাতে কুড়িতে একটি ধরলে প্রায় শতকরা পাঁচ জন। যারা গর্ভবতী হয়নি তারা হয় ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে, নয় ত' গর্ভনিরোধের সাফল্যকর প্রক্রিয়া তাদের জানা ছিল। গর্ভনিরোধের উপায় তাদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার, অথচ অনেকের অনুমানের বাইরে।

এখন বক্তব্য এই: প্রথমতঃ ৫০০ মেয়ের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ আমার কাছে কোন না কোনো কারণে স্বেচ্ছায় এসেছিল। কেউবা গর্ভবতী, কেউ ব্যাধিগ্রস্ত, কেউ বা অনুতপ্ত, কেউ পরামর্শপ্রার্থী ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ প্রয়োজনে ও কোনও প্রকার সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যেও তারা আসতো। এই সাহায্যের প্রয়োজন যদি না হোত তাহলে তারা কখনই আসতো না। কারণ যারা আসতো তারা ব্যতীত এমন অনেকে নিশ্চয়ই আছে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই, সুতরাং তারা অন্তরালেই রইল।

তারপর, প্রায় ২ বৎসরের মধ্যে এই ৫০০ জন আমার কাছে এসেছিল। সমাজের সর্বশ্রেণীর অন্তর্গত এই মেয়েদের অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব থাকাতেই তারা আসতো, যাদের সে জ্ঞান আছে

তারা আমার সাহায্য নেয় নি। আমার বক্তব্য এই যে, আমার কাছে যে সব মেয়েরা গর্ভবতী, ব্যাধিগ্রস্ত বা অনুতপ্ত হয়ে আসে তারা ব্যতীত এমন অনেকে আছে যারা সহজেই বিপদমুক্ত হয়েছে। অথবা এমন অবস্থা হয়েছে যা সে নিজেই মানিয়ে নিতে পেরেছে। আর এদের মধ্যে বহু মেয়ে ভ্রূণ-হত্যাকারীর সাহায্য গ্রহণ করেছে। এ আমার অত্যুক্তি বা অনুমান নয়, আমি জানি এই সত্য।

ছয়

পাপের পিচ্ছিল পথ

হাইস্কুলের ছেলেদের সম্পর্কে আগে কিছু বলা হয়নি। নাটকীয়তা মেয়েদের অনুপাতে ছেলেদের মধ্যে যথেষ্ট কম। সাধারণতঃ মেয়েরাই মায়াজাল রচনা করে, আর ছেলেরা তাদের বাঁশীর সুরে ধরা দেয়। তবুও হাই স্কুলের ছেলেদের নিজস্ব সাইকলোজি আছে, সে কথা আমি পরে বল্‌বো। তবে এই সূত্রে বলে রাখা ভালো যে, আনুমানিক শতকরা ত্রিশ থেকে নব্বই জন হাইস্কুলের ছাত্রদের যৌন-অভিজ্ঞতা আছে। ডেন্‌ভারের এক ব্যায়ামবিদ্ যুবক আমাকে এক পত্র লিখেছিল তার ব্যায়াম কৌশলের বিশেষ খ্যাতি আছে, আর সেই হিসাবে সে অনেকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল। তার মতে তার পরিচিতদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের স্কুল ছাড়বার আগেই যৌন-অভিজ্ঞতা হয়।

সকল প্রকার ছেলের গড়পড়তা হারে শতকরা পঞ্চাশটি হিসাব ধরাই যুক্তি-সঙ্গত। এই বোধকরি সম্ভাব্য সর্ব্বনিম্নহার, আর বিশেষ করে হাইস্কুলের শেষ দু'বছরের ছাত্রদের প্রতি প্রযোজ্য। সম্ভবতঃ বিশেষ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রকৃতির বালকদের মধ্যে এই হারের তারতম্য হতেও পারে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আগেও ছেলেদের মধ্যে এই প্রকার দুর্নীতির প্রচলন ছিল, তবে এখনকার অনুপাতে নিশ্চয়ই কম ছিল, কেন না অনেকে তখন রেড্‌লাইট ডিষ্ট্রিক্টে পতিতালয়ে গমন করতো।

এখন সেই পল্লী ভেঙে দেওয়ার পর তাদের মধ্যে অনেকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের ভ্রষ্ট করেছে, যা আগে কখনই তারা করতো না।

উত্তর-সামরিক যুগে য়ুরোপ থেকে ফেরার পর আমাদের দেশের যুবকরা অনেক প্রকার দুর্নীতির ধারা ও য়ুরোপীয় ব্যাধি সঙ্গে করে এনেছেন, যা পূর্ব্বে তাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। তারা সেইসব নবলব্ধ জ্ঞান মেয়েদের প্রতি প্রক্ষেপ করতে লাগলো; নূতনত্বের হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যাপিকাশ্রেণীর চরমপন্থী মেয়েরা সাগ্রহে এইসব আধুনিকত্ব বরণ করে নিল, আর তারই ফল আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি।

একদা ভালোমানুষ (নাইস্) মেয়েরা এই ধরণের অগ্রগতিকে অসম্মান মনে করতো—আর আজ তারা হয়ত তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে কিন্তু অসম্মানের কথা মনে করে ক্ষুণ্ণ হবে না নিশ্চয়ই। তারা উগ্রভাবে প্রগতিশীল এবং আধুনিক যুবকের মনোভাব স্বাভাবিক রূপেই গ্রহণ করে। বালকবালিকার মধ্যে এই ধরণের অন্তরঙ্গতা ভালো কি মন্দ তার বিচার উপস্থিত আমি করছি না। আসলে এই সব প্রগতিশীল যুবকরা কোদালকে কোদালই বলতে চায়, পছন্দ করি আর না করি আমরা বয়স্করা তাদের কথা শুনতে বাধ্য।

ডেন্‌ভারের মার্কেট ষ্ট্রীট-এ রেডলাইট ডিষ্ট্রিক্ট যখন পুরাদমে চলেছে তখন আমি ডেন্‌ভারের দুটি হাইস্কুলের ছেলেদের যৌননীতির এক অসম্পূর্ণ তদন্ত করেছিলাম। এই তদন্ত ব্যাপারে পুলিশের বড় সাহেব আমাকে সাহায্য করেছিলেন, রেডলাইট ডিষ্ট্রিক্টের হাত থেকে ছেলেদের বাঁচাবার জন্য তিনি জুভেনাইল কোর্টকেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এতবড় সহায় থাকা সত্বেও আমাকে তথ্যাদি সংগ্রহে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তবুও যা সংগ্রহ করা গিয়েছিল, তাই যথেষ্ট। তাদের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের ও তাদের পরিচিতদের সম্পর্কে অনেক

কাহিনী সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আলাপ করবার জন্ত তাদের রক্ষিতাকে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

এর ফলে কোনও একটি বিদ্যালয়ের ৪১টি বালকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছিল। এদের মধ্যে তিন চার জন ব্যতীত সকলেই এই নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়েছিল। অনেকে যৌনসম্পর্কিত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই প্রথমে গিয়েছিল, কারণ অন্যত্র ত' আর যৌন-কৌতূহল তৃপ্ত হবার সম্ভাবনা নেই। এই দলের ছাব্বিশজন বাড়ীর অভ্যন্তরে গিয়েছিল আর বাইশজন সেখানকার স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপিত করেছিল।

আর একটি হাইস্কুলেও আমি এই ধরণের তদন্ত করেছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রায় ১০০শত ছেলের সঙ্গে আলাপ করেছি, তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী আমার কাছে গোপনে স্বীকার করেছে যে মার্কেট ষ্ট্রিটের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাদের যৌন-সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। অনেকাংশ ক্ষেত্রে এইসব ঘটনা অত্যন্ত সাময়িকভাবে কদাচিৎ ঘটেছে, ধারাবাহিকভাবে অনেকেই যায় না, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই অকস্মাৎ হয়ত গিয়ে পড়েছে। অনেকে আবার অর্থাভাবে কিঞ্চিৎ সংযমী হয়েছে।

অনেক ছাত্র আমার কাছে স্বীকার করেছে যে পতিতাদের কদর্য্য ব্যবহারে ও কুৎসিৎ ভঙ্গীতে তারা বিশেষভাবে বিরক্ত হয়েছে, তারপর সেই বীভৎস পুরীতে প্রথম অভিজ্ঞতার ফলে তাদের আর কখনও সেখানে যাবার বাসনা হয়নি। পতিতালয়ের ভয়ঙ্করতা ও উৎকট কদর্যতাই এই সিদ্ধান্তের কারণ। পতিতালয়ের আভ্যন্তরীন আবহাওয়া শুধু মাত্র নরকের সহিত তুলনীয়, এই বীভৎসতার আংশিক অবস্থাও যদি তাদের

কেউ বোঝাতে পারতো তাহলে কোনোদিনই হয়ত তারা এই পাপ-পুরীতে যাবার জন্য ব্যস্ত হোত না। তারা এতই বিরক্ত হয়েছিল যে আমার কাছে তারা আন্তরিকভাবে সেখানে আর না যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এদের মধ্যে আবার যারা অতিরিক্ত কামুক তাদের কয়েকজন রেডলাইট্ ডিষ্ট্রিক্টে নিয়মিত যাতায়াত করতো। ডেনভারে দুটি বিখ্যাত চার্চের সানডে স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ছেলে এইদলে ছিল। অনেকে দুরারোগ্য কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল, কেউ হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিল, আবার অনেকে উপেক্ষাও করতো। যে সব সহৃদয় ডাক্তার এসব ব্যাপারে সহযোগিতা করতে সচেষ্ট ছিলেন, আমি অনেককে তাঁদের দ্বারা চিকিৎসিত করেছি।

এই দলের অনেককে দিয়ে আমি এক টাইপকরা অঙ্গীকার পত্র সই করে নিয়েছিলাম, তাতে তারা ভবিষ্যতে নৈতিক ও সৎ জীবন যাপন করতে স্বীকৃত হয়েছিল। অনেকদিন অবধি আমার ফাইলে এ সব সঞ্চিত ছিল, এখন এরা অনেকে বড় হয়ে, বিবাহ করে সত্যকার সৎ ও সাংসারিক জীবন যাপন করছে, সম্প্রতি তাই সেই প্রতিশ্রুতি পত্রগুলি ছিঁড়ে ফেলেছি! বড়ই দুঃখের বিষয় কতকগুলি সত্যকার দুশ্চরিত্র, ব্যাধিগ্রস্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবক ডেনভারের সম্রান্ত পরিবারে বিবাহ ক'রে সরল প্রকৃতির মেয়েদের প্রবঞ্চিত করেছে, এর ফলে অনেক পতিব্রতা স্ত্রীকে ব্যাধিগ্রস্তা ও ভগ্নহৃদয় হয়ে একবৎসরের মধ্যেই ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা যে, এইসব ঘটনার একটিতেও ছেলেদের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে অভিভাবকদের অবহিত হ'তে দেখিনি। যদিও অনেক দিনের ঘটনা তবু আমার মনে আছে, একবার এক সানডে স্কুল-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বাড়ি আমার নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। সেই

ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী অভিভাবকবৃন্দের অবহেলা সম্পর্কে আমার কাছে সোৎসাহে অনেক নিন্দাবাদ করতে লাগলেন। এমনই আমার দুরদৃষ্ট সামনের চেয়ারেই তাঁদের হাইস্কুল-পাঠরত যে ছেলেটি বসে নিঃশব্দে আহার করছে, সে বেচারা কঠিন কুৎসিৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এমনই তার কঠিন রোগ যে চলাফেরা পর্য্যন্ত করতে তার অসুবিধা হয়, এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে তার অভিভাবকদের বলেছে যে, আস্তাবলের ঘোড়ায় চাট মেরেছে। সরলপ্রাণ নীতিবিদ্ বাপ-মা অম্লানবদনে সেই কৈফিয়ৎ মেনে নিয়েছেন।

এখন তারই অভিভাবকরা যখন অন্য অভিভাবকদের কর্তব্যের ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করছেন, (বালকটি তার কাহিনী আমায় বিশ্বাস করে জানিয়েছিল) তখন লজ্জায় ও ভয়ে ম্লান সেই বালকটির মুখের দিকে চাইতে আমার সাহস হোলো না। এই রকম কামুক ছেলে আমি কমই দেখেছি, অনেক চেষ্টায় পর আমি তাকে সংযত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু তার বাপ মাকে এ ব্যাপার সে কিছুতেই জানাতে দেয় নি।

রেডলাইট ডিষ্ট্রিক্ট উঠিয়ে দেবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি না যৌন-অপরাধ পাপ দমনে এই ধরণের পল্লী কোন সহায়তা করে, এবং এর কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে অবশ্য বলে রাখা ভালো যে, এইসব বালকদের একটিরও সামাজিক সুচরিতা বালিকার সঙ্গে কোনও প্রকার অবৈধ সম্পর্ক ছিল না। বর্তমান কালের তুলনায় কি বিস্ময়কর বৈপরীত্য! শহরের "সংরক্ষিত" পাপের ফলেই এই প্রকার ঘটেছে তা নয়, যৌন-শিক্ষা অনেকটা সহায়তা করেছে। যৌন-জ্ঞান, সংযম এবং সংযতনীতি দ্বারা এই উন্নততর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

একটি হাই স্কুলের ছেলে আমার কাছে স্বীকার করেছিল যে প্রায় ১৫টি হাই স্কুলের মেয়ের সঙ্গে তার অবৈধ সংসর্গ হয়েছে। এদের মধ্যে কতকগুলি এখনও স্কুলে পড়ে। সে সাধারণ শ্রেণীর সস্তা স্ত্রীলোকদের চেয়ে এদের পছন্দ করতো। আমি তার স্বীকারোক্তির সত্যতা নির্ণয়ার্থে এই মেয়েদের প্রায় সবকটির সঙ্গেই আলাপ করেছিলাম, তারা সত্যই ভালো, স্বাভাবিক এবং সাদাসিধে মেয়ে। এই সব মেয়েদের সঙ্গে এক বা দুবারের বেশী, সেই ছেলেটির অবৈধ সংসর্গ হয়নি, এবং একটি বা দুটি ব্যতীত কোনও মেয়েই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েনি। আমার মনে হয় তাদের মধ্যে অনেকেই এখন সংযত ও সংজীবন যাপন করছে।

হয়ত রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট এই মেয়েদের বাঁচাতে পারতো, কিন্তু তাতে ছেলেটি বা ঐ কুখ্যাত পল্লীর পতিতাদের রক্ষা করা যেত না, অথচ তাঁদেরও বাঁচবার যথেষ্ট অধিকার আছে। এ বিষয়ে হয়ত সন্দেহ নেই যে রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট তুলে দেওয়ার পর অনেক "ভালো" মেয়ের যৌন-অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে খুব কম সংখ্যক মেয়েই ভ্রষ্টা ব' সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে।

অনেক পতিতা নষ্ট হয়ে গেছে, তার ফিরে আসার পথ নেই বলেই নয়, তার সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে বলেই। সমাজ তার ওপর কলঙ্কের পসরা চাপিয়ে দিয়েছে, তাকে ছাপ মেরে দিয়েছে—'ভ্রষ্টা' অর্থাৎ 'নষ্ট'। এই সব ব্যাপারের সামাজিক রায়ের অসামাজিক প্রতিক্রিয়া আছে। এর ফলে যার ওপর এই অনুশাসন প্রত্যক্ষভাবে মূর্খের মতো বৃথা আরোপ করা হোল তার সর্বপ্রকার পতন অনিবার্য্য। সকলেই, এমন কি আসামী পর্য্যন্ত এই সামাজিক অনুশাসন বিশ্বাস ও গ্রহণ করে। এই অনুশাসনের কোনও অর্থ নেই, তবু এর মূল্য আছে, সমাজে এই সত্য।

পতিতা বল্‌তেই আমরা বুঝি—উচ্ছৃঙ্খল, অদ্ভুত, অসহায়, অপদার্থ এক শ্রেণীর জীব বিশেষ। কালের প্রবাহে এরা সত্যই এই সব বিশেষণের অধিকারিণী হয়ে পড়ে। দেহ ও মনে এক কদর্য্য ও কুৎসিৎ প্রাণী, নারীদের এই বিচিত্র ব্যঙ্গচিত্র যেন যে সমাজ তাকে দণ্ডিত করেছে সেই সমাজকে মুখবিকৃতি করে উপহাস করছে। পতিতা জীবনের প্রথম যুগে কদর্য্যতা ও কুৎসিৎ জীবন বরণ করবার পূর্ব্বে তারাও "প্রেমের কথা" বলে, তথাকথিত "ভালো" মেয়েদের মতো তাদের চরিত্রেও সদ্‌গুণের অভাব থাকে না, এমন কি অনেকে "ভালো মেয়েদের" চাইতে অধিক সদ্‌গুণসম্পন্না। অনেক ভাল মেয়ের একমাত্র গুণ তাঁর "সতীত্ব" যা তিনি নষ্ট করেন নি, বা নষ্ট করবার সামর্থ্য নেই।

প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তি দমন করলেও বহু মেয়ে যৌন-নীতি অমান্য করতে পারে, তথাপি, একথা স্বীকার্য্য যে পতিতার সংখ্যা হ্রাস হলে নষ্টা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও কমবে। আধুনিক সমাজ অনেক সময় এসব মেয়েকে একেবারে ভ্রষ্ট হতে দেয় না, একটু দয়া ও কারুণ্যের সঙ্গে এদের অপরাধের বিচার হয়, সমাজ সব জেনেও চোখ বুজিয়ে থাকে। প্রকাশ্যভাবে তারা যে ভ্রষ্টা একথা প্রচার করা হয় না বলেই তারা নিজেরাও নিজেদের অপরাধ বুঝতে পারে না, সমাজ ভ্রুকুটি কুটিল চোখে বলতে পারে না—"তুমি ভ্রষ্টা, তুমি মূর্ত্তিমতী পাপ, সমাজে তোমার স্থান নেই, ব্যভিচারই তোমার একমাত্র পথ।"

আমার কোর্টে যে ছেলেমেয়েরা আসে তাদের সম্পর্কে কোনও

সন্দেহের অবকাশ রাখা উচিত নয়। তারা আমার কাছে আসে সদুপরামর্শের আশায়, চরিত্রের গুণ গরিমায় তারা কোনও অংশে কম নয়। সন্দেহের হাত থেকে তারা অনেককে মুক্ত করে। তারা জানে জুভেনাইল কোর্টে তাদের বিরুদ্ধে কোন রেকর্ড থাকবে না—তাই বিপদে পড়লে ছেলেরা স্বভাবতই সাহায্য লাভের আশায় কোর্টে আসে—পাপীদের প্রতি সহানুভূতি এখানে সর্ব্বদাই সুলভ—পাপের প্রতি নয়।

কি ভাবে মেয়েদের সঙ্গে আমার আলোচনা চলে এইখানে তা বলে রাখা ভালো। এই আলোচনা সম্পূর্ণ গোপনীয় আবার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও আমার চেম্বারের বন্ধ দরজার অন্তরালে এই সব আলোচনা চলে, যে কোনও সংবাদপত্র প্রতিনিধি, আদালতের কর্মচারী, কৌতূহলী দর্শক অবাধেই আমার আলোচনা-কক্ষে যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারেন। এই জন্য রিপোর্টার কুৎসারটনাকারী, ও আদালত কর্মচারী প্রভৃতির জন্য আমি আইন করেছি—"দোর ঠেলে চলে এসো—আওয়াজ করার প্রয়োজন নেই।"

এমন কি ডাক্তারখানায় যেখানে মেয়েরা বিশেষ গোপনীয় ব্যাপারে চিকিৎসার জন্য যায় সেখানেও এমন কোনও ব্যবস্থা নেই। আশ্চর্য্যের বিষয় ডাক্তারদের সম্বন্ধে কুৎসা রটে না, অবশ্য আমি বিশ্বাস করি স্বীয় সম্মান ও ব্যবসায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করবেন এমন চিকিৎসকের সংখ্যা খুবই অল্প। কিছুদিন আগে একটি মেয়ে আমার কাছে এসে অভিযোগ করেছিল যে, কোনও চিকিৎসকের কাছে সে সর্দ্দির

চিকিৎসার জন্য যাওয়াতে চিকিৎসকটি তাঁর গোপন কক্ষের দরজা বন্ধ করে তার সঙ্গে অসংযত ব্যবহার করতে উদ্যত হন। মেয়েটি চতুরা, সহজেই সে প্রস্তাবে রাজী হয়ে কৌশলে দরজাটি খুলে সোজা আমার কোর্টে এসে হাজির হয়েছিল। মেয়েটির বয়স ২১ বৎসরের অধিক, সুতরাং তাকে অন্য আদালতের শরণ নিতে উপদেশ দিলাম।

চিকিৎসকের হাসপাতাল দেহের চিকিৎসার জন্য, আমার হাসপাতালে নৈতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।

সাত

পুরুষের পিছনে নারী

আবার মেয়ের কথা :

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে জুভেনাইল কোর্ট ৭৬৯টি হাইস্কুলের উচ্ছৃঙ্খল বালিকার বিচার করেছিল। এই সব ঘটনাবলীর আমরা বিশেষ নথিপত্র রেখেছিলাম। এই সব মেয়েদের বয়স ১৪ থেকে ১৭। তাদের মধ্যে ৪৬৫ জন ইতিমধ্যেই স্কুল ত্যাগ করেছিল, ৩০৪ জন তখনও স্কুলে পড়তো।

এই মেয়েদের তিন চতুর্থাংশ স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসেছিল। উপরের সংখ্যা যথেষ্ট অধিক না হবার কারণ এই যে, আমি ও আমার স্বল্প সংখ্যক কর্মচারীর পক্ষে সমস্ত ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব ছিল। এখানে পুনরায় বলা ভালো যে, একটি ঘটনা থেকে সহস্র ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হোত, একটি মেয়ে থেকে অন্য মেয়ে, কোনও ছেলে থেকে অন্য ছেলের সংবাদ, গোজামিল, এদিক ওদিক করে দীর্ঘসূত্রের এক বিরাট রহস্যজাল উদ্‌ঘাটিত হোত, কত তার শাখা প্রশাখা!

এই ৭৬৯টি বালিকার ঘটনার মধ্যে অন্ততঃ ২০০০ লোক সংশ্লিষ্ট ছিল। বালকদের হিসাবের মধ্যে ধরতে হয়, তা ছাড়া দুটি বালক বালিকার আবার বন্ধু-বান্ধবের দল থাকে, তাদেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা আছে, গোপনতা আছে। সুতরাং এই ভাবে একটি মেয়ের ঘটনা থেকে অন্য ছেলের ব্যাপারে ঘটনার জাল বিস্তারিত হয়ে পড়ে। এইভাবে

নানা পথ ও উপপথে আচ্ছন্ন সীমাহীন পথের সংঘাতেই সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে পড়ে। সুতরাং আমাকে সংক্ষেপে সারতে হয়েছে।

জনবল ও অর্থ সামর্থ্যের প্রাচুর্য্য না থাকায় আমাকে এক জায়গায় থামতেই হয়েছে। কিন্তু যদি আমার অর্থের প্রাচুর্য্য থাকতো ও এই কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেতাম তাহলে নিশ্চয়ই আরো বিস্ময়কর বহু ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করতে পারতাম।

যুবজন চিত্তের ও চরিত্রের গোপন তথ্য আমার কোর্টে যেমন আসে আমি সহজে বলতে পারি, অন্য কোথাও সেভাবে আসে না। ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে আমার কাছে যে ৭৬৯টি হাইস্কুলের বালিকার ঘটনা এসেছিল তার মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটিতেই সংশ্লিষ্ট বালিকা সম্পর্কে আমার কোর্ট কোনও সন্ধান নিতে পারেনি। এই থেকে অনুমান করা কঠিন হবেনা যে, ডেনভারের হাইস্কুল বয়সী ১৫০০ মেয়ের যৌন অভিজ্ঞতা আছে। এই ব্যাপারের নিম্নতম সংখ্যাও কি ভয়ঙ্কর! বিগত বৎসর প্রায় ১০০টি অবৈধভাবে গর্ভসঞ্চারের কেস্ আমার কাছে এসেছিল— অধিকাংশক্ষেত্রে জননী ও শিশুদের আমরা সাহায্য করেছি। গর্ভপাত করার উদ্দেশে ভ্রূণ-হত্যাকারীর কাছে না গিয়ে তারা প্রসব করবার ব্যবস্থার জন্য আমাদের আদালতের আশ্রয়ে এসেছিল। ভ্রূণহত্যাকারী দের কাছে কতজন গিয়েছিল কে তার হিসাব রাখে? ধরা যাক, আমার কাছে যেমন একশটি কেস এসেছিল তেমনই ভ্রূণহত্যার জন্য একশটি অন্যত্র গিয়েছিল, হিসেবে তাহলে ২০০টি গর্ভবতী মেয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যায় যে আমরা যে ৪৯৫টি মেয়ের অবৈধ যৌন সংসর্গের রেকর্ড পেয়েছি তাদের মধ্যে ২০তে একজন করে গর্ভবতী হয়েছিল, এই ১০০টি নারীর অনুপাতে (১৯টিতে একটি হারে) ১৯০০ মেয়ে গর্ভ সঞ্চারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল, আর ২০০ গর্ভ মানে ৩,৮০০

পরিত্রাণ। এই হোল হাইস্কুল বয়সী মেয়েদের কাণ্ড, কিছু স্কুলে পড়ে এবং কিছু বা স্কুলের বাইরে। সেই শহরের জন সংখ্যা মাত্র ৩০০,০০০। নিম্নতম অনুপাত সংখ্যা এই—আমার বিশ্বাস অজ্ঞাত ঘটনারও যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য আছে।

আমাদের তদন্তে আর একটি গুরুতর ব্যাপার জানা গেছে। প্রত্যেক মেয়ের তিন রকমের বয়স আছে। প্রথমতঃ ধারাবাহিক বয়স অর্থাৎ যথার্থ বয়স, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিপ্রধান বয়স, যাতে জ্ঞানের পরিমাপ হয় (যেমন সতের বছর যার ধারাবাহিক বয়স তার বুদ্ধিগত বয়স হবে বার বছর) তৃতীয়তঃ শারীরিক বয়স, অর্থাৎ এমন অনেক মেয়ে আছে যারা অল্প বয়সেই পরিপূর্ণ অঙ্গের অধিকারিণী হয়ে পড়ে, এগার বছরের মেয়ের যেন যুবতীর মত চেহারা! আবার অনেকে আছে যাদের শারীরিক পূর্ণতা লাভ করতে সময় লাগে। আর যে সব মেয়েরা ধারাবাহিক বা বুদ্ধিগত বয়সে কাঁচা অথচ শারীরিক পূর্ণতা অল্প বয়সেই লাভ করে তারাই সহজে বালকদের সঙ্গে যৌন সঙ্কটে জড়িয়ে পড়ে, মনের সংযম ও বিচার শক্তির পরিপূর্ণতা লাভের পূর্বেই যৌন কামনা তাদের অভিভূত করে ফেলে।

হাইস্কুল বয়সী যে ৭৬৯টি বালিকার কথা ইতিমধ্যেই বলেছি তাদের মধ্যে ৩১৩-টির বিশেষ পরীক্ষা করেছিলাম। তদ্দারা দেখেছিলাম ৩১৩টির মধ্যে ২৬৫টি মেয়েই ১১-১২ বছরেই শারীরিক পূর্ণতা লাভ করেছে; তাদের মধ্যেই আবার বেশীর ভাগ ১১-তেই বিশেষ পরিপুষ্ট। এই ৩১৩টি মেয়েকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখেছিলাম যে, ২৮৫ জন ১১, ১২, ১৩ বছরেই পরিপুষ্ট হয়েছে—শুধু ২৮ জন মাত্র ১৪, ১৫, ১৬ বছরে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এর অন্তর্নিহিত অর্থ বিশেষ গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি

দীর্ঘকাল ধরে এই দিক দিয়ে চিন্তা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, অল্প বয়সেই যে সব মেয়েরা পরিপুষ্টি লাভ করে, যৌন-সঙ্কটে আক্রান্ত হবার ভয় তাদেরই বেশী, অথচ যারা অধিক বয়সে পূর্ণতা লাভ করে তাদের এই সঙ্কটে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা অনেক কম। যুবকদের কাছে স্বভাবতই এই সব মেয়েদের আকর্ষণ বেশী, আর পূর্বেই বলেছি বিচারবুদ্ধি ও বয়সের সহজাত বুদ্ধির অভাব থাকা সত্ত্বেও দেহগত প্রবৃত্তিতে যৌন আকাঙ্খার তীব্রতা এদের মধ্যে প্রবল। শিশুর মতো মন নিয়ে তারা পূর্ণাঙ্গ যুবতী, দায়িত্ব এদের কম নয়। এদের যদি যৌন শিক্ষা থাকতো তাহলে এরা কখনই যৌন সঙ্কটে আক্রান্ত হোত না, কিন্তু এই বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রদান করবার সাহস ও শক্তি আমাদের নেই।

১১ বা ১২ বছর বয়সে এইসব মেয়েরা আঠারো বছরের মেয়ের মতোই যৌন কামনা ও দৈহিক প্রয়োজন অনুভব করে। সুতরাং শারীরিক বয়সই বিশেষভাবে গুরুত্বহ। দৈহিক পূর্ণতা যখন অসংযত কামনায় দাবী মেটাতে চায় তখন তাদের কাছে পরিণত বুদ্ধি আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু আমরা সেইটাই আশা করি, এবং তারা বিপদে পড়লে অন্ধভাবে সেইদিক দিয়েই তাদের বোঝাই।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে এই সব অকালপক্ক অভাগিনীদের আমি দেখলেই চিনতে পারি। তাদের চোখেমুখে কিসের যেন ছাপ থাকে তাতেই তাদের কাহিনী যেন লেখা রয়েছে। বিশেষভাবে প্রকৃত যৌন সংসর্গ ঘটেছে যাদের তারা সহজেই ধরা পড়ে। সাধারণতঃ যখন এই সব লক্ষণ দেখি তখন আমি সোজাসুজি তাদের বিশ্বাস ভাজন হয়ে কথা কই এবং কদাচিৎ আমার ধারণা ভুল হয়। আমার মনে হয় এইখানে বলা ভালো—কি ভাবে আমার ধারণা ঠিক হয়, তা বলা কঠিন।

কারণ প্রক্রিয়াটি বিষয়গত। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিকোণের সমতা, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ও বহুলোকের সাহচর্য্যে ও সহজাত বুদ্ধি প্রভাবে আমি সহজেই সাফল্যলাভ করি। এক রাখালকে জানতাম—৫০০০ ভেড়ার মধ্যে অন্য ভেড়া মিশিয়ে দিলে সে ঠিক ধরে ফেলত যে সেটা তার। তার সেই ভেড়ার এমন কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল যাতে করে পাঁচ হাজারেও তার বিভিন্নতা ধরা তার পক্ষে সহজ ছিল। মানুষের ব্যাপারেও এই রীতি প্রযোজ্য।

বহু ঘটনার মধ্যে স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, তাতে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হবে। জনৈক মহিলা আমার কাছে একবার নালিশ জানালেন যে, একটি ছেলে তাঁর কলিংবেলের ব্যাটারী চুরি করেছে। বালকটার ইলেকট্রিক সংক্রান্ত ব্যাপারে আগ্রহ ছিল, আর এই বোধ করি তার কৌতূহল চরিতার্থ করবার সহজতম পন্থা—তবে ছেলেটি চোর নয়, যথারীতি স্বাভাবিক এবং সংস্বভাবের বালক। ভালোভাবে তাকে পরিচালিত করলে সে ভবিষ্যতে ভালো হয়েই দাঁড়াতে পারবে। সাক্ষী হিসাবে মহিলাটি তাঁর এগার বছরের মেয়েটিকে সঙ্গে করে এনেছিলেন, মামলা শেষ হবার পর আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে, মেয়েটির সম্বন্ধে একটু আধটু চিন্তা করেন কি? মহিলাটি বিশেষ অপ্রস্তুত ও বিরক্ত হয়ে বল্লেন—তার মানে?

আমি বল্লাম—কাল আপনার মেয়েকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি একটু কথা কইতে চাই।

অবশেষে তিনি রাজী হ'লেন বটে, কিন্তু বিশেষ সংশয় ও দ্বিধাজড়িত চিত্তে তিনি প্রস্থান করলেন।

পরদিন সকালে মেয়েটি আমার কাছে এলো, তার মুখে চোখে সেই বিশেষ চিহ্ন, সুন্দর সুশ্রী মুখখানি। তার সঙ্গে কথা কয়ে ক্রমশঃ আমি প্রকৃত সত্য তথ্য জানতে পারলাম। আমার ধারণাই সত্য। যে ছেলেটি ব্যাটারী চুরি করেছিল তার সঙ্গেই তার যৌন-সংসর্গ ঘটেছে। অজ্ঞান, নিষ্পাপ, অভিশপ্ত শিশুর অদৃষ্ট দোষেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয়েছে। কল্পনা-বিহীন, বুদ্ধিহীন রক্ষণশীল জননী জানেন যে বয়স্ক জড়তা নির্বিঘ্নে কাজ করে চলেছে। আর যখন তাঁকে বালিকাটির অনুমতি নিয়েই আমি ঘটনাটি জানালেম, তখন তিনি আমার ও বালিকার প্রতি রাগে অপমানে, লজ্জায় মৃতপ্রায় হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম—ভয় নেই, এলিসি বরং দিনকতক আমার তত্ত্বাবধানে থাকুক। মহিলাটি অবশ্য অনুগ্রহ করে রাজী হয়েছিলেন। তাই এলিসি আমার উপদেশ পালন করে আজ সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা হয়ে উঠেছে অথচ এভাবে এই মেয়েটির জীবন নষ্ট হতে চলেছিল!

মেয়েদের এই অকালপূর্ণতা নির্বোধ অভিভাবকবৃন্দ সহজেই ধরতে পারেন না, তাঁরা এর অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন। ছোট মেয়ের পুতুল বাৎসল্যকে মাতৃত্বের প্রতীক বলে মনে করেন অথচ অন্তর্নিহিত অর্থ জানেন না।

এক উদ্বিগ্ন জননী তাঁর পনের বছরের মেয়ের মধ্যে যৌন অকাল-পক্কতা লক্ষ্য করে আমার কাছে একবার এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বল্লেন যে আজকাল তাঁর মেয়ে দিবারাত্র ছবি আঁকছে।

আমি বল্লাম—এই ছবি সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারি। এসব ছবি বাড়ি, ঘর বা জীবজন্তুর ছবি নয়, এ ছবি শিশুর বা প্রেমিক যুগলের, তাই নয় কি?

বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে তিনি বল্লেন—কি আশ্চর্য্য! আপনি কি করে জান্‌লেন?

বল্লাম—"খুবই সহজ, আপনার মেয়ের শিল্পী স্বভাবের আধিক্যের কারণ তার পরিপুষ্ট যৌন প্রকৃতির বিবর্ত্তন। পুরুষ-সংসর্গের ফলে তার অন্তরের উদগ্র সন্তান কামনা এই ছবিতে পরিস্ফুট।"

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, সম্ভ্রান্ত সমাজের আবাসস্থল ক্যাপিটল হিলের অর্থ, প্রতিপত্তি ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক পরিবারের মেয়ে ফ্রান্সেস্ ডাস্‌লীর (আসল নাম গোপন রাখলাম) কাহিনী। ফ্রান্সেস্‌কে যথারীতি সাবধানতা এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তার অভিভাবকবৃন্দ প্রতিপালন করছিলেন।

ফ্রান্সেসের দিদির ভালোভাবেই বিবাহ হয়েছিল, তারা স্বামী-স্ত্রীতে বাপের বাড়িতেই থাক্‌তো। ফ্রান্সেসের দিদির একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল, এই শিশুটিকে চতুর্দ্দশী ফ্রান্সেস্ বড় ভালোবাস্‌তো। শিশুটি হবার আগে ফ্রান্সেস্ পুতুল খেল্‌তেই ভালোবাসতো, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে সে পুতুল খেলা ভুলে গিয়েছিল। লোভাতুরের মতো সে যতক্ষণ পারতো শিশুটিকে নিয়ে থাক্‌তো। ফ্রান্সেসের এই শিশু-প্রীতি পরিবারের মধ্যে বেশ আনন্দের কারণ ছিল।

এর পর এলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর দিন—ফ্রান্সেসের দিদি আর তাঁর স্বামী দূরে দেশে চলে গেলেন, শিশুটিও তাঁদের সঙ্গে গেল। ফ্রান্সেস্‌কে কোনমতেই প্রবোধ দেওয়া গেল না; কিন্তু ছেলেমানুষের শোক, কাজেই কেউ তাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না।

অল্প সময়ের মধ্যেই ফ্রান্সেস্ চিন্তা করতে লাগলো—আমার নিজেরও ত' সন্তান হতে পারে। কিন্তু সন্তান কোথা থেকে আসে, এ ধরণের প্রশ্নে বয়স্কদের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহজনক উত্তর পাওয়া গেল না। ক্রমশঃ সে একটি বয়স্ক মেয়েকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলো; ঘটনাক্রমে সে মেয়েটির এবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, আর এইভাবে ফ্রান্সেস্ কি ভাবে শিশুরা পৃথিবীতে আসে তা বিশদভাবে জানলো।

কতখানি গোপনতার সহিত এই তথ্য সে মনে মনে পোষণ করেছিল পরে আমি তার কাছ থেকে তা শুনেছিলাম। এটুকু সে বুঝেছিল, যে-কোনও কারণেই হোক সমস্ত ব্যাপারটি বিশেষভাবে গোপনীয় ও নিষিদ্ধ, কিন্তু মনের মধ্যে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা সে পোষণ করছিল তা থেকে সে এক বিন্দু বিচ্যুত হয়নি। সুযোগের অপেক্ষায় থেকে অবশেষে সে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এক নিষ্পাপ সরলস্বভাব ১৬ বছরের বালককে তাকে একটি সন্তানলাভে সাহায্য করবার জন্ম অনুরোধ করলো। তারপর যথাসময়ে সে আবিষ্কার করলো যে তার দেহে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে, আনন্দের আতিশয্যে সে তার মাকে একদিন সমস্ত গোপনীয় ব্যাপার বলে ফেললে।

মার মনে এই ভয়ঙ্কর সংবাদের প্রতিক্রিয়া অবশ্য বিশেষভাবে অন্যরূপের। তিনি অবর্ণনীয়ভাবে বিস্মিত এবং ভীত হয়ে পড়লেন। মেয়েটির ব্যবহারে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তার জন্ম যতটা নয়, মেয়েটি 'দুঃশীলা' এই চিন্তাই তাঁকে বিশেষ পীড়িত করে তুললো। মেয়েটি দুঃশীলা, সে দুর্নীতিমূলক কাজ করেছে, সে ভ্রষ্টা, সে সমাজের শালীনতার বাইরে চলে গেছে। তিনি তাঁর ভাবপ্রবণ ও বিস্মিত মেয়েকে বংশযোনাস্তি তিরস্কার ও ভৎর্সনা করলেন, "আমার বাড়ি থেকে চলে যা" এই কথাটিই কেবল উচ্চারণ করতে বাকী রাখলেন।

ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাবে এই ভয় তাঁর মনে বিশেষ প্রবল হয়ে পড়লো। একথা অবশ্য আমাকে তিনি বলেন নি যে পাপের কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ছে, তবু তাঁর ভীত ও উত্তেজিত মুখ থেকে এই কথাই যেন বিশেষভাবে উচ্চারিত হচ্ছিল। আরো ভয়, যে-সামাজিক গণ্ডীর ভেতরে তিনি বিচরণ করেন, তাঁরা এ সংবাদ পেলে হয়ত তিনি তাঁদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। এই সশঙ্কিতচিত্ত জননী আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বার বার বলতে লাগলেন—উঃ ভগবানের কাছে আমি কি অপরাধ করেছি যে পাপে আমার এই শাস্তি হোল? আমি চিরদিন সৎভাবে জীবন যাপন করেছি, এই কি তার প্রতিফল? কেন আমার এমন মহাপাতকী মেয়ে জন্মালো?"

আমি প্রবোধ দিয়ে বল্লাম—আপনার মেয়েটি অপূর্ব্ব! সে দুঃশীলা বা মহাপাতকী নয়, সে স্বাভাবিক মেয়ে, শুধু ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়েছে। এখন আপনার মেয়ের জীবনটিকে যদি ট্রাজেডিতে পরিণত করতে না চান তা হলে তার দীর্ঘ-আকাঙ্খিত মাতৃস্নেহের সহায়তা করুন। আপনার কি হবে ভুলে যান, মেয়েটির কি হবে তাই চিন্তা করুন। তার পাপের কথা মন থেকে মুছে সহানুভূতি ও উপদেশে তাকে শান্ত করুন।

কিন্তু আমার উপদেশ নিষ্ফল হোলো, কারণ তখন বেশী দেরী হয়ে গেছে। ভয়ে ও বেদনায় ব্যাকুল হয়ে ফ্রান্সেস্ অপরের কাছ থেকে উপদেশ নিয়েছিল—কারণ, মায়ের মতো উগ্রস্বভাবের মূর্খ মহিলার কাছে যুক্তি বা বিবেচনার অভাব হবে একথা সে তার সহজাত বুদ্ধিপ্রভাবে বুঝেছিল। যে মেয়েটির উপদেশে সে এই বিপজ্জালে জড়িয়ে পড়েছিল তারই কাছে সে সঙ্কটত্রাণের উপায় জানতে গেল! কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে এখনই অজ্ঞাত

নিশ্চয় তারযুক্ত হতে হবে, এবং কিভাবে তা সম্ভব সেই সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু উপদেশ সে তার কাছ থেকে লাভ করলো।

উপদেশ যথারীতি পালিত হোলো। অন্ততঃ সে পালন করবার বিশেষ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারপরই এলো অনুতাপ। সন্তান তার চাই-ই। অথচ এবিষয়ে মনস্থির করতে বিলম্ব হোল, সম্ভবতঃ স্বেচ্ছাকৃত আঘাতের জন্যই হোক কিংবা স্নায়বিক উত্তেজনা ও ভয়ের জন্যই হোক অকালে তার সন্তান ভূমিষ্ট হোল, এবং প্রথম মাতৃত্বের আনন্দ ও অনুভূতি, সন্তানটি মৃত, এই সংবাদেই নির্ব্বাপিত হোল।

ফ্রান্সেসের মা যদি একটু প্রশান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয়টি বিচার করতেন তাহলে তাঁর মেয়ের জীবন অন্ততঃ আংশিক ভাবেও নষ্ট হোতনা! এই ঘটনাসম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে বলা ভালো যে, এ ব্যাপারটিকে মোটেই যৌন-অপরাধ বলা চলেনা, এ পুতুলের বদলে সন্তান কামনার অপরাধ। অনেকে, এমন কি অনেক অবিবাহিতারা পর্য্যন্ত 'ল্যাপডগের' বিশেষ প্রিয়। 'ল্যাপডগের' প্রশ্রয় দেওয়ার চেয়ে "সন্তান কামনা" যথেষ্ট ভালো—এবং প্রশংসনীয় মনে করি। ফ্রান্সেসের কামনা নিঃসন্দেহে 'খাঁটি', এবং আমার মনে হয়, উদগ্রকামনাতুর আনন্দকামী ব্যাপিকা-শ্রেণীর মেয়েদের বিচার করবার পক্ষে ফ্রান্সেস্ কষ্টিপাথর! এই সব মেয়েদের মধ্যে এক অনৈসর্গিক আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা বিরাজমান, যা তাদের বয়স্ক অভিভাবকেরা ধরতে পারেন না, কারণ পালিশ করা গণ্ডদেশ ও রঞ্জিত ঠোঁটের অন্তরালে কি আছে তা ধরা সহজ নয়! শুধুমাত্র আনন্দের আতিশয্যেই তারা অকৃত দেহ পুরুষের কাছে ধরা দেয় না—পবিত্র মাতৃত্বের ব্যথা ও বেদনার কামনাতেই ধরা দেয়। আমরা বুঝি আর না বুঝি অনেকাংশে কিন্তু একথাই সত্য। পুতুলকে যখন তারা ঘুমপাড়ানি গান শোনায় তাও

যেমন সত্য, মানুষের কামনাও তেমনি সত্য। তাদের সম্বন্ধে অনুকম্পা ও বিদ্রূপের তর্জনী পোষণ করা আমাদের উচিত নয়। একথা বলার সঙ্গে অবশ্য আমি স্বীকার করছি, সৃষ্টিপ্রেরণা মানুষের যৌন-প্রবৃত্তি বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক। কিন্তু সে বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করবো।

বার্ণাড শ' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Man and Superman-এ যে মতবাদ প্রচার করেছেন, তা সমর্থিত হয়েছে ক্র্যাস্লেশের কাহিনীতে। স্ত্রী-লোককে পুরুষ-ই প্ররোচিত করে, এই ধারণা ভ্রমাত্মক, বস্তুতঃ নারী-ই পুরুষকে সর্ব্বত্র তাদের হাতের ক্রীড়নক করে, তাদের অন্তর্নিহিত দুর্দ্দমনীয় সন্তানকামনার শাশ্বতবাসনা চরিতার্থ করে।

বার্ণাড শ'র মতবাদকে অনেকে 'বিকৃত রুচি' আখ্যা প্রদান করে ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু শ' যা লিখেছেন তা যে সর্ব্বতোভাবে সত্য, একথা খুব কম লোকেই জানেন। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর এই মতবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য।

আমি এই মতবাদ শ্রদ্ধা করি, সমর্থন করি। তার কারণ এই যে, চোখের ওপর প্রত্যহই প্রচুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই, এ কথা এতটুকু অত্যুক্তি নয়। আদিম জীবতত্ত্বের মূলনীতি ক্র্যাস্লেসের কাহিনীতে প্রতিফলিত, প্রচলিত সমাজনীতি পুরুষকে চিরদিনই লুণ্ঠনকারী আক্রমণকারী দুর্ব্বৃত্ত চিত্রিত করে নগ্ন সত্যকে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। ব্যাপিকা শ্রেণীর মেয়েদের পুরুষ সংসর্গের স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল গতি এই মতবাদ সমর্থন করে। আমাদের সভ্যতার পরিবেষ্টনের মধ্যে

আজ মেয়েরাও অগ্রণী হয়ে এসেছে, দেখা যাক এর শেষ কোথায়,—এর প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

কোন একটি বিদ্যায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান দুর্নীতির প্রসার প্রতিরোধকল্পে সম্প্রতি ডেন্‌ভারে অভিভাবকবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সভায় সেই স্কুলের অধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে মেয়েরাই বিশেষভাবে দায়ী, এবং তারাই ছেলেদের অনুসরণ করে, প্ররোচিত করে।

একটি ছেলে সেই স্কুলের একটি ১৬ বছরের মেয়ের দুর্দশার জন্য দায়ী ছিল, তার পিতা বলেন—আমার ছেলের এই আচরণে কি করবো তা জানিনা, রাতে তাকে বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করেছি, কিন্তু সর্ব্বদাই ত' আর প্যাহারা দিতে পারি না, প্রত্যহ বাড়ির কাছে এসে মেয়েরা শীষ্‌ দিয়ে তাকে ইঙ্গিতে ডাকে।

একটি হাইস্কুলের ছেলের জনৈক মেয়ের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিল, "আমি মোটেই তার পিছনে ঘুরিনি, পথের মাঝে গাড়ী থামিয়ে সে আমাকে তার সঙ্গে বেড়াতে অনুরোধ করতো, তার সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে নিজেকে অসহায় নির্ব্বোধ বলে মনে হত।"

এলেনের কাহিনী—

বোর্ডিং স্কুলের ছাত্রী ধনীর দুলালী এলেন ও তার আর পাঁচটি সহচরী মিলে একটা চুক্তি করেছিল যে, আসন্ন গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে তারা যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে।

এলেন একটি ছেলেকে মনোনীত করল, যার এ বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না। এলেন তাকে একটি কুখ্যাত সন্দেহজনক রেস্তোরাঁয় ডিনারে নিমন্ত্রণ করলো। সেখানে সে একটি গোপনীয় কক্ষেরও

বন্দোবস্ত করেছিল। সেইখানে এলেন সেই বিস্ময়াহত ছেলেটিকে প্ররোচিত করলো। তারপর যা ঘট্‌লো তাতে ছেলেটি চমকিত ও অভিভূত হয়ে পড়লো।

এই গোপন মিলনের যে কি পরিণাম তা এলেনের জানা ছিল না কারণ সে যথারীতি 'ভালো' ভাবেই প্রতিপালিত হয়েছিল। কিন্তু তার মা কিছুকাল পরে একদিন তার মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আতঙ্কিত হলেন।

এলেন যা ঘটেছিল জানালো, উভয় পরিবারের মধ্যে তুমুল আন্দোলন শুরু হোল। ফলে ছেলেটিকে তার বাবা বাড়ি থেকে বিতাড়িত করলেন। ন্যায়-পরায়ণ, সত্যসন্ধ পিতা বেশী কি আর করবেন!

বাপ-মার কাছে বোর্ডিং স্কুলে গোপন চুক্তির কথা এলেন প্রকাশ করেছিল। একদিন তাঁরা এলেনকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। এলেনের বাবা কেঁদে ভেঙে পড়লেন, বল্লেন—"আমি চল্লাম, আপনি এর ভার নিন্‌, আমি এর কিছুই জানি না।" বুঝলাম ছেলেটির পিতৃদেবের চেয়ে এলেনের পিতা স্বীয় ভ্রম-সংশোধনের তবু কিছু পরিমাণ ব্যবস্থা করবেন, এবং সত্যই তিনি পরে তাঁর মেয়ের এই বিপদে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছিলেন।

এঁরা ভ্রূণহত্যা বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন, ভয় পেলে মানুষের এই বোধ করি স্বাভাবিক চিন্তা। শুধু মাত্র ভয়ের জন্য ডেন্‌মার্কে প্রতি বছরে প্রায় একহাজার ভ্রূণহত্যা হয়ে থাকে।

এরকম কোনও পৈশাচিক ও কাপুরুষোচিত কার্য্য থেকে তাঁদের আমি নিরস্ত করলাম। প্রতিশ্রুতি দিলাম, এলেনের সম্ভাব্য সন্তানের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব আমার, তারপর আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করলাম।

তাঁরা রটনা করে দিলেন, এলেন বিদেশে গেছে; আসলে কিন্তু

তা নয়, এলেন তাদের বাড়ির সর্ব্বোচ্চ তলায় শয্যা নিয়েছে, একটি নার্স তাকে দেখা শোনা করে।

দত্তক শিশু সন্তান গ্রহণ করতে চান এমন লোকের সংখ্যা প্রাপ্তব্য শিশুদের চেয়েও বেশী। আমার লিষ্ট থেকে একটি সম্ভ্রান্ত দম্পতি নির্ব্বাচিত করে তাঁদের জানালেন যে, অমুক তারিখের মধ্যে আমার হাতে একটি নূতন শিশু আসার সম্ভাবনা আছে, তাঁদের প্রয়োজন থাকলে পেতে পারেন, শিশুটির ভার নেবার জন্য একজন চিকিৎসক প্রয়োজন, আর শিশুটির জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে তাঁদের সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করতে হবে,—প্রশ্ন করতে পারবেন না শিশুটি কার, কোথা থেকে এল।

একদা রাত্রে টেলিফোন বেজে উঠলো—এলেনের সন্তান আগত প্রায়। পালক পিতাটিকে ফোনে সংবাদ দিলাম, এবং পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত রাখলাম।

সে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন—"মশাই তাড়াতাড়ি হলে বাঁচি, আমার স্ত্রী ত' নার্ভাস হয়ে শয্যা নিয়েছেন, দেখলে মনে হবে তাঁরই যেন সন্তান সম্ভাবনা, প্রসব-বেদনা উঠেছে।"

অবশেষে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। শিশুটিকে হস্তান্তরিত করবার আয়োজন সম্পূর্ণ হোল। রাস্তার অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে দুই ডাক্তারের দেখা হোল, কেউ কাউকে চিনতে পারলেন না, উভয়েরই হাতে ব্যাগ। একজন জানেন না ছেলেটি কোথা থেকে আসছে, অপরে জানেন না যাবে কোথায়। ব্যাগে শিশুটিকে রেখে চলে গেলেন। একজন পাহারাওয়ালা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে ব্যাপারটি যেন বোঝবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার অনুসন্ধিৎসা বেশী দূর অগ্রসর হোল না। যথাসময়ে নূতন ঘরে নবজাত শিশুটি পৌঁছল।

শিশুটির নতুন মা পরে আমাকে বলেছিলেন—"মেয়ে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোথা থেকে এলুম, তাকে তবু আমি সত্য কথা বলতে পারবো, ডাক্তার থলি করে তোমায় এনেছেন।"

এইভাবে আমাদের নীতিবাগীশ সমাজের নির্মম হাত থেকে আমি এলেনকে বাঁচালাম। আমার বিচারকের চেম্বারের অন্তরালে তাকে লুকিয়ে রেখে বিপদমুক্তির পর তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশ করলাম। আজ সে ভ্রষ্টা নয়, ভালভাবেই তার বিবাহ হয়েছে। তার নিজের কাছে রাখবার যোগ্য সন্তান-সন্ততি নিয়ে সে আজ কুশলেই আছে।

আট

সংস্কৃতি ও নীতি

এবার আলোচনা, যে সব ছেলেমেয়েরা খারাপ হয় না তাদের সম্পর্কে। এ পর্য্যন্ত যে ভাবে আলোচনা করা হয়েছে তাতে অনেক পাঠকের হয়ত মনে হবে, বর্ত্তমানকালের যুবক-যুবতীরা কীটদষ্ট আপেলের মত, কিন্তু এ বিষয়ে আমি অসহায়, পূর্ব্বে যে-সব প্রমাণ প্রয়োগ করেছি সেই দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাদের ভুল ত্রুটি স্বীকার করলেও আমি মনে করি না যে কীটদষ্ট আপেল-ই আমাদের আলোচ্য। ঘটনাবলীর এত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যার আমি সমর্থক নই। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফলে ভুল পথে যারা চালিত হয় তারা ভুল করে বলেই অসৎ নয়। ব্যক্তি হিসাবে এই ত্রুটির বিচার না করে সমষ্টিগত বিচার করলে এর ভয়ঙ্কর পরিণাম যারা রক্ষণপন্থী তাঁরা সহজেই অনুভব করবেন, মানুষ যতটা না অসৎ তাকে অসৎ আখ্যা প্রদান করে ততোধিক অসৎ করে তোলা হয়। এই পন্থা বিশ্রীভাবে ধ্বংসকারী বলেই বিবেচিত হবে।

বর্ত্তমানকালের সেন্সারসিপের ক্রুসেড সমগ্র দেশকে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্যান্সারের মতো আক্রান্ত করেছে, এই ধ্বংস-মূলক ব্যবস্থায় শুধু মনকে আঁধিয়ারা হয়েছে মাত্র। নিজস্ব মনের পরিধির মধ্যে যে জঞ্জাল জমে উঠে তা দূর করবার এ একটা অক্ষম চেষ্টা,—মনে মনে তাঁরা ভাবেন জঞ্জাল দূর করলাম। জনৈক উৎসাহী মন্ত্রীপুঙ্গব আমার কাছে একটি বিল

এনেছিলেন, সেটি তিনি আইনে পরিণত করতে চান। যে সব দোকানে নারীদেহের প্রতিকৃতি সাজানো থাকে, তা তিনি নিষিদ্ধ করতে চান, তারপর যৌন সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেই যে কোনও বই, ফিল্ম, জাজ মিউজিক, নৃত্য (Pelvic dancing) প্রভৃতি সব নিষিদ্ধ। পোষাকের দোকানের নারীদেহের মডেল—বুঝুন, মন্ত্রী মহোদয়ের মনের পরিধি কত অগভীর!

প্রশ্ন হবে যে সব ছেলেমেয়েরা খারাপ নয়—তারা কারা? আমি দুঃখের সহিত স্বীকার করি যে তাদের সংখ্যা উল্লেখ না করাই শ্রেয়। যে-মেয়ে কোনও ছেলেকে চুম্বন বিতরণ করেছে, তাকে বুদ্ধিমতী বল্‌বোনা, কিন্তু তাকে কি খারাপ মেয়ে বলা যায়? প্রকৃত যৌন-স্বাধীনতা অন্য ব্যাপার, সে বিষয়ে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হয়েছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণীর তরুণ-তরুণী আছে যারা সহজে বিপদে জড়িয়ে পড়ে না! প্রথম শ্রেণীর মধ্যে উৎসাহ, আত্ম-বিশ্বাস ও উদ্যোগীভাবের অভাব আছে। যে-সব ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ বিপদে জড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে কিন্তু এর সমস্ত গুণ গুলিই বর্ত্তমান, এই তাদের বিশেষত্ব। 'নীতির' আতঙ্ক কিংবা শারীরিক দৌর্ব্বল্য অনেককে ভালো ছেলে করে রেখেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত শিক্ষা বাড়ি থেকেই লাভ করেছে। বিদ্যায়তনের প্রকৃত শিক্ষার কথা বল্লাম না—কেন না কদাচিৎ কোনও বে-সরকারী স্কুলে বা পাব্লিকস্কুলে যৌনবিষয়ক আচরণ সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে। এবিষয়ে বাড়িই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র। স্বদেশী সদ্‌বংশের এক বিশেষ শ্রেণীর ছেলেদের দেখেছি, যারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছে এবং তারাই যৌন-প্রলোভন বা

স্বাধীনতার ফাঁদে ধরা পড়ে না। প্রকৃত সৎশিক্ষা বিরল। আমরা মুখে জাতীয়তা সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা দিই বটে তথাপি বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমশঃই বিশেষভাবে বেড়ে চলেছে। যে পরিবারের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আবেষ্টনে ছেলেরা গড়ে উঠতে পারে এমন সংসারের সংখ্যা বিরল।

যে-ধর্ম্মযাজক তনয়া শিক্ষাবিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর ছেলের সঙ্গে কলঙ্কিতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, উদাহরণ হিসাবে তাদের পরিবারের কথা ধরা যাক। এই পরিবার বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও বনেদী পরিবার বলে গণ্য হয়, ধর্ম্মপরায়ণ এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন সদ্বংশ হিসাবে খ্যাতি আছে। আসলে কিন্তু ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতিরই অভাব ছিল, নিছক গোঁড়া মনোভাবের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ভণ্ডামিতে পরিবারটি আচ্ছন্ন. এসিডসিঞ্চিত ক্ষেত্রে উদ্ভিদ জন্মায় না। ঐসই মন্ত্রীর ছেলে ও পুরোহিতের ঘরে সম্পর্কিত প্রাচীন প্রবাদ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে, এ কাহিনী চিরন্তন সত্য।

তারপর এলেন ও তার বন্ধুর পরিবারবর্গের কথা বিচার করা যাক. নীতি ও জ্ঞানের পরিপোষক বলেই তাঁদের মনে হবে, কিন্তু বাহ্যতঃ যাই মনে হোক, তাঁরা অন্তঃসারশূন্য নির্ব্বোধ, তাঁদের সন্তানদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁদের মানসিক জড়তাই অপরাধী অপেক্ষা অধিক দায়ী। নীতিবিদ্ হয়ে ভণ্ডামি করা সাজে না, সত্যান্ধ হয়ে সত্য গোপন করে সত্যসন্ধ হওয়া অসম্ভব! বুদ্ধিমান আলোকপ্রাপ্ত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন হয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ কল্পনাহীন ও সনাতনী সেজে থাকাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে-কর্ত্তব্যের স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায় তা এই ধরণের গোপনতা ও ছলনার বাধা ও বন্ধনের চেয়ে অধিকতর নৈতিক।

সামাজিক আইনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হলেও আধ্যাত্মিক ব্যাধির প্রকোপ কিছু কমে।

কথাটা হয়ত কটু শোনাবে, তবু আমি বলতে বাধ্য যে, আমার কাছে চুরির অপরাধে আনীত ১০০টি ছেলের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর ছেলে খুব কমই থাকে, অথচ দারিদ্র্যের জ্বালায় প্রলোভন ও আকাঙ্খা তাদেরই উগ্র হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হবে তবে তারা কারা? কোন্ শ্রেণীর? এর উত্তরে বলি—তারা আসে সম্ভ্রান্ত নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবার থেকে, যেখানে বাতায়ন পথে নীতির জ্যোতিঃ জাজ্বল্যমান, যেখানে সম্ভ্রমের উত্তুঙ্গ মহিমা বিরাজমান, যেখানে পরিণত বয়সে বিদ্রোহী মেয়ে জানেনা কোথা থেকে সন্তান আসে, আর সেই সমস্যা সমাধানেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; সে সমাজের মূলনীতি—"এটা কোরোনা, ওটা কোরোনা, আর যদি করে ফেল ঈশ্বরের দোহাই যেন জানাজানি না হয়, ধরা পড়োনা।"

শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন, খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের ছেলেরাই চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। যে পরিবারের অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনের বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা সুপ্রচুর সেই পরিবারের ছেলে-মেয়েদের গতি ও প্রকৃতি দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করার সুযোগ আমার হয়েছে, সকলেই আশা করে মানসিক শারীরিক ও নৈতিক দিক থেকে এই পরিবারের সন্তানবর্গ সমাজের আদর্শ স্থল হয়ে দাঁড়াবে, অথচ এদের সামান্যতম অংশ মাত্র সাফল্য লাভ করে, বাকীগুলি সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে। ছেলেদের স্বাধীনতা দাও আপত্তি নেই, কিন্তু কেন তাদের ঘরে বা বিদ্যালয়ে যথার্থ শিক্ষা দেবে না এই স্বাধীনতা উপভোগ করবার—এর চেয়ে ট্রাজেডি আর কি হতে পারে? এর কারণ এই যে নিজেদের সংস্কৃতিসম্পন্ন মনে করলেও এঁদের মধ্যে আসলে সংস্কৃতির-ই অভাব।

আমাদের তোতাপাখী নীতির শিক্ষা ব্যবস্থা তরুণ সমাজকে বড়দের মতই রবারষ্ট্যাম্প ও সস্তা ভাবালুতার প্রতীকে পরিণত করেছে। আধুনিক তরুণ যতই কেন স্বাধীন এবং উদ্দাম হোক না তবুও স্বরচিত আইনের পরিধির মধ্যে তারা বিচরণ করে। তারা একরকম পোষাক পরে, এক রকম সাজে, একরকম তাদের কর্মধারা ; এইসব ব্যাপারে অন্যের চাইতে কোনবিষয়ে ত্রুটি হলে তারা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, যারা এই রীতি মানে না, তারা হাস্যাস্পদ হয়। এই রীতি যুবার মধ্যে যেমন প্রচলিত, বুড়াতেও তার ব্যতিক্রম নেই। স্বাধীনতা যতই থাক, সত্যকার স্বাধীনতার অভাব আছে। প্রাচীন প্রচলিত রীতি ত্যাগ করার মধ্যে প্রগতি আছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু আধুনিকেরা একটি রীতি ত্যাগ করে আর একটি রীতি গ্রহণ করেছেন মাত্র। ছাড়-ই (License) বন্ধন ; স্বাধীনতা অর্থে, মানবীয় আইন অপেক্ষা কঠোরতর আইনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা, নিজস্ববুদ্ধি ছাড়া অন্য উপদেশের অভাবে গোলকধাঁধায় জড়িয়ে পড়া।

আধুনিক তরুণ তার দোষগুণ সকল বিষয়েই প্রাচীনের উত্তরাধিকারী।

নয়

কলঙ্কের ছাপ

পশ্চিমাঞ্চলের এক বড় হাইস্কুলে অভিভাষণ দেবার জন্য একবার আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সভা হবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন যে কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধ, আমি যেন আমার বক্তৃতায় যৌনতত্ত্ব, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে কোনও আলোচনা না করি। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে তিনি বল্লেন যে, কর্ত্তৃপক্ষের দু'চার জন উপস্থিত থাকবেন, তাঁরা আমার খোলাখুলি আলোচনার স্বভাব জানেন বলেই শঙ্কিত হয়েছেন, ছোটদের মনে ঐ জাতীয় চিন্তা প্রবেশ যাতে না করে সে বিষয়ে তাঁরা সচেষ্ট।

আমি জানালেম—ছেলেদের নৈতিক অধঃপতন ঘটতে পারে এমন কথা আমি বলবো না, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

তাঁর স্বস্তির নিঃশ্বাস শুনে আমার মনে হোলো, তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, আমার এমন প্রিয় বিষয়বস্তু থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে তাঁকে বেগ পেতে হবে। আনন্দিত হয়ে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্লেন—"আরো কত ভালো বিষয় আপনার বল্বার আছে নিশ্চয়ই।"

সুতরাং বক্তৃতা দেবার সময় আমি ওসব বিষয় আর স্পর্শ করলাম না। তবে সতর্কবাণী হিসাবে নিঃসঙ্গভাবে ভ্রমণের বিপদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বল্লাম, তাতে করে দায়িত্বহীন আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয়ে তাদের সুযোগ ঘটবে—এইসূত্রে আমি রিচার্ড লভলেসের এই বিখ্যাত লাইন দুটি উল্লেখ করেছিলাম—

"I could not love thee, Dear, so much,
Loved I not Honor more."

তারা বুঝ্‌লো যে আমি নিষিদ্ধ বিষয়ের আলোচনার প্রায় প্রান্ত-সীমানায় পৌঁছেছিলাম। ছাত্রদল কিন্তু সোজা কথা শোন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল বুঝ্‌লাম—কিন্তু তাদের কিছুই বল্‌তে পারলাম না।

পরে শুন্‌লাম, আমাকে যে নিষেধ করা হয়েছে এ সংবাদ তারা রাখে—তারপর বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষরা চলে যাবার পর প্রায় ৬০ জন উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রী আমার কাছে এসে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব প্রার্থনা কর্‌লো।

ভেবে দেখলাম আমার বক্তৃতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, সুতরাং রাজী হলাম। এক গোলটেবিল বৈঠক বস্‌লো, কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মতো তাদের সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তাছাড়া ভাবলাম কর্ত্তব্যের খাতিরে ত' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এতগুলি কিশোর কিশোরীর সঙ্গে দিনযাপন কর্‌তে হয়, প্রাত্যহিক কর্ম্ম কোলাহলের মাঝে এদের মনের কথা কি তিনি জান্‌তে পারেন না?

"যেখানে উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা নেই সেখানে কেন বিবাহের বাধ্যবাধকতা থাকবে?"

"একত্র থাকা সত্ত্বেও যে-নর নারীর মধ্যে ভালোবাসা নেই তা কি অবিবাহিত অবস্থার তুলনায় অধিকতর পাপ নয়?"

"যে অবিবাহিত নর-নারীর মধ্যে ভালোবাসা আছে তারা যদি একত্র থাকে—প্রেমহীন বিবাহ কি তার চেয়ে অধিকতর অন্যায় ও পাপ নয়?"

"মুখে বেশী রুজ মাখলে সে মেয়েকে কি স্কুলে অপমান করা উচিত?"

"স্কুলে ভ্যানিটি ব্যাগ আনা কি অন্যায়?"

"কোনও ছেলেকে চুম্বন করতে দেওয়া কি অন্যায়; যদি তাই হয়, তাহলে কেন অন্যায়?"

হায়রে বুভুক্ষিত হৃদয়! বিচারবুদ্ধি গঠনের প্রয়োজনে আমাদের সমাজের ভবিষ্যত জায়া ও জননী কিছু জ্ঞানসঞ্চয় করতে চায়! কিন্তু তাদের পিতা, মাতা, শিক্ষক, যাঁরা তাদের জীবন গঠনের ভার নিয়েছেন, তাঁরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এক বিরাট ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন এদের অন্ধকারে রাখ্‌বেন বলে। সেই উদ্দেশে আমার মতো লোকের সহায়তায় যদি কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাই পূর্ব্বাহ্নে নিষেধ করা হয়েছে। তাঁরা চান এ বিষয়ে এরা যেন একটুও চিন্তা না করে, বরং আলোচনা করুক অন্য বিষয়ে।

মনস্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের প্রয়োজনেই তো তাদের মধ্যে যৌন-প্রেরণা জেগেছে, এক হিসাবে জীবদেহের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা কিশোর-কিশোরীতে ভরা এতবড় স্কুল, কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের অনুসন্ধানস্পৃহা সংহত করে রেখে দেওয়া হয়েছে।

বহু পূর্ব্বেই অন্তর্নিহিত প্রেরণা এদের মধ্যে যৌন-সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়েছে। অথচ একটা অকারণ লজ্জার আবরণ থাকায় তাদের সে কৌতূহল মেটেনি। এইসব ব্যাপার থেকে তাদের মনকে সরিয়ে রীতিসঙ্গত এবং স্বাস্থ্যকর পরিপ্রেক্ষিতে (perspective) ফিরিয়ে আনতে হলে সত্যকথা বলে। যৌন বিষয়কে আবহাওয়ার কথার মতো সাধারণ এবং লঘু করে ফেলাই যুক্তিসঙ্গত।

এর ফলে অজ্ঞানতাজনিত বহু দুষ্কৃতির অবসান ঘটবে, সমাজরীতির ভদ্র ও সঙ্গত আচরণই তারা গ্রহণ করবে এতে উদ্ভট কিছুর সৃষ্টি হবে না, কিছু ফল মিলবেই।

এ বিষয়ে আমার ধারণা দৃঢ়, তার কারণ যৌন-সম্পর্কিত জ্ঞান যেখানে বর্ত্তমান—সেখানে মেয়েরা পুরুষঘটিত ব্যাপারে কদাচিৎ ভুল করে। সমগ্র ব্যাপারটি ভালোরূপে জানা থাকলে আত্মরক্ষারও

বিশেষ সুবিধা হয়। ব্যাপারটির প্রতিক্রিয়া খড় ভয়ঙ্কর এবং তার ফল বিশেষভাবে ভোগ করতে হয় মেয়েদেরই, কাজেই ফলাফল সম্পর্কে সর্ব্বদা সচেতন থাকতে হয়। প্রকৃতি এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। নিজেদের প্রয়োজন, সুবিধা ও সুযোগ অনুযায়ী মেয়েরা যৌন-ব্যাপারে লিপ্ত হতে পারে, তাদের নিজেদের সহজাত জ্ঞানও সহায়তা করে। কি যে ব্যাপার, তৎসম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞান তাদের আছে। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত মেয়ে সকল অবস্থায় নিজের বিচারবুদ্ধি খাটাতে পারে না, দুক্রিয়াসক্ত পুরুষের প্রয়োচনায় পড়ে কেনই বা সে যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হবে না, তার কারণ বিচার করে উঠতে পারেনা। ঠান-দিদিদের মতে যারা 'সবচেয়ে ভালো মেয়ে' অজ্ঞতার অপরাধে তাদেরই 'অসতী' হবার অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু দুই-আর-দুই-এ চার হয় এই তথ্যটুকু জানা থাকলে বিপদের আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

আমার মনে পড়ে—তিনটি মেয়ে আমার কাছে একবার এসেছিল। একটি ১৭ আর দুটি ১৬। তিনটিই মধ্যবিত্ত ভদ্রবংশের মেয়ে। তারা উপদেশ চায়। প্রথমা বল্লে, জনৈক যুবকের সঙ্গে তার যৌন-সংসর্গ হয়েছে, এখন তার ভয় হচ্ছে সে বোধহয় গর্ভবতী। তাকে আমি বল্লাম—আমার আদালতের ডাক্তারের কাছে সে পরীক্ষার জন্য যেতে পারে, যদি সে অন্তঃসত্ত্বা হয়, আদালত-ই তাকে আইন ও রীতিসঙ্গত-ভাবে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়া বল্লে—একটি ছেলের সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়েছে, সে মাঝে মাঝে তাকে চুম্বন করে, একটু আধটু স্বাধীনতার সুযোগও নেয়, মেয়েটির মনে হয় কোনদিন হয়ত সে সম্পূর্ণ-ভাবে স্বেচ্ছায় তার কবলে পড়বে। আমি তাকে জানালেম,—এখন সে আমাদের আদালতের অধিকারে সুতরাং আর কোনও প্রকার অসংযত ও অসঙ্গত আচরণ সহ্য করা হবে না। আদালতের সাহায্যের

জন্য তাকে আমাদের সংস্পর্শে থাকতে বলা হোল। তৃতীয়াটি তারই সমবয়স্ক একটি বালকের সঙ্গে পালাবার মতলব করেছিল, আমার কি মত সে জানতে চায়। তাকে বোঝালেম, এ পথ ভালো নয়—কেন ভালো নয় তাও বোঝালেম। বালকটি এখনও বেকার, তারপর সন্তান সম্ভাবনা হলে কি উপায় হবে? আরও অনেক কথা বলতে মেয়েটি স্বীকার করলে যে তার নির্ব্বুদ্ধিতার সে ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হতে চলেছিল। তারা তাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করলে।

এই তিনটি মেয়েই উপদেশ ও তথ্য জানবার জন্য এসেছিল। অজ্ঞতার ফলে একটি ইতিমধ্যেই বিপদে জড়িয়ে পড়েছে, অপর দুটি পড়বার উপক্রম করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই তারা এসেছিল। কিন্তু সংসার, চার্চ্চ বা বিদ্যালয় এ বিষয়ে তাদের কোনও নির্দ্দেশই দিল না কেন? কেন তাদের সৌধশিখরে অন্ধের মতো ঘুরতে দেওয়া হয়েছে? সত্য তথ্যটুকু তারা চায়—এই সত্যের সন্ধানেই তারা ঘোরে, একথার প্রকৃত অর্থ অবগত হলে, (আমি আমার মতের পুনরাবৃত্তি করছি,) নারী জাতির সহজাত বুদ্ধি প্রভাবে তারা রীতি ও নীতিগত পথেই আত্মসচেতন হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

কিছুকাল আগে একটি ১৭ বছরের মেয়ে আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। সে যখন ১২ বছরের তখন তাহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই সময়েই সে স্বীকার করেছিল যে, কয়টি বালকের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক ঘটেছে। আপনারা বলবেন, মেয়েটি দুঃশীলা, অসচ্চরিত্রা ইত্যাদি। কিন্তু তা নয়, আসলে মেয়েটি তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞানই ছিল। ফলে আমি তাকে সামান্য বোঝাতেই তার উন্নতি হয়েছিল, এবং বর্ত্তমানে সে ডেনভারের একটি আদর্শ রমণী—কোনও পুরুষই আজ আর তার সংস্পর্শে আসতে সাহসও করবে না।

মেয়েটি সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, একটি ভালো ছেলের সঙ্গেই তার বিবাহ হয়েছে।

বিবাহের পূর্ব্বে এবং আমার তত্ত্বাবধানে তার যৌন-জীবন সংযত হবার পরে একদা সে আমাকে এসে জানালো যে, একটি ছেলের সঙ্গে তার প্রেম হয়েছে, এবং তারা উভয়ে শীঘ্রই বিবাহিত হবে স্থির করেছে। ইতিমধ্যেই তারা 'প্রাক-বিবাহ আত্মীয়তা'র সূত্রে মিলিত হইয়াছে।

এ সময়ে আমার কি কিছু কর্ত্তব্য ছিল? গোঁড়ারা হয়ত বলবেন—আপনার স্পষ্টই নিষেধ করা উচিত ছিল! আমি কিছুই করিনি। মেয়েটি আমার কাছে অকপটে সব কথা ব্যক্ত করেছিল, এবং আমিও তার সেই গোপনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম। যদি আমি তার এই গোপনতা ক্ষুণ্ণ করতাম তাহ'লে চিরদিনের মতো আমি তার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাতাম—যখন আমি তাকে রীতিসিদ্ধ পথে চালিত করতে পারব না দেখলাম তখন আমি তার নিজের পথে যেতে কোনও বাধা দিলাম না, কোনরূপ নিন্দাও করিনি। তার ফল এই হোল যে, যথাকালে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হোল। সমাজ যদি কোনও প্রকারে তাদের বিবাহ ব্যাপারে বাধা দিত, তাহলে তারা যে সুখ ও শান্তি থেকে বঞ্চিত থাকতো, আজ আদর্শ গৃহিণী ও স্বামী হয়ে সেই সুখই তারা স্বামী-স্ত্রীতে উপভোগ করছে।

এ সম্পর্কে একটি কথা আমি বলতে চাই,—এ বিষয়ে প্রকৃত দায়িত্ব কার? প্রকৃত দায়িত্ব, অভিভাবক, শিক্ষক ও চার্চ্চের; কিন্তু তাঁদের অজ্ঞতার ফলেই মেয়েটির বারো বছর বয়সেই যৌন অভিজ্ঞতা হবার সুযোগ ঘটেছিল। সেই অপরিণত বয়সে মেয়েটির মনে যে যৌন-আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল তা দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী থাকতো, কারণ তার যৌন-

জীবন বার বছরেই পরিপুষ্টিলাভ করেছিল। তারপর যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গেই একদিন বিবাহ হোল —আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হোল। বাপ-মা যথারীতি অশ্রু বিসর্জন করলেন, হয়ত ভাবলেন, বিবাহের কঠোর অভিজ্ঞতার ব্যাপারে তাঁদের সরলা মেয়েটি কতই না অজ্ঞ! কিন্তু যথাসময়ে মেয়েটি আমার সংসর্গে না এলে সে যে আজ 'খারাপ মেয়ে' বলে অভিহিত হোত, এই কথা শুনলে তারা কি স্তম্ভিত হবেন? তাদের রীতি অনুযায়ী মেয়েটি আজো সমান 'দুঃশীলা'—অবিবাহিত অবস্থায় অন্য পুরুষের সঙ্গে যার যৌন-সংসর্গ ঘটেছে, তার কলঙ্কের ছাপ সারা জীবনেও বিলুপ্ত হবার নয়। কিন্তু বিবাহের পরে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে 'কলঙ্কিতভাবে' থাকতে পারে, এই কি লজিক? শুধু মাত্র সামাজিক রীতিলঙ্ঘন করার নামই কি কলঙ্কিত হওয়া? প্রাক্-বিবাহ সম্পর্কের জন্য আমরা তাকে দোষী করতে পারি, কিন্তু সেও সমাজনীতি লঙ্ঘনের অপরাধে! যৌন-সম্পর্কের অর্থ যদি 'দুঃশীলতা' হয় তাহলে তা বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে সমভাবে বর্ত্তমান। অবশ্য এতদ্বারা আমি তার কার্য্যাবলী সমর্থন করি না, তবে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কি ভাবে এর বিচার হবে তাই দেখানো। কুসংস্কার ও ভণ্ডামিপূর্ণ সমাজের অনুশাসন সর্ব্বদাই সমর্থন যোগ্য নয়, এই আমার বক্তব্য। আমি একথা নীতি ও বিচারের দিক থেকেই উল্লেখ করছি।

এই সব ঘটনার দ্বারা আমি এই বলতে চাই যে যৌন-বিষয়ে জ্ঞান থাকলে মেয়েরা নিজেরাই তাদের দায়িত্বগ্রহণ করতে পারবে। তারা বিপদজালে জড়িয়ে পড়ে শুধু মাত্র অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার জন্যই।

এর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমার কাছে ছেলেদের চেয়ে

বেশী পরিমাণে মেয়েরাই উপদেশের জন্য আসে। পশ্চিমাঞ্চলের স্কুলে মেয়েরাই পরামর্শের জন্য এসেছিল—ছেলেরা নয়! ছেলেরা পারেনা—এ বিষয়ে তাদের কোনও জ্ঞান বা ধারণা নেই, নিজস্ব প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেদের মতোই অন্ধ মেয়েদেরও তারা বিপদের মধ্যে ডেকে আনে। মুহূর্তের আনন্দ ভিন্ন যৌন-বিষয় সম্পর্কে আর কিছুই তারা চিন্তা করে না। আমার আদালতে এ ব্যাপার আমি নিয়তই লক্ষ্য করি। মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অপরিণত। কাজেই প্রত্যক্ষ যৌন ব্যাপারের পর মেয়েরাই ছুটে আসে উপদেশের জন্য, কারণ ছেলেদের চেয়ে এ ব্যাপারে মেয়েদেরই দায়িত্ব অধিক।

প্রত্যক্ষ ও গঠনমূলক ব্যাপারে ছেলেদের চিন্তাশক্তির অক্ষমতা অন্যভাবেও লক্ষ্য করেছি। আমার ফাইলে ছেলে ও মেয়েদের প্রচুর চিঠি আছে, তার মধ্যে ছেলেদের চিঠির ভাষা অক্ষম ও ব্যাকরণ অশুদ্ধ, বিষয়বস্তু ছেলেমিতে ভরা, প্রকাশভঙ্গীও অশিষ্ট। কিন্তু মেয়েদের চিঠিতে বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচারশক্তি এবং পরিণত মনের পরিচয় আছে। পরিষ্কার এবং নির্ভুলভাবে কথাবার্তা ও রচনাকে আমি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হিসেবেই গণ্য করি, তার ব্যতিক্রম অপরিণত বুদ্ধি ও নিষ্ক্রিয় মনের পরিচায়ক। এতদ্বারা প্রমাণিত হবে, কেন আমি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কথাই অধিক আলোচনা করি।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন,—কয়েক বৎসরে মেয়েদের এই অনুসন্ধিৎসা, বিক্ষিপ্তভাবে নয়, সাধারণ ঘটনা হিসাবেই পরিগণিত হতে চলেছে। এর মধ্যে গোপনতারও অভাব ঘটেছে। তার কারণ সমাজ ও অর্থনীতির প্রভাবে নারী আজ নরের সমতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যালয় ছাড়বার পর অনেক মেয়ে, ছেলেদের চেয়ে ভালো চাকুরী

পায়, তার ফলে অনেক সময় প্রেমাস্পদ নায়িকা নায়কের প্রতি কৃপা ও করুণার দৃষ্টিও নিক্ষেপ করে।

অনেকের কাছে মেয়েদের এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা হিসাবেই গণ্য হবে, অনেকে হয়ত স্তম্ভিতও হবেন। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, যৌন সম্পর্কে আলোচনা করলেও অনেক মেয়েরই অন্তরের শুচিতা নষ্ট হয় না। বয়সে তারা শিশু বটে কিন্তু অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে তারা তাদের ঠাকুরমাদেরই সমকক্ষ। এদের দেখে মনে হয় যেন ঠাকুরমার পোষাকে খুকীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে! কিন্তু একবার তারা কোনও প্রকারে এতটুকু জ্ঞান লাভ করতে পারলে, পাপ আর তাদের স্পর্শ করে না, ভাবপ্রবণ হলেও মনের কাঠিন্য তাদের বেশী সাহায্য করে। তারা তখন কলঙ্কমুক্ত, যেন স্বয়ং বিধাতা পুরুষ তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন।

দশ

কালের কুটিল গতি

আধুনিক কালের মেয়েদের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার ফলে তারা এমন অনেক কাজ করে ফেলে যার প্রতিক্রিয়া আমাদের প্রচলিত প্রথা অনুসারে হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। বেশি দিনের কথা নয়, এইরকম একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। একটি মেয়ের সঙ্গে কোনও যুবকের প্রেমের ব্যাপার চলছিল—কিন্তু সে ঘটনাটি এত অবিবেচনাপ্রসূত যে পরিবারের সকলেই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু মেয়েটিকে তাঁরা সামলাতে পারলেন না।

অবশেষে তার এক আত্মীয় আমার কাছে এসে বল্লেন—দেখুন মেরীর জীবনে এক ভীষণ ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসছে, আমার অনুরোধ আপনি এর একটা বিহিত করুন।

ট্র্যাজেডিটা কি জাতীয়?—আমি প্রশ্ন করলাম।

তিনি বল্লেন—বিল রজার্সের সঙ্গে ও বেড়ায়, ছেলেটা এমন কিছু নয়, কিন্তু মেরী তাকে নিয়েই মেতে আছে। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে যে সময়ে বাড়ি থাকি না, সেই সময়েই ওরা আমাদের বাড়িতে আসে; গেল সপ্তাহে আমার স্ত্রী হঠাৎ এসে ওদের দেখতে পান। কি কেলেঙ্কারী বলুন ত,' আমাদের মনে হয়—হয়ত সর্ব্বনাশ ঘটেছে। ছেলেটা ভাল হলে না হয় কথাছিল, কিন্তু ছেলেটা তেমন নয়, মেয়েটাকেও পথে বসাবে। যদি কিছু ঘটে আমি নিশ্চয় জানি ও

মেরীকে বিয়ে করবে না। আপনি যদি মেয়েটাকে ডেকে বিপদটা বুঝিয়ে দেন ত' ভালো হয়।

আমি রাজী হলুম—কিন্তু মেরীকে ডেকে পাঠাবার আগে সে নিজেই আদালতে এসে হাজির। মেয়েটি সুন্দরী, বাইশ বছর বয়স হবে, স্থির দৃষ্টিভঙ্গী, চোখে মুখে তার দৃঢ়তার আভাষ বর্তমান। হাইস্কুলের পড়ায় পাশ করে বেরিয়েছে।

প্রথমটা ভেবেছিলুম যে মেরী বোধ হয় তার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের আগমনবার্তা জানে; কিন্তু তা নয়, মেরী মোটেই নিজের ব্যাপারে আমার কাছে আসে নি। তার সতের বছরের এক বান্ধবীর জন্যে তার চিন্তার আর অবধি নেই;—মড যেন দিন দিন দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠছে, সম্প্রতি তার পার্টির তরল পানীয়ের ওপরও আসক্তি বেড়েছে; তার এই অবিবেচনাপ্রসূত আচরণের ফলে সে যে অনিবার্য্য ট্রাজেডির মুখে গিয়ে পড়ছে তার হাত থেকে আপনি তাকে বাঁচান।

আমি বল্লাম—আমার যথাসাধ্য আমি করবো, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মেরী।

তখনই আমরা মডকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার একটা উপায় স্থির করে ফেল্লাম। তারপর ও প্রসঙ্গ শেষ হতে আমি প্রশ্ন করলাম—তা' হলে তোমার কি ব্যবস্থা করবো মেরী?

অসতর্কভাবে সে বল্লে—আমি বিল রজার্সের সঙ্গে আছি, এই কথা ত'?

—পাকাপাকি হয়েছে কিছু?

—নিশ্চয়ই।

তারপর সে অকপটে আমাকে তার সম্পূর্ণ কাহিনী বলে গেল। তার আত্মীয় যা অনুমান করেছিলেন, কেলেঙ্কারী তার চেয়ে অনেক

হয়ে গড়িয়েছে, কিন্তু মেরী তাতে দোষের কিছু পায়নি। তারা উভয়ে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মতোই আছে, কিন্তু মদের উচ্ছৃঙ্খলতা আলাদা ব্যাপার, এ রীতিমত বীভৎস, মদকে নিশ্চয়ই বাধ্য—

আমি বল্লুম—কিন্তু মেরী, তোমরা বিয়ে করছো না কেন ?

—বিয়ে ? তাচ্ছিল্যভরে মেরী বলে—দেখুন, গেল দু'বছরে আমাদের দলের যত মেয়ের বিয়ে হয়েছে তাদের অর্দ্ধেকের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। কি কেলেঙ্কারী বলুন ত'! জেনী ট্রং-এর ব্যাপারটা ধরা যাক্, সে আদালতে বল্লে, তার স্বামী সন্তান চায় না, তাই তাকে ভ্রূণহত্যাকারীর কাছে পাঠিয়েছিল। আমাদের অতশত নেই, বনিবনা না হলে গোলমাল না করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব।

—ছেলেপুলের কি হবে ?

—সে বিষয়ে এখনও ভাবিনি, তবে আমি সন্তান কামনা করিনা।

—কিন্তু যদি তাই ঘটে, তাহলে ত' বিপদে পড়বে, নয় কি ?

—না আমার আর বিপদ কি, যখনই বলব বিল আমাকে বিয়ে করবে, আমার জন্তে ও পাগল! কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাইনা, ওর শক্তিতে আমার শ্রদ্ধা নেই, ওর চেয়ে আমার রোজগার অনেক বেশী।

এরপর আমি আর কি করতে পারি ? ধমকানি দেব ? অনন্তর ধমকানি বা ভ্রূকুটিতে তাকে ফিরিয়ে আনা যাবেনা, বরং তার ওপর আমার যতটুকু প্রভাব আছে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

ও বিলকে কেন বিয়ে করছে না, তা জানেনা, কিন্তু আমাদের মত অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা ও চিন্তা করেছে। বিলের চেয়ে মেরীর অধিক আয়, অন্নের প্রয়োজনে বিবাহ করার প্রয়োজন তার নেই,

বিবাহ সম্বন্ধে মেরীকে তাই চিন্তা করতে হয়। অন্নের প্রয়োজনে বিবাহ করতে মেরী চায় না, সেটা সংগ্রহ করবার শক্তি তার আছে। বিবাহের পূর্ব্বে বিলের স্থায়ী যোগ্যতার প্রমাণ চাই।

ও বিষয়ে আর আলোচনা করলাম না, মেরী চলে গেল। মডের জন্যে মাঝে মাঝে মেরী আমার কাছে আসতো, মডকে আমি অনেক বুঝিয়ে পরে সংযত করেছিলাম।

মেরীর কাজকর্ম্মের উন্নতি হতে লাগল। একদিন তাকে বিলের বদলে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে বেড়াতে দেখলুম। পরে আবার একদিন তারই সঙ্গে কথা কইতে দেখে, মেরীকে ব্যাপারটা কি—জিজ্ঞাসা করলুম।—দেড়বছর ত' বিলের সঙ্গে ঘুরলে, এবার তাকে বিয়ে করো না মেরী!

—বিলের কথা আর বলবেন না! সে বললে, আমি হায়রাণ হয়ে গেছি, আজ ভাবি আপনার কথা শুনে ভাগ্যিস্ আমি ওকে বিয়ে করিনি! লোকটা ভালো নয়, অনেক দিন ধরে কাজ করেও মাইনে মোটে আশী ডলার, লোহার কারখানার কেরানী। আমি এদিকে দেড় '' ডলার মাইনে পাই, ওর চেয়ে ভালো কাজ, কেন ওকে বিয়ে করবো বলুন? মোটে আশী ডলার, তার ওপর ছেলেপুলে হ'লে চক্ষুস্থির।

এইরকম দাঁড়াবে জানতাম। কিন্তু আরো আছে। একদিন বিল এসে হাজির। তাকে দেখে মনে হোল যেন কেঁদে ফেলে আর কি। আমাকে বল্লে—কটা কথা বলতে চাই। আপনি ত' মেরীকে চেনেন, না?

নিশ্চয়ই খুব চিনি,—আমি বল্লাম।

—আমরা প্রায় দুবছর একত্রে আছি, সে আপনাকে জানে, আমার

মনে হয়—মনে হয় যে আপনি আমার উপকার করতে পারেন। আপনি যদি এ উপকারটুকু করেন, তা'হলে আমি—

—আমার যা ক্ষমতা করবো বৈ কি! কি ব্যাপার বিল?

এই কথায় কান্নায় ভেঙে পড়ল বিল, তার মাথা আমার টেবিলে লুটিয়ে পড়ল।—আমায় সে ত্যাগ করেছে, আমাকে ও কখনও বিয়ে করবে না।

বেচারা বিল! মেরী ওকে ত্যাগ করেছে, এই হোল ট্রাজেডি। সময়ের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! আজ আর মেয়েরা এসে কেঁদে পড়ে না, স্বয়ং পুরুষ কান্নায় ভেঙে পড়লো। হা ঈশ্বর!

বিলের জন্য কিছু করতে পারলাম না। অসহায় পরিবারবর্গকে ভাসিয়ে মেরী একদিন বিলের পরবর্ত্তীর সঙ্গে মোটরে পাড়ি দিয়েছে। তার সঙ্গেই আছে, যথাসময়ে তাকেই বিয়ে করবে হয়ত; কারণ ছেলেটির যথেষ্ট অর্থ আছে।

মেরী সমাজ-বহির্ভূতা সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়ে নয়। ডেন্‌ভারের এক উন্নতিশীল ব্যবসায়ীর মেয়ে সে, তার প্রপিতামহের খ্যাতির পরিমাণ এতই বেশী যে তাঁর নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে।

মেরীর কাহিনী থেকে অনেক কিছুই জানা যায়—যাঁরা মনে করেন আধুনিক কালের ছেলেরা তাড়াতাড়ি বিবাহ করে, তাঁরা জানেন না যে ভেতরকার ব্যাপার কি! স্তব্ধতার চক্রান্ত আজ আর কার্য্যকরী নয়। বাহির থেকে যতদিন প্রচলিত সমাজবিধি আইন ও নীতি হিসাবে চাপানো হবে, বিদ্রোহী প্রকৃতির সংখ্যা ততই বাড়বে।

প্রগান

আদিম প্রবৃত্তি ও সংস্কৃতি

যৌন-প্রেরণা জীবতত্ত্বের একটি সহজ ও সরল তথ্য—শারীরিক ক্ষুধার সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। আইন ও শাসনের গণ্ডীর মধ্যে যৌনক্ষুধাকে আনা তেমনিই অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব শারীরিক ক্ষুধাকে আইনের অধিকারে আনা; আর আমরা সকলেই সহজাত বুদ্ধি প্রভাবে জানি যে, কোথায় কার স্থান। এই কারণেই স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক কামনার বিরুদ্ধে যখন লোকাচার এবং আইন প্রযোজিত হয়, তখন লোকে আইন বা প্রচলিত লোকাচার উপেক্ষা করে গোপনে বা প্রকাশ্যে তাদের অবিবেচনা প্রসূত কামনার পথই অবলম্বন করে। যতদিন না ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যৌনতত্ত্ব বিবেচিত হবে, ততকাল আইন ও শাসনকে উপেক্ষা করা এইভাবেই চল্‌বে।

অন্নক্ষুধার মতো রূঢ় যৌনক্ষুধাও নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কিন্তু তা নৈতিকনির্দেশ বা আইনের চাপে সম্ভব নয়, শিক্ষিতবুদ্ধি, সাধারণজ্ঞান, আত্মসংযম, এবং ব্যক্তিগত সুরুচির দ্বারাই তা সম্ভব হবে। আমি ক্রমশঃ দেখাবার চেষ্টা করবো যে, আত্মসংযম অনেকের পক্ষেই সম্ভব। ইতিমধ্যে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, সাদা চোখে আমরা দেখি যৌন-অপরাধ করেও অনেক সহজেই গা ঢাকা দিতে পারে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনও করতে পারে; সুতরাং আইনানুগ নির্দেশ যাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবেন আইন তাঁদের ওপরেই প্রযোজ্য। অতএব তাঁদের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থা রাখাই ভালো।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, রূঢ় আদিম কামনাকে সংযত করে যৌন নিয়ন্ত্রিত করতে বিবেচক ও শিক্ষিত মনের বিশেষ প্রয়োজন,—শিক্ষা, সংযমের প্রধান সহায়ক।

আজ জাতির প্রয়োজন নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর। আর প্রয়োজন এই অবস্থা সৃষ্টি করবার উপযুক্ত সংস্কৃতি, এবং এই সংস্কৃতি, সৃষ্টি করবার উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজন। সংস্কৃতির সাহায্যেই লোকে ক্রমশঃ বুঝবে, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে আদিম প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করা কত সহজসাধ্য।

অলন্ত প্রাসাদশীর্ষ থেকে জীবন বিপন্ন করেও মানুষকে উদ্ধার করা দমকলের লোকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ—এটা তার কাজের অঙ্গ; তার শিক্ষায় সে এই সংস্কৃতি লাভ করেছে, আদিম প্রবৃত্তি—অনুযায়ী আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে সে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবু এই দম-কলের লোকেরা সাধারণ লোক, এই বিভাগের কাজে বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষারও তেমন প্রয়োজন নেই। এইরকম আরো বহুপ্রকার স্বেচ্ছা-সঙ্কল্পিত কাজ, আনুষঙ্গিক শিক্ষা এবং সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করতে পারি।

এই সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় এই আদিম মনোবৃত্তি কি কুৎসিৎ ও কদর্য্য নয়? এই প্রবৃত্তি যান্ত্রিক, অবিবেচনাপ্রসূত এবং যুক্তিহীন, তবুও জীবনের তা অপরিহার্য্য অঙ্গ। কেবলমাত্র উপযুক্ত সংশিক্ষা এবং সংস্কৃতি এই আদিম মনোবৃত্তি দমন করতে পারে।

তবুও তথাকথিত শিক্ষিত মহলে, এই মনোবৃত্তির চাপে অনেক কিছু ঘটে, তার কারণ যথোচিত শিক্ষার অভাবে তারা এই আদিম মনোবৃত্তি দমন করতে পারে না। দুঃখের সহিত স্বীকার করছি যে, এই সংস্কৃতির

সাক্ষাৎ আজো আমি তেমন পাইনি, আমার এই গ্রন্থই তার প্রমাণ। জুভেনাইল কোর্টের বিভিন্ন মামলা থেকে বুঝি যে, সংস্কৃতির বদলে আইন ও আদালতের চাপ মোটেই কার্য্যকরী হয় না।

যাঁরা সত্যিকার শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা জীবনকে আর্টের সামিল বলে মনে করেন, এবং বুঝতে পারেন যে, জীবনকে যত মনোরম করে রাখা যাবে ততই তার ওপর মমতা বাড়বে। এতদ্বারা তাঁরা স্বেচ্ছাকৃত বিধি নিষেধের গণ্ডীর ভেতর নিজেদের আবদ্ধ রাখেন, যা কিছু কুৎসিত তা থেকে তাঁরা দূরে থাকেন। রুচি ও সংস্কৃতির জন্যই (আইনের জন্য নয়) এঁরা রূঢ় রুক্ষ জীবনধারার পরিপন্থী—এঁরা অশ্লীলবাক্য বা অশ্লীল আচরণ পরিহার করেন কারণ আরো উচ্চ-শ্রেণীর ব্যাপারাদি তাঁরা বেশী পছন্দ করেন। লঘু চিন্তা—অবান্তর বাক্য বা আলোচনা থেকে তাঁরা বিরত থাকেন, কারণ তা থেকে অনেক কিছু দূষণীয় বস্তুর উদ্ভব হতে পারে। তাঁদের জীবনধারা এমন রীতিতে এমন আদর্শে গঠিত যে তাঁরা এতদ্বারা শুধু যে জাগতিক সুখ অনুভব করেন তা নয়, এতে আধ্যাত্মিক আনন্দও তাঁরা উপভোগ করেন। কার্ডেলিয়া সম্বন্ধে লীয়ার বলেছিলেন—

"Her voice was ever soft, gentle and low; an excellent thing in woman"—

এই কথা বলার সময় লীয়ার ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ বিব্রত, তবুও সংস্কৃতি ও স্বভাবের জন্যই এমন উক্তি তিনি করেছিলেন। জীবনের সকল কাজে এই সৌজন্যবোধ মাধুর্য্য ছড়িয়ে দেয়—আইন ও প্রচলিত সমাজনীতির ধ্বংস হলেও মানুষ এই মাধুর্য্য অপরিহার্য্য ভাবে স্বীকার করবে। এইভাবে যৌন ব্যাপার একদা জীবনের মনোরম ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে—আইন ও সমাজ নীতি যৌন ব্যাপারকে কুৎসিৎরূপে অঙ্কিত

করতে যেদিন বিরত হবে—মানুষ সেদিনই জীবনের মধুরতম অঙ্গ হিসাবে যৌন ব্যাপারকে গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন হবে—কিন্তু কোন্ নির্দিষ্ট আর্ট বা চরিত্রে এই আদর্শে পৌছান সম্ভব? ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন বিচার বিবেচনাই কি যথেষ্ট? এর জবাবে বল্‌বো—আমি তা মনে করি না। একান্তই যদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তাহলে একদিকে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন, নির্ভীক, মুক্ত বিচারশক্তি, আর অপর দিকে মানবীয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলে বিশ্বের দরবারে যা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বিবেচিত হয়েছে, তার ওপর সেই ব্যক্তি বিশেষের নিষ্ঠা ও যুক্তিসঙ্গত শ্রদ্ধার মধ্যে একটা সমন্বয় করে, স্বেচ্ছাসমন্বিত যে কোনো একটা আদর্শ অবলম্বন করতে হবে। এতদ্বারা অবশ্য একথা বোঝায় না যে সর্ববিষয়েই, মানবীয় সংস্কৃতির মাপকাঠিতে যা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হবে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে মন্দ অপেক্ষা ভালোরই সম্ভাবনা অধিক, অতীতের সংস্কৃতির যা সংযোগসেতু সেগুলি ধ্বংস করে বিদ্রোহ ঘোষণা করা অপেক্ষা এই ভাবে পরিবর্ত্তিত প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে।

স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে এই বিশেষ ব্যক্তিটি উচ্ছৃঙ্খলের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠের গৃহীত পথ পরিত্যাগ করে, হঠকারিতা প্রদর্শন না করে, যা সত্য ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে সেই পথই গ্রহণ করবে। এই স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ কালে অনেকে নিঃসন্দেহে ভুল করবে, সে ভুল অনেকক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে, তবু ক্রমে এই স্বাধীনতায় তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে সমাজের নৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হবে এবং আমাদের সমাজ জীবনে যে দৃঢ় ভিত্তির অভাব আছে তা পূর্ণ হবে।

আইন প্রচলিত নীতি ও সেন্সারদিগের পরিধায় আবৃত থাকার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিবেচক বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আজ যদি এই নৈতিক অবলম্বনী (Crutches) সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের অনেকরই যে অবস্থা দাঁড়াবে তা অনুমান করা শক্ত। ছেলেমেয়েদের কড়া পাহারার মধ্যে আগলে রেখে, তাদের নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক হবার বা ভ্রম সংশোধনের কোন সুযোগই আমরা দিইনা। এই নির্বোধ প্রথার নিষ্ফলতা যদিও আমরা বুঝি, তবুও বারে বারে আমরা ঐ এক ভুলই করে আসছি।

যে কার্য্য অন্যায় ও পাপ বলে জানি, ভুল করে তাই করে বসলে নরকে যাবার সম্ভাবনা আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই নরকভীতিই আমাদের অনেক প্রলোভন থেকে রক্ষা করেছে। যারা আমাদের পরবর্ত্তী, সংস্কারবশে তাদেরও এই ধারণা। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক তরুণীকে তার নির্বোধ কৃতকর্ম্মের ত্রুটি সম্বন্ধে বোঝাবার সময় সে আমাকে বলেছিল—আমার বোধ হয় ভুল করবার ব্যক্তিগত অধিকার আমার আছে। এক হিসাবে বিচার করলে বলতে হবে, মেয়েটি বিশেষ অন্যায় বলেনি। যথার্থ সাংস্কৃতিক পটভূমিতে মেয়েটি হয়ত তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারতো।

অবাধ স্বাধীনতায় বিপদের সম্ভাবনা নেই, একথা আমি বলিনা, আমার বক্তব্য এই যে একালের আইন ও প্রচলিত রীতির নাগপাশ যা আমাদের নীতিগতভাবে দুর্ব্বল ও কোমল করেছে, উত্তরকালে এই অবাধ স্বাধীনতা তদপেক্ষা কম বিপজ্জনক হবে সন্দেহ নেই।

কোনো প্রকার সংযমের প্রয়োজন নেই, একথাও আমি বলিনা। ভবিষ্যতে আমরা এমন একটি অবস্থায় পৌঁছব যখন আর আইনের

প্রয়োজন নেই, হয়ত বহু শত সহস্র বৎসর পরে সে দিন আসতে পারে, অতি শীঘ্রও আসতে পারে। ইতিমধ্যে সমাজকে যে অসহিষ্ণু হতে হবে, আর কিছু পরিমাণ বাঁধা ধরা নির্দ্দেশ ও কিছু নিষেধের ব্যবস্থা করতে হবে তার কোনো অর্থ নেই। উপযুক্ত শিক্ষার সহায়তায় যত-দিন না আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত 'বানর' ও 'ব্যাঘ্র' প্রবৃত্তি দমন করতে শিক্ষা করবো, ততকাল এ ছাড়া আর উপায় নেই, একথা অস্বীকার করা বাতুলতা। কোনো না কোনো উপায়ে অনুমোদিত আচরণ ও অননুমোদিত আচরণের মধ্যে একটা সীমারেখা নির্দ্দেশ করা সমাজের কর্ত্তব্য।

যারা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠদের অননুমোদিত পথে চালিত না হয়ে যারা বিশ্লেষক চিন্তাশক্তির সাহায্যে তা অমান্য করে বিভিন্ন পথে চলেন, সেই চিন্তানায়কদের দ্বারাই জাতীয় প্রগতি সম্ভব। বিভিন্ন মতাবলম্বী স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হওয়াই প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য

বর্ব্বরতা, সংস্কৃতি ও প্রেম

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে যৌনসম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নে আবার ফিরে আসা যাক। মানবীয় বিচারে সার্ব্বজনীনভাবে যা সত্য এবং সুন্দর বলে গৃহীত হয়েছে, সেই যৌন আচরণের বিশেষ 'স্বাভাবিক' ভঙ্গী আইন ও নীতির জন্য আপত্তিজনক নয়, শিক্ষিত সমাজে যে মার্জ্জিত রুচি ও সংস্কৃতি প্রচলিত, যৌন ব্যাপারের কদর্য রূঢ়তা সেখানে বিশেষ অপ্রিয় ব্যাপার বলেই।

একটা সাধারণ বিষয় ধরা যাক: কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি স্ত্রীলোকের কাছ থেকে টাকা নেবে না, বা স্ত্রীলোকের রোজগারে জীবন ধারণ করতে পারে না। নীচ সমাজে এই শ্রেণীর লোকেরা "Pimp" বলেই পরিচিত। সাধারণ এবং স্বাভাবিক লোকেরা এই শ্রেণীর প্রাণীকে অত্যন্ত ঘৃণা এবং অবজ্ঞার চোখে দেখে। স্বাভাবিক লোকে স্ত্রীলোকের অর্থ কোনমতেই গ্রহণ করেন না। এমন কি অপরিণতবয়স্ক তরুণও বান্ধবীকে নিয়ে সোডা-ফাউন্টেন, হোটেল বা সিনেমায় গিয়ে বান্ধবীর পয়সা কিছুতেই গ্রহণ করবে না।

অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, সেখানে ব্যক্তিবিশেষ নিজস্ব বিবেচনা এবং রুচি হিসাবেই কাজ করেন। আসলে পুরুষোচিত আত্ম-মর্য্যাদার উপর সমস্ত নির্ভর করে। এমন অনেক লোক আছে যারা মেয়েদের প্ররোচিত করে কিন্তু তাদের অর্থ নিতে ঘৃণা বোধ করে, তার নীতিজ্ঞানে প্ররোচনা অনুমোদিত, কিন্তু অর্থগ্রহণ নিষিদ্ধ। কেন এমন

হয় ?—এর উত্তর সংস্কৃতি। শৈশব থেকে মানুষ যা শিখে আসছে তার মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে—চিরদিনই সেই শিক্ষাই সে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং আইন ও সমাজনীতির ধারার অন্তর্গত না হলেও মানুষ এই স্বেচ্ছাকৃত ব্যক্তিগত নীতি মেনে নিয়েছে। যৌন আচরণের একটি দিক এইভাবে সংস্কৃতির প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে, সুযোগ পেলে ব্যাপক সংস্কৃতির প্রভাবে সকল প্রকার যৌন সম্পর্ক এইভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

এবার মেরীর ঘটনায় ফেরা যাক, মেরী কি খারাপ মেয়ে ? আইন ও প্রচলিত নীতি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে সে খারাপ ? কিন্তু তার নিজস্ব মত ও বিশ্বাসে সে খারাপ নয়। আমি স্বীকার করছি মেয়েটি রূঢ়—মেরী যে-যুগের মেয়ে, রূঢ়তা এবং রুক্ষতা সে-যুগের বিশেষ শোচনীয় গলদ। কিন্তু মেরী যদি এমন কোনো সমাজে বাস করতো যেখানকার সমাজনীতি আরো উদার, দৃষ্টিভঙ্গীর কঠোরতা এবং নির্মমতা অপেক্ষকৃত কম, তাহলে আমরা যারা বিবাহের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি, তাদের কাছে মেরীর আচরণ এত নীতিবিরুদ্ধ মনে হোত না। মেরীর পায়েচলার পথ হতো সহজ এবং মসৃণ, সে পথ থেকে মেরীকে বিদ্রোহ করে ফিরতে হোত না।

আপনারা মেরীর বিবাহরীতির ধারণা অনুমোদন বা অমনোনীতও করতে পারেন। কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন না যে মেরী তার নিজস্ব আইন মান্য করে চলেছে। এতবারা সে বিবাহ-বন্ধনের বাইরে যৌন-আনন্দ উপভোগ করেছে বটে কিন্তু সে মদের মতো উচ্ছৃঙ্খলতা

বা মদ্যপান প্রভৃতি ব্যাপারে ডুবে যায় নি। এতে লাইসেন্সের চেয়ে সংযমেরই পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্য করতে হবে যে, সংযম সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত। মেরী তার নিজস্ব স্বাধীনতার সুযোগ অজ্ঞানের মতো গ্রহণ করে নি। অন্ততঃ এই ব্যাপারে, যাঁদের ধারণা নীতি ও আইনের আশ্রয় ছাড়া উদ্দাম যৌন-ব্যাপারের গতিরোধ করার আর উপায় নেই, তাঁদের মতবাদ খাটে না। মদের ব্যাপারেও তাই, কারণ জানি—যেদিকটা সে ভাবেনি, সে বিষয়ে তাকে অবহিত করবার পর তার উদ্দাম গতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

মেরীর স্বেচ্ছা-সঙ্কল্পিত আইনে বিবাহের ব্যাপারে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করেছে, কিন্তু তার বিবাহ-বিচ্ছেদ কাহিনী তার বান্ধবীবৃন্দ বিবেচনাযোগ্য মনে করে নি। মেরীর মতবাদানুযায়ী, সে যাকে বিবাহ করতে পারে তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পোষণের উপযুক্ত জীবিকা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা চাই। মেরীর নীতিজ্ঞান সম্পর্কে যাই বলি না কেন, তার বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়, যার ভবিষ্যৎ বিষয়ে তার চিন্তাধারা স্থায় এবং যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তার বহু বান্ধবী সামাজিক নীতি ও প্রচলিত আইনের গণ্ডীর ভেতর থেকেও কিছুই করেনি, ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় আদালত পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রগতিশীল আধুনিক জীবন-ধারা আমাদের কোন্ পথে নিয়ে চলেছে জানি না। যা প্রত্যক্ষ করেছি তাই বলছি, তবে আমার বিশ্বাস এতে সমাজ জীবনের অবনতি না ঘটে পরিবর্তনই সূচিত হবে, এবং এই পদ্ধতিটি ক্রমে গঠনমূলক হয়ে উঠবে।

যাঁর আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মেরী বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি পরিবর্তিত করে নিজস্ব একটা পদ্ধতি ঠিক করেছে, বর্তমান সমাজে প্রচলিত

বিবাহ-বিধি সে মেনে নিয়েছে, যে-বিধি দ্বারা ধ্বংস এবং সংরক্ষণ উভয়ই সম্ভব। বিবাহ সে প্রত্যাখ্যান করেনি, তবে নিজস্ব নিরাপত্তা তার লক্ষ্য, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হতে সে চায় না।—হাজার হাজার বিভিন্ন রমণীর মধ্যে এই তার বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি হওয়ার ব্যাপারে রক্ষণশীল ব্যক্তিরও হয়ত আপত্তি থাক্‌বে না। কিন্তু বিবাহের পুর্ব্বে যৌন-সংসর্গ থেকে বিরত না থাকার অপরাধ তাঁরা উপেক্ষা কর্‌বেন না। সোজাসুজি, সহজভাবে ও সাহসিকতার সঙ্গে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আমি এইবার এই মতবাদ বিচার কর্‌বো, এবং আমার মতো যারা বিবাহ বিধিতে বিশ্বাসী তাঁরা হয়ত বিরক্ত হবেন না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এই যুগের তরুণ-তরুণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং তাদের সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করি, তবে এতেও আমার অসুবিধা আছে, আমার মতবাদের কদর্থ্য এবং তীব্র সমালোচনা হওয়া সম্ভব।

আমি নিজে বিবাহে বিশ্বাস করি, এ কথা পাঠকদের জানিয়ে রাখা ভালো। সভ্যতাসূত্রে নর-নারীর জীবন যেখানে আবদ্ধ, যেখানে প্রেমের মর্য্যাদা আছে, তার নামই বিবাহ। এইরকম বিবাহসূত্রেই আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আবদ্ধ। যেখানে এই সভ্যতা বা এই মাধুর্য্যের অভাব, সে বিবাহকে আমি স্বীকার করতে পারি না। নারীর ওপর মানুষের মনে যেখানে ভালোবাসার ধারা প্রবাহিত তারই নাম বিবাহ, বিবাহ অন্য কিছুই নয়। বিবাহ উৎসবের অর্থ এই যে, দুটী নর-নারী প্রেমের পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হোল, উভয়ের মধ্যে প্রেম

বর্ত্তমান, এই অন্তরঙ্গতার সম্বন্ধ সমাজে স্বীকৃত হোল। কিন্তু এই প্রেমের যদি অবসান ঘটে, তখন কেন সমাজ সেটা স্বীকার করে নেবে না তা আমি বুঝি না।

সমাজ বলছে প্রেম তখনও বর্ত্তমান। এমন কি দু'পক্ষ যেখানে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হ'তে চায়, সেখানেও সমাজ সহজে বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্রাহ্য করতে চায় না। আসল ব্যাপার চেপে রেখে ব্যভিচার, অত্যাচার, দুর্দ্দয়তা, ইত্যাদি নানাপ্রকার কাহিনী সৃষ্টি করতে হবে, প্রকাশ্য আদালতে উভয়কে নানাপ্রকার অসম্ভব অভিযোগ বিকৃত করে বল্‌তে হবে, তবেই বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রাহ্য হবে।

সুতরাং এই সামাজিক মিথ্যাচার যতদিন এই ভাবেই থাকবে, সমাজ যতদিন না প্রচলিত বিবাহ বিধির পরিবর্ত্তন করবে, ততদিন বহুসংখ্যক নর-নারীর কাছে বিবাহ অসহনীয় বন্ধন বলেই বিবেচিত হবে, এবং সকলে তা যথাসম্ভব পরিহার করবার চেষ্টা করবে।

উদাহরণ হিসাবে দেখুন, যে মেয়েটির কথা আমি আলোচনা করছিলাম, সেই মেরী, বিবাহ এড়িয়ে চলেছে, তার কারণ, বিবাহের চুক্তি সহজ-বিচ্ছেদ্য নয়। এমন যদি আইন থাকৃত যে সহজেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে আসা যেত, তাহলে মেরী অনেক আগেই তার প্রথম প্রণয়ী বিলকে বিবাহ করতো।

মেরী চেয়েছিল এমন বিবাহ যাতে অবাধ-স্বাধীনতায় মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো বিচরণ করা চলে, কিন্তু তা সম্ভব নয়। সুতরাং সে সমগ্র বিবাহ ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করছে, যদিও বিবাহের নানাবিধ অঙ্গ এবং সুবিধা সে অনুমোদন করে।

অনেকে হয়ত বলবেন, আমাদের মত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে—সমাজের আইন-বাধ্য সদস্য হিসাবে বিবাহ করাই মেরীর

কর্তব্য ছিল, আর একান্তই যদি সামাজিক আইন তার অমনোনীত হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ না করে চিরকুমারী থাকাই তার উচিত ছিল।

মেরী উত্তর দেয়, এরকম কোনও অনুশাসনের যুপকাষ্ঠে আত্ম-বলিদান দিতে সে প্রস্তুত নয়, তার মতে এ অনুশাসন অর্থহীন এবং অবিবেচনা প্রসূত।

সুতরাং পতাকা উড়িয়ে মেরী বলে—'আমি ও আমাদের যুগের যারা তারা সকলে পথ খুঁজে নেব, তোমরা অনুমোদন করো আর নাই করো, আমরাই আমাদের আইন গড়ে নেব। তাতে আমাদের প্রয়োজন মিটবে। সহজাত প্রবৃত্তি যা আমাদের কাম্য সেই সখ্যতার আমাদের প্রাকৃতিক অধিকার আছে। অবাঞ্ছিত সন্তান যাতে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব করতে না পারে সেজন্য আমাদের কিছু পরিমাণ জন্মনিরোধ পদ্ধতি জানা আছে। আমাদের মনে হয় না এতে সমাজের মধ্যে সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে, আমরা বিশ্বাস করি যে, এর ফলে এমন এক মনোরম অবস্থা দাঁড়াবে যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়ে বিশেষ কল্যাণকর হয়ে উঠবে।'—ওয়েন্সের বক্তব্যের এই মূলকথা।

এখন আমার মতো একজন ব্যক্তি, ন্যায়ের দণ্ড যার হাতে, এই উক্তির উত্তরে কি বলতে পারে? এক হিসাবে কার্য্যগত অসুবিধা এবং সামাজিক সঙ্কট উপেক্ষা করে মেরীর সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করতে পারি না, অপর পক্ষে আন্তরিকতা এবং সাধুতার দিক দিয়ে মেরীকে বা অন্য কাউকে আমি বলতে পারি না যে, বর্তমান বিবাহ বিধিতে যারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ তারা সুখ ও শান্তির অধিকারী। একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সামাজিক বিবাহবিধি যদি সার্বজনীন সমর্থন আশা করে তাহলে সমাজকে এর যুক্তিযুক্ত ফলাফল দেখতে হবে; এবং

এতদ্বারা যে কোনও প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হবে, সমাজ তার জন্য দায়ী থাকবে। একথাও স্বীকার্য্য যে বিবাহ ব্যবস্থা মানুষের শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই বিধিবদ্ধ হয়েছে, মানুষকে বিবাহের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি। বিবাহ চরম সমাপ্তি নয়, একটা পথ মাত্র! জুতা যখন পায়ে লাগে তখন জুতাটাই ত্যাগ করা বিধি, পা কেটে বাদ দেবার রীতি নেই, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অন্য পন্থা হিসাবে চিরকৌমার্য্য গ্রহণ বিধিও যুক্তিযুক্ত নয়, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে জোর করে দমন করা মোটেই সম্ভবপর নয়।

কিন্তু একথা বলাও ঠিক নয় যে, অবাধপ্রেম বা অন্য কোনও নবতম 'ইজমের' খাতিরে বিবাহবিধি পরিবর্জ্জন করা চলবে না। যতই অসম্পূর্ণ এবং অসঙ্গত হোক না কেন—**প্রচলিত বিবাহবিধি ব্যতীত আমাদের চলতে পারে না।** সতর্ক বিবেচনাপূর্ব্বক সামাজিক বিবাহ বিধির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করে এই প্রচলিত বিবাহ বিধিকেই সংক্ষিপ্ত ও উপযুক্ত করতে হবে, যাতে অবশেষে মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তির আবির্ভাব হয়। বিবাহের উপকারিতা ও বহুবিধ হিতকরী সম্ভাবনা বর্ত্তমান। আমরা সেই সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছি না। আশাকরি আমার বক্তব্য স্পষ্ট হয়েছে।

আমার বিশ্বাস মেরী প্রভৃতির ব্যাপারে কেন আমি সদয় ব্যবহার করেছি সেটাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, এমন কথা উঠবে. তাদের সাধুতা এবং বুদ্ধি-বৃত্তিও সন্দেহমুক্ত নয়, তারা হয়ত "মৈত্রীকে আসল বলে চালাবার চেষ্টা করেছে," ভদ্রতা এবং যুক্তির আবরণে তাদের 'কদর্য্য কামনা' চরিতার্থ করছে। নিঃসন্দেহে অনেকেরই পক্ষে একথা সত্য, তবে এক্ষেত্রে তা খাটে না।

এ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত মত পোষণ করাই ভালো। অনেকে হয়ত মেরীর সম্পর্কে আমার মনোভাবের সমালোচনা করে বলবেন—আপনার উচিত ছিল, বিবাহের বর্ত্তমান প্রচলিত বিধির পক্ষে দৃঢ়চিত্তে দাঁড়ানো, ব্যক্তিগত মত যাই থাকুক না কেন। একথা আপনার জানা উচিত ছিল, একবিন্দু সহনশীলতার সুযোগও মেরী নিতে ছাড়তো না। আপনার প্রভাব, এবং বিচারক হিসাবে প্রতিপত্তির দ্বারা মেরীকে নিরস্ত করা উচিত ছিল। আপনার বলা উচিত, "মেরী ভীষণ ভুল করেছে, এ বিষয়ে বিতর্কের আর প্রয়োজন নেই, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল।"

এই হোল গতানুগতিক মতবাদ। কিন্তু তা আমি পারি না। মেরীর কাছে ভাণ করে বলা চলে না যে, প্রচলিত বিবাহ বিধি পূর্ণাঙ্গ এবং যথেষ্ট এবং এই বিবাহ বিধির সংস্কার ব্যবস্থা না করে তাকে অবাধপ্রেমের অনুমতি দিতে পারি না। অবাধপ্রেম, অর্থাৎ আর এক প্রকার যৌন-সম্পর্ক, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় যা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমার কাছে একটা কথা নিশ্চিত বলে মনে হয়—আমরা যারা বৃদ্ধ হয়েছি, তারা যদি উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, একটু সহৃদয়তার সঙ্গে, প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বিরোধী মতবাদ আশার চোখে দেখি, যদিও আমরা তা অস্বীকার করি, তবু আমাদের এই সহনশীলতার ফলে উপস্থিত যে অনাবশ্যক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা অনেকাংশে কমে যাবে।

প্রবীণ ও নবীনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই গুরুতর সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব—যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের সমাজ, সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছুই ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে। মানুষের দুর্দশার আর সীমা থাকবে না।

তের

অকাল পরিপুষ্টি ও খাদ্য পদ্ধতি

যৌন-অজ্ঞতা কিংবা যথোচিতভাবে ছেলেদের প্রতিপালন করাই একমাত্র ব্যাপার নয়। এইবার আমি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির আলোচনা করব। জুভেনাইল কোর্টের বিচারপতি হিসাবে যে সিদ্ধান্তে আমি মনে মনে উপস্থিত হয়েছিলাম, পশ্চিমাঞ্চলের স্কুলগুলির বয়স্কা মেয়েদের সংস্পর্শে আসায় আমার মনে সেই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে, ঘরে এবং স্কুলে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত প্রাথমিক নীতিগুলি সম্বন্ধেও একালের ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

এর দুটি কারণ বর্ত্তমান। প্রথমতঃ অনেক শিক্ষকের নিজেরই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রাথমিক নীতি সম্বন্ধীয় কোনও জ্ঞান নেই; দ্বিতীয়তঃ দেহের প্রাকৃতিক এবং প্রধানতম বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা অনেকটা যৌন-সম্পর্কিত আলোচনার মতোই লজ্জাজনক ব্যাপার বলে পরিগণিত। একথা হয়ত নির্ভয়ে বলতে পারি স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুটি বড় কথা এই যে, উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এবং সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ক্ষয় নিবারণ করা। অনেক অভিভাবক এবং শিক্ষক উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, সুতরাং সে বিষয়ে কোনও কথাই তাঁরা বলেন না। আর শারীরিক ক্ষয় নিবারণ সম্পর্কে তাঁদের অনেকেরই অজ্ঞতা আরো বেশী, যদি এ বিষয়ে তাঁদের কোনও জ্ঞান থাকে তো সেই বিষয় ক্লাসরুমে আলোচনা করা তাঁরা অশ্লীল, অসঙ্গত এবং অরুচিকর বলেই মনে করেন।

আমি জানি স্কুলে 'হাইজিন' (স্বাস্থ্যতত্ত্ব) এবং 'ফিজিয়লজী' (শরীর বিজ্ঞান) শেখান হয়, অনেক ছাত্র এ বিষয়ে সাধারণভাবে শিক্ষাও পায়। কিন্তু যাঁদের হাতে এইসব বিষয় শিক্ষা দেবার ভার অর্পিত হয়েছে তাঁদের অজ্ঞানতার তুলনা নাই।

বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষেরা আমার এই মন্তব্যে হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন, কিন্তু আমার তত্ত্বাবধানে যে বহুসংখ্যক মেয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই কঠিন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে এবং অন্য বহুপ্রকার অন্ত্র-সম্বন্ধীয় (intestinal) ব্যাধিতে জর্জরিত। তাদের প্রশ্ন করে দেখেছি যে, ব্যবহারিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সুতরাং পরিমার্জ্জিত এবং সংস্কৃত স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং শরীর বিজ্ঞানে তাদের কতটুকু জ্ঞানলাভ হবে।

যে সব কিশোরবয়স্ক ছেলেরা পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে অসমর্থ এবং অগ্নি-মান্দ্য, অজীর্ণ ও আত্ম-মাদকতা (auto-intoxication) প্রভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাদের কাছে স্বাভাবিক, নীতিগত, এবং সঙ্গত আচরণ প্রত্যাশা করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, কিশোরবয়স্ক বহু সংখ্যক ছেলে মেয়ে এই সকল ব্যাধিতে জর্জরিত, তৃতীয়তঃ এ বিষয়ে কেউ—এমন কি চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত সচেতন নয়। অবশ্য কয়েকজন উদার মনোভাবাপন্ন ডাক্তার আছেন, যাঁরা সর্ব্বদাই জুভেনাইল কোর্টের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

চিকিৎসাব্যবসায়ীরা কেন যে এত নিষ্ক্রিয় তা আমি ভেবে পাই না। ব্যাধি হলে তাঁরা সুচিকিৎসা করবার ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু কি উপায়ে ব্যাধির আক্রমণ নিবারণ করা যায়, সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে তাঁদের উৎসাহের একান্তই অভাব। যাই হোক, চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা জানেন যে, মূলতঃ কঠিন কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ফলেই স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব (sterility) সম্ভব হয়। অন্ত্র প্রদেশের প্রদাহ জরায়ুতে সঞ্চারিত হয় এবং তার

ফলেই এই সমস্ত দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক কর্মশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। পুরাতন অন্ত্রোপাঙ্গ-প্রদাহ (appendicitis) ব্যাধিতে মেয়েরা সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়, কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলেই এই রোগের উৎপত্তি। এই কারণে বন্ধ্যাত্ব এবং অন্য বহুপ্রকার শারীরিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমি এই মেয়েদের দেখে জানলাম যে, এই প্রকার অবস্থা হলেও তারা এর কার্য্য-কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে, এ সম্পর্কে কিছুই তাদের বলা হয়নি। তাদের পিতামাতা বা অভিভাবকবৃন্দ এ বিষয়ে তো অজ্ঞই, শিক্ষকরাও তাই। আর চিকিৎসা ব্যবসায়ীবৃন্দ তো এই অজ্ঞতা প্রচারে প্রত্যক্ষ-ভাবেই সহায়ক।

একথা বলা বাহুল্য যে, এর ফলে বন্ধ্যাত্ব যদি নাও ঘটে, তবে অন্য বহু প্রকার ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে, তার ফলে সৃষ্টিকারী দেহ-যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে, এবং সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থার ভয়াবহ পরিণতি হয়। ছেলেদের শারীরিক অবস্থাও এমনই, তবে মেয়েদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। ছেলেদের শারীরিক স্বাস্থ্য মেয়েদের অপেক্ষা সাধারণতঃ ভালোই থাকে, তা ছাড়া তাদের শারীরিক প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত সক্রিয়। তারা মেয়েদের মতো কোষ্ঠকাঠিন্য বা ঐ জাতীয় ব্যাধিতে তেমন সহজে আক্রান্ত হয় না, অবশ্য অধিক বয়সে অনেকে নিষ্ক্রিয়তার জন্য এই সব ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে।

যদিচ চিকিৎসা ব্যাপারে আমি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কিছু বলতে পারি না, তবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে এইটুকু বলতে পারি যে, অখাদ্য এবং বর্তমান সভ্যতানুযায়ী নানাবিধ আহার্য্য-পদ্ধতির জন্যই এই জাতীয় নানাপ্রকার শারীরিক ত্রুটির সৃষ্টি হয়।

আমাদের আহার্য্যের প্রধানতম উপাদান—মাংস, সিদ্ধ করা আলু, সাদা রুটি, সাদা চিনি, আর মূলতঃ এই কারণেই অম্লরোগ ও কোষ্ঠ-

বদ্ধতার উৎপত্তি। কোষ্ঠবদ্ধতার আর একটি কারণ অন্ত্রস্থিত বস্তুর ধীর নিকাষণ গতির জন্ত উৎপন্ন বিষ। এই বিষ উদরভাগকে অকার্য্যকরী করে ফেলে। এই ব্যাধি আমাদের জাতীয় ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে, অধিকাংশ রোগেরই উৎপত্তি এই থেকে। দুধ আমরা কম ব্যবহার করি, ধান্ত-যবাদি শস্ত ব্যবহারই করি না, স্যালাডটুকু ঠোকরাই মাত্র, আর ফল বা অন্ত কোনও প্রকার প্রাকৃতিক শর্করা ডাক্তারের বিল অপেক্ষা ব্যয় বহুল মনে করি। শাক সব্জী যেটুকু খাই, সিদ্ধ করার ফলে তার অন্তর্নিহিত জৈবগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধীয় বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি আমি নই, তরুণদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেই আমি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। ছোটদের সর্ব্বপ্রধান সম্পদ হোল স্বাস্থ্য, সর্ব্বাগ্রে সেই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজন। দেখা যায় শুধুমাত্র আহার্য্যের দোষে দশটির মধ্যে নটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য খারাপ। খারাপ দাঁত, খারাপ চোখ, স্নায়বিক বিকার সর্দ্দিকাশি, নালিকা রোগ (adenoids), তালুগ্রন্থি প্রদাহ (tonsils) রক্তাল্পতা প্রভৃতি সহস্র প্রকার শারীরিক ত্রুটি শুধুমাত্র আহার্য্যের দোষেই সম্ভব হয়।

আর একটি ব্যাপার আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি, যার মূলে এই খারাপ স্বাস্থ্য। ছোট ছেলেমেয়েদের অকাল পরিপুষ্টি (early maturity) বা অকাল পক্কতার কারণ এই খারাপ স্বাস্থ্য। পুষ্টিকর খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে ও অন্ত প্রকার শারীরিক ত্রুটির ফলে, অত্যন্ত অকালে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মনে যৌন-কামনার উদ্রেক হয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় এই মত সমর্থিত হবে কিনা জানি না, তবে আমার এই মতবাদ পরীক্ষিত হয়, এই আমার বাসনা।

অপর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাবে ছেলেদের 'বৃদ্ধ' বা বুড়্টে

দেখায়। বস্তির ছেলেমেয়েদের 'বুড়্টে' মুখাকৃতি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বস্তির ছেলেমেয়েদের অবশ্য অনেক সময় আহার্য্যই মেলে না, কিন্তু বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারেরও শাদা চিনি ও শাদা ময়দার অতিরিক্ত আমিষ জাতীয় উপাদান (protein) ও পরিশ্রুত অ-খণিজ শর্করা-জাতীয় উপাদান (refined and demineralized carbohydrates), ব্যবহারের ফলে এই পুষ্টিহীনতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার আহার্য্যের জন্য এমন অম্লরোগের উৎপত্তি হয় যার ফলে পুষ্টিকর খাদ্যাবলী পরিপাক করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আর্মেনিয়া প্রভৃতি দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অঞ্চলে যে সব রেড্ক্রস কর্মীরা জনসেবার কাজ করেন, তাঁরা বলেন যে, নিরন্ন শিশুদের অত্যন্ত 'বুড়্টে' দেখায়, আর তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও অদ্ভুত ভাবে পরিণত ও চাতুর্য্যপূর্ণ। বানর শিশুর মতো অনেকের সারাদেহ ঘনলোমে আচ্ছন্ন। উপযুক্ত আহার্য্যের ফলে এই প্রাকৃতিক বিকারের পরিবর্ত্তন হয়। কি কারণে বা কোনো প্রকার গ্রন্থি ঘটিত ব্যাপারে এই অবস্থা হয় কিনা তা গ্রন্থি-বিশারদের (endocorinologist) বিচার্য্য।

'থাইমস্' বা শিশুদের গ্রন্থির কার্য্যকারিতা সাধারণতঃ পরিপুষ্টির পর হ্রাস হয়, আমার মনে হয় 'থাইমস্' গ্রন্থির সঙ্গে অকাল পরিপুষ্টির বিশেষ সংযোগ আছে। এই গ্রন্থির শীর্ণতার ফলে পরিপুষ্টির রূপের তারতম্য ঘটে।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার্য্যের ফলে স্বাভাবিক গতিতে ধীরে ধীরে ছোটদের শারীরিক পরিপুষ্টি হয়, যা পুষ্টিহীন আহার্য্যে সম্ভব হয় না, এবং যেহেতু—অকাল পরিপুষ্টির ফলে যৌন-আকাঙ্খার অকাল-অভিব্যক্তি বা তথাকথিত "দুঃশীলতা" সম্ভব, সেই কারণে তরুণদের যৌন-অভিব্যক্তির মূলে এই অপূর্ণপোষণ

(malnutrition) প্রত্যক্ষরূপে দায়ী। আমাদের তরুণ সম্প্রদায় অকালে পরিপুষ্ট হয়। গড়ে চল্লিশ বছর বয়সেই অপকৃষ্ট ব্যাধিতে যে-জাতির মৃত্যু হয়, তাদের পক্ষে মৃত্যুই হয়ত স্বাভাবিক।

এই সূত্রে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে, তারা উভয়েই উপযুক্ত আহার্য্যে প্রতিপালিত হয়েছিল। তাদের কখনই আমার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে না। ছেলেটি এখন পনের বছরের, মেয়েটি তেরো। উভয়েই স্বাস্থ্যবান্ আগাছার মতো বর্দ্ধিত হচ্ছে; চমৎকার উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, পরিপুষ্ট সুগঠিত মাংসপেশী, তাদের বয়সের অন্য ছেলেমেয়েদের চাইতেও তারা কিছু পরিমাণে লম্বা। তাদের স্কুলের সহপাঠিদের তুলনায় তারা এখনও অপরিপক্ব ও শিশু, তাদের জীবনে যৌন-সমস্যা এখনও উদিত হয়নি; আর মেয়েটি যে তার বয়সী যে কোনো মেয়ের পরে পরিপুষ্টি লাভ করবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই! অথচ এই অপরিপক্বতা সত্ত্বেও বিদ্যায়তনে উভয়েই বিশেষ কৃতী ছাত্র-ছাত্রী।

একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে অবশ্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয়, তবে আমার বিশ্বাস এ ছেলেমেয়ে দুটির মনে উপস্থিত স্বতঃস্ফূরিত, স্বাভাবিক, যৌন-অভিব্যক্তি তাদের দেহের ধীর পরিপুষ্টির সঙ্গে সমান গতিতে প্রবাহিত। আর এই ধীর পরিপুষ্টির কারণ এই যে দীর্ঘকাল ধরে স্বাভাবিক নিয়মে শরীর গঠনের উপযুক্ত উপকরণ নিয়ে প্রকৃতি বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকে। এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহলে জাতির নৈতিক চরিত্রগঠনে উপযুক্ত আহার্য্য প্রণালী প্রচুর পরিমাণে দায়ী। ইতিপূর্ব্বে আমি বলেছি, অকাল-পরিপক্বতা একটা গুরুতর সমস্যা, বিশেষভাবে মেয়েদের আচরণে এর প্রতিক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি স্পষ্টই স্বীকার করি, ছেলেমেয়েদের 'চরিত্র' অপেক্ষা তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি বিশেষ উৎসাহী, অবশ্য তাদের চরিত্র

সম্পর্কেও আমি উদাসীন নই, কিন্তু সকলেই 'চরিত্র' নিয়ে ব্যস্ত, আমি বলি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য এই দুয়ের সংযোগেই 'চরিত্র' গঠিত হবে। গোঁড়া মতবাদের ফলে 'ঘোড়ার সাম্‌নে গাড়ি' গিয়ে পড়বে, গাড়ীর সাম্‌নে ঘোড়া যোতা যাবে না।

কোনো বিশেষ একটি কারণের ওপর বিশেষ জোর দিলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। আধুনিক কালে মোটর, টেলিফোন প্রভৃতি জীবন-ধারণের সহস্র প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য ও যান্ত্রিক গতি পদ্ধতি এই অকাল পরিপক্কতার জন্ম অনেকাংশে দায়ী। ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মন ও বাসনাকে জাগ্রত ও চঞ্চল কর্‌বার কত শত পথ! সর্ব্বদাই লোভনীয় টোপ নাকের ওপর ঝুলছে, আমরা সেই টোপ গেল্‌বার জন্ম সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করে সদা সচেষ্ট, এ যেন সেই গল্পের গাধার অবস্থা, গাধার মালিক তার সাম্‌নে এক আঁটি খড় ঝুলিয়ে দিয়েছিল বলে সে বেচারা চিরদিন সেই সরল রেখা ধরেই চল্‌লো।

সব বিষয়েই দোষ ধরে কোনো লাভ নেই। এই হোল প্রকৃত অবস্থা, এখন তার মধ্যে যার যা চিরন্তন ও প্রয়োজনীয় মূল্য সেইটুকুই গ্রহণ কর্‌তে হবে।

Sioux Indians-দের দলপতি, Sitting Bull-এর উত্তরাধিকারী John Grass-এর সঙ্গে একবার আমার আলোচনা হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম—ইণ্ডিয়ান ছেলেরা কখনও চুরি করে?

—না-কখনই-নয়!

একথায় অত্যন্ত বিস্মিত হলাম, আমার অন্য ধারণা ছিল, তাছাড়া আমি একটু বিরক্ত হলাম, কেন না, শাদা ছেলেদের সম্পর্কে আমি যে এমন দৃঢ়ভাবে কথা বল্‌তে পার্‌বো না, তা জানি।

বল্লাম—কেন চুরি করে না?

জন গ্রাস্ বল্লে—কি আর চুরি কর্‌বে, বলুন? যদিও তার মুখখানি

অচেতন কাষ্ঠখণ্ডের মতো দেখাচ্ছিল, তবু আমার মনে হোল সে যেন হাস্‌ছে! ইণ্ডিয়ানদের বেশ রহস্যানুভূতি আছে, মার্কিনদের কাছে তারা তা সহজে প্রকাশ করে না।

এই আলোচনা সম্পর্কে পরে চিন্তা করেছি। আমার কাছে এ আলোচনার গভীর অর্থ আছে। আর সব আদিম জাতির মতো ইণ্ডিয়ান ছেলেদের যথাক্রমে যৌনতত্ত্ব, অহংবাদ, ও সহজাত দলগত প্রকৃতি এই তিনটি মূলগত প্রবৃত্তি বর্ত্তমান।

যৌন-সমস্যা সহজ, কারণ নারী সেখানে সম্পত্তি বিশেষ। পছন্দমত মেয়ে সম্পর্কে সে নিঃসন্দেহ, কারণ তাকে সে পছন্দ করে কিন্‌তে পারে।

এইসব সম্পত্তির অধিকারী বলে তার অহংবাদ খুব ব্যাপক নয় বা তা তৃপ্ত করা শক্ত নয়। একটি তীর-ধনুক, আর একটি টাট্টু ঘোড়া আর বড় জোর একটা রাইফেল বাস্, আর সব যা কিছু বাড়ির ব্যাপার তা Squaw (রেড ইণ্ডিয়ানদের স্ত্রী) দেখাশোনা করে।

আর সহজাত দলগত প্রবৃত্তি, তাও পরিতৃপ্ত, কারণ তার জীবন সর্ব্বতোভাবে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যদিও সে দল খুব বিরাট নয় তবুও সেখানে ব্যক্তিবিশেষের মূল্য আছে।

তাদের মনে কোন প্রদমিত বাসনা নাই, যা তার আছে তার বেশী আর কিছুই তার কাম্য নয়, তারা সদলবলে জীবনপথে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে যায়, সহজ, সাবলীল গতিভঙ্গী। সবই সেখানে সহজ ও সরল, সুতরাং তাদের জীবন চমৎকার হয়ে দাঁড়ায়, জন গ্রাসের কথায় "চুরি কর্‌বার কিছুই নেই।" আর কারো বা নিজের সম্প্রদায়ের ক্ষতি না করেই সে তার যা কাম্য তাই পেতে পারে—প্রশস্ত পথ, পরিধি অনেক বড়।

এই ইণ্ডিয়ান ছেলেদের সঙ্গে সহস্র প্রকার অভাব-অভিযোগ ভরা বর্ত্তমান সভ্যতার আওতায় পালিত আমাদের ছেলেমেয়েদের তুলনা

করুন। আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের সামনে জীবনের সহস্র প্রলোভন ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু সমস্তই আয়ত্তাতীত। সকল চাকচিক্য ও মহৎ সম্ভাবনা সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতা তরুণদের চোখের ওপর প্রলোভন ছড়িয়ে রেখেছে, আদিম অধিবাসীদের মতো বিচার ও বিবেচনাশূন্য হয়েই তারা তার আস্বাদ গ্রহণে উৎসুক।

এক কথায় বলা যায় যে চুরি করবার বস্তু পড়ে রয়েছে, আমরা সকলেই তা নিতে চাই। ছোটদের সতর্ক করে বলি "হুঁসিয়ার", অথচ নিজেরা সেই প্রলোভন কূপে আকর্ণ নিমগ্ন করে পড়ে থাকি। সেই কারণেই আমাদের সতর্কবাণী "হুঁসিয়ার" তাদের কানে পৌছায় না। এই অবস্থায়, সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থেকেও এদিনের তরুণ তাদের পূর্ব্বগামীদের অনুপাতে যথেষ্ট 'চরিত্রবান,' তাদের বিচার শক্তি ও সংযত বুদ্ধির প্রভাবে তারা এই প্রলোভন-বহুল সংসারে সহজে প্রলুব্ধ হয় না।

চোদ্দ

আধুনিক তরুণের বিদ্রোহ

হাইস্কুলের একটি মেয়ে সম্প্রতি উপদেশের জন্য স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসেছিল। তাকে পূর্ব্বে কখনও দেখিনি, তার সম্বন্ধে কিছু শুনিওনি। মেয়েটি বল্লে, কতকগুলি ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে সে আলোচনা করতে চায়। এসব কথা সে তার অভিভাবকদের জানাতে পারে না, কারণ এসব শুনলেই তাঁদের বিচার এবং বোধশক্তি বিশেষ-ভাবে পরিবর্ত্তিত হবে। অভিভাবকেরা এই সব বিষয় নিষিদ্ধ এবং আলোচনার অযোগ্য বলেই মনে করেন। একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকেই এর বিচার সম্ভব।

মেয়েটির বাবা একদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এখন তাঁর সব নষ্ট হয়েছে। মেয়েটিকে স্কুল ছেড়ে এখন কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বেরোতে হবে। একটা কাজ জোগাড় হয়েছিল, কিন্তু তা ছেড়ে দিতে হয়েছে। সম্প্রতি একজন ধনী ব্যক্তি তাঁর রক্ষিতা হিসাবে থাকবার জন্য তাকে অনুরোধ করেছেন। এখন এক্ষেত্রে কি তার কর্ত্তব্য, সেই উপদেশই সে নিতে এসেছে। অনুরোধ রক্ষা করবে, না অন্য কোনরকম কর্ম্ম সংগ্রহের চেষ্টা করবে এই তার সংশয়।

সহজ ও শান্ত ভাবে সে আমাকে সব কথাগুলি বলে গেল, যেন তার মার সঙ্গে দুটি সাধারণ বিষয়ের কোনটি গ্রহণযোগ্য তাই পরামর্শ করতে চায়, যেন প্রচলিত নৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক

নেই। তার দ্বিধা সঙ্কোচহীন এই ভাব প্রথমে আমাকে চমকিত করে তুলেছিল

যোয়াথার জন্ম সে বল্লে—জানেন এসব কথা আমার বাপ-মাকে বলতে পারিনা—তাঁরা শুনলে ভীষণ উত্তেজিত হবেন মাত্র। এসব চিন্তা করা, কিংবা মনে মনে আলোচনা করাও দুর্নীতিমূলক, কিন্তু এবিষয়ে সোজাসুজি চিন্তা করাকে আমি দুর্নীতি বলে মনে করিনা, আপনি কি বলেন? আর তাঁদের কথাই বা কেন মেনে নেব, তাঁরা কি আর সবজান্তা? আমি এখন যা আছি তার চেয়ে একবিন্দু খারাপ না হয়েও ঐ লোকটির রক্ষিতা হবার পক্ষে আমার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

আমি তাকে বল্লাম—তোমার কথা শুনে আমি বিস্মিত হইনি, এ বিষয়ে বিচার করবার তোমার অধিকার আছে এবং তুমি নিজেই ব্যাপারটির সিদ্ধান্ত করে নিতে পারো, আমার তাতে কিছুই বলবার নেই। বয়সে তুমি নাবালিকা, আদালতের ক্ষমতানুসারে তোমাকে আমি ভয় দেখাতে পারি, এবং প্রচলিত পথে চলতে তোমাকে বাধ্য করতে পারি। কিন্তু আমি তা করবো না। তোমার নিজের কর্ত্তব্য তুমি নিজেই স্থির করবে, আমি সেখানে বাধা দেবনা, বা তোমার বিশ্বাসভঙ্গ করবো না। এখন তোমার প্রশ্ন সম্পর্কে যা তুমি ভাল বুঝবে তাই করো, নিজের বিচারশক্তি ও যুক্তির ওপর নির্ভর কর। এই লোকটির রক্ষিতা হওয়া যদি বাঞ্ছনীয় মনে করো, তবে তাই হও। কিন্তু তার আগে আমাদের উভয়কে সমস্ত তথ্য বিচার করে স্থির করতে হবে যে, সত্যই এই কি তোমার একমাত্র কামনা, না তোমার মনে হয় যে এই তুমি চাও!

তারপর আমি যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে সে যা আশা করে বলে

আছে তার ত্রুটিগুলি বুঝিয়ে দিলুম। অবশেষে তাকে বললাম—হঠাৎ কিছু করে বসো না, ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাগুলো বেশ করে ভেবে দেখ, যুক্তিগুলি বিচার করো। যদি, তুমি যা ভাল বোঝ তার সঙ্গে আমার যুক্তি খাপ না খায় আর যদি এই লোকটির কাছেই যাও, আর সে কিছু অসদ্ব্যবহার করে, তাহলে আমার কাছে এসো, আমি তার গলাটিপে ধরবো।

ধন্যবাদ দিয়ে মেয়েটি চলে গেল। তার পর যথাসময়ে এসে তার বিবেচিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেল যে, সে উক্ত লোকটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অন্যত্র তার একটি কাজের সুবিধা হয়েছে।

এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে, সে আজ স্থিতিশীলা, ভালোভাবে তার বিবাহ হয়েছে, সুন্দর সন্তানের আজ সে জননী। কিছুকাল হোল ছেলেটির সম্বন্ধে সে আমাকে লিখেছিল। সেই চিঠিতে তার বহু-পুনরাবৃত্তি ছিল, আমি-ই সঙ্কটের সময় পথ নির্দেশ করে তাকে ঠিক পথে চালিত করেছি, যে ভাবে সেদিন তার সমস্যার সমাধান করেছিলাম তার জন্য তার কৃতজ্ঞতার আর সীমা নেই।

মেয়েটির বাপ মা যদি তার মনোভাব জান্‌তে পারতেন তাহলে কি হোত বলুন ত? আর পাঁচটা মেয়ের মতো এ মেয়েটিও আজ কোথায় হারিয়ে যেত কে জানে!

এখন আমি যা স্পষ্ট করে বলতে চাই তা এই: সাধারণতঃ এই জাতীয় চিন্তার জন্য যুব-সম্প্রদায়কে আমরা হিষ্টিরিয়াভঙ্গীতে উত্তেজিত হয়ে বলি না—কখনই নয়, এ তুমি পারবে না, এসব খুব খারাপ,

কিছুতেই নয়, এ মহাপাপ, আলোচনার অযোগ্য, তোমার জেল হওয়া উচিত, নরকে তোমার স্থান হবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্যঙ্গের সুরে *Job* বলেছিলেন *"Doubtless ye are the people and wisdom shall die with you."*

কেন এসব খারাপ? কেন আলোচনার অযোগ্য? কেন মহাপাপ? বিধাতার নামে তাদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা ক'রে যতদূর সম্ভব পরিষ্কারভাবে আলোচনা দ্বারা তাদের কর্ত্তব্য তাদের স্থির করতে দিন। আমরা নিজেদের যতখানি সম্ভ্রান্ত মনে করি তা হয়ত নই, কে জানে!

আমাদের যৌন-নীতি যদি সত্য এবং মিথ্যার স্বাধীন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে না পারে, তাহলে তার প্রয়োজন কি, বিধি নিষেধের সহস্র গণ্ডীতে যে সব নীতিবাদ সংরক্ষিত, কি প্রয়োজন তার অস্তিত্বের? আমাদের প্রচলিত নীতি যদি ভালো হয়, তা হলেই সংঘর্ষের দ্বারাই তার নিষ্পত্তি হোক। আল্পস্ পাহাড়ের এমন কতকগুলি অঞ্চল আছে যেখানে পার্ব্বত্য ভ্রমণকারীর দলকে চুপে চুপে কথা কইতে হয়, তার কারণ শব্দতরঙ্গ উত্থিত হয়ে পতন প্রবণ তুহিন স্তূপকে তা আঘাত করতে পারে, আর সেই তুহিন প্রবাহের অন্তরালে তাদের সমাধি ঘটবে। এই অবস্থায় চুপ করে থাকার তবু অর্থ হয়, কিন্তু সামাজিক সঙ্কট যদি এত দুর্ব্বল ও ভয়ঙ্কর হয়, তাহলে উপযুক্ত শক্তির দ্বারাই তা প্রতিরোধ করতে হবে।

সত্যই কি প্রকৃত অবস্থা এমন ভয়ঙ্কর? এর উত্তরে বলি—আসলে কিন্তু অর্দ্ধেকও নয়, এমন কি মোটেই ভয়ঙ্কর নয়। আমি বহুশত ঘটনার কথা জানি যেখানে যুবরাজের কাছে আমার অভিজ্ঞতা প্রভাবে সত্য তথ্য এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তের সন্ধান দিয়ে আমি কখনও হতাশ হয়নি।

স্বাভাবিক গতিতে সত্যের সাফল্য আমার আদালতে এমন ভাবে লক্ষ্য করেছি যে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, কালে সামাজিক মত্ততার অনেকখানি যুবজনের দ্বারাই দূর হবে, আর যা যোগ্য ও মূল্যবান তাই থাকবে। অবশ্য আমাদের তীব্র বাধা ও নানাবিধ চেষ্টার ফলে হয়ত কিছু সময় লাগবে, এবং ইতিমধ্যে হয়ত অনেকের সর্ব্বনাশ ঘটে যাবে।

সর্ব্বশেষে আমি বলতে চাই যুবজনের পক্ষে এই সব বিষয় প্রশ্ন করা যদি 'পাপ' বলেই গণ্য হয়, তাহলে বরং এই জাতীয় পাপ করে স্বর্গের পথে পাড়ি দেওয়া ভালো, তবু পাপ না করে নরকে পচে মরা ভালো নয়।

এখনও এমন লোক বর্ত্তমান যাদের মতে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার ক্ষমতা ঈশ্বরাভিপ্রেত নয়—আজো এমন লোক বর্ত্তমান, যারা প্রসবকালে কোনও প্রকার বেদনারোধক ঔষধ (anæsthetics) প্রদানের বিরোধী, কারণ প্রসববেদনা নাকি ঈশ্বরাভিপ্রেত। এমন লোক আছেন যিনি 'বিবর্ত্তন বাদ' প্রচাররোধকল্পে আইনের সাহায্য নিতে চান। এই ধরণের লোকেরাই "গর্ভনিরোধ" সংক্রান্ত সংবাদের আদান প্রদান সম্পর্কে আইনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখনও আমরা "জারজ" (illegitimate) সন্তানের ওপর অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, অথচ সাধারণ সন্তান ও জারজের প্রভেদ সম্বন্ধে কোনদিন কোনও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিনি। বিবাহ-বিধির দ্বারা সিদ্ধ নয় এমন সংযোগের ফলে যারা মাতৃত্ব লাভ করেছে তারা আমাদের "সমাজচ্যুতা," অথচ কি হিসাবে অবিবাহিত "মাতৃত্ব বিবাহিত "মাতৃত্বে"র তুলনায় বিভিন্ন, বিশেষতঃ সন্তান ঘটিত ব্যাপারে, তা মোটেই বোধগম্য নয়। তথাপি আমরা অতীতের অনেক কিছুই আঁকড়ে ধরে আছি, যা শুধু অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলীদের কাছে সহজবোধ্য।

যন্ত্র এবং বিজ্ঞানের যুগে কোন সমাজই এই মিথ্যাচারের ভিত্তিতে টিঁকে থাকতে পারে না। যদি থাকে, যন্ত্র এবং বিজ্ঞানের হাতে তার ধ্বংস অনিবার্য্য। কারণ নৈতিক স্বাস্থ্য ব্যতীত যন্ত্র এবং বিজ্ঞান অভিশাপ তুল্য—বিগত মহাযুদ্ধে একথা প্রমাণিত হয়েছে। একথা যদি আমরা না বুঝি তাহলে আমরা নির্ব্বোধের স্বর্গে বাস করছি। আজিকার তরুণ যদি সত্যসন্ধ হয়, তাহলে হয়ত একদিন পৃথিবীকে তারাই ত্রাণ করতে পারে।

তরুণদল অন্ততঃ সোজাসুজি ভাবতে শিখেছে। এই চেষ্টার মূলেও বিজ্ঞান বর্ত্তমান, কারণ বিজ্ঞান নৈসর্গিক বিষয়, এবং কারও মুখাপেক্ষী নয়, বিজ্ঞানেই জগতে মুক্তি সম্ভব। আধুনিক যুগের তরুণ, বিজ্ঞানের পক্ষপুটে পরিপুষ্ট, এই কারণেই আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাব, বর্ষাবারি বিস্ফারিত নদীর পরিপূর্ণ জোয়ারের মতোই তা আসন্ন।

যে-ছেলে মোটরের ভ্যাল্‌ভ বা কারবুরেটার নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিংবা রেডিয়ো সেটের ত্রুটি, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংশোধিত করতে পারে, তার চিন্তাধারা বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একঅংশও তার মত বয়সে তার পিতৃদেবের ছিল না।

এইভাবে আধুনিক তরুণী তার ভোটাধিকার এবং স্বাধিকারের বলে পুরুষের সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না। জামায়, কাপড়ে তার উগ্র-আধুনিকতা বর্ত্তমান, তার মা কোনোদিন এসব কল্পনায় আনতে পারেন নি। এরাই একদিন বড় হবে, সমাজের একজন হয়ে দাঁড়াবে, সন্তান সন্ততির জনক জননী হবে, তখন তারা তাদের মতোই সন্তান পালন করবে, আমাদের আদর্শ বা ইচ্ছানুযায়ী নয়।

একথা আমি মানিনা যে আধুনিক যুবজন সর্ব্বকালীন যুবজনের

সমতুল্য, চিরদিন তারা এই রকমই। একথা সত্য যে, যুবজন চিরদিন বিদ্রোহভাবাপন্ন এবং বরাবরই তারা সংরক্ষণশীল নীতির কাছে নতি স্বীকার করেছে। মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের "নতুন মেয়ে" দেখে সেদিনের বুড়োরা 'কি দুর্দিনই এলো,' এই কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

কিন্তু সেদিনও তরুণ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি—কারণ সেদিন অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার অভাব ছিল, আজ আর সেই বাধা নেই, যন্ত্রযুগে সবই সম্ভবপর হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা তরুণ কাঠের বন্দুক নিয়ে চীৎকার করে পদচারণা করেছে, আজ সেই অস্ত্র আর শূন্যগর্ভ নয়। এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার ভুল ধারণা রাখবেন না, এ দিনের আধুনিক তরুণের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, এবং এই বিদ্রোহ কার্য্যকরী করবার পূর্ণ ক্ষমতা এদের বর্ত্তমান।

আধুনিক কালের প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা যারা পরিণত বয়স্ক, তাদেরও অনেকাংশে বিপথগামী করেছে, তারুণ্যের ওপর তার বাধাহীন প্রভাব। এই নূতন অবস্থার কিন্তু নিন্দা করার কোনও অর্থ হয় না, সেন্সার, আইন, শক্তি, অজ্ঞতা, অধিকন্তুর গোপনতা বা ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা এই তরঙ্গ প্রতিরোধ করাও অর্থহীন। যে-স্বাচ্ছন্দ্য আধুনিক কালের তরুণ উপভোগ করে, পঞ্চাশ বছর আগে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, আজ আমরা সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ধারানুযায়ী এ যুগের তরুণকে গড়ে তুলতে চাই। প্রাচীন রীতি ও আধুনিক প্রকৃতির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান বর্ত্তমান, সেই ব্যবধানই সকল অনিষ্টের মূল। বিশেষতঃ যখনই আমরা আধুনিক প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের

পাপ খাইয়ে নিয়েছি, তখনই প্রাচীন রীতিনীতিকে পথ ছাড়তে হয়েছে।

আধুনিকতা কি তা আমি সাধারণভাবে বলেছি, কিন্তু বিশদ ভাবে বোঝাবার জন্য যেগুলি প্রধানতম তার উল্লেখ করছি। কিছু হয়ত ভালো, কিছু হয়ত তেমন ভালো নয়, তবু সব কিছুরই হিসাব নিকাশের প্রয়োজন আছে। যেগুলি প্রধানতম তার মধ্যে মোটর (বিমান-বিহারী বালকদেরও বাদ দেওয়া চলে না) টেলিফোন, ছায়াচিত্র, রেডিও, জাজ-নৃত্য, জাজ-সঙ্গীত, জাজ-সাংবাদিকতা, ক্রাইম ওয়েভ, অভিভাবক রমণীর (Chaperone) চির বিদায়, করসেট সজ্জা, নাপিতের দোকানে মেয়েদের ভীড়, পরিবর্ত্তনশীল জীবন-ধারা, বর্দ্ধমান বেতন, অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য, প্রচুর বস্ত্র সম্ভার ইত্যাদি ইত্যাদি। এই তালিকা যথেচ্ছ বাড়ানো চলে। বৈদ্যুতিক আলোর প্রভাবে মেয়েদের অনেক শ্রম লাঘব হয়েছে। আগে তেলের আলোয় সন্ধ্যার পর গল্প করা ছাড়া আর কিছু করা চলতো না, এখন যথেচ্ছ পড়া চলে, স্নানকক্ষে শীতোষ্ণ জলের সমাবেশ, শয়নকক্ষের স্বাচ্ছন্দ্য, আর কত উল্লেখ করবো। সুতরাং এই তালিকানুসারে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য্য অধিক এবং এই স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব বিশেষ উত্তেজক সন্দেহ নাই। তালিকাতে যা উল্লিখিত হয়েছে তাতে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতা দায়মুক্ত মনোভাব, অখণ্ড অবসর, স্বাধীনচিন্তা, সোজা কথা এবং বাধাহীন কাজ করবার এই যোগ্যতম উপাদান।

এই সকল সংযুক্ত প্রভাবের ফল, বর্ত্তমান কালের তরুণ, তাদের আধুনিকতম প্রকৃতি ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রধানতম কারণ। এই আধুনিক তারুণ্য ধ্বংসশীল ও ক্ষতিকর হবার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা

তাদের এমন ধারায় বাঁধতে চাই যার সঙ্গে তাদের কোনও সংযোগ নেই, কোনও সংস্পর্শ নেই। অভিভাবকহীন মোটরে অবাধ ভ্রমণের কথা ধরা যাক। হয় আপনার উচিত উপযুক্ত অভিভাবক সঙ্গে রাখা (যা অসম্ভব), অথবা আধুনিক তরুণ-তরুণীকে নূতন অবস্থার সম্মুখীন হবার সুযোগ দিন, স্বেচ্ছাকৃত দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার বিধির সুযোগ গ্রহণ করবার স্বাধীনতা দিন, নর-নারীর জীবনে যৌন-সম্পর্কের স্থান কোথায় সে বিষয়ে তাদের শিক্ষিত করুন। এতকাল আমরা তা করিনি, তার কারণ যৌন সম্পর্ক পবিত্র এবং প্রেমময় পদার্থ না মনে করে আমরা চিরদিন তাকে অপরিচ্ছন্ন লজ্জাকর নোংরা ব্যাপার বলেই পরিহার করবার চেষ্টা করেছি। যদি আপনি আকারে, ইঙ্গিতে, গোপনতায়, আবরণ দিয়ে, অদ্ভুত কথার প্যাঁচে, চোখ টিপে, ঘাড় নেড়ে, বিশেষ ভঙ্গী করে শৈশব থেকেই তাদের বুঝিয়ে দেন যে, যৌন ব্যাপার মূলতঃ এবং প্রধানতঃ ভীষণ খারাপ এবং ভয়ঙ্কর, তাহলে আপনি উত্তরকালে তাদের কাছে কি আশা করেন? জীবনের যা সর্বাপেক্ষা কদর্য্য ব্যাপার সেই অপরিচ্ছন্ন নোংরামি একদা জীবনের অপরিহার্য্য আনন্দদায়ক রমণীয় ঘটনায় পরিণত হয়। সুতরাং অন্যায় করেছে জেনেও তারা স্বেচ্ছায় স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে এই অন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে, নিজেদের যৌন জীবন নিজেরাই সন্ধান করে নেয়, তার ফলে অকারণে নিয়তই বিপত্তির সৃষ্টি হয়; আর এই নবলব্ধ স্বাধীনতা তাদের মুক্ত না ক'রে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে।

হয়ত আপনারা বলবেন—মোটরগাড়ী দূর কর। বেশ তাই করুন। অনেক বোকা লোকে তাই করে আজকাল, একরকম মন্দ নয়। মৃত শৌর্য্যশালীর (chivalry) যুগের পুনরভ্যুদয়ের জন্য ডন কুইকসোট্‌ও এক দিন এর চেয়ে উৎকৃষ্ট চেষ্টা করেছিল; অশ্বপৃষ্ঠে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গে

উইণ্ড্‌মিলের সঙ্গে কসরৎ করেছে, এতে তার প্রচুর পরিশ্রম এবং ব্যায়াম হয়েছিল।

জন স্মিথ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্যাডি ব্রাউনের সঙ্গে প্রাচীন ডাবিনে ভ্রমণে বেরিয়েছিল, ঘণ্টায় ছয় মাইল হিসাবে যথাসম্ভব স্বাভাবিক নিয়মের গণ্ডীর ভেতর তারা প্রেম স্থাপন করেছিল। আজকের জন সহজেই এবং প্রয়োজন হলে গোপনে টেলিফোনযোগে স্যাডির সঙ্গে দিনক্ষণ স্থির করে ভ্রমণে বেরোতে পারে। আজ তারা যে গাড়ীতে ভ্রমণে যাবে তার গতি ঘণ্টায় আশী মাইল বা ততোধিক। প্রয়োজন হলে পরিচিত পরিধির বাইরে সে স্যাডিকে নিয়ে নেমে যেতে পারে। পথের প্রান্তে কুটির আছে, দীর্ঘ নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে জনবিরল সহজগম্য প্রশস্ত পথ, এই পরিবেশের মধ্যে দায়িত্বহীন বিলাসিতায় লিপ্ত হওয়ায় যথেষ্ট সুযোগ বর্ত্তমান।

এক কথায়, একালের জন ও স্যাডির যথেষ্ট অর্থবল আছে, স্বাধীনতা আর অনুকূল অবস্থা যখন এমনই, তখন প্রতিবাদ বা ভর্ৎসনা তাদের উষ্মার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বয়স্কদের মতোই যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে তাদের বোঝাতে হবে, ভর্ৎসনায় নয়; ভর্ৎসনা নির্ব্বোধের কাজ, তার ফল কখনও ভালো হয় না, আর তা সম্ভবও নয়। রুদ্ধ গাড়ি বর্জ্জন করা আপনার সামর্থ্যের বাইরে, কিন্তু রুদ্ধ মন ও বদ্ধ মুখ আপনি প্রতিরোধ করতে পারেন।

আমার আদালতে প্রতিদিন এই সত্যই উদঘাটিত হচ্ছে। এখনও যদি কেউ বলেন যে, তরুণের এই পরিবর্ত্তন শুধু মাত্র ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি, তাহলে আমি বলবো তারা প্রকৃত সত্য উপেক্ষা করছেন।

এখন ফ্যাসান হয়েছে, এই আধুনিক পরিবর্ত্তনের জন্ম ছায়াচিত্রকে দায়ী করা। ছায়াচিত্র যে সত্যই কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করেছে তাতে সন্দেহ নেই। যৌন জীবনের বহুবিধ কার্য্যক্রম তারা নাটকীয় ভঙ্গীতে অপরিণত তরুণদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছে যা এত সহজে হয়ত ব্যক্ত হোত না।

আবার ছায়াচিত্রকেও চেপে রাখা যায় না, কিংবা প্রেম-সম্পর্কিত ফিল্ম প্রস্তুত বন্ধ করা চলে না, কেন না মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটকীয় এবং সাধারণ ব্যাপার এই প্রেম, এমন কি সহস্র চেষ্টায় সেন্সারের পক্ষেও সম্পূর্ণ ভাবে এ সব বাদ দেওয়া অসম্ভব।

মানুষের হৃদয় ও মন যদি খাঁটী হোত, তাহলে অবশ্য নাচা ভালো কি মন্দ, সিনেমায় যাওয়া, মোটর ভ্রমণ, ইচ্ছা হলে ধূম পান করা, ও সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভীক এবং স্বাধীন জীবন যাপন সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতো না। এই স্বাধীনতা বিধি নিষেধের দ্বারা সম্ভব নয়, অন্তরকে খাঁটী করে গড়ে তুললেই তবে সম্ভব হবে। এই সৎভাব, আভ্যন্তরীণ সংযম এবং যে বিধি দ্বারা অন্তর থেকে শক্তি সঞ্চারিত হয় তদ্বারাই সম্ভব।

যীশু বলেছেন—"*There is nothing from without the man that going into him can defile him: but the things which proceed out of the man are those that defile him....For from within, out of the heart of men, evil thoughts proceed, fornications, thefts, murders, adulteries, covetings, wickednesses deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness: all these evil things proceed from within, and defile the man.*"

আমরা কিন্তু মনে করি যে আমরাই আরো ভালো বুঝি। আমরা ভাবি বাইরের পারিপার্শ্বিক ব্যাপারই মানুষকে খারাপ করে। তরুণের পায়ের তলার মাটি মসৃণ করতে হবে এই আমাদের ধারণা, কঙ্কর কঠিন পথের ওপর তাদের চল্‌তে দিতে চাই না। এই মতবাদের বলেই আমরা অশ্লীল বই এর প্রচার বন্ধ করি, এই মতবাদের ফলেই আমরা পোষাকের দোকানের নারীদেহের প্রতিমূর্ত্তির ওপর সেন্সার বসাই। দেবতাদের কাছে এই মূর্খতার প্রতিক্রিয়া কি তাই ভাবি—এসব ব্যাপার তাঁদের হাসির উদ্রেক করে, না চোখে জল আনে, ভেবে পাই না। তাঁদের রসজ্ঞান পরিমাপ করবার আমার মতে এই হোল সহজতম উপায়।

পনের

প্রচলিত বিবাহ বিধি—অবাধ প্রেম

সামান্যতম আচরণের উপর এইরকম ক্ষতিকর এবং জঘন্য অসংখ্য বিধিনিষেধ এবং বহুবিধ সেন্সারের বোঝা চাপিয়ে ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, নিজস্ব আচরণের জন্ত কোনো রকম সত্যকার দায়িত্ব নিয়েও তারা আজ অসমর্থ এবং বিচারশক্তি বিহীন। জীবনের সকল প্রকার গতি ও প্রকৃতির প্রতি শুধুমাত্র 'ছিঃ' 'ওটি কোরো না' এই কথা বলেই চার্চ্চ, স্কুল, বাড়ি যে যার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়। এ যেন শরীর থেকে হাতখানি বাদ দিয়ে তার মধ্যে শক্তি সামর্থ্য আশা করা হচ্ছে।

সমাজকে যে আধ্যাত্মিক ব্যাধি জড়িয়ে রেখেছে, যা জীবনধারণের শারীরিক এবং মানসিক ধারা অটুট রাখবার এই যে অক্ষমতা, তার কোন প্রতিবিধান নেই। মনুষ্য চরিত্রের বহু ছাত্র জাতীয়স্বাস্থ্য সংশোধিত করবার নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে অসমর্থ হয়েছে সুতরাং আমি তাদের সমকক্ষ হয়ে একটা মহৌষধি আবিষ্কারের বৃথা চেষ্টা করবো না।

তথাপি বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে এটা বোঝা যায় যে, একটা এমন উপায় উদ্ভাবন হবে যাতে ব্যাধি নিরাময় হলেও হতে পারে। আমার মনে হয় শিক্ষা ব্যাপারে আইন কতকগুলি আদর্শ স্থির করতে পারে, এবং যথার্থ শিক্ষার সমস্ত কিছুই সম্ভবপর হ'তে পারে। মনের কলকব্জা এই শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সব আদর্শ এবং চিন্তাধারা

অনেক মনীষীই কল্পনা করেছেন, আজিকার দুর্দমনীয় আধুনিক সমাজের মধ্যে এই প্রকার দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব ক্রমশই গড়ে উঠছে। শুধু মাত্র গড়ে ওঠবার সুযোগ চাই। এই সুযোগ যদি সুলভ হয় তাহলেই হিতকারী আদর্শানুযায়ী তারা সকলের গ্রহণযোগ্য এক অব্যর্থ মহৌষধির সন্ধান দিতে পারবে।

প্রথমেই আমাদের এমন চাবী চাই যাতে বহু দরজা সহজেই উন্মুক্ত করা চলে—সে চাবী হোল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সত্যের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব; সুতরাং সেই শিক্ষার প্রশ্নই পুনরাবর্তিত হোল। কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার ব্যবস্থা এমন চমৎকার যে, বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে যা সত্য, যার সংস্পর্শে মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হতে পারে, সে শিক্ষা যাতে দেওয়া না হয় তার ব্যবস্থাই করা আছে।

ভয়ঙ্কর এবং সংক্রামক সত্য যা আজকাল সংবাদপত্রের পাতায় ছড়ানো আছে তা থেকে সাধারণকে ত্রাণ করবার জন্ত বহুবিধ সেন্সার ব্যবস্থা আছে। এই সেন্সার ব্যবস্থায় স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে আমেরিকান বিদ্রোহের কথা থেকে যৌন সম্পর্কীয় সত্যভাষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

তথাপি একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয় যখন বিবেচক এবং উদারচেতা ব্যক্তিরাও কিছু পরিমাণ বিধিনিষেধের পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। সাহিত্যে, রঙ্গমঞ্চে বিশেষ প্রকার সেন্সার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে কুৎসিৎ অশ্লীল পুস্তক সম্বন্ধে এ ব্যবস্থার অতীব প্রয়োজন। কেন না তদ্বারা জ্ঞান ও শিক্ষার কোনও প্রসার হয় না কেবল মাত্র তরলমতি তরুণ তরুণীর মনে যৌন আকাঙ্খার তীব্র রেখাপাত করে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কোথায় সীমারেখা টানা হবে?

এই অসুবিধার কারণ বুঝি। সাহিত্য ও শিল্প ব্যাপারে কিছু পরিমাণে

বিধিনিষেধের প্রয়োজন এখনও আছে। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রচলিত আইন যদি উপযুক্তভাবে কার্য্যকরী করা হয়, তবে জুরীর বিচারের মত বিবেচক সেন্সার ব্যবস্থার প্রয়োজন, কিন্তু খেয়াল মত সেন্সার ব্যবস্থার অত্যাচারে জনগণের জন্মগত অধিকারে যে বাধা দেওয়া হয়, সেই অত্যাচারের ফলে সেন্সার কর্তারা কদর্য্যতা প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে কতখানি ক্ষতি করেন, তা তাঁরা বুঝতে পারেন না।

কতকগুলি বই আছে যা মানুষকে খারাপ করবার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে রচিত হয়েছে, কিন্তু কেন লোকে বই পড়ে খারাপ হবে ?

সুশিক্ষার প্রভাবে এই কদর্য্যতা আপনিই লোপ পাবে। তখন আর সেন্সার ব্যবস্থার কোনও প্রয়োজন থাকবে না, সংস্কৃতিপ্রবণ মনই সেন্সারের কাজ করবে, শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রবৃত্তিই সেন্সার হয়ে দাঁড়াবে। আমরা গোপনতার দ্বারাই এই কদর্য্যতা প্রতিরোধ করতে চাই। কিন্তু কোনও দিনই এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হবে না, যতদিন পর্য্যন্ত না সুশিক্ষা দ্বারা তরুণ তরুণীর মন আমরা প্রস্তুত করিতে পারি।

আর এক শ্রেণীর বই আছে যা রীতিগত ভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু সমাজে তার মূল্য অনস্বীকার্য্য। পরিণত মনের জন্ম তা রচিত হয় নি, কিন্তু সেন্সার ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে এর প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। সত্যের উৎসের এই প্রকার প্রতিরোধ ও ধ্বংস ব্যবস্থায়, প্রচুর মূল্যের পরিবর্ত্তে সমাজ কোনও সুবিধাই পায় না।

প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্যের একখানি গ্রন্থও বর্ত্তমান সেন্সারের কঠোর কবলে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতো না। Rape of Lucrece বা *Venus and Adonis*-এর পর সেক্সপীয়রের নামও আমরা হয়ত আজ আর শুনতে পেতাম না।

"ফলেন পরিচীয়তে"—ফল যদি খারাপ হয়, তাহলে গাছও খারাপ। কোন গাছ ভালো, একথার স্বাভাবিক প্রমাণে তার ভালো ফল প্রদর্শন করতে হবে, যদি এ প্রদর্শনী সফল না হয়, তাহলে, প্রমাণিত হবে গাছটি খারাপ, এবং সে গাছ কেটে ফেলাই বিধি।

আমাদের ক্রিমিন্যাল কোডের যাঁরা সমর্থক, আমাদের কারাব্যবস্থার যাঁরা পরিপোষক, তাঁরা গাছের ফল খারাপ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সমর্থন ত্যাগ করেন না। এইভাবে যৌনঅজ্ঞতা এবং দর্শননীতির যাঁরা পরিপোষক তাঁরা যদিচ বোঝেন এবং জানেন যে, প্রচলিত রীতি ও আইনের ফল ভালো নয়, তথাপি তাঁরা তা সমর্থন করেন। এইভাবে গর্ভনিরোধের যাঁরা শত্রু, তাঁরাও গর্ভনিরোধ না করবার কোনও কারণ প্রদর্শন করতে পারেন না, অথচ গর্ভনিরোধ ব্যাপারে যে সব প্রতিষেধক আছে সেগুলি ব্যবহারে তাঁরা বাধা দেন। গর্ভনিরোধ সংক্রান্ত বহুবিধ প্রণালী সম্পর্কে সাধারণকে অজ্ঞ রাখাই তাঁদের উদ্দেশ্য। বিবাহবিধির পরিবর্তনবিরোধী দল সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। একথা তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না যে, তাঁদের গোঁড়ামির ফলেই আজ বিবাহিত জগতে এত অশান্তি ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিবাহ-বিভ্রাটের ফলেই আজ নিউ ইয়র্কে পঞ্চাশ হাজার মেয়ে এমন সব লোকের সঙ্গে বসবাস করছে যারা তাদের বিবাহিত স্বামী নয়। যে সব মেয়েরা উপযুক্ত মাতৃত্ব-গৌরবে সমাজ ও সংসারের অশেষ কল্যাণ সূচিত করতে পারতো—তারা সমাজের ভয়ে স্বেচ্ছাকৃত উপায়ে আজ বন্ধ্যা হয়ে আছে। বিবাহ-বিভ্রাট, এবং গর্ভনিরোধ বিধির

অজ্ঞতার ফলেই নিউ ইয়র্কে, বছরে অন্ততঃ দেড় কোটি গর্ভপাত সংঘটিত হয়ে থাকে। এই দেড় কোটি শিশু তাদের মা ও সমাজের রীতিগত ত্রুটির ফলেই জন্মগত অধিকারে বঞ্চিত হয়ে পৃথিবীর আলোক দেখতে পায় না। সমাজের কঠোর বিধানে, প্রেম ও বিবাহের অদ্ভুত সংস্কার ফলেই শুধু প্রসূতিরা নয়, তাদের নিষ্পাপ শিশুরাও অকারণে শাস্তি পায়। মাতৃত্ব এমনই সম্মানজনক অবস্থা যে, কোনো আইন, কোনো সংস্কার বা প্রচলিত রীতি, তাকে অসম্মান করতে পারে না। শিশুর অধিকারানুসারী, এবং অজাত ও জাত শিশুর অধিকারবলে (rights), বিবাহিতা জননীর যে গৌরব, যে সম্মান সমাজ প্রদান করে, অবিবাহিতা জননীকেও সেই গৌরব, সেই সম্মান প্রদান করা উচিত। দেড় কোটি জননী প্রতি বৎসর যখন তাদের জাত ও অজাত সন্তান থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রেখেছে, তখন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বৃক্ষজাত ফল কি করে ভালো বলি! এই উপাসনার উপলক্ষ্য যদি কোনো সত্যকার বিধাতা হতেন তাহলে আমাদের এই বলিদানের ফলে হয়ত কিছু সুফল মিলত! সাধারণতঃ বলা হয় যে, ইহা আমাদের প্রাকৃতিক ব্যভিচারের ফল, কিন্তু এ কথাটা একটা ধর্মগত কুসংস্কার মাত্র। আমাদের বর্ত্তমান জীবনের বিরুদ্ধে যে উত্তরাধিকারগত বিধিব্যবস্থা বর্ত্তমান—তার বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী বিদ্রোহের এই পরিণতি।

বর্ত্তমান বিবাহ-বিধির প্রতিক্রিয়ার জন্য আমি শঙ্কিত নই। আসলে আমার মনে হয় যতশীঘ্র এ সম্পর্কে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যায় ততই মঙ্গল। বিবাহ-বিধির প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি তা ইতিমধ্যেই বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি, বিবাহ-প্রথা লোপ পায় এ আমার বাসনা নয়, আমি চাই সংস্কার দ্বারা বর্ত্তমান বিবাহবিধিকে সময়োপযোগীভাবে সংস্কৃত করে গড়ে তুলতে। এই সংস্কারের সংজ্ঞা আমি

স্বয়ং নির্দ্দেশ করতে চাই না। ভবিষ্যৎ কালই এই সংস্কার সাধন করবে, সে সংস্কারের রূপ যেমনই হোক তার সম্পূর্ণ দায়িত্বও ভবিষ্যৎ কালই বহন করবে। আমার মনে হয় এই নূতন বিধি ব্যবস্থার ফলে মেয়েদের অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে ; গর্ভ-নিরোধ প্রথা বিশেষ কার্য্যকরী হয়ে দাঁড়াবে ; আর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আইন-অনুমোদিত না হলেও, বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে ; এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে এবং আংশিকভাবে সাফল্যও লাভ করেছে।

তারপর, যদিও বর্ত্তমানে সমাজের অনুমোদিত ব্যবস্থা এগুলির সম্পূর্ণ প্রতিকূল, সময়ে হয়ত আরো কত পরিবর্ত্তন সাধিত হবে। অবিবাহিতা জননীর সন্তান ধারণ, পালন এবং ভরণপোষণ করবার অধিকার থাকবে ; যা এখন অনেকে ভ্রমক্রমে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অবাধ-প্রেমের সমতুল্য মনে করেন, সেই 'পরীক্ষাধীন বিবাহ-প্রথা' প্রচলিত হবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, এর যুক্তিযুক্ততা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেকেই স্বীকার করেন। এই দুইটি সম্ভাবনা সম্পর্কে এখন কোনও ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়, এই প্রথা কার্য্যকরী হবে কিনা সে কথাও কেউ বলতে পারেন না। সমগ্র বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। কিন্তু এই "পরীক্ষাধীন বিবাহ" বা "অবিবাহিত মাতৃত্ব" মাত্রেই যাঁরা দুর্নীতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বলে মনে করেন, তাঁরা এ প্রশ্ন আলোচনা করতেই চাইবেন না। এমনি তাঁদের গোঁড়ামি। আলোচনার অযোগ্য কোনও প্রশ্ন-ই নেই। যে ব্যাপারে মতভেদ ঘটতে পারে সে বিষয় অবশ্যই বিবেচনা ও আলোচনার যোগ্য। কোনো পক্ষেরই ধরে বসে তাঁর মতবাদই ঠিক এবং চরম, এই সিদ্ধান্ত করে নেবার অধিকার নেই। যৌন-নীতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ ক'রে

বিভিন্ন জাতি ও সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রয়োজনমত গড়ে তুলেছে, সুতরাং আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সমাজের পক্ষে একটি চরম সিদ্ধান্ত করে নেওয়ার মত ভুল আর নেই।

এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, এমন অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আমি জানি যারা প্রচলিত বিবাহ-বিধি বহির্ভূত এই সব ব্যতিক্রমই পালন করে থাকেন, অথচ অভিধানগত অর্থ অনুযায়ী তাঁদের 'দুর্নীতিশীল উচ্ছৃঙ্খল' আখ্যা দিলে গুরুতর অপরাধ হবে। এই ভদ্রলোকেরা যতই সংস্কারমুক্তভাবে থাকুন না কেন, প্রেমকে পবিত্র চোখেই তাঁরা দেখেন পারস্পরিক আচরণও তদনুরূপ। যারা আইনগতভাবে বিবাহিত ও একত্র বসবাস করেন অথচ উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রেমের কোনও যোগসূত্র নেই, তাঁদের চেয়েও এদের জীবনধারা অধিকতর সুনীতি-মূলক এবং সুশৃঙ্খল বলে মনে করি।

ইতিমধ্যেই আমি বলেছি এই ব্যতিক্রমকে আমি আলোচনাসাপেক্ষ এবং সম্ভবতঃ অবিবেচনাপ্রসূত বলেই মনে করি। কিন্তু এর ভদ্রলোক-দের সম্পূর্ণভাবে যথেচ্ছ নিন্দার যোগ্য বলে আমি মনে করি না; কেন না এঁদের অনেককেই আমি সাহসী এবং সৎ বলেই জানি, এবং এঁদের আন্তরিকতায় আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। এই সব রীতি ব্যাপকভাবে যাঁরা পালন করেন তাঁদের অনেকেই আমার কাছে গোপনে তাঁদের কাহিনী বলেছেন, আবার অনেকের কথা আমার জানা নেই। এদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট গোপনতার সঙ্গে জীবন যাপন করেন, এমন কি অনেকে জানেন না যে, অন্তে তাঁদেরই সমধর্মী। অনেকটা গুপ্ত সমিতির মত, কোন সদস্যই পরস্পর পরিচিত নয়। কোনও গুপ্ত মন্ত্রণা তেমন সুসংগঠিতও নয়। কিন্তু যদি কোনও দিন এঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হন বা এঁদের অনুকূলে একটা চেতনশীল জনমত গড়ে ওঠে, তাহলেই

বিবাহ-বিধির আমূল সংস্কার সাধিত হবে। এই সিদ্ধান্তের কোনও ব্যতিক্রম দেখতে পাইনে, আর এ কথাও বিশ্বাস করি না যে, এই সম্ভাবনার ফলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধারণা অসঙ্গত বলেই মনে করি, আমাদের অহমিকাপূর্ণ অনুমানের জন্য এই প্রকার ধারণা করা সম্ভব।

এই পরিবর্তনের বিপদ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত, এবং আমি সেইজন্য এই আশঙ্কা হ্রাস করতে চাই না। মনুষ্য সমাজের জাত সহজাত বৃত্তিগুলির মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তিই ভীষণতর প্রবৃত্তি। বিপথে চালিত হলে অন্য কোনও প্রকার প্রবৃত্তি অপেক্ষা এই দুর্দমনীয় যৌন-প্রবৃত্তি আমাদের ধ্বংস সাধন করতে পারে, সুতরাং যারা বিবাহ-বিধির সংস্কারে অবাধ প্রেম অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত, দায়িত্বহীন ও বাধাহীন উচ্ছৃঙ্খলতার পথ প্রশস্ত হবে বলে মনে করেন তাঁদের শঙ্কার কারণ বুঝি। এই শঙ্কার ভিত্তি এই যে, জাতি হিসাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ভারসাম্যের এতই অভাব যে, যে-কোনও প্রকার যৌন-স্বাধীনতাকে আমরা অবাধ ছাড় (license) হিসাবে গ্রহণ করব।

এর উত্তরে এই কথা বলতে চাই যে, বাহিরের বাধা নিষেধের গণ্ডীর ভেতরই মানুষের বিপথগামী প্রবৃত্তি অন্যায় করে বসে, অথচ স্বাধীন বিচারের সুযোগ পেলে প্রবৃত্তিগত বিধানে তারা ন্যায়সঙ্গত কাজই করে। অন্যসব ব্যাপারের চেয়ে যৌনতত্ত্ব-সম্পর্কে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলেই আমার বিশ্বাস। যৌনতত্ত্ব-সম্পর্কিত ব্যাপারে পুরুষের পক্ষে একথা প্রযোজ্য না হলেও মেয়েদের ব্যাপারে এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। এই বিষয়ে পরে আমি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

এই সূত্রে বলে রাখি যে, অবাধ প্রেম এবং প্রচলিত বিবাহ-বিধির

মধ্যে একটি ব্যাপার সমান, যথা—উভয় ব্যবস্থাতেই কিছু পরিমাণ দায়িত্ব-হীনতার সুযোগ বর্ত্তমান। অবাধ প্রেমের ব্যাপারে কেমন ভীতিজনক মসৃণতার সঙ্গে দায়িত্বহীনতা প্রবেশ করে তা সকলেই বুঝতে পারেন, কিন্তু বিবাহ ব্যাপারের মধ্যে সে ছিদ্র কোথায় তা বিশেষ নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে। বিবাহ ব্যাপারে সম্পূর্ণতার যুক্তিতেই দায়িত্বহীনতা প্রবেশ করে। স্ত্রীর ওপর স্বামী ত্রাসের সঞ্চার করেন। স্বামীর ওপর স্ত্রী ত্রাসের সঞ্চার করেন, এর কারণ এই যে, যে-সন্ত্রাসজনক অধিকার সমাজ তাদের দিয়েছে, সে অধিকার থেকে তারা অতি কষ্টে মুক্তি পেতে পারে। কোন কোন সমাজে এবং রাষ্ট্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন সুবিধা দেওয়া হয় না, যেখানে আবার এই সুবিধা সুলভ, সেখানে এমন এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের পর স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে ওঠে। এর ফলেই দায়িত্বহীনতার উদ্ভব হয়, এইভাবে আমাদের বিবাহ ব্যবস্থার কঠোরতা অবাধ প্রেম বিস্তারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ভ্রূণহত্যা এবং অন্যান্য ভীতিজনক অবস্থারও এই একটি প্রত্যক্ষ কারণ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা অবাধ প্রেমের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তার কতকগুলি উদাহরণ দেবার জন্যে মাত্র একদিনে পর্য্যায়ক্রমে আমার কাছে যে সব কেস্ এসেছিল এখানে তার উল্লেখ করছি।

প্রথমটি হোল দুটি সন্তানের জননীর কাহিনী,—মহিলাটি রোমান ক্যাথলিক। আমাকে এসে জানালেন যে, দীর্ঘকাল ধরে স্বামীর সঙ্গে তিনি বসবাস করেন না, তাঁকে তিনি ঘৃণা এবং অবহেলা করেন। "কিন্তু" তিনি বল্লেন "আমাদের চার্চ্চের নীতি অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ করাও চলে না। "আমি তাঁর কাছ থেকে মাসিক ২৫০ ডলার আমার এবং আমার ছেলেদের জন্য খোরপোষের দাবী করতে চাই।"

আমি বল্লাম—"ডিভোর্স কেসেই আপনার প্রয়োজন মিটবে।"

ধর্মগত কারণে তিনি কিন্তু সে প্রস্তাবে রাজী নন্।

পরে আমি জান্তে পারলাম এঁর স্বামী, যদিচ রোমান ক্যাথলিক, অপর একজন তরুণীকে ভালোবাসেন এবং তাঁর সঙ্গেই বসবাস করেন, এখন ডিভোর্স ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে তাকে তিনি বিবাহ করতে পারেন। এই তরুণী মহিলাটি গর্ভধারণ করেছিলেন কিন্তু অতিবাহিত মাতৃত্বের ভয়ে ভ্রূণহত্যাকারীর সাহায্যে মাতৃত্বের আশা বলিদান দিয়েছেন।

সুতরাং চার্চের কঠোর নীতির উপর শ্রদ্ধা রাখার ফলে নিরপরাধ অজ্ঞাত ভ্রূণহত্যার পাতক ও বিকলাঙ্গ-নারীত্বই আজ সমাজের অঙ্গে গোপন ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি ডিভোর্স অনুমোদিত হয় না।

ক্যাথলিক রমণী সম্পর্কে ঐ দিনেরই আর একটি ঘটনা—

তিনি বল্লেন—আমার স্বামীকে আমি অনেকদিন থেকেই ভালবাসি না। শুধু চার্চের জন্য ডিভোর্স করতে পারছি না, কিন্তু আমার তিনটি সন্তানের জন্য আমাকে স্বামীর গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়েছে।

আমি বল্লাম ডিভোর্স হলেও আপনার স্বামী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবেন। কিন্তু তিনি বল্লেন ভালবাসা না থাকলেও এর সঙ্গে বাস করা তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন। ছেলেদের জন্য এই আত্মত্যাগ করতে তিনি উপদেশ পেয়েছেন। ছেলেরা তবু তো বাপের আশ্রয়ে থাকবে।

তিনি বল্লেন—কিন্তু আমার স্বামী স্বামীর অধিকার ভোগ করতে চান অথচ আমাদের গর্ভ-নিরোধ ব্যবস্থা আমাদের চার্চ সমর্থন করেন না।

তারপর তিনি স্বীকার করলেন যে, চার্চের নীতি অনুযায়ী গর্ভ সঞ্চারের ফলে তাঁকে তিনবার ভ্রূণহত্যা করতে হয়েছে, শরীর ধ্বংস

হয়েছে, এবং তাতে করে যে তিনটি সুন্দর শিশুকে তিনি পৃথিবীতে আগে এনেছেন তাদেরও পালন করতে সমর্থ হচ্ছেন না। তাঁর স্বামী এবং তিনি তাঁদের বিশ্বাসানুযায়ী বিধাতার আইন পালন করতে যে তিনটিকে হত্যা করেছে, তার কথা ছেড়ে দেওয়া গেল।

এই জাতীয় কঠোর বিবাহ-পদ্ধতির ফলে দায়িত্বহীন অবাধ-প্রেমের মতই সমভাবে ক্রটিশীল, দুর্নীতি-মূলক, ও ধ্বংসকর ফল ফলতে পারে। যদিচ সাধারণের চোখে তা সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে হয়।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে বর্ত্তমান কঠোর বিবাহ নীতি তার প্রত্যক্ষ কঠোরতার জন্যই অনেকাংশে শুধু যে, অবাধ-প্রেমের সমতুল্য তা নয়. এই অবিবেচনার ফলেই অনেক সময় অবাধ প্রেমের পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ে।

বর্ত্তমান বিবাহ-পদ্ধতির অখণ্ডতায় আমাদের বিবাহবিধি যে দায়িত্ব এবং কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেছে, ডিভোর্স কোর্টের নথীপত্রে প্রমাণ যে, সে দায়িত্বভার বহন করবার সামর্থ্য তার নেই। এমন কি অনেক সফল বিবাহের মধ্যেও শুধুমাত্র কঠোরতার জন্যই সম্ভাব্য অশান্তির বীজ সুপ্ত রয়েছে।

বিবাহকে স্বীকার করে নিতে হলে প্রথমেই কয়েকটি কার্য্যকরী ব্যবস্থা স্থির করে নিতে হবে। মানুষ স্বাধীনতা ভিন্ন বাঁচতে পারে না, এই মতবাদ আমরা সর্ব্বদাই আলোচনা করি কিন্তু কদাচিৎ পালন করি। স্বাধীন অবস্থার মধ্যে যদি মানুষের বিচরণ করবার সুযোগ আমরা না দিই, স্বেচ্ছাকৃত আন্তরিক বাধা নিষেধের মধ্যে বাস করবার দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ যদি না দিই, তাহলে আমাদের পক্ষে দোকান বন্ধ করে অন্য গৃহে চলে যাওয়াই শ্রেয়। আমাদের সত্তাকে যদি কৃত্রিমতার আচ্ছাদনে আবৃত রাখি, সকল বিবাহই যদি একই ছাঁচে

চালা হয়, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে গর্ভ-নিয়ন্ত্রণ প্রথার অজ্ঞতাই যদি আইনানুগ হয়, তাহলে এই বিপুল দুঃখ সমুদ্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সার্ব্বজনীন আত্মহত্যাই শ্রেষ্ঠ পথ।

বিবাহ বিধির যা প্রচলিত রূপ, তা অনেকের কাছেই নরকের সমতুল্য—এখানে স্পষ্টভাবেই কথাটা বল্‌ছি। আমার আদালতে গৃহহীন অন্নহীন, অবহেলিত, দুঃস্থ সন্তানদল ও হতভাগ্য নর-নারীর শোভাযাত্রা যিনি লক্ষ্য করেছেন তিনি যদি অন্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহলে তাঁকে আমি উপেক্ষা করব। মানুষের অন্তর্নিহিত যে পুণ্য প্রবৃত্তি বর্ত্তমান তা বিধিনিষেধের গণ্ডীর ভেতর থাকতে চায় না, এই স্বাধীনতার পরিপন্থী বলেই বর্ত্তমান বিবাহ বিধি নরকের সমতুল্য।

বিবাহকে ধর্ম্মাচরণীয় রীতি হিসাবে আমি গ্রহণ করি, যেমন ধর্ম্ম হিসাবে পোষাক তৈরী করিয়ে তার মূল্য দিতে আমি বাধ্য। সৎলোক হলে আমাকে তার যথোচিৎ মূল্য দিতেই হবে। এই কারণেই সকল প্রকার সৎকাজই ধর্ম্মগত। কিন্তু এই ধর্ম্মগত আদর্শে গঠিত বিবাহ পদ্ধতি, যা স্বর্গের মুখ চেয়ে বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা ভিন্ন বস্তু। ক্ষিপ্র গতিতে এর কবল থেকে মুক্তির চেষ্টাই বিশেষ প্রয়োজন।

বিবাহের এই ধর্ম্মগত আদর্শের জন্যই একটা সাধারণ ধারণা দাঁড়িয়েছে যে, প্রেম ও বিবাহ সমপর্য্যায় ভুক্ত। একথা সত্য যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সংযোগ বর্ত্তমান, যে নর-নারীর মধ্যে ভালবাসা বর্ত্তমান এবং যাঁরা সন্তান কামনা করেন, সেখানে প্রেম ও বিবাহ উপযুক্তভাবেই সংযুক্ত।

কিন্তু বিবাহ ও প্রেম বিভিন্নভাবে বিবেচিত হবার অযোগ্য নয়। কারণ বিবাহ হোল সামাজিক এবং আইনানুগ বন্ধন বিশেষ।

আইনানুযায়ী এতদ্বারা সন্তান সন্ততির অধিকার সংরক্ষিত হয়, কারণ বর্ত্তমান সন্তান সন্ততির অধিকার সংরক্ষণ এবং জনক-জননীর উপর নির্ভরতার প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নয়।

সন্তান সংরক্ষণের প্রয়োজন যদি না থাকত, তাহলে বিবাহ সম্পূর্ণ অর্থহীন হোত। যতদিন উভয় পক্ষের কাছে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হবে ততকাল দুটি নর-নারীর একত্রে বসবাস করবার একটা চুক্তি মাত্র বলেই গণ্য করা হোত।

যুবক ও যুবতীদের সঙ্গে ব্যবহার সূত্রে নিয়তই দেখছি যে, এদেশে বিবাহহীন প্রেম, নীতিগত এবং পবিত্র, সমাজ বা সংশ্লিষ্ট নর-নারীর পক্ষে ক্ষতিকর নয়, এই রকম একটা ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, অনেকের মতে এই পদ্ধতি হিতকারী এবং সুখ ও শান্তিবর্দ্ধক।

এই মতবাদে কোনো বিপত্তির সম্ভাবনা নেই একথা আমি বলি না। আমি স্বীকার করি যে, মতবাদটি বিস্ফোরকে পরিপূর্ণ, তথাপি, তথ্য হিসাবেই একথা উল্লেখ করলাম। আসল কথা এই যে, আপনি বা আমি হয়ত শঙ্কিত কিংবা উপক্রত হতে পারি, কিন্তু সে সব উপেক্ষা করেই নানা প্রকার ঘটনা ঘটে চলেছে। এর প্রতিক্রিয়া যে কি হবে তা আমার জানা নেই, এ পরিবর্ত্তন আমি গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করছি। অজ্ঞাত শক্তির চাপে যে বিশাল সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হতে চলেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত রায় দেবার ক্ষমতা কারো আয়ত্তাধীন নয়।

বিবাহহীন প্রেম নামক এই পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দেখছি দ্রুত তালে 'পরীক্ষাধীন বিবাহ', (Trial marriage) পদ্ধতির প্রসার বেড়ে চলেছে। পরীক্ষাধীন বিবাহ ব্যবস্থার একটি কার্য্যকরী চুক্তি অনুযায়ী দুটী নরনারী যতদিন পর্য্যন্ত না মত (সাধারণতঃ মত-পরিবর্ত্তনের কোন

বাসনাই থাকে না) পরিবর্ত্তন হবে ততকাল একত্রে বসবাস করবে। এই ধরণের বিবাহ এই সব দম্পতির ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়ে থাকে। আমি জানি এই ধরণের অনেক "পরীক্ষাধীন বিবাহ" আইনগত বিবাহে পরিণত হয়েছে, বিশেষ যেখানে সন্তান সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে। এই সব দম্পতিরা সন্তান সম্ভাবনা হোলে তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে কদাচিৎ অস্বীকার করে।

এই প্রকার সংযোগের সর্ব্বপ্রধান আপত্তি এই যে সামাজিক সংস্কারের চাপে এই সব নরনারী সন্তান ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করে না, এবং প্রকৃতপক্ষে রীতিমত বিবাহ থেকে বিভিন্ন বলেও বিবেচনা করে না। তারা জানে এই সংযোগের আইনগত অনুমোদন নেই, এই যা প্রভেদ।

স্যোলো

পরীক্ষাধীন বিবাহ—সতী ও অসতী

আমি একটি চমৎকার মেয়েকে জানি, সে তার প্রেমিকের (lover) সঙ্গে "পরীক্ষাধীন-বিবাহ রীতিতে" বসবাস করে। তাদের এ সম্পর্ক বৈধ বলেই তারা মনে করে। যুবকটি নিয়মিতভাবে মেয়েটির বাড়ী যায়, মেয়েটির রক্ষণশীল পিতামাতাও তাকে যথেষ্ট ভালবাসেন এবং সেখানে তার সম্মান ও মর্য্যাদার পরিমাণ উপেক্ষণীয় নয়। অথচ যুবকটি ও তাঁদের মেয়ের আসল সম্বন্ধ ও সম্পর্ক তাঁরা স্বপ্নেও এতটুকু ধারণা করতে পারেন না। সেই মেয়েটি স্বয়ং আমাকে বলেছে যে, এই সম্পর্ক আইন অনুসারে যদি বৈধ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সন্তান ধারণ করতে তার আপত্তি নেই।

আমি তাকে বললাম, তোমরা বিবাহ করছ না কেন? সে বলে, তার বহু বান্ধবী বিবাহ বিচ্ছেদের আসামী, সেই কারণেই এই ব্যবস্থা সে চিরস্থায়ী সম্পর্ক হিসাবেই গ্রহণ করেছে। এই সূত্রে একথা উল্লেখ করা যায় যে, অন্ততঃ আমার পরিচিত তার একজন বান্ধবী এই সময়ের মধ্যেই দু'বার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করেছে।

পাঠকের সঙ্গে যদি এই রমণীর অষ্টাদশীর সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা থাকত তাহলে সে হয়ত তাঁর আচরণের স্বপক্ষে স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চমকপ্রদ যুক্তি প্রদর্শন করতে পারত।

প্রথমতঃ সে বলত যে, প্রেমহীন বিবাহ পতিতাবৃত্তির সমতুল্য।

তার যে সব বান্ধবীর মায়েরা, তাঁদের মেয়েদের জোর করে সুবিধানুযায়ী বিবাহ দিয়েছেন, সে হয়ত সেই সম্পর্কে একটা অনুকূল তুলনামূলক সমালোচনা করত। এই জাতীয় বিবাহ ও পতিতাবৃত্তির মধ্যে সে হয়ত এই বলে প্রভেদ নির্দেশ করবে যে পতিতাবৃত্তি বিশেষভাবে উচ্ছৃঙ্খল।

সে একথা আমাকে বলেছিল যে, "যে-লোক প্রেমহীন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে এমন ঋণজালে জড়িত হয় যে, ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা তার আর থাকে না। এই অবস্থা বিশেষ অসম্মানজনক। যারা ভালবাসে অথচ বিবাহ করতে পারে না, তাদের আচরণ সামাজিক আইনে দুর্নীতিমূলক বটে, কিন্তু শরীর ও জীববিজ্ঞানানুযায়ী নীতিগত।"

আধুনিক যৌবনের এই মতবাদ অনুসারে মনে হয়, এমন দিন আসবে যখন সমাজ বিবাহ-বিধিতে সন্তান ধারণ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সাময়িক ধারা স্বীকার করে নেবে। এই মেয়েটি একথা স্বীকার করে আমাকে বলেছে, "জানেন জজ সাহেব, সামাজিক নিষেধ না থাকলে আমার ও পলের শীঘ্রই সন্তান জন্মগ্রহণ করত,"—তারপর সে হেসে বল্লে—"এই এলিসের কথা ধরুন না কেন, প্রথম স্বামীর দরুণ তার একটি সন্তান রয়েছে, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের দরুণ তার সেই স্বামী নেই। তার স্বামী নেই, কিন্তু তার সন্তান আমাদের সমাজে সম্মানিত, অথচ আমি ও পল, যাদের মধ্যে নিবিড় প্রেম বর্তমান, যদি সন্তান লাভ করি তাহলে এই সমাজে আমরা অপদস্থ ও অপমানিত হব! এর চেয়ে আর মজার কথা কি হতে পারে?"

আধুনিক যৌবনের এই মতবাদ যদি আমাদের বিবাহ বিধির পরিবর্তন সাধন করে, তাহলে সন্তান যেখানে অল্পবয়স্ক, সেখানে অন্ততঃ যতদিন সে সন্তান বড় হয়ে না ওঠে, ততদিন যুক্তভাবে জনক-জননীকে

তাদের পালন করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আশা করা যায় যে, জীবনের বাকী দিনগুলি তারা 'বিবাহিত' থাকবে। এই পরিবর্ত্তিত বিধি অনুযায়ী দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও যুবকদের পিতৃত্বের দায়িত্ব শিক্ষা করতে হবে। আমার কাছে বৈবাহিক সঙ্কটে জড়িত যে সব বিবাহিত দম্পতি আসেন, তাঁরা কিন্তু এ কথাটা স্মরণ রাখেন না।

এই কর্ত্তব্য যখন সম্পূর্ণ হবে, যে 'পরীক্ষাধীন বিবাহে' এই অষ্টাদশী আবদ্ধ, সন্তান পালনের পর স্বেচ্ছায় যার পরিসমাপ্তি, ভবিষ্যৎকালের সামাজিক বিধানে হয়ত তা গৃহীত হবে। এই মতবাদের সম্প্রসারণশীল মনস্তত্ত্ব কি তখন কার্য্যকরী হবে? বিশেষভাবে এ সব কথা বিবেচনা করতে হবে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আমি যা দেখি তা লিপিবদ্ধ করি এবং তৎসন্নিহিত অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নাবলী নিরপেক্ষ পরিদর্শকের দৃষ্টিগোচর করি।

এই পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থায় জন্মনিরোধ, নিরাপত্তার প্রধান সহায়ক হিসাবে পরিগণিত হবে। জন্ম নিরোধের নিশ্চিত, সহজ এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত উপায় যখন আবিষ্কৃত হবে তখন অবাঞ্ছিত সন্তান আর সম্ভব হবে না। সুতরাং ধর্ম ও সমাজ-রীতিগত বিবাহের সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

সহজ-সমাপ্য এই জাতীয় বিবাহে প্রেমের অবাধ অভিব্যক্তি এবং স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি সম্ভব। যে সব দম্পতি যথাকালে যখন বুঝতে পারবে যে, অনির্দিষ্ট কালের জন্ত তারা একত্রে বসবাস করতে পারবে, স্বেচ্ছায় এবং আনন্দে সন্তান পালনের যুক্ত-দায়িত্ব বহন করতে পারবে, তখনই তারা সন্তান কামনা করবে। অভিজ্ঞতার ফলে যারা বুঝবে এভাবে চলা সম্ভব নয়, অথচ যৌনবন্ধন সেখানে সন্তোষজনক বিবেচিত হয়,

যেখানে অবাঞ্ছিত সন্তানকে পৃথিবীতে এনে গৃহসুখ প্রদান ও রীতিমত ভাবে পালন করা সম্ভব নয়, সেখানে তাদের জন্মদান করে অপরাধ বর্দ্ধনের কোনো প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া পৃথিবীতে নিম্নস্তরের শারীরিক শক্তি ও মানসিক বুদ্ধি বিশিষ্ট সন্তান জন্মদান করা এই শ্রেণীর অযোগ্য দম্পতির পক্ষে গুরুতর অপরাধ। বরং তারা উপযুক্ত পিতা-মাতার সন্তান দত্তক নিয়ে প্রতিপালন করে পিতৃত্বের বাসনা পরিতৃপ্ত করতে পারে। এই ধরণের ব্যবস্থায় হয়ত দু তিন পুরুষের পরই সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে, কিংবা হয়ত, উপযুক্ত শিক্ষার সহায়তায় এমন এক জাতির আবির্ভাব হবে যা এই পৃথিবীতে কখনও সম্ভব হয় নি।

এই প্রকার সামাজিক বিধান, যদি কখনও কার্যকরী হয়, অশক্ত ও অযোগ্য মানবজাতি আর নিজেদের অনুরূপ প্রজনন করতে পারবে না, আসলে এই জাতীয় প্রজনন হয়ত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। এই বিধানে সমাজ হয়ত এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে যে, রাষ্ট্রীয় আইনে যে সব ব্যক্তির সন্তান প্রজননের লাইসেন্স বা ছাড়‌ নেই তাদের জন্ম নিরোধ করতে বাধ্য করা হবে। সন্তান ধারণ করবার লাইসেন্স বিবাহ-বিধানের পরিপূরক ধারার অন্তর্গত হবে। তখন হয়ত দু প্রকার বিবাহ-ব্যবস্থা প্রচলিত হবে, একটির দ্বারা সন্তান প্রজননের লাইসেন্স পাওয়া যাবে, আর একটি শুধু মাত্র সহবাসের লাইসেন্স হিসাবে গণ্য হবে।

কোনো কোনো রাষ্ট্রে প্রচলিত আইন অনুসারে বিবাহ-লাইসেন্স গ্রহণের সময় পিতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়, এই নূতন উন্নততর ব্যবস্থা অনেকটা এই ধরণেরই হবে। জন্ম শাসনের উপযুক্ত প্রণালী আবিষ্কৃত হলে এই দ্বৈত ব্যবস্থা সম্ভবপর হবে, কারণ তদ্দারা যৌনাকাঙ্খা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অবাধ, স্বাভাবিক এবং সুষ্ঠু যৌন পরিতৃপ্তির কোনো প্রকার অসম্ভব বাধা সৃষ্টি হবে না। স্বীকার করি,

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পালন করা বা অন্নদান করার অক্ষমতার দরুণ অনেকেই সন্তান কামনা করবে না। এই ধরণের সংযম অসহনীয় নয় বরং যুক্তিযুক্ত। যে সব বিধি নিষেধ আজ বর্ত্তমান, তা সহ্য করা যায় না বলেই ধারাবাহিকভাবে আমরা তা অমান্য করি, সুতরাং কোনোমতেই এই ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে না।

অনেকের কাছে এই ব্যবস্থা "অবাধ প্রেমের" নামান্তর হিসাবে গণ্য হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না, কারণ অবাধ প্রেম উচ্ছৃঙ্খলতা-বর্দ্ধক। আসলে যে "এক বিবাহ" (monogamy) প্রথা বর্ত্তমান, তদপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত এবং কার্য্যকরী "এক বিবাহ" ব্যবস্থা সম্ভব হবে। এখন আমরা বস্তুহীন নামের আকর্ষণেই ডুবে থাকি। আগামী কালের সভ্যতাকে পূর্ব্বোহ্নেই নিন্দা করা শোভনসঙ্গত নয়।

রাসভীয় যুক্তি প্রদর্শন করে যিনি বলবেন, এ কখনও হতেই পারে না, তাঁকে আমি জানাতে চাই ইতিমধ্যেই তা সম্ভব হয়েছে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে "Handfasting" (হাত বাঁধা) নামে এক প্রাচীন প্রথার প্রচলন ছিল, পুরাতন এ্যাংলো স্যাক্সন শব্দ "Handfaestnung" (পাণিগ্রহণ) থেকেই এই কথাটির উৎপত্তি, 'বাগদত্ত' কথার পুরাতন ইংরাজী প্রতিশব্দ হিসাবেও কথাটি প্রচলিত ছিল। *Encyclopædia Britannica*-র মতে Handfasting—"a peculiar form of temporary marriage at one time common in Scotland, the only necessary ceremony being the verbal pledge of the couple while holding hands. The pair thus handfasted were, in accordance with Scotch law, entitled to live

together for a year and a day. If then they so wished, the temporary marriage could be made permanent; if not, they could go their several ways without reproach, the child, if any, being supported by the party who objected to further cohabitation."

স্কচ্‌দের লাম্পট্যের অখ্যাতি নেই। সুতরাং মনে হয় এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক মনে হয়েছিল বলেই তারা গ্রহণ করেছিল, নতুবা নিশ্চয়ই এই প্রথা প্রচলিত হোত না। সম্ভবতঃ এই ধরণের বিবাহ প্রথার প্রধান অন্তরায় সন্তান সম্ভাবনা। কিন্তু সমাজ ও আইন দ্বারা সমর্থিত উন্নততর বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বীকৃত জন্ম-নিরোধ প্রথায় কোনো অসুবিধার কারণ নেই। এতদ্বারা বোঝা যাবে "Handfasting" প্রথায় সমাজ কর্তৃক সন্তান জননের অনুমোদন নেই, এবং তাহলে আগে যা লিখিত হয়েছে তদনুযায়ী দুই প্রকার বিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবে। বৈজ্ঞানিক জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা সম্ভব হলে, আজো হয়ত এই প্রাচীন স্কচ প্রথা প্রচলিত থাকতো। এই প্রথা একদা সামাজিক "শ্রদ্ধা" লাভ করেছে এ কথা ঐতিহাসিক সত্য, সেই কারণেই উপযুক্ত আবহাওয়ায়, এই কুপ্রথা আবার সামাজিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে, এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা বিশেষভাবে বর্ত্তমান।

আমরা এ সব প্রথা পছন্দ করি আর না করি, উপস্থিত দেখছি যে সাথী নির্ব্বাচনে ভুলের আর শেষ নেই। নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি যে, সাধারণতঃ যারা বিবাহ করে তারা সত্যই আজীবন চুক্তিতেই বিবাহ করে। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে কিংবা আধুনিক যৌবনের পরিকল্পনা অনুযায়ী চুক্তিতে কিছু পরিমাণ ভুল হবেই, এবং সেই ভুলের পরিমাণ অনেক বেশীই হবে। এই জাতীয় ভুল সংঘটিত হলে, উভয়-পক্ষকে প্রেমহীন বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বর্ত্তমান

বিবাহ বিধির নিয়ম কানুনগুলি যদি কতকাংশে পরিবর্ত্তন করা যায়, বিশেষ করে যে-বিবাহের ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলেই এই ভ্রমের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে।

এই পরিবর্ত্তিত সামাজিক বিধি অনুযায়ী, সন্তান ধারণ নয়, শুধু মাত্র সহবাসের জন্য যে-মিলন সংঘটিত হবে তার বিশেষ গুরুত্ব থাকবে না। ইহা গ্রহণ করা সহজ আবার বর্জ্জন করাও সহজ। এর ফলে দুটি নর-নারীর মধ্যে আন্তরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, আর তারই নাম রীতিমত বিবাহ। তবে এই সম্পর্ক যে-কোনো মুহূর্ত্তে সমাপ্য, এই ধারণা উভয় পক্ষের মধ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকায় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ মিলনের মধ্যে কোন বন্ধন থাকবে না! সন্তান ধারণে সম্মত হয়ে এরা বিবাহের চুক্তি পরিবর্ত্তন করতেও পারে, সে ক্ষেত্রে সন্তানকে যথারীতি পালন করবার দায়িত্বটাই প্রধান হয়ে উঠবে।

এই অবস্থায় যে জাতীয় মিলনের কথা আমি উল্লেখ করছি, অর্থাৎ যে বিবাহ সহজে গ্রাহ্য ও সহজেই সমাপ্য এবং যা ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী, তদ্বারা যৌন ব্যভিচার কি বেড়ে যাবে না? আমি জানি, বহুলোকে এই প্রকার কুফলেরই আশঙ্কা করেন, আমি স্বীকার করি, ব্যক্তিবিশেষে এ আশঙ্কা হয়ত নিতান্তই অমূলক হবে না, কিন্তু আমার মনে হয় না যে অধিকাংশ স্বাভাবিক ব্যক্তি এই প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন, আমার এই সন্দেহ করবার বহু কারণ বর্ত্তমান:

প্রথমতঃ এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যদি আমরা কখনও উপস্থিত হই, তখন দেখব মেয়েরা অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে, এবং নিজেদের ও তাদের অজাত সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য যৌন নীতির নির্দ্দেশ তারাই ঠিক করে নিয়েছে। জীব-বিজ্ঞানগত অপরিহার্য্য কারণে এ ব্যবস্থা করতে তারা বাধ্য। এই তথ্যটুকুই ব্যভিচারের আশঙ্কা দূর করতে যথেষ্ট।

কিন্তু এ ছাড়া আর একটি শক্তিশালী যুক্তি আছে। মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, যেখানে যত বাধা, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার পথে বিপুল বাধা ও বহু বিঘ্ন বর্তমান, উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানেই প্রবল হয়ে উঠে। মদ্যপান নিবারণ আইন প্রচলিত হবার পর দেশে ও বিদেশে মার্কিনদের আচরণ এ ব্যাপারের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মানুষ যখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, মিতাচারের আদর্শ তখনই মানবমনে গড়ে ওঠে। শিশুদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদাই দেখা যায়। জ্ঞানী শিক্ষক মাত্রেই জানেন যে, নিষেধের নির্দ্দেশের অনুপাতেই স্কুলে বিশৃঙ্খলতা বেড়ে যায়, আর যেখানে শিক্ষকেরা সাহস ভরে ছেলেদের হাতে কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা দান করেছেন ; সেখানে যা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ছেলেরা নিজেদের বিচারানুযায়ী তাই করে থাকে। স্বাধীনতাই অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করে না, যারা দুঃখবাদী এবং ভীরু তারাই কেবল এই আশঙ্কা পোষণ করেন।

লাইসেন্স (ছাড়) কি ? একথা বিচার করবার একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ আছে। আধুনিক যৌবনের মনস্তত্ত্ব অনুসারে যদি সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে তাহলে অবাধ প্রেমের হরিহরছত্র বসে যাবে। রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এতদ্বারা কি মনে করেন যে, জীবন ব্যভিচারের লীলা-নিকেতন হয়ে উঠবে, প্রতি স্ত্রীলোকের বহু প্রেমিক থাকবে, অথবা প্রতি মেয়েই মাসে একবার করে বিবাহ করবে—অথবা অন্য কিছু ?

আমি পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি—সহিষ্ণুতাই পরম গুণ। জীব-বিজ্ঞানগত বাধার জন্য মেয়েরা এ ধরণের পরিস্থিতি সমর্থন করবে না। দুচারজন হয়ত করতে পারে, যেমন দুচারজন এখনও উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে থাকে। সে হিসাবে এখনকার চেয়ে আমরা কিছু খারাপ অবস্থায় পৌঁছব না, হয়ত অবস্থার কিছু উন্নতি হতেও পারে।

অনেকের কাছে আতঙ্কজনক হলেও আমি বলতে চাই যে, মেয়েদের সতীত্ব সম্পর্কে আমাদের কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা বর্তমান। সাধারণতঃ এই মতই সর্ববাদিসম্মত যে, বিবাহের বাইরে যদি কোনো প্রকার যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে, তাহলেই নারীর জীবন রহস্যজনক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে আজ যদি যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে, তার প্রতিক্রিয়া হবে একরকম, আর আগামীকাল বিবাহ বন্ধনের ফলে যে অভিজ্ঞতা ঘটবে, তার প্রতিক্রিয়া অন্যরূপ। আজ যদি যৌন অভিজ্ঞতা হয়, আর বিবাহের পূর্বেই আগামীকাল যদি প্রেমিকের মৃত্যু ঘটে তাহলে সেই রমণী চিরদিনের জন্য অসতী বিহিত হয়ে রইলো, এবং অন্য কোন লোকের সহিত বিবাহের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি বিবাহের পর আগামীকাল তার স্বামীর মৃত্যু হয়, তাহলে সে বিধবা হয়েও সম্পূর্ণ সতীই থাকবে এবং সামাজিক ব্যবস্থায় পুনর্বিবাহের উপযুক্ত বলেই স্বীকৃত হবে।

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত তথ্য এই যে, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতাই উভয় অভিজ্ঞতার একমাত্র পার্থক্য। সামাজিক ব্যবস্থায় পুরুষ যদি বিবাহ না করে, তাহলে প্রথমোক্ত অবস্থায় যে নরকগমন অনিবার্য্য, এ আশঙ্কা সম্পর্কে মেয়েরা সম্পূর্ণ সচেতন, আর দ্বিতীয় অবস্থায় সামাজিক সমর্থন, ধর্মগত সমর্থন ইত্যাদির দ্বারা পুনর্বিবাহের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সত্যই তা পরিবর্তিত হয় না।

পরিবর্তিত না হবার কারণ এই যে, উভয় অবস্থাতেই সে একই নারী, সমাজ যে তা স্বীকার করে না তার কারণ আমাদের বর্বরজনোচিত কুসংস্কার। মেয়েটি সামাজিক বিধি অমান্য করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এছাড়া অধিকতর গুরুতর অসামাজিক কাজের জন্য, যৌন-নীতি লঙ্ঘন করার মতো কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই। যদি সে মেয়েটি চুরি

করতো, তার প্রতিবেশীর কুৎসা করতো, মিথ্যা কথা বলতো, কুৎসিত মেজাজ প্রদর্শন করতো, প্রতিবেশীর মুখমণ্ডল আঁচড়ে দিত, তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিত, তাহলেও সে সমাজে সম্মানিত মহিলা বলেই বিবেচিত হত। অন্ততঃ সে "অসতী" বা "দুশ্চরিত্রা" ইত্যাদি অর্থহীন আখ্যা প্রাপ্ত করতো না।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? আমরা এক দেবতার পূজা করি এই বলে আত্মপ্রবঞ্চনা করি—আসলে আমরা মৃত্তিকা গঠিত অনেক দেব-দেবীর উপাসক। অন্য দেবতাকে আরাধনা না করার অপরাধের তবু মার্জনা আছে, কিন্তু সামাজিক নীতির দণ্ড যে-দেবতার হাতে—তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই।

রক্ত মাংসে গড়া বিভিন্ন চরিত্রের সংস্পর্শে এসে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, যৌন-অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, সে মেয়ে অন্য-মেয়েদেরই সমকক্ষ। সমাজ যদি তার গায়ে "কলঙ্কবতী" এই ছাপ না দেয়, তাহ'লে সে প্রথম শ্রেণীর মহীয়সী মহিলা হিসাবেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতো। যে গৃহে সে সম্মানিত আসন পেত—সেই গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা হতে পারতো, সুসন্তানের জননী হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা হতো।

এই সূত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কোনো স্কুলের একটি চমৎকার সুশ্রী মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। ব্যাপারটি কিছুকাল চলার পর তার দুঃখের দিন এলো, অবশ্য গর্ভবতী হওয়ার ফলে নয়, কারণ সে গর্ভবতী হয়নি। এই সব ব্যাপার সম্পর্কে যে শিক্ষা সে পেয়েছিল সেই হোল তার কাল। তীব্র বিবেক দংশনের

ফলে সহানুভূতি ও সমবেদনার জন্ত সে উন্মুখ হয়ে উঠল, এমনই এক দুর্বল মুহূর্তে সে তার এক বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর কাছে সমস্ত ঘটনা অকপটে জানালো। শিক্ষয়িত্রী অনূঢ়াবৃদ্ধা। ঘটনাটি হয়ত সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিচার করে তিনি মেয়েটির এই সংশয় দূর করতে পারতেন, যদি তাঁর এই জাতীয় কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাক্‌তো।

সেই বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি আর একজন সমবয়সী শিক্ষয়িত্রীকে জানালেন; ফলে সংবাদটি পল্লবিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাণে যথাকালে সংবাদটি পৌঁছল। তাঁরা বিচারার্থে মেয়েটিকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে তিরস্কার কর্‌লেন, কটুভাষায় তীব্র নিন্দা করলেন। তারপর বোধ করি নিজেদের পরিতৃপ্তির জন্তে সমগ্র কাহিনীটি তার মুখে একবার শুন্‌লেন। বিচারের রায়ে, পাছে সে অন্তান্ত ছাত্রীদের কলুষিত করে এই আশঙ্কায়, বিত্তাম্বিতনের সে নৈতিক শত্রু, দুঃশীলা, অসতী ইত্যাদি নানাবিধ মনোমত বিশেষণে বিভূষিতা করে তাকে স্কুল থেকে বিতাড়িত কর্‌লেন।

বিচারপতিদের এই রায় মেয়েটি সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়েছিল, তার ফলে এমন এক প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত হোল যার সংঘাতে সে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে আমাকে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল। তাকে আশ্বাস দিলাম সে মোটেই নষ্ট হয়নি, যে ভুল সে করেছে তার সংশোধনের উপায় বর্ত্তমান। আরও বল্‌লাম, তার বিচারকর্ত্তারা পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হলেও আসলে তাঁরা সর্ব্বৈব বন্যপশু।

কিন্তু মেয়েটা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পার্‌লে না। সামাজিক প্রত্যাখ্যানের গ্লানিকর গুরুতার তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল, ফলে এই জটিল সমস্তার সমাধানকল্পে তাকে একদিন চিরদিনের জন্ত জেনানা ছেড়ে চলে যেতে হোল।

মেয়েটি সত্যই সুশীলা, চমৎকার মেয়ে এবং সুচরিত্রা। যে ছুটী মার্জ্জার জাতীয় রমণী তাকে কলঙ্কবতী আখ্যা দিয়াছিলেন, আর যে পণ্ডিতমন্য বিচারকগণ তাকে বিপদসঙ্কুল শিখরশীর্ষ থেকে অবলীলাক্রমে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলেন, এই মেয়েটি তাঁদের অনেক ঊর্দ্ধে। কারণ সে অকপটে—সত্য কথা বলতে পারে।

"By the Hoof of the Wild Goat up-tossed
From the cliff where She lay in the Sun,
Fell the stone
The Tarn where the day light is lost ;
So She fell from the light of the Sun,
And alone !

Oh, Thou Who has builded the World !
Oh, Thou Who has lighted the Sun !
Oh, Thou Who has darkened the Tarn !
Judge Thou
The sin of the Stone that was hurled
By the goat from the light of the Sun,
As she sinks in the mire of the Tarn,
Even now—even now—even now !"

"রবিকরে শিখরের 'পরে,
বুনো ছাগ চরে।
সহসা তাহারি খুর ঘায়
নিয়ে গড়ায়—

ছোট শিলা, দিবালোকহীন
গুহা মাঝে আঁধার বিলীন।"

স্রষ্টা হে তিন ভুবনের
কিরণ দীপ্ত তপনের
নিরালোক গুহা গহ্বরের
করো সুবিচার!

বজ্র ছাগের খুর যার
কী পাপে সে ডুবিতেছে হায়,
আলো হ'তে পঙ্কিলতায়
অন্ধ গুহার?"

সত্যেন্দ্র

সতীত্বের কুসংস্কার

Atlantic Monthly নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত একখানি চিঠিতে বিবাহ ও সুনীতির প্রশ্নে কিঞ্চিৎ আলোক নিক্ষেপ করা হয়েছে। লেখকের পরিচিত এক দম্পতি দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাস করবার উদ্দেশে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের উন্নতির জন্ত কি ভাবে চেষ্টা করেছিলেন চিঠিতে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমেই তাঁরা যে সব অবিবাহিত নর-নারী একত্রে বসবাস করতো তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার উপদেশ দিলেন। বিবাহ ব্যাপারে সেখানকার পুরুষদের মধ্যে বেশ উৎসাহ রয়েছে, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এ প্রস্তাব মেয়েরা মোটেই সমর্থন করলে না। পত্রলেখককে তাঁর বন্ধু জানিয়েছেন যে,—"অবশেষে এই রহস্ত উদ্‌ঘাটিত হোলো এক অল্প-শিক্ষিতা বৃদ্ধারমণীর দ্বারা,—তাদের সমাজে সেই বেশী শিক্ষিতা (une grande dame)। তার গ্রাম থেকে কঙ্করকঠিন পাহাড়ী পথে দশ মাইল হেঁটে এসে সে আমাকে অনুরোধ করলো যে, আমাদের মিশনারী কাজ কর্ম্ম যেন ছোটদের শিক্ষা বিস্তারে এবং বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, সে বিষয়ে তাদের আন্তরিক সমর্থন আছে।" তারপর সে অনুরোধ করল—কিন্তু দয়া করে যেন আপনি আমাদের দেশের লোকের মনে এ ধারণা জাগিয়ে দেবেন না যে, লোকাচার হিসাবে বিবাহের উৎসব না করে, নর-নারীর একত্রে বসবাস করা একটা অপরাধ। এটা জানবেন যে, যতকাল কোনো নারী পুরুষের

সঙ্গে স্বেচ্ছায় বাস করে ততকাল পুরুষ তাকে মেনে চলে, বিশ্বাস হারায় না, ছেলে মেয়েদের উপর সুবিচার করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পুরুষের সঙ্গে নারীকে থাকতে হয়, তখন পুরুষ তাদের ওপর দুর্ব্ব্যবহার করে, স্ত্রীর উপার্জ্জিত অর্থ হরণ করে, তারপর অকুতোভয়ে নির্লজ্জের মতো অপর রমণীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোনো ছেলেপুলে থাকে তাহ'লে তাদের ভাড়া খাটিয়ে (এমন কি সময় সময় বিক্রী পর্য্যন্ত করে) সেই অর্থ নিজে অপহরণ করে। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বলেই যে আমরা স্বাধীনভাবে শান্তিতে আছি, একি আপনি বুঝতে পারছেন না? পুরুষরাও ভালোই আছে, তারা যদি একটুও অসদ্ব্যবহার করে, তাহ'লে তাদের পরিত্যাগ করতে কতক্ষণ?"

বর্ত্তমান বিবাহবিধি সম্পর্কে এত চমৎকার এবং যোগ্য মন্তব্য আমি কদাচিৎ দেখেছি। প্রচলিত বিবাহবিধির কার্য্যকারিতা সম্পর্কে আমার যা ব্যক্তিগত মত এই মন্তব্যে তা সমর্থিত হয়েছে। এই অর্দ্ধশিক্ষিতা পল্লী-রমণীর মন্তব্য শুধু তাদের সমাজের ওপরই প্রযোজ্য নয়, সমগ্র মানব জাতির ওপরই সমভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক কালের তরুণেরা তাই ভবিষ্যতের সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে বিবাহ বিধির ধারা অনাগত বংশধরদের পক্ষে যথা-সম্ভব স্বচ্ছ এবং সহজভাবেই রচনা করবার পক্ষে উদ্যোগী এবং উৎসাহী।

এই সূত্রে আমি পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই যে, দক্ষিণ আমেরিকার মেয়েরা জীবনজগত প্রয়োজনেই বিবাহকে স্থায়ী করবার জন্য উদ্‌গ্রীব, সে বিবাহে উৎসব করে, মন্ত্র পড়েই সম্পন্ন হোক—আর মুখের কথায় দুটি বিভিন্ন নরনারীর জীবনসূত্র একভাবে গ্রথিত করেই হোক।

আমার ফাইলে এক ঔষ্টারশীর চিঠি রয়েছে, তাকে আমি একদা এক সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছিলুম, তদবধি আমি তার বিশ্বাসভাজন হয়ে আছি, তার চিঠির একটি অংশ তুলে দিচ্ছি।

"একটি ছেলের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। এখন ২৮ বছর তার বয়স, এমন চমৎকার, ভদ্র এবং সরল ছেলে আমি কখনো দেখিনি। আমি তাকে বিবাহ করতে পারি। আমরা দুমাস ধরে একসাথেই আছি। প্রতি রাত্রে এবং রবিবার সারাদিন আমাদের দেখাশোনা হয়; আপনি নিশ্চয়ই ছেলেটিকে অনুমোদন করবেন, কেন না সে সৎ এবং সুশীল। আমাদের এই সম্পর্কের সম্মান অক্ষুন্ন রাখবার জন্ত সে ব্যগ্র, কিন্তু সত্যকথা বলতে কি, আমি তা সমর্থন করি না। আমি তার জন্তে পাগল, পাছে সে অন্ত কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশে যায় এই আমার ভয়—সেই কারণেই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাই, তাকে অন্ত স্ত্রীলোকের হাতে সমর্পণ করতে চাই না। সে অবশ্য আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে এরকম কিছুই সে করবে না। কিন্তু আমার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সীমা নেই।"

এই পত্রাংশটি বিচার করবার দুটি দিক আছে। এক হোল এই যে, মেয়েটি কুশীলা এবং সে সমাজনীতি ভাঙতে চায়, আর দ্বিতীয়টি হোল এই যে, তার মনে হয়ত এমন একটি বিবাহের আদর্শ বর্তমান যা প্রচলিত বিবাহবিধি অপেক্ষা স্বাভাবিকতর, স্বাস্থ্যকর, সুষ্ঠু এবং উপযুক্ত, এবং এই মতবাদ হয়ত এতই স্বাভাবিক এবং সাধারণ যে গোঁড়া মতবাদ সম্পন্ন সমাজ তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু যাঁরা বলেন বিবাহ সম্পর্কিত ব্যাপারে কোনো প্রকার সদয়তা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ব্যভিচারের প্রশ্রয় দান করবে তাঁদের সে ধারণা সম্পর্কে এই সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর। মেয়েটির চিঠির অন্তর্নিহিত ভাবধারা থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে, দুটী নরনারীর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রেমই কায়মনোবাক্যে সমর্থন করা হয়েছে।

রমণীসুলভ প্রবৃত্তি অনুসারে এই মেয়েটি স্বভাবতঃই একপতিত্বের পক্ষপাতী। এতদ্বারা অবশ্য একথা বলি না যে, মেয়েটি একাধিক ব্যক্তির সহিত যৌন সংসর্গে অপারগ, এর কারণ এই যে, তার মাতৃপ্রকৃতি,

তার সম্ভাব্য সন্তানের কল্যাণ এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাই এ কার্য্যের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। জীব-বিজ্ঞানগত কারণে সন্তানের সঙ্গে পুরুষের সংস্পর্শ তেমন ঘনিষ্ঠ নয় বলেই পুরুষের কাছে এই জাতীয় কোনো বাধা নেই, আর এর ফলে পুরুষ চিরদিন স্ত্রীর কাছে 'অবিশ্বাসী' এবং ব্যভিচারী হয়ে এসেছে, আর নারী স্বামীকে একান্ত আপনার করে পাবার উদগ্র কামনায়, বিবাহ বন্ধনের নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ গ্রহণ করে রীতিমত অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, চিরন্তন যৌনদ্বন্দ্বের এই প্রধানতম কারণ।

এই কারণেই এই মেয়েটি একপতিত্বের প্রস্তাব জানিয়েছে, পরিবর্ত্তে সে তার প্রেমিক ও ভবিষ্যৎ সন্তানের জনককে একদারগামী হিসাবেই গ্রহণ করতে চায়। সে তার নিজস্ব মতবাদের মত তার প্রেমিকটির দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মতামত স্বীকার করে, এই দিক দিয়ে রমণী-কুলে এই মেয়েটি একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। পুরুষকে কি ভাবে চালাতে হয়, সে কৌশল তার জানা আছে। আর যাই হোক্ তার প্রেমিক রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, আর সব পুরুষের মতোই স্বভাবতঃ বহুদারগমনের প্রবৃত্তি তার মধ্যে বর্ত্তমান, আর এই জ্ঞান আছে বলেই তার প্রেমিকটি লোভের বশবর্ত্তী হয়ে শক্তিহীন হয়ে না পড়ে এই তার আশঙ্কা। সে স্বীকার করে, অন্য রমণীর প্রতি তার প্রেমিক সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে সে তাঁর পুরুষত্বকে দায়ী করে না। মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে এই মেয়েটির নিঃশঙ্ক ধারণা আছে, নিজস্ব ভুল এবং সঙ্কটের শিকার শিক্ষিতা বলেই তার দৃষ্টিভঙ্গীর সুদূরপ্রসারী উদারতা, ও বদান্যতা বর্ত্তমান। পুরুষ সম্পর্কে অধিকাংশ রমণীদের এই জাতীয় উদার ও সহৃদয় বোঝাপড়া থাকলে পৃথিবীর পক্ষে তা কল্যাণকর হোত এবং সহানুভূতিসূচক বিবেচনার ফলে হয়ত তাদের জীবন যাত্রার কঙ্কর-কঠিন বন্ধুরপথ মসৃণ হয়ে উঠত।

একটা প্রাচীন রসিকতা আছে যে, অধিকাংশ পুরুষ "অন্য রমণীর" কাছে বলে যে, তার স্ত্রী তাকে চিন্‌লে না, বুঝলে না। এই কথাটার মধ্যে যে শুধু মাত্র সামান্য সত্য ও কিছু দুঃখের সুর রয়েছে তা নয়, এই থেকেই অনেক গোপন ব্যভিচারের উৎপত্তি হয়। স্ত্রীর অবিশ্বাস ও আশঙ্কার ফলে, স্বামীর মনে একটা প্রচ্ছন্ন ধ্বংসকারী বাসনার সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ হিসাবে আমার জানা একটা শান্তিপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত বিবাহের কথা উল্লেখ করছি। সেখানে স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টই বলেছিল যে, অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্কে তার আপত্তি নেই তবে সে তার সঙ্গে একথা যোগ করেছিল যে, স্বামী যদি এই জাতীয় স্বাধীনতা উপভোগ করতে চান, তাহলে স্ত্রীর দিক দিয়ে অনুরূপ ব্যবস্থার কোনো রকম আপত্তি চল্‌বে না। এই জাতীয় প্যাক্টের ফলে, স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কেউ কিন্তু এই স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করেন নি। তাদের প্যাক্টের "We agree not to attach the name of "inconstancy" to anything we may do" এই লাইনটার জন্যেই তাদের পক্ষে কোন প্রকার বিশ্বাসভঙ্গ বা ব্যভিচার সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। একান্ত আপনার করে পাবার কামনা, এই দম্পতির দাম্পত্য জীবনের এতটুকু শান্তি বা সঙ্গতি নষ্ট করতে পারে নি। এই স্বাধীনতা তাদের মধ্যে এমন এক স্বেচ্ছাসঙ্কল্পিত সংযমের সৃষ্টি করেছে, যা চিরাচরিত বিবাহ রীতির গোঁড়া পদ্ধতি কোনো দিন সফল করে তুলতে পারে নি।

একথা ছেড়ে এখন মেয়েটীর কথায় ফিরে আসা যাক। বিশেষ করে অপর পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত না হওয়া ও বাস করার যে-সঙ্কল্প সে করেছে, সেই বিষয়েই আলোচনা করছি। অপরে এই সঙ্কল্পটী কিভাবে গ্রহণ করবেন জানি না, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই সঙ্কল্প সামাজিক বিধি ভঙ্গ করলেও, মেয়েটি তার নিজস্ব দৃষ্টি-কোণ থেকে এটি সম্পূর্ণ নীতিগত বলেই মনে করে। এতদ্বারা একথা বোঝায় না যে, আমি তার সঙ্কল্প সমর্থন করি বা তাকে এই পথ গ্রহণ করতে উপদেশ দেব। এই সঙ্কল্প প্রচলিত সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ এবং সামাজিক অভ্যাস ও চিন্তাধারায় বিশেষ পরিপন্থী বলেই আমি এই প্রথার বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তবে আমি এই সঙ্কল্পের অন্তর্নিহিত সারল্য ও নৈতিক মূল্যের প্রশংসা করি। যে সারল্য ও সাধুতার সহিত মেয়েটি অকপটে সমস্ত কথা প্রকাশ করেছে তা অমূল্য, একথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। সব ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে যদি এই জাতীয় অকপট সারল্য প্রচলিত থাকত এবং ছেলেমেয়েরা যদি বিরুদ্ধ সমালোচনা বা ভুল বোঝার কোনো আশঙ্কা না রেখে, অকপটচিত্তে সকল কথা খোলাখুলি বলতে পারতো তাহলে সেদিন পৃথিবীর কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হ'ত?

আমাদের অভ্যাসগত চিন্তাধারা, ব্যক্তিগত ও সমাজগত নীতির মাপকাঠি যে বিভিন্ন, একথা স্বীকার করে না। এইক্ষেত্রে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত নীতি, সমাজগত নীতির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রবহমান। সামাজিক মতে মেয়েটি "দুঃশীলা"। ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু তা নয়। সুতরাং আমরা এমন এক সংসারের সম্মুখীন হয়েছি যা সমাজ এখনও বিশ্লেষণ করতে পারেনি।

মেয়েটি তার চিঠির অপর একটি অনুচ্ছেদে লিখেছে:

"আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, অধিকাংশ পুরুষ সম্পর্কেও আমার অনুরূপ ধারণা। এ রকম কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই এই আমার ধারণা। আপনি কাউকে নির্দেশ করে বলতে পারেন না যে, এ মেয়েটি "আধুনিক"। কারণ সে তার ধারণানুযায়ী অল্প বিস্তর "আধুনিক"। অনেকে আধুনিক বটে, কিন্তু মতবাদের গোঁড়ামি আছে। মদলিনের কথা ধরুন না কেন, সে ত' খুব আধুনিক, কিন্তু তার গোঁড়ামিও বড় কম নয়। সুতরাং এ কথা বলা চলে না যে সব আধুনিক মেয়েরাই গোঁড়া নয়। আমার দৃষ্টান্ত দেখুন, আমি আধুনিক এবং বাহ্যতঃ বেশ গোঁড়া, অন্ততঃ গোঁড়া সেজে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমি তা নই। সিনেমায়, বাসে বা রেস্তোরায় ধূমপান করা কেন অন্যায়, তা জানি না। যে লোককে আমি আমার নির্জন কক্ষে আপ্যায়িত করতে পারি, প্রকাশ্য রাজপথে তাকে আপ্যায়নে ত্রুটি কোথায়? আরো অনেক বিস্ময়কর কথা ভাবি, কিন্তু সে সব সমস্যার কোনো সমাধান নেই, অন্ততঃ আমি ত' পারি না, অথচ আমি আধুনিক এবং কিছু পরিমাণে গোঁড়া।"

এই পত্রলেখিকা অবশ্য এই আকর্ষণের ও মধ্যবয়স্কদের অবজ্ঞা ও অনাদর বরণ করার কারণ নির্দেশ করে নি। হয়ত এই আধুনিকার ধারণা যে প্রাচীন মতবাদ মাত্রেই সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ এবং সেই কারণেই তাকে অবজ্ঞা করাই যুক্তিযুক্ত, নয় ত মধ্যবয়স্কদের বিরুদ্ধে আধুনিক-দের আর কি অভিযোগ আছে যে, তাঁদের অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা তারা আহ্বান করে? এই মতবাদ গঠনমূলক মনোভাবের পরিচায়ক নয়, আধুনিক তারুণ্যের প্রকৃতিগত ধ্বংসকারী চরমপন্থা। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ গঠনমূলক উদ্দেশ্যেই এর পরি-সমাপ্তি। সংশয়াচ্ছন্ন বর্ত্তমান সামাজিক রীতিতে এর প্রয়োজন আছে। ইহা অবশ্য চরম সমাধান নয়। আর একটি ধাপ মাত্র।

দুটি বিভিন্ন পদ্ধতির বিবাহ যথা—(১) শুধুমাত্র সহবাসের জন্য, (যা ইতিমধ্যেই অনেকক্ষেত্রে গোপনে প্রচলিত) এবং (২) সন্তানধারণ ও

পালনের জন্ত—উত্তরকালে আমাদের সমাজে প্রচলিত হতে পারে, আমার এই উক্তিতে হয়ত পাঠকবৃন্দ চমকিত হতে পারেন। তাঁরা হয়ত আরো চমকিত হবেন যদি বলি, যে, উপযুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, 'সহবাসের জন্ত' বিবাহ সম্ভবপর এবং সহজসাধ্য করে তুলতে পারে।

মনুষ্য সমাজের শরীরগত এবং জীববিজ্ঞানগত প্রয়োজনে আমাদের বিবাহপদ্ধতির যে বিশেষ পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন একথা অনেক পাঠক স্বীকার করেন না। অনেকে স্বীকার করেন যে, আমাদের প্রচলিত বিবাহরীতি একটি অসম্পূর্ণ পদ্ধতি, কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁরা একথা বলেন যে, মানুষের বুদ্ধিতে ইহাপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী পদ্ধতি গঠন করা অসম্ভব। এই নূতনতর পদ্ধতিকে কার্যকরী করা এবং মানুষকে তদুপযুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষাদান করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের অতীতের অজ্ঞতাসম্ভূত রীতিনীতি এখনও চালাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। নির্ভীক চিন্তা ও বাণী এবং কার্য্যক্ষেত্রে নির্ভীক কর্ম-পদ্ধতি আমাদের অনেক দূর অগ্রগামী করতে পারে। এই কারণেই আমি আধুনিক যুগকে পছন্দ করি। এই যুগ নির্ভীক। কালে কালে, যুগে যুগে, সমগ্র মানব জাতিকে যে- আদর্শ, যে-বিশ্বাস যে-দুঃসাহস, নব নব প্রেরণা প্রদান করেছে, নূতন জীবনের সূচনা করেছে, এই যুগের অন্তরে সেই বিশ্বাস ও সাহস বর্তমান—সেই দুঃসাহসিকতা প্রবহমান।

বিশেষ অবস্থায় জড়িত সংগ্রামশীল মানুষকে যখন দেখা যায় তখনই উপলব্ধি করা যায় যে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সুবিবেচনার দ্বারা এই জাতীয় সঙ্কটের সংশোধন করা সম্ভব। এই সূত্রে একটা গল্প বলি :

একটি মেয়েকে জানতাম, ইমোজেন নামেই তাকে এখানে উল্লেখ করবো। বারো বছরের মেয়ে এই ইমোজেন একটা গ্যারেজের চুরির

মামলায় সাক্ষী ছিল। তার মার সঙ্গে আদালতে এসে ইমোজেন তার বক্তব্য বলে গেল ; মেয়েটির মুখের বিশেষ একটি চাহনি দেখে আমি তার মাকে আদালতের পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করলাম।

তাঁর মেয়ের প্রকৃতিগত যৌনাধিক্য বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সে এসেছে কিনা সে কথাও জিজ্ঞাসা করলাম।—অবশ্য এমনই স্পষ্ট না হলেও, মোটামুটি আমি এই প্রশ্নই করেছিলাম, কিন্তু আমার এত কলা-কৌশল সত্ত্বেও ইমোজেনের জননী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পরে তাঁকে প্রকৃত অবস্থা বিশদভাবে জানাতে তিনি যুগপৎ ভীত ও অস্থির হয়ে পড়লেন।

মেয়েটি যে স্কুলের ছাত্রী, সেখানকার অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে ইমোজেনের চরিত্রে সন্দেহজনক কিছু লক্ষিত হয়েছে কি না সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ বিরক্ত হয়ে বল্লেন—রামোঃ, যত সব ওপর পড়া বাজে ভাঁওতা, জজ লিণ্ডসের স্বভাবই এই রকম। তারপর সেই অধ্যক্ষ ভীষণ বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসে বল্লেন—কিণ্ডারগার্টেন ক্লাশ থেকে ঐ মেয়ে আমার চার্জে রয়েছে, ওর নিষ্পাপ মন আমার কাছে পাঠ্য পুস্তকের মতোই পরিচিত, এরকম মিথ্যা অপবাদ রটনার উদ্দেশ্য কি ?

শান্তকণ্ঠে বললাম—মিথ্যা অপবাদ আমি দিইনি, তবে এটুকু বলতে পারি, ইমোজেন যদি বিপদে কখনও না জড়িয়ে পড়ে থাকে, বিপদে পড়বার দিন যে তার আসন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অবশেষে একদিন ইমোজেনকে নিয়ে তার মা আমার কাছে এলেন, তাঁকে সরিয়ে দিয়ে আমি ইমোজেনের সঙ্গে আলাপ করলাম, পনের মিনিটের মধ্যেই সে স্বীকার করলো যে ছেলেদের সাহচর্যে সে ইতি মধ্যেই "অসতী" হয়েছে।

এইটুকু বলেই আমি হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি, এই আশঙ্কায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠলো, তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, তার বিনানুমতিতে আমি কোনো কথাই প্রকাশ করবো না, পরিশেষে অতিকষ্টে তার মাকে এ কথা জানাবার জন্য তাকে রাজী করলাম, কিন্তু তার বাবাকে এ বিষয় কিছুই জানাতে সে রাজী হোল না, তাঁকে সে ভীষণ ভয় করে।

এর পর ইমোজেনের মাকে ডেকে গোপনে আলাপ করলাম। এই জাতীয় বহু বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে জানালুম। আমার বক্তব্য আমি বললাম, ইতিমধ্যেই তাঁকে কিঞ্চিৎ দৃঢ় করে গড়ে নেওয়ায়, তিনি নীরবে বেশ শান্ত ভাবেই এ-সব (shock) সহ্য করলেন।

ইমোজেন যদি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করে তাতে তাঁর কোনও আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বল্লেন, না—আমার মেয়েকে আমি নিজেই দেখা-শোনা করতে পারবো।

তিনি তা করেছিলেন—

পাঁচ বছর পরে, এক সতের বছরের তরুণী সোজা আমার আদালতে এসে হাজির হোল। এ সেই ইমোজেন, সে নিজেই তার পরিচয় জানালো। তারপর সে বল্লে—জজ সাহেব, ছেলেদের সম্পর্কে আপনার কাছে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, গত মাস পর্য্যন্ত তা আমি পালন করেছি, কিন্তু সম্প্রতি সে প্রতিশ্রুতি ভেঙেছি, সেই কথাই আপনাকে জানাতে এসেছি।

এরপর তার কাহিনী আরম্ভ হোল—সে আজকাল মেয়েদেরই এক স্কুলে পড়াশুনা করে। সে আর তার এক সহচরী (এ মেয়েটির ছবি

আমি কিছুকাল আগে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম) আর দুটি ছেলের সঙ্গে এক নাচের আসরে গিয়েছিল। নাচের পর স্কুলে ফেরার পথে এই ছেলেদুটিকে তারা প্রেমলীলার সুযোগ গ্রহণে অনুমতি দিয়েছিল! ইযোজেন বলে—দোষ তাদের একার নয়, আমাদের অপরাধও বড় কম নয়। এই সোহাগের ফলে এখন সে বিশেষ উত্তেজিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এর ফলাফল সম্পর্কে তার দুর্ভাবনার আর সীমা নেই।

আমি তাকে যথাসম্ভব উপদেশ দিয়ে, এই জাতীয় কাণ্ডের পরিণাম সম্পর্কে তাকে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করে দিলাম। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও সেই ছেলেটির সঙ্গেই ইযোজেন আর একটি নাচের পার্টিতে গেল, এবার অবশ্যম্ভাবী "বিপদ" ঘটলো।

পরে ইযোজেন আমাকে বললে—দেখুন, আমি যে এসব চাই তা নয়, আমি আবার সংযত থাকতে চেষ্টা করবো, কিন্তু আমি ছেলেদের সঙ্গে না মিশে থাকতে পারি না। আমি কিছুতেই ডরোথির (ইযোজেনের এক ঘনিষ্ঠ সহচরী) মতো হতে পারলাম না, সে কখনো এমন বিপদে পড়ে না।

আমি বললাম—ব্যাপারটি খুবই খারাপ, কিন্তু এই তোমার প্রকৃতিগত স্বভাব। তোমার যৌন-প্রবৃত্তি পূর্বাহ্নেই জাগ্রত হয়েছে, তোমার এখনই বিয়ে হওয়া উচিত, কিন্তু তোমার বাবা-মা সে কথা বোঝেন না, তুমি আবার আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে সংযত হয়ে থাকবে, আর এবার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করো। মাঝে মাঝে আমার এখানে আসবে।

সে কথা রেখেছিল, কিছুকাল বেশ চললো। তারপর একদিন সে অত্যন্ত খুশীমনে আমার কাছে এল। একজন বাইশ বছরের

ছেলের সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছে, ছেলেটিও তাকে খুব ভালবাসে এবং তাকে বিবাহ করতে রাজী হয়েছে।

কিন্তু তারপর আর একদিন যখন এলো তখন সে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছে। তার বাবা-মা এ বিবাহ নিষেধ করেছেন, তাঁরা বলেছেন, এখন তাকে সোজা পূর্ব্বাঞ্চলের স্কুলে যেতে হবে, আর পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বিয়ের কথা যেন সে মনেও না আনে, অর্থাৎ আরো আট বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ইযোজেন বল্লে—এ আমার সহ্য হবে না, আপনি গোপনে আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিন, বাবা, মা, জানতে পারবেন না, তারপর আমি স্কুলে চলে যাব, ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবো, যদি সন্তান সম্ভাবনা হয়, তখন বাবা-মাকে জানাবো আমরা বিবাহিত।

আমি বল্লাম—আমি তা করতে পারি না, তোমার বয়স কম, বাপ-মার অনুমতি ভিন্ন তোমার বিবাহ দিতে পারি না।

সে উত্তর দিলে—কিন্তু বাপ মার বিনানুমতিতেও ত' আপনি বহু নাবালিকার বিবাহ দিয়েছেন। আপনি ত' জানেন যে অবৈধ সংসর্গের ফলে যখন সন্তান জন্ম আসন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই অজাত সন্তানের অধিকার (right) পিতৃ-পিতামহের দাবী অতিক্রম করে, যদিও পিতামহের সম্মতি না থাকে তথাপি এই অজাত সন্তানের পিতা-মাতার বিবাহ দেবার অধিকার জুভেনাইল কোর্টের আছে। এই প্রকার অবস্থাতেই ত' আপনি স্যাডি ব্রাউনের বিবাহ দিয়েছিলেন, আপনি তার বাবা মাকে যা বলেছিলেন সে কথা সে আমাকে বলেছে।

আমি স্বীকার করলাম অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু এই প্রকার কোনো আচরণ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিলাম, ইযোজেন চিন্তিতমনে

চলে গেল। কয়েক সপ্তাহ পরে সে আবার ফিরে এল, বললে এইবার আমাদের বিবাহ দিন, আমাদের বিবাহের সুবিধা হবে এ কথা না জানিয়ে আমি আমার বন্ধুর 'অসৎ সংস্পর্শে' এসেছি।

যদি বলি একথা শুনে, আমি অস্থির হয়ে পড়লাম, তাহ'লে মৃদুভাবে খুব কমই বলা হোল!

প্রশ্ন করলাম—তুমি কি জানো না, সে ক্ষেত্রে তোমার বন্ধু তোমাকে বিবাহ করতে নাও রাজী হতে পারে।

সে বল্লে—না, তা কেন হবে, সে যে আমাকে ভালবাসে—

আমি বল্লাম—কিন্তু তোমার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণের ক্ষমতা তার নেই, বাপ-মার অমতে একে বিবাহ করার অর্থ তাঁদের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; সুতরাং তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

সে বল্লে—আমি যা করেছি এবং আমার যা প্রকৃত অবস্থা আপনি মাকে তা জানান, তাঁকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিন যে আমাদের অবিলম্বে বিবাহ হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং তার মাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে সমস্ত অবস্থা জানালাম, তিনি হতাশাভরে বল্লেন—তা বুঝি, কিন্তু আমার স্বামীর ইচ্ছা পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ও স্কুলে পড়ুক।

আমি বল্লাম—তিনি ওর সর্ব্বনাশ ডেকে আনছেন, এত বিলম্ব অবশেষে অপরাধে পরিণত হবে, মেয়েটি ভালো বটে কিন্তু এই তার প্রকৃতি, তাকে এই সুযোগটি গ্রহণ করতে দিন।

মা বল্লেন—ও যা করেছে আমি যদি স্বামীকে তা বলি, তা হলে তিনি ওকে হয় ত হত্যা করবেন।

বল্লাম—তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন যে আঠারো বছর বয়স হলেই ওরা

পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করবে, সে কলঙ্ক যদি প্রতিরোধ করতে চান, তাহ'লে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়াই ভালো।

তিনি তাই করলেন, ফলে তাঁর স্বামীকে আপোষ রক্ষা করতে হোল। স্থির হোল মেয়েটিকে আরো একবছর স্কুলে পড়তে হবে, তারপর ইচ্ছা থাকলে সে বিবাহ করতে পারে। বলা বাহুল্য মেয়েটি সে ইচ্ছা করেছিল। মহাসমারোহে একদা চার্চে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হোল, আজ সে শান্তিময়ী জায়া ও জননী, ডেনভারের মহিলা সমাজের নেতৃস্থানীয়া, সন্দেহাতীত তরুণী সমাজ সেবিকা।

প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (বিশেষতঃ বিবাহ বিধি) মানব প্রকৃতির বিদ্রোহ করার ফলে উদ্ভূত মানব-জীবনের বহুবিধ পরিস্থিতির মধ্যে কৌশল ও চক্রান্তের ফলে কি গভীরতম ট্র্যাজেডির উপাদান নিহিত থাকে তা প্রদর্শন করাই এই কাহিনীটি উল্লেখ করার অন্যতম কারণ। আলোচ্য পরিস্থিতির জটিলতায় আমি সরল মীমাংসা করেছিলাম, কিন্তু দশের মধ্যে নয়টি অনুরূপ ঘটনায় বিপত্তিকর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে।

জীবতত্ত্বগত দৃষ্টিকোণে বিচার করলে দেখা যাবে যে বিবাহ সহজ, স্বতোৎসারিত, ও স্বাভাবিক হওয়া উচিত, তাহলে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই চরিতার্থ হবে। **অর্থ-নৈতিক কারণে বছরের পর বছর বিবাহ পিছিয়ে রাখা চলে না।** (যতকাল না তরুণ দম্পতির সন্তান প্রতিপালনের উপযোগী অর্থ-নৈতিক সামর্থ্য হবে, ততকাল সন্তান সম্ভাবনার প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে পূর্ব্বাহ্নে বিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অল্পবয়স এবং আপেক্ষিক অর্থনৈতিক অক্ষমতা ব্যতীত এই তরুণী ও তার প্রিয়তমের বিবাহ সংঘটিত না হওয়ার আর কি যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে?) এই অর্থ-নৈতিক অসামর্থ্য তাদের বিবাহের পথে

প্রধানতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবার একমাত্র কারণ এই যে বিবাহের ফলে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে, অথচ এমনই বিড়ম্বনা যে আসন্ন সন্তানের আবির্ভাব-ভীতি এই বিবাহ সম্ভব হবার একমাত্র কারণ। বিবাহ কোরোনা—কারণ সন্তান জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা বিদ্যমান, আবার সন্তান সম্ভব এই একমাত্র কারণে বিবাহ করতেই হবে।

বাতুলতা আর কাকে বলে!

আগামী

বিবাহ ও অর্থ-নৈতিক সঙ্কট

যে অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের জন্ম বিবাহ আজ বহু জীবনে ট্রাজেডি সৃষ্টি করে, সেই জটিল সমস্তার অনেকাংশে সমাধান হবে যদি সন্তান প্রজনন সম্পর্কিত সমগ্র ব্যাপারটি, যাদের সন্তান সম্ভাবনা, একান্তভাবে তাদেরই আয়ত্তাধীন রাখা হয়। অনেক নবীন দম্পতি অল্প আয়ে সন্তানহীন অবস্থায় সুখে দিনাতিপাত করতে পারে, তারপর আয় যখন ক্রমশঃ বাড়বে, এদিকে উভয়ের সখ্যতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোনো অনিশ্চয়তা থাকবে না ; তখন আর সন্তান ধারণে বাধা কি? তখন অনায়াসেই সন্তান লাভ করা যেতে পারে। উপস্থিত বিবাহ বিধি অনুসারে অল্প আয় সত্বেও নবীন দম্পতি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, পালন করবার সামর্থ্য না থাকলেও সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর তার বহনে অক্ষম দুর্বল স্কন্ধ সেই ক্লান্তিকর গুরুভার বহন করে জীর্ণ হয়ে পড়ে। এই কারণেই হাজার হাজার দম্পতি পারিবারিক ও ডিভোর্স আদালতে আসছে। নারী হয়ে ওঠে স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত ক্রীতদাসী। আর স্বামীর জীবন কারাগারে পরিণত হয়। জীবনের সমস্ত স্বপ্নের অবসান হয়, যতদূর সম্ভব এই দুঃখময় জীবনের জের টেনে তারা চলে—যখন আর পারে না আদালতে এসে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা জানায়।

একটি পরিকল্পনানুসারে এই দম্পতি পরিপূর্ণ ও শান্তিময় জীবন উপভোগ করতে পারে, নারী তার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে যৌবনের আশা ও

উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, আর অপর পরিকল্পনায় জীবনের শ্রেষ্ঠতম নীতি লঙ্ঘন করতে হয়, যার ফলে বেদনাদায়ক প্রাকৃতিক শাস্তি ভোগ করতে হয়—সমাজকেও এই শাস্তির অংশভাগী হতে হয়, কারণ এতদ্বারা বহু বহুমূল্য জীবনের সক্রিয়তা ও পরিপূর্ণতা হ্রাস পায়। উপযুক্ত জীবতত্ত্বগত ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার ফলে বিবাহ কদাচিৎ নিষ্ফল হতে পারে, এবং এইভাবেই ত্রুটিপূর্ণ জীবতত্ত্বগত ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার ফলে বিবাহের নিষ্ফলতা কিছুতেই প্রতিরোধ করা যায়না, বর্ত্তমানে বিবাহ-বিধির নিষ্ফলতাই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আমাদের ডিভোর্স কোর্টের কাজ কেন দ্বিগুণ হয় না তাই ভেবে বিস্ময় বোধ করি। আমাদের ডিভোর্সের পরিসংখ্যা (Statistics) দেখে কেন যে লোকে বিস্মিত, বিভীষিকাগ্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে তা বুঝিনা। বরং এই নির্বোধ ব্যবস্থা যে পরিমাণ লোকে উপযুক্ত মনে করে, তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত।

উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধাময় বিবাহবিধি কার্য্যকরী হতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, অবাঞ্ছিত সন্তান, (কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতা) প্রভৃতির সংমিশ্রণে ও পেষণে সমস্ত নিষ্পেষিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় সন্তান সম্ভাবনা গুরুতর অপরাধ। আমাদের জাতকে ব্যাঙের মত ডিম প্রসবে উৎসাহিত করার অপরাধে আমরাও অপরাধী।

অজ্ঞতা মানে সোজাভাবে কিছু ভাবতে না পারা, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে এই অজ্ঞতাই আমরা সযত্নে লালন করছি। এর অর্থ, মূলগত তথ্য যা সকলের জানা উচিত, সে সম্পর্কে অজ্ঞতাও বটে। বিবাহ ব্যবস্থায় আর সব বিষয়ের মধ্যে যৌন তথ্য সম্পর্কিত অজ্ঞতা একটা প্রধান জিনিষ। জীবনে যৌনতত্ত্বের প্রভাব কতখানি সে বিষয়ে

নরনারীর একটা ধোঁয়াটে ধারণা আছে মাত্র। অনেকের ধারণা যৌন-গত দায়িত্ব বহনের শক্তি যৌন সম্পর্কের আছে, সেই কারণে সম্পূর্ণ বিষয়টি অবহেলা করে যৌন সম্পর্কের অন্তর্নিহিত নিয়মানুবর্তিতা উপেক্ষা করে জীবনটাকে আগাছাপূর্ণ বাগানে পরিণত করে, আর যৌন সম্পর্কের পবিত্র দায়িত্ব অবহেলিত হয়।

কোনো আর্টই স্বয়ংসিদ্ধ নয়, আর সকল আর্টের মধ্যে প্রেমলীলা প্রয়োজনীয়তা ও প্রাধান্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ মনস্তত্ব ও জীবতত্বগত ভিত্তির উপর সর্বপ্রকার আর্ট প্রতিষ্ঠিত।

এই সূত্রে Andre Tridon তাঁর "Psychoanalysis and Love" নামক চমৎকার গ্রন্থে লিখেছেন—"Considering the artificial character of the marriage union, and at the same time the psychological importance of its durability as far as the mental health of the off-spring is concerned, one of the most pressing duties of the community (and one which it never performs), should be to devise all the possible ways and means whereby the sex cravings of both mates could be helped to retain their freshness and strength as long as possible."

অতঃপর লেখক বলেছেন ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও সৌন্দর্য্য নরনারীর প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুতরাং প্রয়োজন হলে কৃত্রিম উপায়েও এই গুণাবলী সযত্নে রক্ষা করতে হবে ও পালন করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার মধ্য থেকে শৃঙ্গার রসকে (erotism) ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, তা ছাড়া আর উপায় কি। অন্ততঃ শৃঙ্গারার্থে (erotic sense) স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বজায় রাখা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

দারিদ্র্যের জন্ত বিবাহিত জীবনে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, শঙ্কা ও সংশয়াচ্ছন্ন দারিদ্র্যের মধ্যে বিবাহিত জীবনে প্রেমলীলা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়,—নির্ভরতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তির জন্ত তাই পূর্ব্বরাগের প্রয়োজন।

অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও সংশয়ের ফলে বিবাহিত জীবনে আর এক অশান্তির সৃষ্টি হয়। বিবাহের পর, বিবাহিত নরনারী, উভয়ের ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হয়। বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগে কিন্তু পাত্র পাত্রী পারস্পরিক "অহং" (ego) সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত থাকে! বিবাহের পর কিন্তু এই শ্রদ্ধা ম্লান হয়ে আসে, সেই সঙ্গে প্রেমও অন্তর্হিত হয়।

সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিবাহের পর পাত্রপাত্রী উভয়কে উভয়ের বাঁদদাসী হ'তে হবে। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়। এইভাবে কোনো পক্ষই মানিয়ে চলতে পারে না, কেউ কেউ হয়ত মানিয়ে নেয়, কিন্তু তার অর্থ আত্মবিলুপ্তি, এই অনুসরণ বৃত্তি এক হিসাবে সাংসারিক প্রশান্তিবাদ, তাই সামান্ত কিছুর জন্ত উভয়পক্ষের পাত্রপাত্রী যে কোনো মূল্যে আত্মাকে বিক্রয় করে শান্তি ক্রয় করে। তারা শান্তি চায়, সুখ চায় এবং কিছুকালের জন্ত সে শান্তি উপভোগ করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এক পক্ষ মিথ্যা কথা বলে ও অন্তগোপনতায় অপরপক্ষকে বঞ্চনা করে, আর উভয়ের মধ্যে যে পক্ষ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সে ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবে দুর্ব্বল পক্ষকে অভিভূত করে নিজস্ব প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই ভাবে নিজেদের বঞ্চনা ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করার ফলে হাজার হাজার বিবাহিত দম্পতি মায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অবচেতন মন এই একমাত্র প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে, যার ফলে অনেকক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর মধ্যে দুর্ব্বল পক্ষ সম্পূর্ণরূপে যৌনগত অক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। জটিল

পুরাতন ব্যাধি, স্নায়বিক বৈকল্য প্রভৃতিতে আক্রান্ত রোগীতে চিকিৎসক, মনস্তাত্বিক ও স্নায়ুতত্ব বিশারদের ঘর কি ভাবে ভরে যায়, তা উপকথায় পরিণত হয়েছে।

বিবাহিত পাত্রপাত্রীর পক্ষে 'অনুসরণ প্রবৃত্তি' অপেক্ষা দৃঢ় অহংমন্যতা (egotism) ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা অধিক প্রয়োজন। এই জাতীয় বর্ব্বরতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করার ফল মারাত্মক। ক্রোধ ও বিরক্তির উগ্রতারও এই ফল। শুধু মাত্র সরল ও সহজ সুযুক্তি এই জাতীয় সঙ্কটের সমাধান করতে পারে।

কেবলমাত্র চিন্তা ও কর্মশক্তির স্বাধীনতা ও শঙ্কামুক্ত মনের দ্বারাই বিবাহিত জীবনে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেই ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা সম্ভব, আর যৌনগতভাবে এই একমাত্র আকর্ষণ যাতে নরনারীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ চিরন্তন হয়ে থাকে।

অনেকের মতে বিবাহের এই চিরন্তন আকর্ষণের তেমন কিছু গুরুত্ব নেই, বৈচিত্র্যহীন নীরসতার মধ্যে কয়েকবছর কাটাবার পর, এই আকর্ষণ অবলুপ্ত হয়ে নিষ্কাম প্রেমে পরিণত হয়। কথাটা সত্য, অনেকক্ষেত্রে এমনই হয়, অধিকাংশ বিবাহ বিচ্ছেদের এই মূল কাহিনী।

অনুকূল অবস্থায় স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যতকাল শারীরিক সক্রিয়তা বর্ত্তমান থাকবে, ততকাল উভয়ের মধ্যে যৌনগত আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকবে। যৌন জীবনের মহান্ প্রতীক অন্তরের অন্তস্থলে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উভয়ের অন্তরঙ্গতা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আরো নিবিড়, মধুর ও চিরস্থায়ী করে রাখবে। কিন্তু বর্ত্তমান বিবাহবিধি অনুসারে সাধারণতঃ এই সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের সভ্যতার এই প্রধানতম ট্রাজেডি।

যৌন ঘনিষ্ঠতায় দৃঢ়তা ও নির্ভীক ব্যক্তিত্ব যে কতখানি সহায়ক তা

আধুনিক তরুণীরা প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমলীলায় যে প্রবল স্বাধীনতা ও চটুলতা প্রদর্শন করে তাতেই প্রমাণিত হয়। তথাকথিত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষের প্রতি নারীর কি পরিমাণ মোহ এবং কর্ম্মক্লান্ত 'গুহাবাসী' জাতীয় পুরুষের প্রতিই বা কি আগ্রহ তা সর্ব্বজনবিদিত।

যে নির্ভীকতা ও স্বাধীনতা বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগে পরিলক্ষিত হয়, বিবাহবিধি অনুসারে সেই স্বাধীনতা যদি উপভোগ করা যায়, তাহলে বিবাহগত প্রেমে যে অসম্পূর্ণতা আছে তা সম্পূর্ণ হবে। এই স্বাধীনতা বা মুক্তি পূর্ব্বরাগের মত স্বামী স্ত্রী উভয়ের চোখে উভয়ের ব্যক্তিত্ব বর্দ্ধিত করবে। এই ভাবে উভয়ে উভয়ের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, এই ভাব দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং উভয়ের মিলন সূত্র পারস্পরিক ঔদাসীন্যমুক্ত হবে। ব্যভিচারের মূলগত কারণই এই বৈচিত্র্যহীন সংযোগ। যে জটিল মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় যৌন পরিতৃপ্তি সম্ভব এই জাতীয় ঔদাসীন্যে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেই কারণে এই ঔদাসীন্য শুধু ব্যভিচার নয় প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসহীনতার সমান, নর নারীর পারস্পরিক মিলনের ভিত্তিমূলে এই উদাসীনতা রূঢ়ভাবে আঘাত করে।

যেখানে একপক্ষ অপরের অনুগ্রহাধীন, সেখানে স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব, সেখানে বাধ্য হয়ে অপরের খেয়াল অনুসারে চলতে হয়, যেখানে এমনই অবস্থা সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে সমকর্ম্মিতার (Partnership) অভাব। এই ব্যবস্থানুসারে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অনুগ্রহাধীন ব্যক্তিকে অপর পক্ষ পালন করে মাত্র এবং যে যুক্তিতে পালন করে তার গুরুত্ব ক্রমশঃ কমে আসে। অনেকের আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান এত কম যে তারা এ ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু মনে করে না; এমন অনেক লোক আছে যারা বিত্তশালী রমণীকে বিবাহ করে পয়সা-

সঙ্গে তার অর্থানুকূল্যে দিনাতিপাত করে, সেইভাবে আবার অনেক মেয়ে স্বামীর অর্থ সম্পত্তি উপভোগ করবে বলেই বিবাহ করে, এর নাম বিবাহিত গণিকাবৃত্তি।

বিবাহের পর মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এই সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করে, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহিত রমণীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কি ভাবে সম্ভব হতে পারে সে পরিকল্পনা করা কঠিন। বিবাহের পূর্ব্বে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজকাল ক্রমশঃই অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কালে আরো হবে, আর নারী যখন নিজের জীবিকা অর্জ্জন করে সন্তুষ্ট হয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে তখন স্বামীর সঙ্গে তার সংযোগ বিশেষ ব্যাহত হবে। যে কোনো মুহূর্ত্তে ত সে তাকে ত্যাগ করতে পারে, তখন আর তাকে শয্যা ও আহার্য্যের বিনিময়ে রক্ষিতার মত দেহ বিক্রয় করতে হবেনা।

সব কিছু বলা ও করা হলেও একথা বলা যায় যে বিবাহের ফলে উপার্জ্জনশীল পক্ষ অনেক কিছু সুখ ও সুবিধা ভোগ করতে পারে। কোনো নারীকে বিবাহ করা মানে যে রক্ষিতা পোষণ করা নয়, এই স্বপ্রকাশ মতবাদ উপেক্ষা করে স্বামী যদি স্ত্রীকে সমকক্ষ সহচরী হিসাবে গ্রহণ করে, সংসারে পুরুষের চেয়ে নারীর ত্যাগের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী এই সত্য যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রীর জীবন নিস্তরঙ্গ নদীর মতো স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

দুঃখের বিষয় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর কৃপার পাত্র, সন্তান ধারণে সম্মতি প্রদান করে, নারী তার সকল সৌভাগ্য বন্ধক রাখে। বেকন বলেছিলেন—"মানুষ যখন বিবাহ করে তখন সে সকল সৌভাগ্য বন্ধক রাখে," তিনি এই কথাটির সঙ্গে "আর যাকে বিবাহ করে একথা তার সম্বন্ধে দ্বিগুণ ভাবে প্রযোজ্য"

এই অংশটুকু যোগ করলে ভালো করতেন। এই একমাত্র কারণে স্বাভাবিক ও আন্তরিক কামনা সত্বেও বহু বিবাহিত রমণী সন্তান ধারণে ভীষণ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

এই ব্যাধির কোনো ওষুধ নেই, কোনো তৈরী প্রতিষেধক নেই, ব্যক্তিগতভাবে বাহ্যিক অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সংযত প্রকৃতির ওপর সমস্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সংযত নৈতিক শিক্ষাই স্বাভাবিক ও একমাত্র প্রতিষেধক।

প্রকৃত কার্য্যকরী আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্র চরম অবস্থা প্রশমনে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু যারা আইনের সাহায্য গ্রহণ না করে নীরবে বিচার বরণ করে নেয় তাদের কি উপায় হবে?

অনেকে প্রস্তাব করেছেন যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সন্তান ও জননীদের পালন করবার জন্ত পেন্সন বা বৃত্তি ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু উভয়ের জীবন যাত্রা প্রণালী বিভিন্ন। একজনের দুখানি ঘরে ভালো চলে, অপরের বারোখানিতেও কুলায় না। একজনের কাছে যা সাহায্য, অপরের কাছে তা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ। পেন্সন ও বৃত্তি ব্যবস্থা এই কারণেই কার্য্যকরী নয় এবং নিজেদের সাহায্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যেমন কলোরাডোয় হয়েছে।

সন্তানের মত জনক জননীদের ওপরও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য আছে, সেই কারণে শিশুদের সাহায্য ব্যবস্থা করে অভিভাবকদের সেই অর্থের অছি (Trustee) নিযুক্ত করা উচিত।

কারাদণ্ডের ভয় দেখিয়ে আমাকে প্রায় অনেক স্বামীর আয়ের কিছু অংশ তার স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের জন্ত আদায় করে, দিতে হয়, কিন্তু স্বামী যদি কারাদণ্ডই বরণ করে তাহলে তার পোষ্যবর্গ কি পাবে, কারাগারে ত কিছু রোজগারের ব্যবস্থা নেই, রোজগার থাকলে না হয়

সাহায্য হোত, কিন্তু রাষ্ট্রগত নিয়মে এমন কোনো ব্যবস্থাই নেই। ক্যালিফোর্ণিয়ার সম্প্রতি এমনি একটা প্রশংসনীয় ব্যবস্থা হয়েছে, অন্যত্র অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবার সম্ভাবনা আছে।

আইনের সাহায্যে অবস্থার উন্নতি সম্ভব, কিন্তু সে আইনে চিরস্থায়ী ফল হতে পারে বলে আমি মনে করিনা। চিরস্থায়ী ফল হওয়া সম্ভব শুধু সর্ব্বজন-গ্রাহ্য যথোপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায়। অভিভাবক ও সন্তান সকলের জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য সে পথও সুদূর। কিছুকাল ধরে আমি বহুবার কলোরাডো ব্যবস্থা পরিষদে অভিভাবকদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার (বিশেষতঃ যৌন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও উপযুক্ত ভাবে সন্তান পালন) জন্য আইন উত্থাপন করেছি, কারণ রাষ্ট্র যখন ছোটদের পিতৃত্বের শিক্ষা দিতে নারাজ তখন অভিভাবকদের সন্তান পালন শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

আমরা, যারা মনে করি, যে কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমাদের একটা সংশয়যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তাদের কাছে এই সব পরিবর্ত্তন অত্যন্ত শ্লথগতিতে ঘটছে বলে মনে হবে। অনেক সময় সত্যই অত্যন্ত নিরাশা-জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণে বিচার করলে দেখা যাবে যে পরিবর্ত্তনের গতি শ্লথ নয়, বরং অত্যন্ত দ্রুত। এই গ্রন্থে যে সব বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের কথা উল্লিখিত হয়েছে তা মাত্র বিগত দশ বৎসরে ঘটেছে, এ কথায় হয়ত অনেকে বিস্ময় বোধ করবেন, অবশ্য বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সম্ভাবনার কথা জানতেন। স্বামী যা কিছু রোজগার করেন তা তাঁর সম্পত্তি, এবং সংসারে স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনে যা ব্যয় করেন সেটা তাঁর মহানুভবতা ও ঔদার্য্যের লক্ষণ, এই ধারণার এখন আর প্রচলন নেই, নারী আর শান্তভাবে এই মতবাদ মেনে নেয় না—বিবাহের পূর্ব্বে ব্যবহারিক মতবাদানুযায়ী তারা যে সাম্য ও সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করে

বিবাহে সেই মতবাদই প্রতিপালন করে। ব্যবসা ও সাংসারিক ব্যাপারে মেয়েরা অধিক সংখ্যায় যোগদানের ফলেই এই অবস্থা সম্ভব হয়েছে, চার্চ বা স্কুল এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই করেনি। একদা মেয়েরা এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, পুরুষই বিবাহের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্দেশ করত, এখন মেয়েরা আরো যুক্তি-তর্কের অধিকারিণী হয়ে পূর্বাহ্নেই সহ্যকার সমকল্পিতার (Partnership) ধারাগুলি স্থির করে নেয়, পূর্বাহ্নেই স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হয় যে সংসারে নারীর স্থান অর্থ অপেক্ষাও মূল্যবান, তাই এখন মুক্তভাবে অর্থাদি গচ্ছিত রেখে স্বামী স্ত্রী উভয়ে সুখেই থাকে। স্ত্রীকে দাসী করে রাখার পুরাতন মনোবৃত্তি ক্রমশঃই দূর হয়ে যাচ্ছে।

উনিশ

বিফল-বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ

আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি যে রীতিগত বিবাহ, আর সব বৃক্ষের মত ফলের দ্বারাই বিচার্য্য; ফল যদি খারাপ হয়, তাহ'লে যাঁরা অমার্জ্জিত অবহেলিত, অযত্ন বর্দ্ধিত বৃক্ষকে দৃঢ়ভাবে ভালো বলে থাকেন, দায়িত্ব তাঁদেরই।

এই প্রাচীন অবহেলিত বৃক্ষের যে ফসল আজ উৎপন্ন হচ্ছে, এবং যে আকৃতিতে আমরা তা পাই, তাকে জংলী ফসল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌ভারে যতগুলি বিবাহ হয়েছে সমস্তই বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে, প্রতি দুটি বিবাহে একটি করে ডিভোর্স মামলা হয়েছে। এই সংখ্যা শুধুমাত্র ডেন্‌ভারেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বহু শহরেরই এই অবস্থা, ডেন্‌ভারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার কারণ এই যে ডেন্‌ভারই আমার গবেষণাগার, এইখানেই আমি কাজ করি। একটি শহরে যা ঘটে, আর সব শহরেও তা ঘটে থাকে। কোনো একটি শহর আমার আলোচ্য নয়, সামাজিক সমস্যার আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। ডেন্‌ভার যে অন্য কোনো শহরের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়—বরং অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, সে কথা বলা বাহুল্য।

বিগত চার বৎসরে বিবাহ ও ডিভোর্সের সংখ্যানুপাত আগে যেখানে প্রতি শহরে চারটি বিবাহে একটি ডিভোর্স সংঘটিত হ'ত, এখন সেই অনুপাত প্রায় দুটি বিবাহে একটি ডিভোর্সে দাঁড়িয়েছে।

শেষবার আমি যখন বিশদভাবে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলাম, সে সময় দেখেছি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ডেন্‌ভারে ২৯০৮ বিবাহের লাইসেন্সের মধ্যে ১৪৯২টি ডিভোর্সের মামলা দায়ের হয়েছিল। বিবাহের অনুপাতে ডিভোর্সের হার শতকরা ৪৯'৫। এই সময়ে আমার আদালতে ভরণ-পোষণ ও পত্নী পরিত্যাগের মামলার সংখ্যা ১৫০০, এর মধ্যে অনেক কেস রীতিমত ভাবে দায়ের করা হয় নি। তাহলে বিচ্ছেদ ও ডিভোর্সের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯৯২। সারা বছরের হিসাবে আরো পঞ্চাশটি ডিভোর্স কেস্ ধরলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৪২; আর বিবাহের সংখ্যা আরো ১০০ বাড়িয়ে দিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০০৮। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক বিবাহের সংখ্যা ৩৬২৩ আর ডিভোর্সের সংখ্যা ১৪৯৭, এতদ্বারা বোঝা যাবে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডিভোর্সের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ আর বিবাহের সংখ্যা কমে ৬১৮ হয়েছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌ভারে ৪০০২ বিবাহের লাইসেন্স প্রদত্ত হয়েছিল, ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৩০০৮ সংখ্যার সঙ্গে উপরোক্ত সংখ্যার তুলনা করুন।

সংবাদ পাওয়া গেছে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শিকাগোতে ৩৯,০০০ বিবাহ-লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল। অনুমান করুন কতগুলি দম্পতি মনে মনে কামনা করেছিল তাদের ডিভোর্স-ডিক্রি হয়ত দস্তখত করা হবে, কিন্তু তারা বাসনানুযায়ী কাজ করে নি? কারণ ডিভোর্স অত্যন্ত বিরক্তিকর, বহুমূল্য এবং কষ্টকর ব্যাপার, যারা ডিভোর্সের জন্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে লজ্জের শেষ সীমা অতিক্রম হলে তারা নেহাৎ দায়ে পড়েই এই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শিকাগোর ৩৯,০০০ বিবাহের মধ্যে, সম্ভব হ'লে হয়ত ডিভোর্সের সংখ্যা শুধু ১৩,০০০ হাজার না হয়ে ২৬,০০০ হাজারে দাঁড়াত। যে সব

বিবাহিত দম্পতি আমার কাছে পরামর্শের জন্য সান্ত্বনা পাবার জন্য আসে, ইচ্ছা থাকলেও যারা ডিভোর্সের জন্য ছোটে না, তারাই আমার এই অনুমানের কারণ। আমার বিশ্বাস তাদের সংখ্যা যারা বিপদগ্রস্ত হয়ে আদালতে আসে, তাদের চেয়ে বহুগুণে বেশী।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের বিবাহ ও ডিভোর্সে পরিসংখ্যাযুক্ত (Statistics) ইউনাইটেড্ প্রেসের একটি সংবাদ আমি সম্প্রতি সংগ্রহ করেছি। নিম্নে অংশতঃ সেটা উদ্ধৃত করছি:

এ্যাট্লাণ্টা, গা	বিবাহ	৩,৩৫০
	ডিভোর্স	১,৮৪৫
লস্ এঞ্জেলস	বিবাহ	১৬,৬০৫
	ডিভোর্স	৭,৮৮২
কন্সাস্ সিটি	বিবাহ	৪,৮২১
	ডিভোর্স	২,৪০০
ওহায়ো ষ্টেট্	বিবাহ	৫৩,৩০০
	ডিভোর্স	১১,৮৮২
ডেন্ভার	বিবাহ	৩,০০০
	ডিভোর্স	১,৫০০
ক্লীভ্ল্যাণ্ড	বিবাহ	১০,১৩২
	ডিভোর্স	৫,২৫৬

পোর্টল্যাণ্ড, সেট্যাল, মেমফিস্, ওমাহা প্রভৃতি আরো বহু শহর সম্পর্কে অনুরূপ সংখ্যা এই রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে।

এই সংবাদ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শহরগুলিতে ডিভোর্স অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক চারগুণ বিবাহ হয়েছিল। এই সব সময়ে এবং

রাষ্ট্রে ডিভোর্স আইন বিশেষভাবে উদার, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে সব ক্ষেত্রে ডিভোর্স আইন কিছু কড়া সেখানে, ভরণ-পোষণ বিচ্ছেদ (উভয় পক্ষের সম্মতিযুক্ত বিচ্ছেদ প্রকারান্তরে ডিভোর্সের সামিল) প্রভৃতির জন্ম স্বামীর কাছ থেকে বহু টাকা আদায় করা হয়। যেখানে আইন-সঙ্গত বিচ্ছেদ সম্ভব হয় না সেই সব ক্ষেত্রে ব্যভিচারের সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়ে যায়।

শহরে ও রাষ্ট্রে বিবাহ ও ডিভোর্সের পড়পড়তা হিসাব চারিটিতে একটি হলেও ডিভোর্সের হার দুটিতে একটি দাঁড়ায়। পূর্ব বৎসরের সংখ্যানুপাত অনুসারে বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত না করে উপায় নেই। ডিভোর্স ও বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, এবং এই অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয়, (দীর্ঘকালের মধ্যে সে সম্ভাবনা নেই) তা'হলে হয়ত ভবিষ্যতে যতগুলি বিবাহ লাইসেন্স প্রদান করা হবে ততগুলি ডিভোর্স কেস্ আদালতে দায়ের হবে।

ইতিমধ্যেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এই অবস্থার গুরুত্ব যে অনেকে উপলব্ধি করেন না তার কারণ এই পরিসংখ্যায় (Statistics) আমেরিকার পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নেই। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এমন হাজার হাজার ডিভোর্স (বিবাহ-বিচ্ছেদ)সংঘটিত হয়ে থাকে যার কোনও পরিসংখ্যা নেই। আমাদের আদালতে হাজার হাজার কেস্ 'ডিভোর্স' বা 'আইনগত বিচ্ছেদ' বলে লিখিত হয় না,—ভরণ-পোষণের অক্ষমতা, পরিবার পোষণে অনিচ্ছা বা পত্নী পরিত্যাগ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সেগুলি আখ্যাত হয়। বস্তুগত ও মনস্তত্ত্বগত কারণে কেন যে এই বিচ্ছেদ ডিভোর্স হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করা হবে না তার কোনও যুক্তি নেই, কারণ সুযোগ ও সুবিধা থাকলে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষ এই বিচ্ছেদই রীতিমত ডিভোর্সে পরিণত করত, এবং ঘটনা-

চক্রে সন্তান বা আইন ঘটিত বাধায় জড়িয়ে পড়তো না। ডিভোর্স, বিচ্ছেদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থা বিফল বিবাহ এই একটি মাত্র নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

নির্ভরযোগ্য পরিদর্শনের ফলে এবং ডেনভারের জুভেনাইল আদালতে নিয়তই যে সব সংবাদ এসে থাকে সেই সূত্র অবলম্বন করে ডেনভারের সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়ে এইটুকু বলতে পারি যে ডেনভারে বাৎসরিক বিচ্ছেদ ও ডিভোর্সের সংখ্যা ও বাৎসরিক বিবাহ-লাইসেন্সের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। আর আমি ইতিপূর্ব্বেই বলেছি যা ডেনভারে ঘটে তা প্রতি শহরেই ঘটে থাকে।

আর একটি প্রধান কারণে অনেক অসুখী দম্পতি ডিভোর্সের জন্য আদালতে আসে না, পাত্র-পাত্রী কোনো পক্ষই সহজে সন্তান-সন্ততিতে পরিপূর্ণ সংসার ভাঙ্তে চায় না। আইনগত বাধাও এই 'অনিচ্ছা'র আর একটি কারণ। দৈনন্দিন অভ্যাসের জড়তা আর একটি বাধা। অন্তরে কোনও মিল না থাকলেও দম্পতি ক্রমশঃ উভয়ে উভয়কে সহ্য করতে শেখে, নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরতাও আর একটি কারণ। অধিকাংশ ডিভোর্স মামলা মেয়েরাই দায়ের করে; আমাদের সমাজের নবযুগ সূচিত হওয়ার ফলে মেয়েরা যতই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে, রীতি ও নীতিগত বাধা সত্ত্বেও যাকে সে ভালবাসে না তার কাছ থেকে বন্ধনমুক্ত হবার চেষ্টা করবে। এক কথায় মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি, ডিভোর্স ও বিচ্ছেদ এবং অবিবাহিত সংযোগ ও "পরীক্ষাধীন বিবাহের" (trial marriage) সর্ব্বপ্রধান কারণ, যতদিন না একটা ভারসাম্য স্থিরীকৃত হবে ততকাল এই সব কারণে ডিভোর্সের সংখ্যা দিন দিন এইভাবে হাজারে হাজারে বেড়ে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই আবার মেয়েদের এই ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক

স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার ফলে কালে ডিভোর্সের সংখ্যা কমে যাবে। এ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এই প্রকার পরিস্থিতিতে মেয়েরা ধীর অথচ নিশ্চিন্তভাবে সাথী নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে; এর ফলে হয়ত কিছুকাল অবিবাহিত সংযোগ (unmarried union) বেড়ে যাবে। আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে এখনকার পর-নির্ভরশীল রমণীর বিবাহগত কলহ ও সংঘর্ষের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পাবে।

সেকালেও এই কলহ ও সংঘর্ষ কিছু কম ছিল না, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে বশ্যতা স্বীকার করে থাকা ভিন্ন আর কিছু করবার ছিল না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়েরা পালনকর্তা স্বামীর ওপর কর্তৃত্বের সুযোগ লাভ করত। আমাদের অধিকাংশ প্রহসন ও রঙ্গরস এই অত্যাচার ও দুর্বলতা ভিত্তি করে রচিত, তাতে দেখা যায় অনাদিকাল থেকে মেয়েরা নিজেদের ও সহচরদের কাছে এই অসহায় পর-নির্ভরশীলতা ও অর্দ্ধ-চেতন ভীতি বিহ্বলতা গোপন করে এসেছে। তৎকালে বহু নারী তাদের এই অধীনতা ও নির্ভরশীলতা স্বীকার করে নিয়েছিল। শৈশব থেকেই এই প্রকার বিবাহিত ব্যবস্থা স্বতঃসিদ্ধ, প্রাকৃতিক ও ঈশ্বরাভিপ্রেত বলে স্বীকার করে নেবার জন্যই তারা শিক্ষিত হয়েছিল।

এই কলহ ও সংঘর্ষ আজো বর্ত্তমান, প্রভেদ এই যে একটা প্রতিক্রিয়ার সূচনা দেখা গিয়াছে। পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে, আমাদের মধ্যে যারা অস্ট্রিচ তুল্য নয়, তারা সকলেই এই পরিবর্ত্তন অভিনন্দিত করবেন। যতদিন না প্রাচীন অব্যবস্থা ও প্রাচীন অকার্য্যকরী রীতি পরিবর্ত্তিত না হয় ততকাল ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াই ভালো—তবে যে সংসারে সন্তানাদি বর্ত্তমান সেখানে ডিভোর্স

যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো। কিন্তু এমন সংসারও আছে যেখানে পিতামাতার কলহ ও সংঘর্ষ ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ সাধন করে, সংসার ভাঙা ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি অনিষ্টকর পরিস্থিতির চেয়ে অবশ্য এ অবস্থা মন্দের ভালো।

আধুনিক কালের ওপর এ সবের প্রতিক্রিয়া আমি পূর্বেই নির্দেশ করেছি। একালের যুবশক্তি জানে যে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি, সমাজ যে বিবাহ অনুমোদন করে সে ব্যবস্থা মোটেই সার্থক ও সফল নয়; আর পুরাতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করবার সেই পুরাতন অস্থিরতা একালের তরুণের নেই,—তবু আমরা আশা করি বহু বিবাহিত দম্পতি পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবে আবার বহু সহস্র নর নারী পুরাতন পদ্ধতি উপেক্ষা করে বিবাহ না করেই স্বামী-স্ত্রীর মত একত্র বসবাস করবে।

এই সব বে-আইনী ও রীতিহীন সংযোগের (unconventional unions) ফলে, সহজ বিচ্ছেদই যথেষ্ট, ডিভোর্সের জটিলতার কোনও প্রয়োজন নেই। বিরাট বহির্জগৎ এ সম্বন্ধে খুব কমই জানে; এই ব্যবস্থার সমর্থক পাত্র-পাত্রী সমাজের সঙ্গে পরামর্শ করে না। কিন্তু যে ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে এই দম্পতিরা বিচরণ করে ও বাস করে সেখানে সকলে এই সংযোগের কথা জানে এবং সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই তা স্বীকার করে। তাঁদের সেই ক্ষুদ্র জগতে তারা যেন 'চকে' (on the square) বাস করে; এবং সমাজে তাদের জীবনযাত্রা ভ্রূকুটিভরাল চোখে লক্ষ্য করে বলেই তাদের বন্ধুতার বাঁধন আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। এখন একটা বিরাট প্রশ্ন এই যে—এই সব অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কি কালে একটা বিরাট গোষ্ঠীতে পরিণত হবে? তখন কি সেই বিরাট গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারেও অঙ্গুলি নির্দেশে সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালিত হবে, কারণ সেই ত' তখন সমাজ?

এই জাতীয় বিবৃতির পর আমার বিরুদ্ধে হয়ত অভিযোগ হবে যে, যে সব পরিবর্তন ও নূতন পদ্ধতি আমি বর্ণনা করেছি সেই মতবাদ প্রচারেই এই প্রচেষ্টা, এই অভিযোগ সম্পর্কে আমি সচেতন। এই ব্যাপারে আমার মতবাদের কদর্থ হোক্ ও আমাকে সাধারণে ভুল বুঝুক তা আমি চাই না, সামাজিক রীতির বাইরে গিয়ে সকলকে শিহরিত করবার বাসনা আমার মোটেই নেই। আমি ইতিপূর্ব্বেই পরিষ্কার-ভাবে একথা বলেছি, পুনর্ব্বার সে কথা উল্লেখ করায় কোনও ক্ষতি নেই।

এই সূত্রে বলে রাখা ভালো যে, পরিদর্শক হিসাবে আমি এমন সব দুর্লভ সুযোগ ও সুবিধা পাই যা অনেকের ভাগ্যে ঘটেনা, সুতরাং আমি যা দেখি তাই রেকর্ড করি। এই সব পরিবর্তন উল্লেখ করার কারণ এই যে আমার চোখের সামনে তা নিয়তই দেখছি, আর এই পরিবর্ত্তন আমি উদার মনোভঙ্গী নিয়ে দেখি, তার কারণ আমি জানি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও সুসমঞ্জস পরিবর্দ্ধন ব্যতীত এই সামাজিক বিপ্লব সংযত করার শক্তি কারো নেই। যদিও জানি অনেকের কাছে এই প্রগতিমূলক উন্নতিশীল পরিস্থিতি ভীষণ বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করবে, তথাপি আমি প্রগতি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস এই পদ্ধতির মূলে কল্যাণ সম্ভাবনা বর্ত্তমান, আমার মনে হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই পরিবর্তন রোধ করে বা পরিবর্ত্তনের পথ বন্ধ করে নির্ব্বোধের মত ভুল না করে বরং সৎপথে চালিত করবার চেষ্টা করবেন। এতদ্বারা ব্যক্তিগত ভুল ও ট্রাজেডির সংখ্যানুপাত ক্রমশঃ কমে সর্ব্বনিম্ন সংখ্যায় দাঁড়াবে। তরঙ্গাঘাতে আমাদের ভেসে যাবার বা নৌকাডুবি হবার কোন প্রয়োজন নেই, সুবিচার ও শুভবুদ্ধির দ্বারা এই তরণীতেই আমরা সম্মুখ পানে চলতে পারবো। কিন্তু আইনের চাপে বা অবহেলাদ্বারা এই অগ্রগতি প্রতিরোধ করা নিরর্থক হবে।

দ্বিতীয়তঃ আমি সম্পূর্ণরূপে জানি এই অগ্রগতি শুধু অবশ্যম্ভাবী নয় বরং বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই অগ্রগতির বিরুদ্ধাচরণ বা কোনো প্রকার প্রতিকূলতার মূলে সাধারণ জ্ঞান ও সৎসাহসের অভাব পরি-লক্ষিত হয়। বহু ব্যক্তিবিশেষ এই নূতন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল করবে সন্দেহ নাই, অনেক সময় তারা বিপথগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে এবং সেই কারণে শৃঙ্খলা ও সংযম রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হবে। অনেক সময় তারা এমন কাণ্ড করে বসে যা ব্যক্তিগত ভাবে আমি আন্তরিকতার সহিত অনমুমোদন করি। কিন্তু যতই অযত্নভাবে সম্পাদিত হোক তারা একটা কিছু করছে সন্দেহ নেই, তাদের সর্ব্বপ্রধান অপরাধ তারা দুঃশীল বা ব্যভিচারী নয় বরং তারা যথাযোগ্য বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই নূতন অবস্থার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। সেই কারণে এই সামাজিক পরিবর্ত্তনকালে ছোট খাটো ভুল ভ্রান্তি বা অবিবেচনার ব্যাপার আমি উদার মনোভঙ্গী সহকারে বিবেচনা করি, এই নূতন ব্যবস্থার ফলাফল সম্বন্ধে মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধি ও সৃজনীমূলক বিবর্ত্তনবাদের পবিত্রতায় আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বর্ত্তমান। হঠকারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে যে সব তরুণ তরুণী উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তার কারণ তাদের উৎসাহাতিশয্য, দীপ্ত তেজ, শক্তি ও সাহসিকতা; অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই তারা বিপথগামী হয়ে পড়ে।

কুড়ি

অজাত সন্তানের দাবী

ইতিপূর্ব্বেই বিবাহ ব্যাপারে আমার বক্তব্য ও বিবাহের বৃহত্তর এবং মহত্তর সম্ভাবনায় আমার আস্থা পরিষ্কারভাবে জ্ঞাপন করেছি। কিন্তু রীতিসঙ্গত বিবাহবিধি যে ক্ষেত্রে অথাহ্য করা হয়েছে, এই গ্রন্থের বহু পাঠক যে কখনসুন্দর চক্ষে তা সমর্থন করতে পারবেন না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বিবাহগত বন্ধন না থাকলেও যে সব নরনারী বিশ্বস্ত জীবন যাপন করে, সেই সমাজের ওপর সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে তারা অবিবাহিত হলেও তাদের অজাত সন্তানদের সুখ ও সুবিধাই আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হওয়া উচিত, আশাকরি এইবার আমার মতবাদ আর তেমন পরস্পরবিরোধী মনে হবে না। বাপ মা যদি এইভাবে নিজেদের মতেই চলেন, সমাজের পক্ষে তাদের এমন শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, যদ্দারা তাদের পক্ষে সন্তান ধারণ না করাই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে এইসব বাপ মা সন্তান প্রজননের বিশেষ উপযুক্ত, কারণ উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক সদ্‌গুণাবলী সন্তানে সঞ্চারিত করবার যোগ্যতা তাদের মধ্যে বিশদভাবে বর্ত্তমান। যে-পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব তারা অধিকাংশক্ষেত্রে কামনা করে, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে, ভ্রূণহত্যাকারীর সাহায্য গ্রহণের জন্ত তাদের বাধ্য করার কি প্রয়োজন ?

বিধিসঙ্গত বিবাহের ফলে প্রায় অর্দ্ধেক ক্ষেত্রে নরনারী বিশ্বস্ত জীবন

যাপন করেনা, অথচ প্রচলিত বিবাহ বিধি অনুসারে এই সব প্রত্যঙ্গ ভাবে পালনীয়, এই কারণেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ যে সব নরনারী আমার আদালতে আসে তাদের চরিত্রগত হঠকারিতা ও দুঃশীলতার পরিচয় আমি পাই।

এই সব মিথ্যাচার, কুসংস্কার ও ভণ্ডামিতে আমার অন্তরাত্মা পীড়িত। যে বিধি অনুসারে নরনারীর যৌন জীবন ও প্রজনন সার্থক হয়, তার অসঙ্গতি অসম্পূর্ণতা অস্বীকার করে, সমস্ত কিছু জেনে শুনেও চার্চ যখন দৃঢ়ভাবে বলে নরনারীর প্রকৃতিগত ব্যভিচার ও পাপাচারের ফলেই এমন হয়, তার চেয়ে পীড়াদায়ক আর কিছু নেই।

পৃথিবীর আলোক দেখবার পূর্ব্বেই হত্যাভীতি ও পরে কলঙ্ক প্রলেপে যে সব অজাত শিশুদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের পক্ষ থেকে আমার দাবী এই যে বিধিবহির্ভূত মিলনের (unconventional union) ওপর যে সামাজিক অনুশাসন উদ্যত রয়েছে তা প্রত্যাহৃত করা হোক, তাদের জীবনযাত্রা ন্যায় বা অন্যায় হোক, ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত হোক সামাজিক অনুশাসন যেন এই অবৈধ মিলন সঞ্জাত শিশুর দিকে ঘৃণা ও উপেক্ষার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে—"অশুচি, অশুচি, ছিঃ ছিঃ অস্পৃশ্য অস্পৃশ্য" বলে চীৎকার না করে। আমার আর একটি নিবেদন এই যে সমাজ যেন অতঃপর লাঞ্ছনা ও শাস্তি প্রদান না করে এদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে, কারণ নির্দয় ও নির্মম অত্যাচারের ফলে অনেক সময় তারা মরিয়া হয়ে ওঠে এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করে বসে। আমার কাছে শিশুর আসন সর্ব্বাগ্রে, এবং সমাজও সর্ব্বাগ্রে; আজিকার যারা শিশু, কাল তারাই সমাজ। তাই অনাগত শিশুসন্তানের অধিকারে তাকে বঞ্চিত করা চলবে না, সমাজে 'জারজ' সন্তান (illegitimate) বলেও কিছু থাকবে না। বিবাহিত জননীর

সমাজে যে-শ্রদ্ধা, যে-অধিকার, অবিবাহিত জননীর দাবীও তদনুরূপ। মাতৃত্ব বিশ্বজনীন বস্তু, মাতৃত্বের অপমান করবার অধিকার কোনও সামাজিক বিধিনিয়মের নেই।

যখনই আমি এই কথা চিন্তা করি, তখনই দীর্ঘকাল যে-সব তথাকথিত 'স্বৈরাচারিণী'র সংস্পর্শে এসেছি আমার মনের ছায়াপটে তাদের শোভাযাত্রা ভেসে ওঠে। উপস্থিত একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে, সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে তাকে গর্ভপাত করাতে হয়েছিল।

গভীর বিষাদ ও বেদনাভরে মেয়েটি আমাকে বলেছিল, (তার কথা আমি কখনও ভুলবো না), "অনেক কিছুই করেছি যা সমাজে পাপাচার বলে বিবেচিত হবে; সব কিছুর জন্যই আমি আমাকে ও সমাজকে ক্ষমা করতে পারবো, কিন্তু এ দুঃখ আমার কোনোদিন যাবে না যে আমি সন্তান প্রসব করতে পারলাম না। সমাজ আমার মত মেয়েকে সন্তান ধারণের অপরাধে দণ্ডিত করবে, অথচ ধারণ না করলে কোনো শাস্তিই নেই, কেন এই ব্যবস্থা?

তার বক্তব্যে প্রমাণ এরপর কোন্ পথ সে গ্রহণ করবে তা অবধারিত। আমি এমন বহু মেয়েকে জানি যে সমাজে তারা বিচরণ করে, সে সমাজ, পুরুষ সংসর্গ উপেক্ষা করে, যদি এই সংসর্গের ফলে তাদের সন্তান জন্মগ্রহণ না করে, এবং সন্তান সম্ভাবনার সূচনায় যদি তৎক্ষণাৎ তার জীবনান্ত করা হয়।

অজাত শিশুর অধিকার উপেক্ষা করে যারা তোতাপাখীর বুলি আওড়ে এই সব অবিবাহিত মিলনকে "দুঃশীলতার প্রশ্রয়" দেওয়া বলে, তারা সুষ্ঠু বাক্য নির্বাচন করেন না। এই যদি দুর্নীতির পরিপোষক হয়, তাহলে এ দেশে বৎসরে যে প্রায় এক কোটী অজাত-সন্তান হত্যা করা হয়, ও হাজার হাজার সদ্যোজাত স্বাভাবিক অথচ 'অবৈধ' শিশুদের

হত্যা করা হয়, সে কথা উল্লেখকালে তাঁরা কোন্ বাক্য প্রয়োগ করবেন? সমাজ কর্তৃক অবিবাহিত মিলন অনুমোদন প্রত্যাখ্যাত ও কুমারী মাতৃত্বের লাঞ্ছনা অপ্রতিহত করার প্রত্যক্ষ ফলই এই ভ্রূণহত্যা ও শিশু-হত্যা। 'সুনীতির প্রশ্রয়' দিতে গিয়ে যদি সন্তানপ্রসু মেয়েদের শিশু-হত্যা ও ভ্রূণহত্যা অভ্যাস করতে হয়, তাহ'লে বলবো উভয়ের মধ্যে যা অপেক্ষাকৃত লঘু সেই 'দুর্নীতির প্রশ্রয়' দেওয়া সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়। ঠানদিরা এ মতবাদ সমর্থন করবেন না বটে, কিন্তু স্বয়ং বিধাতা পুরুষ এ মতবাদ প্রসন্নচিত্তে সমর্থন ও অনুমোদন করবেন, তাঁর সৃষ্ট সহস্র সহস্র সদ্যোজাত শিশু ও ভ্রূণ এই মত সমর্থন করবে।

জীবনের সর্ব্বত্রই এই রকম ঘটে, এ কথা কি অবিশ্বাস্য, অসত্য বলে মনে হয়? আমার কিন্তু মনে হয়, এমনই হয়। আসন্ন ধ্বংসের বিভীষিকা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য যা হয় কিছু করতে কৃতসঙ্কল্প, আতঙ্ক ও ভয়ে শিহরমান তরুণ-তরুণীদের নিয়েই ত' আমার দৈনন্দিন কাজ। —অপরকে বোঝাবার জন্য আমার যোগ্য ভাষা কই? আবশ্যকীয় সামর্থ্য ও শক্তি আমার নেই, তথাপি কলোরাডোর রাষ্ট্রের প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে আমার জুভেনাইল আদালতে যে সব মেয়েরা আবেদন করে তাদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করি। তাদের আমি অযথা এবং যুক্তিহীন কলঙ্কপ্রলেপ হতে রক্ষা করি, তাদের প্রসবের ব্যবস্থা করি, তাদের সন্তানদের পালন করবার ব্যবস্থা করি। অনেক সময় শিশুর জন্য আশ্রয়ের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করে দিই, পরে তারা সন্দেহমুক্ত জননী হিসাবে সুবিধামত এক সময় আপন শিশুকেই দত্তক হিসাবে গ্রহণ করে। অনেক সময় কোনো সন্তানহীন দম্পতি এই সব শিশুদের পালন করবার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় ভীত সন্ত্রস্ত জননীর কোল থেকে সদ্যোজাত সন্তান বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া বড়ই কঠিন, আমার কাছে এর চেয়ে কঠিন

কাজ আর নেই। অনেক ক্ষেত্রে প্রথমটা তারা তেমন কিছু অনুভব করতে পারে না, কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে ফিরে এসে তাদের শিশু সন্তান ফেরৎ পাবার জন্ত ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানায়। আমি নিরুপায়, অনেক বুঝিয়ে তাদের বেদনা উপশম করে তবে বিদায় দিই। পরে বিবাহ করে তারা আইন সঙ্গত সন্তান কাছে রাখে, কিন্তু যে সন্তানকে পেয়েও হারাতে হয়েছে, তার কথা তারা ভোলে না, পৃথিবীর কোথায় সে কি ভাবে আছে, কে জানে?

জনৈক কুমারীর চিঠি এই সূত্রে উদ্ধৃত করছি, মেয়েটি কুমারী অবস্থায় সন্তানবতী হয়েছিল, সুতরাং 'অসতী' এবং 'দুশ্চরিত্রা'। চিঠিখানি যে আশ্রম তার শিশু সন্তানটির প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, তারই অধিনায়িকাকে লিখিত। চিঠিখানি সযত্নে পড়ুন, যদি এর মধ্যে "দুর্নীতির" গন্ধ পান, আমাকে জানাবেন, আমি ত' কিছু বুঝতে পারিনি:

"রবিবার সন্ধ্যার আমার খুকীটিকে আপনার হাতে দেবার পর থেকে আমি যেন সীমাহীন অনন্তে মিশে গেছি, তাই মনে হোল যে মহিলাটির কথা আমায় বলেছিলেন, তিনি কি আমার খুকীটিকে এত-দিনে নিয়ে গেছেন? আমাকে ছেড়ে সেই ছোট্ট সোনাটি কি ভালই আছে? সে কি করে বোতলে দুধ খাবে তাই ভেবে আমার উদ্বেগের আর অন্ত নেই।

তাকে আমি কি ভালো যে বাসি তা আপনাকে কি করে জানাব। ঈশ্বর জানেন আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে—কিন্তু কি করব? খুকীর

জন্যে আমার হাত দুটিতে বেদনা বোধ করছি, সে আমার, আমার, আমার। মাঝে মাঝে ভাবি আমার মরাই উচিত ছিল। যদি ভাববার একটু অবসর পেতুম,—কিন্তু এখন বুঝ ছি বাবা জানতেন, দ্রুত সিদ্ধান্তই সব দিক দিয়ে মঙ্গল।

এর সঙ্গে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি, দয়া করে কি খুকীর নতুন মাকে দেবেন? খামটা খুলেই রাখলাম, আপনিও চিঠিখানি দেখবেন, আমি চিঠিতে আত্মপ্রকাশ করিনি।

আমার জন্য ও খুকীর জন্য প্রার্থনা করবেন? কি কঠোর শাস্তি!—ঈশ্বর জানেন খুকীকে আমি কি ভাবে ফিরে চাইছি। দয়া করে সে কেমন আছে, তার নতুন মা তাকে যত্ন করেন কিনা চিঠি লিখে জানাবেন।"

খুকীর নতুন মাকে মেয়েটী এই চিঠিখানি লিখেছিল:

"অজানা বন্ধু!"

অপরের যত্নে, অপরের কোলে নিজের সন্তানকে দেওয়ার অর্থ এ নয় যে তাকে আমি ভালবাসি না, অব্যক্ত গভীর ভালবাসার জন্যই এত বড় ত্যাগ আমি করছি. সেই কথাই আপনাকে জানাতে চাই।

খুকীর বাবার প্রতি আমার নিবিড় অনুরাগের ফলেই সে পৃথিবীতে এসেছে। আমার ভালোবাসার সুদৃঢ় শক্তিতে তার জন্ম, আমার ক্ষণিক দুর্বলতায় নয়……

কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বিশেষ করে এই প্রার্থনা জানাই তিনি যেন খুকীকে আশীর্বাদ করেন, তাঁর নতুন বাপ-মার হৃদয়ে যেন তার জন্যে চিরস্থায়ী ও রমণীয় মন্দির রচনা করেন। আপনার আশ্রয়ে, আপনার

হাতে যে আমার মেয়েটি পড়ুক, এ নিশ্চয়ই বিধাতার অভিলাষ, আপনি তাকে সযত্নে ও সদয়ভাবে লালন করবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।

ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ হৃদয়ে দিনান্তে, প্রতি রজনীতে, আমি নিশার নিদ্রাহারা শয়নে, ব্যথিত নয়ন প্রসারিত করে বার বার এই কথাই মনে করবো, সে আমার সুখে ও শান্তিতে আছে, কামনাতীত যা কিছু পার্থিব বস্তু সবই তার আয়ত্তাধীন। নিজের জীবনে কত কি রমণীয় বস্তু কামনা করেছি কিন্তু পাই নি, আপনার কাছে প্রার্থনা, খুকীর জীবনে তা যে অপূর্ণ না থাকে।

কোথায়, কখনও, কোনোদিন কেউ হয়ত আমার এই অতৃপ্ত অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি আনবে, ইতিমধ্যে স্বয়ং বিধাতা ও আপনি আমার খুকীর জীবন রবিরশ্মিতে অভিসিঞ্চিত করুন—"

এ কথা উল্লেখ করতে স্বস্তি বোধ করছি যে আমার সুযোগ্য [illegible]-চারীবৃন্দের সহায়তায় এই মেয়েটি অবশেষে তার খুকীকে ফিরে পেয়েছিল। যে মহিলাটি খুকীটির ভার নিয়েছিলেন, তিনি এই সন্তানের জননীর দুঃখে এত ব্যথিত হয়েছিলেন, যে যদিও খুকীকে নিজের মেয়ের মত করেছিলেন তবু খুকীকে ফেরৎ দিতে তিনি রাজী হলেন। এ ত্যাগের ব্যথা তাঁর আজো কাটেনি।

মেয়ের বাবা কিন্তু, এই সন্তান ফেরৎ নেওয়ার ব্যাপারে এমন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, বন্ধু বান্ধবের কাছে তাঁর সংসারের এই 'কলঙ্ক-কথা' প্রচারিত করলেন; যে সামাজিক পরিমণ্ডলে মেয়েটা বিচরণ

করে, তাদের সংযুক্ত অনহুমোদন সত্ত্বেও মেয়েটি অশেষ সাহসভরে তার খুকীটিকে মানুষ করছে। মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, তার উপযুক্ত চার্জ ও গৃহশিক্ষা আছে। তার সন্তানের যিনি জনক, তিনি অন্য একটা রমণীকে বিবাহ করে, সামান্য বেতনে নিজস্ব সন্তানাদি প্রতিপালন করতেই ব্যস্ত, সুতরাং তিনি এদের কিছুই সাহায্য করতে পারেন না।

ছেলেও মেয়েটি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সেই সময়েই এই গোলোযোগের সৃষ্টি হয়। কলেজী-সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কয়েকটা 'ড্রিঙ্কিং পার্টি'তে সে যোগদান করেছিল, সেখানে মাঝে মাঝে যৌন অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ ছিল, তারপর এই ছেলেটার সঙ্গে তার গভীর প্রেম, এবং তার ফলেই সে সন্তানের জননী হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ অজ্ঞতা ও তৎপরবর্ত্তী দুষ্কৃতির ফলে মেয়েটার যে অবস্থা হয়েছিল, সামাজিক অনুশাসনে বাধ্য হয়ে সন্তান পরিত্যাগ করার মত অস্বাভাবিক কার্য্য দ্বারা তার কি প্রতিকার হোত বুঝি না। যা স্বাভাবিক ও ন্যায়-সঙ্গত সেই কার্য্য সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিপালন করার জন্য, আজ সমাজ তাকে যে শাস্তি দিয়েছে তারই বা সার্থকতা কোথায়? সাধারণতঃ যাঁরা আইন সঙ্গত ভাবে যিনি তাঁর সন্তানের ভার গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আবার সন্তান ফিরে পাওয়া খুবই অসম্ভব; এক্ষেত্রে কিন্তু মেয়েটার ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিল।

মেয়েটির ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাই যদি ধরা হয়, তা'হলে বলি, সে ত' অতীতের ব্যাপার, বর্ত্তমানের নয়। লোকের হাম হয়, আবার সেরে যায়, মেয়েটারও তাই, যা হয়েছিল সেরে গেছে। সেদিন তার অসুখ ছিল বলে, বোকার মত আজো তার অসুখ বলতে হবে? সেদিন সে "দুঃশীলা", "অসতী" ছিল বলে, আজো "দুঃশীলা"? তবু রীতিমত ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের জন্য আমরা এই সঙ্গতিবিহীন নির্দয়তার চালিত

হই। বিরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও জননীর দায়িত্ব সে পরম সাহসিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, একমাত্র তার মহত্তর ত্যাগশীলতা ব্যতীত, তার ও অন্যান্য জননীর মধ্যে কোনও প্রভেদ বিচার করতে পারি না। যদিচ আমরা মনে করি প্রাক্তন ডাইনি বিতাড়নকারী মনোভাব আমরা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি, কিন্তু এও সেই মনোভাবেরই পরিচায়ক। এসব ব্যাপারে আমরা রীতিমত বর্ব্বর, অভাব শুধু বর্ব্বর সুলভ সদ্‌গুণের।

সমাজ ও তার গোঁড়া রীতি-নীতি অনেক সময় এই মেয়েদের এমন পথে চালিত করে যে, সেই জটিল অবস্থার কথা শুধু মাত্র তথ্যগ্রন্থই প্রকাশ করবার সাহস রাখে। কথাসাহিত্যে তার স্থান নেই। কাহিনীর মধ্যে সম্ভাব্যতার অভাব। একটা দৃষ্টান্ত দিলাম ঃ

কয়েক বছর আগে একটী অষ্টাদশী তরুণী আমার কক্ষে এসে তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কইবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে তার পার্স দেখালো তাতে অনেক টাকা রয়েছে। ভ্রূণহত্যাকারীকে পারিশ্রমিক দেবার জন্যই এই টাকাটা তাকে দেওয়া হয়েছে।

মেয়েটির নাম, ধরা যাক্, মেরী বেশপ। এ সেই জাতীয় মেয়ে যারা অকালে পরিণত হয়, মেয়েটী সুন্দরী ও রমণীয়। সম্প্রতি জেল্তারের অনেক বিবাহিত এবং সন্তানবান ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সে জড়িত হয়ে পড়েছে। ধ্বংস এবং কুৎসা ও কলঙ্কের হাত থেকে নিজেকে ও মেয়েটিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে, ভ্রূণহত্যাকারীর সাহায্য গ্রহণার্থে তিনিই এই টাকাটা দিয়েছেন। মেয়েটী কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে আমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে মনস্থ করেই এসেছে; অনেক বুঝিয়ে ও যুক্তি

প্রদর্শন করে তার সঙ্কল্প থেকে নিরস্ত করে তাকে সন্তান প্রসবে রাজী করলাম।

এইভাবে তাকে রাজী করিয়ে, অতঃপর তার মার কাছে এই সব কথা জানাবার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। এই কথা শুনে হিস্টিরীয় ভঙ্গীতে সে শিউরে উঠল, আমি তাকে বোঝালাম, দেখ বাপ-মাকে সন্তান যে রকম কঠোর ভাবে, ততখানি কঠোর হয়ে তাঁরা সন্তানকে শাসন করতে পারেন না, অবশেষে মেয়েটি সম্মত হোল। তার জননী বেশ বুদ্ধিমতী এবং যথেষ্ট অর্থশালী, আমি যা আশা করেছিলাম, তিনি ঠিক তাই করলেন। প্রথম ধাক্কা সামলিয়ে তিনি সময়োপযোগী দৃঢ়তার সঙ্গে মেয়েরপক্ষেই দাঁড়ালেন। আমার সঙ্গে আরও কয়েকবার আলোচনার পর, তিনি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের জানালেন যে তাঁর মেয়ে দেশভ্রমণে বার হবে, মেয়ে কিন্তু একটা বে-সরকারী মাতৃসদনে গিয়ে উঠলো।

মেরী বেশপ আমার কাছে আসার কয়েক মাস আগে, আর একটি হলা আমার কাছে এসেছিলেন। সমাজে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিত্তি, সোসাইটি ষ্টার, মহিলাটি অনেক তরুণ ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীর স্ত্রী। তাঁর নাম রিচার্ডসন। তাঁদের কোনও সন্তান নেই, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একটি দত্তকগ্রহণের কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু তাঁরা চাননা যে ছেলেটি পরে কোনোমতে জানতে পারে যে সে তাঁদের আপন সন্তান নয়; সেই হেতু তিনি জানতে চাইলেন এমন ভাবে কোন সদ্যোজাত শিশুকে দত্তক গ্রহণ সম্ভব কিনা, যাতে তাঁদের বন্ধুবর্গ মনে করবেন সত্যই তিনি সন্তান প্রসব করেছেন। এ ধরণের ঘটনা আমার জীবনে আরো ঘটেছে।

মিসেস্ রিচার্ডসনকে বল্লাম, এ কার্য্য সুসাধ্য করা কঠিন হবে না, সদ্যোজাত সন্তানের সংবাদ পেলে তাঁর কি করণীয় তা জানাবো।

এইবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম—আমার সন্ধানে একটি শিশু আছে, কয়েকমাস পরেই সে ভূমিষ্ঠ হবে, এখন আপনি বন্ধু বান্ধবের কাছে ঘটনা করে দিন যে আপনার সন্তান সম্ভাবনা। অতঃপর তাঁকে আমার বিশ্বস্ত একটি চিকিৎসকের অধীনে থাকতে হবে, তাঁর এই তথাকথিত গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালে সেই চিকিৎসক সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

যথাসময়ে তাঁর কাল্পনিক প্রসবকাল উপস্থিত হোল, হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত সন্তান গোপনে তাঁর কাছে চলে এল। তিনি বা ডাক্তার জানলেন না কোথা থেকে শিশু এলো, আর প্রকৃত জননী জানলো না, তার সন্তান কোথায় গেলো।

একমাত্র আমিই সমস্ত তথ্য জানতাম। আমি অতঃপর এই পালক পিতামাতাকে একটি বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করলাম, তাঁদের তখনই উইল করে সেই সন্তানের নামে তাঁদের সম্পত্তির কিছু অংশ দান করতে হোল, আর তাঁদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে নিলাম যে, কোনো মতেই তাঁরা তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না।

ছ মাস কাটলো, তারপর একদিন মেরী বেশপ এসে উপস্থিত, তার সঙ্গে তার এক সহচরী। সে সন্তান প্রসব করেছে সে কথা এই সহচরীকে বিশ্বাস করে জানিয়েছে।

আমাদের নিয়মগত সাবধানতার জন্য মেরীর সহচরীকে একটু বাইরে যেতে বললাম। একাকিনী মেরী কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার এই সহচরীর বিবাহিত দিদির সম্প্রতি সন্তান হয়েছে, মেরীর সন্তানের সে সমবয়সী। তার সহচরীর সঙ্গে সে তাঁকে অভিনন্দিত করবার জন্য গিয়েছিল, শিশুটিকে দেখে সে কোলে নিয়েছে, তারপর থেকে সে বহুবার সেখানে গিয়ে শিশুটিকে দেখে এসেছে, আর এই

শিশুটিকে দেখে দেখে তার মনে আপন সন্তানকে ফিরে পাবার প্রবল বাসনা হয়েছে।

মেরী বল্ল—এমন চমৎকার খোকা কোথাও নেই, তার মা আমাকে খোকাটি নিতে দেন, আদর করতে দেন, আমিও শিশুটিকে আমার আপন সন্তানের মতই ভালোবাসি। যতই তাকে দেখি, ততই আমার আপন সন্তানকে ফিরে পাবার বাসনা জাগ্রত হয়। আমার সন্তান ফিরে চাই, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব, যদি না পাই ত' আমি আর বাঁচবো না। ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি বলে আমর মনে হয় আমি মহাপাপী, তাকে আপনি ফিরিয়ে এনে দিন। খোকাকে নিয়ে পরিতৃপ্ত মিসেস্ রিচার্ড-সনকে যখন দেখি, তখন বুঝি কি জিনিষ আমি হারিয়েছি।

আমি তড়িতাহতের মতো বিপুল বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। বহু জটিলতর পরিস্থিতিতে আমি অভ্যস্ত, কিন্তু এখন মনে হোল যেন সারা ঘরখানি আমাকে কেন্দ্র করে ঘুর্ণ্যমান। নিজের অজ্ঞাতসারে সে তার আপন্ সন্তানকেই আদর করেছে, ভালোবেসেছে, আর আমি মোটেই জানতাম না এদের দু'জনের মধ্যে পরিচয় আছে।

যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করলাম, তারপর তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম সে যা চায় তা হওয়া অসম্ভব, আমি তাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করে বলেছিলাম এ বাসনা তার হওয়া সম্ভব, আর যে মহিলাটি তার শিশুকে নিয়েছেন, তিনিও এতদিনে তাকে ভালোবেসে ফেলেছেন, এখন হয়ত তিনি আর তাকে ছাড়তে চাইবেন না।

সে তার সহচরীকে ঘরে ডেকে আন্‌লো, তারপর দুজনেই সজলচোখে আকুলভাবে আবেদন জানিয়ে বল্লে—আপনি কি সেই মহিলাকে বুঝিয়ে ছেলেটিকে ফেরৎ নিয়ে আসতে পারেন না? মেরীর সহচরী বল্লে—

যতটাকা তিনি চাইবেন আমরা দেব, আমার দিদি, মিসেস্ রিচার্ডসন আমাদের সমস্ত টাকা ধার দেবেন।

আমি বল্লাম—দেখি কতদূর কি করা যায়, তবে বিশেষ আশা দিতে পারছি না।

মেয়েটি দিনের পর দিন আমার কাছে আসতে লাগল, অবশেষে এক দিন মেরীর মা এসে হাজির। তিনি বল্লেন—আমার উচিত হয়নি ওর ছেলেকে অমনভাবে ছেড়ে দেওয়া, যে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিকার করতে চাই। আমি আপনাকে এই কথা জানাতে এসেছি যে উপযুক্ত উকীল লাগিয়ে আমি সেই শিশুর সন্ধান করে এই 'দত্তক গ্রহণ' বাতিল করবো।

এ কথায় আমি বিশেষ শঙ্কিত হলাম। অনেক বোঝাবার পর তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যতক্ষণ না ছেলেটির নতুন মার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি কিছু করবেন না।

মিসেস্ রিচার্ডসনের সঙ্গে দেখা হবার পর কোনও নাম না উল্লেখ করে সমস্ত ঘটনাটি বিবৃত করলাম। ছেলেটির মা কি বলেছে, কি ভাবে আবেদন জানিয়েছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সে ছেলের জন্যে কত আকুল হয়ে উঠেছে, সবিস্তারে তাঁকে জানালাম্। কিন্তু খোকাকে ফেরৎ দিতে হবে, এই কথা শুনেই মিসেস্ রিচার্ডসন একেবারে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত হয়ে উঠলেন।

তিনি চীৎকার করে বল্লেন—আপনি কি বোঝেন না এখন এসব কিছু করা সম্পূর্ণ অসম্ভব? সে আমার নিজের খোকার মতই হয়েছে। আমি তাকে ভালোবাসি। আমার আত্মীয় বন্ধুরা জানে ও আমার আপন ছেলে। লোকে কি বলবে? আমার বোন্ কি মনে করবে? আমার নিজের ছেলেকে বিলিয়ে দিলে আমার আত্মীয় পরিজনবর্গ কি বলবে?

আমি বল্লাম—তা ত' বটেই, সত্যি এ সম্পূর্ণ অসম্ভব!

সুতরাং বিষন্ন চিত্তে পরদিন মেরী মেলপকে ডেকে পাঠালাম। তাকে বল্লাম, আশাকরি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে। প্রথমতঃ তুমি সন্তানপ্রসব করতেই ইচ্ছুক ছিলে না, আমি না থাকলে সন্তান তুমিষ্ঠ হোত না, তা হলে তুমি এই শোক ও দুঃখের হাত থেকে ত্রাণ পেতে, কিন্তু যে মহিলাটির জীবনে শিশুটি আশা ও আনন্দ সঞ্চার করেছে, সেই আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত থাকতেন। আইন তাঁর স্বপক্ষে, তুমি যাই কিছু করোনা কেন, তাঁর কাছ থেকে শিশুটিকে কিছুতেই ফিরিয়ে আন্‌তে তুমি পার্‌বে না। তিনি কোনোমতে খোকাকে ছেড়ে দেবেন না। আমি বলি কি তুমি আর ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করো না, এ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা আছে যা তোমাকে বোঝাতে পারি না, তবে এইটুকু বল্‌তে পারি তোমার এই প্রচেষ্টার ফলে, তোমার নিজের এবং পরে জান্‌তে পারবে এমন অনেক পরিচিত প্রিয়জনের মধ্যে এমন একটা দুঃখকর ট্রাজেডির সৃষ্টি হবে, যার ফলে তোমার এই দুঃখ কষ্টের অন্তরালে আরো জ্বালা বেড়ে উঠ্‌বে। একদিন তোমার বিবাহ হবে, নিজের সন্তান-সন্ততি হবে, তাদের তুমি পালন কর্‌তে পারবে। ইতিমধ্যে জেনে রাখো তোমার খোকা তোমার মতই স্নেহশীল, মধুর ও রমণীয় জননীর কাছে আছে, তুমি অনুমান কর্‌তে পার্‌বে না তোমার শিশু কি সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে, আর একটি রমণীর বিষাদাচ্ছন্ন জীবনে তুমি যে কত খানি সুখ ও শান্তি এনেছ, তা তুমি জানোনা।

তারপর তার সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা হোল।

অবশেষে একদিন সে আমার কাছে এসে আমার চোখের দিকে চেয়ে কম্পিতকণ্ঠে বল্লে—আমি ভেবে দেখলাম, আপনার কথাই ঠিক, সেই মহিলাটিকে জানাবেন তিনিই খোকাকে রাখ্‌তে পারেন।

মেরী এবং খোকার নতুন মা উভয়েরই কাছে অজ্ঞাত কোন্ রহস্যময় কারণে রিচার্ডসনের বাড়ী নিয়মিত যাতায়াত করে যিলেন্ রিচার্ডসনের খোকার ওপর মেরীর গভীর মমতা ও ভালোবাসা আরো নিবিড় হয়ে উঠ্লো।

আমি যে ভাবে বিচারকালে লঘু ও উদার বিবেচনা দ্বারা প্রচলিত সামাজিক বিধি অমান্য করে অনেক সময় অনেক জটিল বিষয়ের নিষ্পত্তি করি, তাতে অনেকে বিস্ময়বোধ করেন। সম্ভবতঃ যে কাহিনী আমি এইমাত্র উল্লেখ কর্‌লাম তদ্বারা আমার মনোভঙ্গী বিচার করা সহজ হবে। জীবনের বাস্তবদিক নিয়েই আমি বিচার করি, কোন ব্যক্তি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে প্রচলিত সামাজিক বিধির ভণ্ডামি, নীচতা ও অবাস্তবতা শ্রদ্ধা করে চল্‌তে পারে না। এ সবের উপর একটা প্রচণ্ড ঘৃণা সঞ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক, একথা ভুল্‌বেন না। কুমারীর মাতৃত্ব ও অবৈধ সন্তানের প্রতি সমাজের ত্রুটিপূর্ণ মনোভঙ্গী, এইমাত্র আমি যে কাহিনী বিবৃত কর্‌লাম তার প্রত্যক্ষ কারণ। এক্ষেত্রে মেয়েটি "দুর্গত", "দুঃশীলা" নয়।

এই ট্রাজেডি আমার আদালতে ও আমার অন্তরে একটিমাত্র বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, নিয়তই আমার অন্তরে অন্তস্তলে এই বেদনাময় ট্রাজেডি প্রবহমান। আমার আদালত গৃহে যারা সন্তানকে ফিরে পেতে চায় সেই সব মেয়ে প্রেতাত্মার মতো বিচরণশীল। তারা নিয়তই আমার চারিদিকে মূর্ত্তিমতী।

প্রকৃত

সলোমনের বিচার

নর নারীর জীবনে শিশু এক অপূর্ব্ব মায়াজাল রচনা করে, এই মায়াজাল বিচিত্র, কোথাও সন্তানের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান অথচ তাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করে না, কোথাও আবার অনায়াসেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু ভয়ে তারা সন্তান ধারণ করতে পারে না। সাধারণতঃ ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান ব্যক্তিবিশেষের অভিলাষানুযায়ী সম্পন্ন করতে দিতে সমাজের অনিচ্ছাই সর্ব্বপ্রকার জটিলতার মূল কারণ, ফলে তারা নিজস্ব মতানুযায়ী কার্য্য করে তা গোপন রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আমি ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। পৃথিবীর বহু নাটকীয় সাহিত্য এই তথ্য অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে, কিন্তু এই সব বিধিনিষেধের (Taboo) যুক্তিযুক্ততা, প্রয়োজনীয়তা বা গুণবত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নাদি অপেক্ষাকৃত কম গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

আমার কাছে একজন মহিলা এসেছিলেন, তিনি কয়েক বছর আগে জনৈক বিদেশীয়কে বিবাহ করেছিলেন। সে ভদ্রলোক বাড়ীর ছোট-ছেলে, কবি কিপ্লিং-এর ভাষায় "to win to hearth and saddle of his own", তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন। বিবাহের কয়েক বছর পর কয়েকটি পারিবারিক মৃত্যুর ফলে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে উপাধি লাভের কাছাকাছি পৌছলেন। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা করতে তিনি য়ুরোপে গিয়েছেন।

ইতিমধ্যে স্ত্রী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন। এই প্রকার প্রাচীন স্বত্বাধে বৰ্দ্ধিত ব্যক্তির মনোভঙ্গী যে স্বভাবতঃই উপাধির উত্তরাধিকারীর জন্ত ব্যাকুল হবে তা তিনি বোঝেন। স্বামী তাঁকে ভালোবাসলেও তাঁর মনে অশান্তির চিহ্ন লক্ষ্য করে তিনি বুঝছেন যে স্বামী হয়ত তাঁকে ডিভোর্স করে সন্তান লাভের জন্ত অন্ত কাউকে বিবাহ করতে পারেন।

তিনি তাই কিছু একটা করতে মনস্থ করেছেন, স্বামী য়ুরোপ যাবার পর তাঁকে তিনি লিখেছেন যে, "আগে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও, তুমি য়ুরোপের পথে পাড়ি দেবার পর দেখছি, আমি দীর্ঘকাল অন্তঃসত্ত্বা, হয়ত তুমি ফেরার আগেই আমি প্রসব হব।"

কিছুকাল অপেক্ষা করবার পর স্বামীর কাছ থেকে উৎসাহজনক এক চিঠি এসে পৌঁছল, তারপর তিনি সুদূর শহরের এক অনাথাশ্রম থেকে একটি চমৎকার শিশু এনে পালন করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে বাড়ী ফিরে এসে বন্ধুদের জানালেন পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণকালে তিনি এই সন্তানটী প্রসব করেছেন। যথাকালে স্বামী দেশে ফিরে এসে এই নতুন খোকা দেখে ভারী খুশী হলেন।

বছরখানেক পরে সেই অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষের মৃত্যু হোল, ফলে এই ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষীর লোকান্তরে তাঁর গোপন কথা একান্তভাবে তাঁর মনেই লুকানো রইল।

সাতবছর পরমানন্দে কাটলো। স্বামী আপন সন্তান জ্ঞানে ছেলেটিকে ত' পূজা করতে সুরু করলেন, আকাশে এক বিন্দুও মেঘের অন্ধকার নেই।

তার পর একদিন স্বামী বাইরে যাচ্ছেন, এমন সময় পিওন এসে কতকগুলি চিঠিপত্র তাঁর হাতে দিলে, স্ত্রী পাশেই ছিলেন সহসা একখানি

খামের উপর যেখান থেকে খোকাকে পেয়েছেন সেই অনাথাশ্রমের নামাঙ্কিত একখানি চিঠি দেখে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লেন। ভীত, সচকিত ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে চিঠিখানি নিয়ে, তিনি কতকটা তাচ্ছিল্য ভরে বল্লেন—এই চিঠিটাই আজ কদিন ধরে ক্লাবে সবাই আশা করছিল। আর সব কোথাকার চিঠি? আমার নামে আর কিছু আছে নাকি?

স্বামী আর একখানি চিঠি হাতে দিয়ে, স্ত্রী-পুত্রকে চুম্বনে অভিষিক্ত করে বিদায় নিলেন। আমার কাছে কাহিনীটি বিবৃত করবার সময় তিনি বল্‌লেন—"নিজেকে আমার চোর বলে মনে হোল. কি অদ্ভুত স্ত্রীলোক আমি! তখনই বুঝ্‌লাম, খোকা আমাদের কাছে কি!"

চিঠিখানিতে অবশ্য সাধারণভাবে কয়েকটি সংবাদ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ছেলেটি কেমন আছে, আশ্রম একটা পরিসংখ্যা বা ষ্টাটিসটিকস্‌ তৈরী করছেন, তাঁর মত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা যদি আশ্রম সম্বন্ধে কিছু বলেন ত' বর্ত্তমান অধ্যক্ষ অনুগৃহীত হবেন। ছেলেটির সম্বন্ধে স্মারক গ্রন্থে প্রকাশার্থে তিনি যদি কিছু লেখেন ত' ভালো হয়।

আর একটি চিঠি লিখেছেন তাঁর মা—সমান জীবন ধারা ও সমান মানসিক অবস্থায় প্রতিপালিত হয় বলে পালিত পুত্র যে পালক পিতা-মাতার, চরিত্র ও প্রকৃতির অধিকারী হয়, মার চিঠিতে সেই ধারণাই সমর্থিত হয়েছে, তিনি লিখেছেন—"জন আসাতে ভারী খুসী হয়েছি আমরা, সে দিন দিন ঠিক তার বাপের মতই হয়ে উঠ্‌ছে, সামান্য যা কিছু করে সবই তার বাপের মতন।"

ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাই মহিলাটি আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। সাহস করে অনাথাশ্রমের চিঠির তিনি উত্তর দিতে পারেন নি। তিনি বল্লেন

—স্বামী যদি এর বিন্দু বিসর্গ জানতে পারেন ত' আমার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লাম, চিঠির জবাব আমিই দেব, আর ইতিমধ্যে আমি ওই অনাথাশ্রম অঞ্চলে গেলে একটা যা হয় ব্যবস্থা করে আস্‌ব। কয়েক সপ্তাহ পরে বক্তৃতা সংক্রান্ত সফর উপলক্ষে আমি সেই শহরে উপস্থিত হলাম। সেই অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষটির সঙ্গে আলাপ হোল, তিনি বয়সে তরুণ সহানুভূতিশীল ও বুদ্ধিমান। তাঁকে প্রশ্ন কর্‌লাম—কি করে আপনি এই নাম ঠিকানা পেলেন? আপনার ত' জান্‌বার কথা নয়!

তিনি তাঁর রেকর্ড বই আন্‌লেন। ছেলেটির মার নামের পাশে যিনি তাকে পালন করছেন তাঁর নাম ঠিকানা পেন্‌সিলে অস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ নিশ্চয়ই পরে মুছে ফেল্‌বার উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে নাম ঠিকানাটি লিখে রেখেছিলেন।

আমি তরুণ অধ্যক্ষকে বল্‌লাম—এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে, ইতিমধ্যে এই নাম ঠিকানা বিস্মৃত হতে অনুরোধ করছি, আর আপনার রেকর্ড থেকে এই নাম ঠিকানা মুছে ফেলুন।

তিনি তৎক্ষণাৎ ইরেজার নিয়ে পরিষ্কার ভাবে সমস্ত মুছে নিশ্চিহ্ন করে মহিলাটিকে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তার কার্ব্বণ কপিটি পর্য্যন্ত তখনই ভস্মীভূত করে ফেল্‌লেন। তিনি বল্লেন—আমি সব বুঝেছি, মহিলাটিকে বল্‌বেন উদ্বেগের কারণ নেই, আমার কাছে তাঁর এই গোপন কথা নিরাপদ রইল।

পরে আমি মহিলাটিকে বল্‌লাম, আপনার স্বামীকে একটা উইল করতে বলুন, স্বামীর পূর্ব্বেই যদি আপনার মৃত্যু হয় ও এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে, তাহলে আপনার খোকা কিছুই পাবে না। আপনি

মনে করেছিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর পর সমস্ত ঘটনা চাপা পড়্‌লো, কিন্তু তা হোল না, বর্ত্তমান অধ্যক্ষের মৃত্যুর পর অন্ত সমস্ত বিষয়টি চাপা পড়তে পারে, কিন্তু আমাদের সহস্র সতর্কতা সত্বেও হয়ত সব প্রকাশিত হয়ে পড়্‌বে।

তিনি আমার উপদেশানুসারে কাজ করলেন, এখন পর্য্যন্ত ত' বেশ সুশৃঙ্খলে কাটছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে অদ্ভুত কিছু সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়।

আমার পাঠকের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মনে করবেন যে স্বামীকে এ ভাবে বঞ্চনা করার ব্যাপারে আমার সাহায্য না করাই উচিত ছিল। কেননা তাঁর ওপর খুবই অবিচার করা হয়েছে। আমার বক্তব্য এই যে, অবিচার বা অন্যায় যা ঘট্‌বার তা দীর্ঘকাল আগেই ঘটেছে, সেই অংশের সঙ্গে আমার কোন সংযোগ নেই। আমার পক্ষে দুটি পথ উন্মুক্ত ছিল, এক এই রমণীর গোপন কথা প্রকাশ করে তিনটি জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস করা (একটী নিরপরাধ শিশুপর্য্যন্ত জড়িত), কিংবা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে কোন প্রকার সাহায্যে বঞ্চিত করা। আমার বিচারে এই রকম কিছু করা নীতি সঙ্গত বা মানবীয় বলে মনে হোল না, এই কার্য্য নিঃসন্দেহে বর্ব্বরতার সমতুল্য। এই মহিলাটিকে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রাণীর সুখ ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করার জন্য আমি তাই কোনো প্রকার ত্রুটি স্বীকার করার প্রয়োজন স্বীকার করি না। তাঁর কৃতকার্য্যের অনুমোদনে আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারতাম না; কিংবা আমার আদর্শ তাঁর ওপর চাপিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে মহিলাটির ও তাঁর সংসারের অনিবার্য্য ধ্বংসে সাহায্য করতেও পারতাম না। বরং সমস্ত কিছু যথাযথভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে এই পরিস্থিতি যথাসম্ভব সকলের পক্ষে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ রাখা সম্ভব হয়েছে বলে আমি সন্তুষ্ট।

এই সূত্রে অনৈক বন্ধ্যা মহিলার কৌতূহলপ্রদ কাহিনী উল্লেখ করছি। তিনি তাঁর স্বামীকে ভালোবাসেন, স্বামীও স্ত্রীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত কিন্তু বিবাহের পর দীর্ঘকাল তাঁরা নিঃসন্তান জীবন-যাপন করছেন।

মহিলাটি উপদেশের জন্য আমার কাছে এলেন। তিনি বল্লেন, তাঁর এক অবিবাহিত বান্ধবী মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসেন, আর এই বান্ধবী বিশেষভাবে মহিলাটিকে ভালবাসেন বলে, যে সন্তান তিনি গর্ভে ধারণ করতে অক্ষম, সেই সন্তান ধারণে তাঁর বান্ধবী উৎসুক। তিনি আমার কাছে এ ব্যাপারে কোনো আইনগত বাধা বর্ত্তমান কিনা তাই জানতে এসেছেন। তাঁর বান্ধবী যদি এই সম্ভাব্য সন্তানের সকল দাবী ত্যাগ করে দলিল সই করে দেন, তা কি সম্ভব নয়?

আমি তাঁকে জানালাম যে এই জাতীয় চুক্তি আইন-সঙ্গত হবে না, যদি এই চুক্তি আদালতে উপস্থাপিত হয় তাহলে সাধারণ নীতি বিরোধী বলে নিঃসন্দেহে বাতিল হবে।

ইনি আমাকে প্রশ্ন করলেন যে, কোনদিন সন্তান প্রত্যার্পণ দাবী করবেন না, তাঁর বান্ধবীর এই প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করা যায় কিনা। আমি বল্লাম সেও যে খুব নির্ভরযোগ্য তা বলতে পারি না, কেন না মাতৃত্বের ক্ষুধা একবার জাগ্রত হলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়ত কঠিন হতে পারে। বান্ধবী যে কি করবেন তা কোনোমতেই পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করা কারোপক্ষে সম্ভব নয়।

মহিলাটি নীরবে আমার কথা শুনলেন, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—তবু আমার মনে হয়, আমি আমার বান্ধবীকে বিশ্বাস করতে পারি, পরে বিয়ে হলে ত' তার নিজেরই ছেলেমেয়ে হবে—আর আমি জানি সে আমাকে সত্যি ভালবাসে।

এই কাহিনীর শেষাংশ আমার জানা নেই, তাই আমি কাহিনী সম্পূর্ণ

করতে পারলাম না বলে দুঃখিত, কেন না সেই মহিলাটি আর ফিরে আসেন নি। তবে এই কৌতূহলপ্রদ চুক্তির পরিণতি জানবার জন্ত আমিও উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

কিন্তু আমি অনুরূপ একটা অদ্ভুত চুক্তির পরিণতি জানি, তার পরিসমাপ্তিটুকু এইখানে উল্লেখ করছি।

অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী সুন্দরী মেয়ে নোরা। তার আইরিশ জনক ও স্কাণ্ডেনভীয় জননীর শারীরিক ও মানসিক সদ্‌গুণাবলী নোরার প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়েছিল। কাকপক্ষের মতো ঘনকৃষ্ণ কেশদাম, সুন্দর দুটী নীল-আয়ত আঁখি, আর এমন অপূর্ব্ব লাবণ্যমণ্ডিত মুখশ্রী ও সুসংবদ্ধ দন্তপংক্তি আমি মনুষ্য সমাজে খুব কমই দেখেছি।

আমার আদালতে, আর সব মেয়ের মত, সে এসে জানালো যে আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে সে দেখা করবেনা। তারপর সে যে কাহিনী আমাকে বলেছিল তা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :

অবিবাহিত অবস্থাতেই সে একটি শিশুর জননী, শিশুটির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে গিয়ে সে প্রায় পনের মিনিট চুপ করে রইল। কিন্তু যে চক্রান্তের ফলে এই সুকুমার শিশুটির জন্ম হয়েছিল, সেই চক্রান্ত-ই আজ তার কাছ থেকে এই শিশুটিকে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হয়েছে।

তার এক বান্ধবীর স্বামীর সঙ্গে সে ঘটনাচক্রে বিজড়িত হয়ে পড়ে। সন্তান সম্ভাবনা যখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌লো তখন উভয়ে স্ত্রীর কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করতে মনস্থ করল। স্ত্রীর সহনশীলতা প্রমাণিত হোল, তিনি নিজেই সঙ্কটত্রাণের একটা উপায় স্থির করলেন। ব্যবস্থা হোল এক অপরিচিত শহরে ওরা তিনজনেই একত্রে একটা বাড়ী নিয়ে থাকবে, প্রসবকালে নোরা এবং স্বামী, স্বামী-স্ত্রী হিসাবে এবং স্ত্রীটি মিডওয়াইফ নার্স হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।

এই কার্য্যক্রম বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হোল, এমন কি জেন্‌তার লিটি হলে, ছেলেটির জন্ম বৃত্তান্ত, প্রকৃত স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে রেকর্ড করা হোল। নোরার মা এই সময় দীর্ঘকাল অন্যত্র থাকায় এত সহজে এবং এইভাবে কার্য্যাবলী সুসম্পন্ন করা সম্ভব হোল। এই মিথ্যার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শিশুটিকে নিজেদের সন্তান হিসাবে সর্বত্র পরিচয় প্রদান করলেন।

এইভাবে সমস্তই বেশ মসৃণ গতিতে চল্‌ছিল, কিন্তু নোরার মাতৃ প্রকৃতি নিজের সন্তানের উপর অপর রমণীর অধিকারী মনোভঙ্গীতে সহসা সচেতন হয়ে উঠ্‌লো।

এই কারণে উভয় রমণীর মধ্যে কলহের সূচনা হোল, ফলে নোরা একদিন নিজের সন্তানকেই অপহরণ করে বসল, এবং এখন আমার কাছে আসার সময়ও সে তার সন্তানটিকে সন্তর্পণে আবৃত অবস্থায় বুকে করে নিয়ে এসেছে।

অপর রমণী জুভেনাইল কোর্টে সন্তানের দাবী করে মামলা দায়ের কর্‌বে এই ভীতি প্রদর্শন করায় সে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে বল্‌লে—তার কাহিনীর সত্যতার একমাত্র প্রমাণ স্বরূপ সে প্রসব-কালীন চিকিৎসককে সাক্ষী হিসাবে আন্‌তে পারে।

সলোমনের বিচার কাহিনীর কথা লোকে বলে? আমি দেখ্‌লাম এই ঘটনার ওপর আমার অধিকার আছে, নোরার সঙ্গে অধিকতর আলোচনার পর, অপর রমণীকে ডেকে পাঠালুম, তাঁকে আমরা মিসেস্ হল বলেই উল্লেখ কর্‌বো। মিসেস্ হল বল্লেন—নোরা এখন চাকুরী খেলছে, যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তা আমার, সে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তার ওপর সদয় ব্যবহার করার এই প্রতিফল! আমার বরাবরই মেয়ের দিকে ঝোঁক, কারণ ইতিমধ্যেই আমার দুটি ছেলে

আছে, আমি নিজে গর্ভে ধারণ না করলেও, এবং আমার স্বামীর সংযোগে অপরে মেয়ে প্রসব করলেও, আমি তাকে গ্রহণ করতে আগ্রহশীল।

এ রকম কোনো চুক্তির কথা নোরা অস্বীকার করলো। আমার মনে হোল প্রথমে শঙ্কাকুল হয়ে সে এই রকম একটা প্রতিশ্রুতি হয়ত দিয়েছিল, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে এখন অস্বীকার করছে; কিন্তু তার কি অপরাধ ?

এই দিকে মিসেস্ হলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁকে অনুরোধ করে বলায়—যে নোরার মাতৃ-প্রকৃতির দাবী অনুসারে শিশুটি তাকে দিয়ে দিন; অবশেষে তিনি নোরাকে সন্তানটি দিতে স্বীকৃত হ'লেন।

এইখানে বলে রাখি যে, অচেনা পরিবেশের মধ্যে হল পরিবার কতকটা আত্মগোপন করে তখনও বাস করছিলেন বলে, এবং তাঁরা যে সন্তান লাভ করেছেন একথা আত্মীয় বন্ধুদের অজ্ঞাত থাকায় এই ব্যাপারটি এত সহজে নিষ্পত্তি সম্ভব হোল। শিশুটির জন্মবৃত্তান্ত সর্বত্র প্রচারিত হয়ে পড়লে, আমি যে কি মুস্কিলে পড়তাম, তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

নোরার এই পদস্খলনের বার্তা নোরার মাকে বুঝিয়ে বলা এবং তার মেয়ের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটানোই হ'ল আমার পরবর্তী কাজ। এ কার্যেও আমি সফল হলাম। মা ও মেয়ে তখন শিশুটিকে নিয়ে তাদের এক মৃত আত্মীয়ার সন্তান বলে প্রচার করলেন।

ডেনভারের "শ্রেষ্ঠতম" ধনী পরিবার বলে শিশুটিকে নিয়ে নোরা ও নোরার মার পক্ষে কিছুকাল পরে য়ুরোপ ভ্রমণে যাওয়া সহজ হোল। ইংলণ্ডে নোরা এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে গভীর প্রেমে মগ্ন হোল। যে-ঘটনা ইতিমধ্যে বিবৃত করলাম এ সমস্ত অকপটে

সে তাঁর কাছে প্রকাশ করলে, উপরন্তু জানালো যে এই ঘটনার বহুপূর্বে সে বিবাহ করেছিল এবং পরে বিচ্ছিন্ন (divorced) হয়েছে।

এর পর যা ঘটলো আমার কাছে তা বিশেষ ভাবে কৌতূহলপ্রদ ও অর্থসূচক। তরুণ প্রেমিকটি প্রাচীনকালীন পুরুষোচিত রীতি অনুসারে "সতীনারী" বিবাহ করবো, কিংবা অপর একজন জীবন্ত পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় সে তাঁর পক্ষে "অকার্য্যকরী" হয়ে পড়েছে, এই মনোভঙ্গী নিয়ে রইলেন না, বরং তিনি বল্লেন—এই সন্তান তুমি প্রাক্তন স্বামীর দ্বারা ধারণ করেছ, কি তোমার স্বামী নয় এমন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে ধারণ করেছ, তাতে কিছু এসে যায় না, আমি তোমায় ভালোবাসি, এই শিশুকে ভালোবাসি, এইটাই বড় কথা। অতঃপর উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হোল। কিন্তু এই তরুণ প্রেমিকটির মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের বৃদ্ধা বিধবা জননী সন্দেহাকুল হয়ে উঠ্লেন! ডিভোর্স সম্বন্ধে আরো তথ্য তিনি জান্তে চাইলেন, কখন ডিভোর্স সিদ্ধ হয়েছিল ইত্যাদি। আর আমিও ডিভোর্স-সংক্রান্ত কাগজের তারিখ সম্পর্কে নোরা কি ব্যবস্থা করেছিল সে কথা প্রশ্ন করতে সাহস করিনি, কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে ও আমাকে নোরা মাঝে মাঝে যে সব চিঠিপত্র দেয় তাতে তার সুন্দর শিশুটির বর্দ্ধনশীল সৌন্দর্য্য ও তার নিজের সৌভাগ্য সম্বন্ধে যে সব কথা লেখে তাতে মনে হয়, যে-তারিখের সঠিক সংবাদ বৃদ্ধা জননী সেদিন পাননি, তারজন্যে বোধহয় এখন আর তাঁর তেমন ব্যাকুলতা নেই।

এই সম্রান্ত বংশীয় ইংরাজ যুবকের মনোভঙ্গীর প্রতি আমি বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অন্য পুরুষের সাহচর্য্যে সন্তানবতী রমণীর পাণিগ্রহণ সংবাদ আমার কাছে এই প্রথম নয়। তথ্যটুকু বিশেষভাবে চিন্তনীয়, বিশ বছর আগেও পুরুষের এই জাতীয় মনোভঙ্গী

অত্যন্ত দুর্লভ ঘটনা ছিল। নোরার মত মেয়ে অশুচি ও অসতী এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। সেই বিশ্বজনীন পুরুষালি সংস্কার আজ কোথায়? অতি সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রমেই চিন্তা করতে শিখ্‌ছি যে, মানবীয় বিধান যাই হোক না কেন, মাতৃত্ব, মাতৃত্ব-ই। এই সহজ, সরল ও সত্য তথ্যটুকু এবং নোরার মাতৃত্বের স্বাভাবিক ও পবিত্র প্রকৃতি সেই ভদ্রলোক শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এমন বহু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা আমার জানা আছে যে সব ক্ষেত্রে সকল তথ্য জেনে শুনেও, বহু ব্যক্তি পর-পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী কুমারীকে ভালোবেসে বিবাহ করেছে। আমি জানি এই সব বিবাহ সাধারণ বিবাহের অনুপাতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছে। এই রকম একটি তরুণীর সঙ্গে বিবাহিত জনৈক তরুণের সঙ্গে একদা আমার এই প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। তার মনোভঙ্গী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে বল্‌ল—"ধরুন আমার স্ত্রী সারার প্রথম স্বামী যদি তাকে ডিভোর্স কর্‌ত বা তার স্বামী যদি মারা যেত, অথচ তার একটি ছেলে থাকৃত, তাহলে কি তাকে আমি এইভাবে ভালোবাস্‌তাম না, আমি কি তাকে বিবাহ করতাম না? প্রভেদটা কোথায়? তখনও তার যা অবস্থা এখনও তাই।"

আধুনিক তরুণের এই মনোভঙ্গী সেকালের চেয়ে একালে ধারণাতীতভাবে অধিকতর সাধারণ ব্যাপার।

কয়েক বছর পূর্ব্বে ডেন্‌ভারের একটি কুমারী গর্ভবতী হওয়ার কাহিনী সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তারপর সংবাদ পত্রেও বিশেষভাবে

সমগ্র ঘটনাটি প্রকাশিত হয়। ফলে কি হোল? ডাকযোগে মেয়েটার কাছে ডেন্‌ভারের অন্যান্য প্রদেশ থেকে ১৫০টি বিবাহের প্রস্তাব এল, এবং মেয়েটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। তার স্বামী কোটিপতি, এবং বিবাহ বেশ শান্তিপূর্ণ ই হয়েছে।

এ সব তথ্য সত্য। অনুরূপ বহু ঘটনা আমার আদালতে প্রত্যহই প্রকাশ পায়, এর কি উপায় আমরা করছি? কি ভাবে আমরা এই ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করব? গঠনশীল মনোভাব নিয়ে এই তথ্যাবলীর অন্তর্নিহিত কল্যাণের মঙ্গলকর অংশটুকু প্রত্যক্ষ কর্‌ব, না অনর্থক গোঁড়ামি দ্বারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্‌ব?

পূর্ব্বাঞ্চলের এক ধর্ম্মযাজকের মেয়ে টিউবারকুলোসিস্‌ আরোগ্য কর্‌বার উদ্দেশ্যে ডেন্‌ভারে এসেছিল। তাদের পারিবারিক চিকিৎসক মেয়েটার অভিভাবকের কাছে টিউবারকুলোসিস্‌ এই বলে রোগটির সিদ্ধান্ত করেন, এবং এইভাবে মেয়েটী যে কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী একথা তার অভিভাবকদের কাছে গোপন রাখেন। মেয়েটির বাবা অত্যন্ত গোঁড়া ভাবাপন্ন এবং "নীতিবিদ্‌" জাতীয়, এই কারণে তাঁর কাছে কোনো কথা বলা মেয়েটির পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

মেয়েটির বিশ্বাসভাজন ডেন্‌ভারের এক ধনী ব্যাঙ্কারের পত্নী, এই ঘটনাসূত্রে আমার কাছে দেখা করতে আসেন। তিনি আমাকে জানালেন যে তাঁর এক ধনী অবিবাহিতা বান্ধবী এই সন্তানটি পালন করতে প্রস্তুত, এখন সেটা সম্ভবপর কিনা তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লাম সমস্তই সম্ভব, কিন্তু তার পূর্ব্বে তাঁর বান্ধবী সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট হতে চাই। অতঃপর মহিলা দুটি একদিন আমার কাছে এলেন এবং আমরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি প্রস্তুত করলাম।

কয়েক মাস পরে যে মহিলাটি শিশু পালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আমার কাছে এসে বল্লেন—জজ সাহেব, এই শিশুটিকে আমি বড় ভালোবাসি, চিরদিনই আমি ওকে ভালোবাসব ও যত্ন করবো, কিন্তু একে পেয়ে আমার মনে নিজস্ব একটি সন্তান লাভের বাসনা হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন, আমি বিবাহ করতে চাইনা, স্বামী চাইনা, বা কারো সঙ্গে বসবাস করতেও চাইনা—আমি চাই এই স্বাধীনতা ভোগ করতে। আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য এই যে আমার নিজস্ব একটি সন্তানকে ভালোবাসা কি অন্যায়—অপরের অবৈধ সন্তান পালনের চেয়েও অপরাধজনক?

আমি বল্লাম—এর উত্তর আমি দিতে পারি না, জজ হিসাবে সামাজিক আদর্শের বিপরীত কোনো কিছুর সম্পর্কে তোমাকে উপদেশ দিতেও পারি না। দুঃখের বিষয় তুমি বিবাহ করতে চাওনা, এ প্রশ্নের জবাব একমাত্র তোমার অন্তরের কাছেই পাবে। যা তুমি সরলভাবে সত্য এবং সঙ্গত বলে মনে করবে তাই কোরো।

এক বছর পরে তিনি ফিরে এসে বল্লেন—জজ সাহেব; আপনাকে যা বলেছিলাম সে বিষয়ে আপনার বিচারক সুলভ নীতিকে আর বিরক্ত করতে চাইনা, আমার ধারণানুযায়ী পরিকল্পনানুসারে আমি কাজ করেছি। যুবকটি যাজকতা অধ্যয়ন করে, আমি তাকে বল্লাম যে তুমি বা অপর কোনও ব্যক্তির সৌন্দর্যে আমি মোহিত হইনি, নারী হিসাবে কামনানুযায়ী সন্তানলাভের অধিকার আমার আছে। আমি তাকে বল্লাম যে, আমার সন্তানের পিতৃত্বে তোমাকে বরণ করছি, অবশ্য এই অবস্থা যদি তোমার কাছে ন্যায়সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় মনে হয়। আমরা সরলভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করবার পর আমার প্রস্তাব সে গ্রহণ করল।

আমার মন থেকে সে আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত, এবং সন্তানের ওপর তাঁর কোনো অধিকার নেই, একথা শিশুর পিতা জানেন। এখন আপনার কাছে আমার উদ্দেশ্য এই যে, সামাজিক কলঙ্ক বাঁচিয়ে বা আত্ম-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যাতে এই শিশুটিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি, আপনি সেই ব্যবস্থা করে দিন। আমি জানি আপনি বহু রমণীকে এই জাতীয় জটিল সঙ্কট থেকে ত্রাণ করেছেন, আমাকেও ত্রাণ না করবার কোনো হেতু নেই। বলুন, আমার কথা যুক্তিযুক্ত কি না?

বলাম—তুমি যখন স্বেচ্ছায় এই সঙ্কটে জড়িত হয়েছ, তখন তোমাকে সাহায্য না করাই আমার উচিত, কিন্তু শুধুমাত্র তোমার অজাত সন্তানের জন্যই আমাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করতে হবে।

তোমার বন্ধুদের জানাবে যে, তুমি ভ্রমণে যাচ্ছ, এমন একটা জায়গায় যাও, যেখানে তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করতে পারো। তারপর উপযুক্ত হস্তে শিশুটির পরিচর্য্যার ভার দিয়ে ডেন্ভারে ফিরে এসো। ফিরে ঘোষণা করে দাও যে, তুমি আর একটি সন্তান পালন কর্‌তে চাও। শিশুটিকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করবে, কোনো স্ত্রীলোক তাকে আদালতে এনে বলবে যে শিশুটি মাতৃ-পরিত্যক্ত, আমি বল্‌বো আর একটি সন্তান পালনের অভিলাষ তোমার আছে, তোমাকে সংবাদ পাঠাবো আমার আদালতে একটি শিশু এসেছে তুমি এসে দেখ্‌তে পারো, তারপর তুমি ও তোমার বন্ধুমণ্ডলী আদালতে এসে ছেলেটিকে দেখ্‌বে, আমিও ইত্যবসরে দত্তক গ্রহণ সম্পর্কিত কাগজ পত্রাদি প্রস্তুত করবো।

এই পরিকল্পনা সেই মহিলাটি বর্ণে বর্ণে পালন করলেন; তিনি ও তাঁর বন্ধুবর্গ আনন্দে সেই শিশুটি নিরীক্ষণ করলেন, চমৎকার শিশু। এই সব ক্ষেত্রে এমনই, হয়, তাঁর বন্ধু বান্ধবীরা আমি যে এমন একটি

শিশু আবিষ্কার করেছি তজ্জন্য আমাকে অভিনন্দিত করলেন। আর তিনি স্বীয় রক্ত মাংসে গঠিত শিশুকে নিবিড় আনন্দ ভরে বুকে তুলে নিলেন। সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে এই শিশুটীকে নিয়ে তিনি আজ পরমানন্দে দিনাতিপাত করছেন।

এই ঘটনাটি এবং আর যে সব ঘটনাবলী আমি উল্লেখ করলাম সেই সম্পর্কে সকলেই ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করবার অধিকারী। এই সব তথ্যগুলি উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য এই যে মানবজীবনের অন্তরালে কত কি সংঘটিত হচ্ছে তা নির্দেশ করা। তত্ত্ব ও পরমার্থের সঙ্গে যখন তথ্যের সংঘর্ষ ঘটে তখন তত্ত্ব ও পরমার্থ নিয়ে চলা কঠিন এবং তথ্যকে স্বীকার করে গঠনমূলক ভাবে ব্যবহার করা, তথ্যকে উপেক্ষা করে তিরস্কার করা অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক। তত্ত্ব সম্পর্কে আপনার বা আমার মত ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু তথ্য তর্ক সাপেক্ষ নয়। আমার কাছে প্রত্যক্ষ তথ্য বর্তমান, এই তথ্যাবলী আমার আয়ত্তাধীন, এবং আদালতে অনেকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার ফলে আমি বিশ্বাস করি না যে পৃথিবীতে ডেনভারের জুভেনাইল কোর্টের মত আরো স্থান আছে যেখানে অসংলগ্নভাবে চক্ষু কর্ণের অন্তর্গত বহু তথ্য ইতস্ততঃ বিচরণশীল।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই তথ্যাবলী গ্রহণ করেছি, এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে মনস্থ করেছি, এবং আশা করি যে এই তথ্যাবলীর উল্লেখের ফলে অপরে অনুরূপভাবে পরিচালিত হবে। কারণ তথ্যকে তথ্য-হিসাবেই যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলেই সমাজের বর্তমান প্রকৃত অবস্থার সত্যতা আমরা জানতে পারবো, স্বেচ্ছাকৃত অন্ধতা বা অজ্ঞতা আমাদের কোনো সাহায্যই করতে পারবে না।

বাইশ

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্ম্ম ও সমাজ

"সমাজ যদি এই প্রকার অবিবাহিত মিলন অনুমোদন করে, তাহলে কি যে-বিবাহ পদ্ধতি বর্ত্তমানে প্রচলিত তার অবসান ঘটবে না? বিবাহ কি তখন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হবে না?" এই প্রশ্ন প্রায় জিজ্ঞাসিত হয়।

এর স্পষ্ট উত্তর এই যে, এই প্রকার পরিস্থিতিতে অবিবাহিত মিলন আর 'অবিবাহিত মিলন' নামে অভিহিত হবে না। পরিবর্ত্তিত এবং অধিকতর সম্প্রসারণশীল বিবাহ-বিধি প্রচলিত হবে। তখনো বিবাহ বিধিতে সংস্কার ও আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকবে তবে তার আকৃতি অন্য প্রকার হবে।

এই প্রকার পরিবর্ত্তিত বিবাহ-বিধি নিরাপদ এবং বাঞ্ছনীয় হবে কিনা সেই প্রশ্নই বিচার্য্য।

কয়েকবছর পূর্ব্বে ডিভোর্স প্রাপ্ত রমণী সাধারণ রক্ষিতা অপেক্ষা অধিকতর সম্মানের পাত্রী ছিল না, অধুনা অবশ্য এই কলঙ্করেখা ক্রমশঃই মুছে যাচ্ছে, সকল প্রকার বাধা সত্বেও ধীর নিঃশব্দগতিতে এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অবিবাহিত মিলন সম্বন্ধে আমাদের মনোভঙ্গী কি অনুরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হবে?

অনেকে হয়ত বল্‌বেন—অসম্ভব! তাহলে এই সব অবিবাহিত মিলন ঘটিত সন্তানাদির কি উপায় হবে? এতদ্বারা শিশুদের সংরক্ষণের ও নিরাপত্তার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব অপহৃত হবে।

যে-সমাজ এই শিশুদের জারজ আখ্যাত করে কলঙ্ক কালিমায় চিহ্নিত করে তাদের পক্ষে এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন নিঃসন্দেহে হাস্যকর।

এ প্রশ্নের সোজা প্রত্যুত্তর এই, সংস্কার ও আইনগত বিবাহ ঘটিত সন্তানদের কি উপায় হয়? কে তাদের দেখে? তাদের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের দায়িত্বভার কার?

সম্প্রতি আমেরিকার এক শহর পরিদর্শন কালে দেখা গেল, সেখানকার একটি স্কুলের শতকরা ৩২জন ছাত্র "জারজ" তাদের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত, এই প্রকার পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আমি চিরদিন সংগ্রাম করেছি। আইনসিদ্ধ বর্তমান বিবাহ-বিধি যে স্বতঃই সন্তানের ভবিষ্যৎ "সংরক্ষণের" ব্যবস্থা করে, এই ধারণা শুধু যে হাস্যকর তা নয়, অধিকাংশক্ষেত্রে বিশেষভাবে দুঃখকর।

বর্তমান বিবাহ বিধিতে সন্তানদের সুবিধা সম্পর্কে কোন গ্যারাণ্টীই নেই। কোন প্রকার চুক্তি বা উৎসবে এই জাতীয় ম্যাজিক নেই। কিন্তু আইন সঙ্গতভাবে বিবাহিত হোক আর নাই হোক, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ পিতামাতার মুক্ত ও বাধাহীন প্রেমের মধ্যে এই ম্যাজিক বর্তমান। এই একমাত্র বস্তু দ্বারা সন্তান সংরক্ষণ করা ও গৃহকে পবিত্র করা সম্ভব, এবং এই সব বাদ দিয়ে সত্যকার বিবাহ অসম্ভব। এই হোল বিবাহের পরমা-প্রকৃতি।

এই যদি সত্য হয়, তাহলে যে-সামাজিক রীতি বা নীতি, বিশেষ-প্রয়োজন ব্যতীত, শিশুদের পিতামাতার মধ্যগত অবাধ প্রেমের সম্পর্ক, বাধা বা নিষেধের দ্বারা ধ্বংস করতে উদ্যত হবে, সেই রীতি বা নীতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

যে-আইনানুসারে 'গর্ভ-নিরোধ' ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে, যারা সন্তান পালন

বা রক্ষণ করতে অসমর্থ, সেই সব নর-নারীদের অশুভ ও অবাঞ্ছনীয় সন্তান ধারণে বাধ্য করা হয়, সেই আইন সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য।

এই সব আইনানুসারে প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় সেবায় বিরতিই একমাত্র আইনানুগত গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতি। প্রশ্ন হবে,নর-নারী ইন্দ্রিয় সেবায় বিরতি অভ্যাস করবে, না—যৌন সম্পর্ক শুধুমাত্র সন্তান প্রজননে সীমাবদ্ধ করবে? বিধি ব্যবস্থানুযায়ী আইন অমান্য করবে, এই কথাটাই সরল ভাবে স্বীকার করায় বাধা কি?

একথা অবশ্য সত্য, যে বিবাহ বা বিবাহের বাইরে, পিতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে উৎসুক এমন প্রাণী সব সময়েই সমাজে দু চারজন থাকবে। তবে এ কথাও সত্য, এই সব ব্যক্তি জীবতত্ত্ব-গতভাবে অসম্পূর্ণ এবং অসংবদ্ধ বলেই জীবনের স্বাভাবিক দায়িত্ব ত্রাণের জন্ম চেষ্টিত। ন্যায়ের পথ দুর্ব্বলচিত্ত লোকের কাছে চিরদিনই কঠিন অথচ স্বাভাবিক এবং সুস্থ গঠন সম্পন্ন উৎসাহী ব্যক্তির কাছে এই পথ গ্রহণ ও পালন যোগ্য মনে হবে।

সন্তান পালনে যাদের সামর্থ্য নেই, মূল্যবান মানসিক ও শারীরিক সদ্‌গুণ সন্তানে সঞ্চারিত করবার শক্তি যাদের নেই, সেই দুর্ব্বল চিত্তদের সংখ্যা গর্ভনিরোধপদ্ধতি অনুসারে নিম্নতম সংখ্যায় পৌঁছাবে—কারণ সমাজের এই অক্ষম ব্যক্তিবৃন্দ সন্তান উৎপাদন না করেই যৌন-আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত কর্‌তে পার্‌বে। এই অপকৃষ্টদের সংখ্যা গর্ভনিরোধ পদ্ধতিতেই হ্রাস পাবে, কারণ তাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে অপকৃষ্টদের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পৃথিবী যেন আগাছাপূর্ণ উদ্যানে পরিণত হয়েছে। শস্যের সঙ্গে কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক চাষী আগাছা রুইবে না, কিন্তু আমরা বিকৃতমস্তিষ্ক চাষী, তাই "ঐতিহ্যে"র দাবী অনুসারে আমরা

শতকরা ৯০ভাগ ভাবাবাস ও দশভাগ সময় যাপন করি। সেই কারণে আমাদের সভ্যতার উদ্যান আজ অরণ্যে পরিণত হয়েছে।

এণ্টনি কমষ্টক্ রচিত যে—ফেডারেল ল, আজ হাজার হাজার ভদ্র এবং বিবেচক ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত, তাঁদের যদি কমষ্টক্ মনস্তত্ত্বের অন্তরালে কি আছে সে বিষয় কিছুমাত্র ধারণা থাক্‌ত তাহ'লে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন। যে ধারা অনুসারে আপন বংশধরকে পৃথিবীতে আনা হবে, এই আইনানুসারে সে সম্বন্ধে কোন প্রকার বিচার বিবেচনা করা নিষিদ্ধ এবং গর্ভনিরোধ পদ্ধতি এই আইনানুসারে অশ্লীলতারই সমতুল্য। জ্ঞান, স্বাধীনতা, আলোক ও প্রেমের পরিবর্তে অজ্ঞতা, অন্ধকার ও কুসংস্কারের সাহায্যে পৃথিবী সুন্দরতর হবে, এই ব্যর্থ লজিক ও অশুচিকর গোঁড়ামির জন্য অতি উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে আমরা এই কৃত্রিম নীতিবাগীশতা, সোনার ইষ্টকখণ্ড লাভ করি। গর্ভনিরোধ ব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত সন্তান উৎপাদনের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বাঁধা যুক্তি এই যে নিজেদের সুবিধার জন্য বিবাহিতেরা খুব কম সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করবে, আর পরিণামের আশঙ্কা-মুক্ত হয়ে অবিবাহিতেরা অবাধ বিলাসিতায় মগ্ন হবে। বহুলোকে সন্তান কামনা করে না এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সন্তান দত্তক গ্রহণের আবেদনের তালিকা যা আমার কাছে আসে তার চাহিদা মেটানো আমার পক্ষে সর্বদা সুসাধ্য নয়। আমার পক্ষে অতিরিক্ত সন্তান যে অনেকের অবাঞ্ছনীয় এ কথা সত্য। কিন্তু কে এই সিদ্ধান্ত করবে? আমাদের এ দেশ কি স্বাধীন নয়? আর অবৈধ সন্তান ও গর্ভপাতের সংখ্যা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে অবিবাহিতেরা পরিণামের কথা বিবেচনা না করে নিঃশঙ্ক চিত্তে বিলাসিতায় লিপ্ত হয়, স্পষ্টই দেখা যায় যে গর্ভসঞ্চারের আশঙ্কা তেমন ফলপ্রদ বাধা নয়। তাহলে এই সব ব্যক্তিদের ওপর কতকগুলি অসহায় শিশুদের জোর করে

চাপিয়ে পৃথিবীর অশান্তির ভার বাড়িয়ে লাভ কি? কেন এই নির্দোষ শিশুরা বাপ মার অপরাধে দুঃখ ভোগ করবে?

একটি চমৎকার অথচ নির্বোধ স্ত্রীলোক একদা আমাকে বলেছিলেন, গর্ভ-নিরোধ ব্যবস্থায় তাঁর আপত্তির কারণ এই যে তাহলে শুধু মাত্র কামুকতার জন্যই যৌন-সংসর্গের প্রশ্রয় দেওয়া হবে, যেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে অন্য কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে লোকে যৌন-সংসর্গ করে আসছে। 'কামুকতা' একটা বড় কথা। প্রেমময় কামুকতার মধ্যে অধ্যাত্ম ভাব-দ্যোতনার অভাব নেই। ভণ্ডামির কি অপূর্ব্ব আর্ট-ই না আমরা রচনা করি! জীবনের কি অদ্ভুত অপচয়!

একটি তরুণী আমাকে যা বলেছিল তা এখানে উল্লেখ করছি, আমাদের যে সব নীতিবিদমণ্ডলী, নারীর সতীত্ব নিয়ে বাগাড়ম্বর করেন, পুরুষের লাম্পট্যে, ভ্রূকুটি করেন, যারা যুগল আদর্শে পরিপোষক, তাদের এই কথা কটি তাম্রকূটের নলে করে ধূম্র হিসাবে সেবন করতে অনুরোধ করি।

মেয়েটি বলেছিল—"যতক্ষণ না মেয়েরা গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা শিক্ষা করে ছেলেদের সমকক্ষ হচ্ছে, ততকাল ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সমতা সম্ভব হবে না; অর্থাৎ ধরুন একটা কোন ত্রুটি বা পদস্খলনের জন্য যে-সর্ব্বনাশের আশঙ্কা পুরুষের নেই, সেই জাতীয় ত্রুটি যদি মেয়েরা করে তাহলে তাদেরও তেমনি কোনো সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা থাকবেনা। আমি আশা করিনা যে উক্ত নীতিবিদ্‌মণ্ডলী এই ক্ষুরধারবৎ যুক্তির মর্ম্ম অনুভব করবেন, কারণ এই সব ব্যক্তিবৃন্দের বিবেক বলে কিছু নেই, কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই যুক্তির তীক্ষ্ণতা অনুভব করবেন সন্দেহ নেই। অধিকার সংরক্ষক আইনের মতো এই যুক্তি কল্যাণকর। মেয়েটি আর একটি কথা যোগ করে বলতে পারত যে, এই কার্য্যক্রম

অনুসারে পুরুষদের মত, এ যুগের মেয়েরাও যৌন নীতির একটি মাত্র আদর্শে পরিচালিত হবে। এই নূতন একক আদর্শের দুটি উল্লেখ যোগ্য বিশেষত্ব এই যে, এই আদর্শ সরল ও সুস্থ, এবং বর্ত্তমানে যে গোপনতা, অপরাধ, এবং ব্যতিক্রমের মধ্যে আমরা বাস করি সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূর্য্য কিরণে ও মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে এসে সুন্দর ও শোভন হয়ে উঠবে।

সন্তান সম্ভাবনার বিপদ! 'অশ্লীলতা'র দোহাই দিয়ে গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা আমরা নিষিদ্ধ করে রেখেছি, কোন্ আইনের অধিকারে 'আমরা সকল অপরাধ মেয়েদের স্কন্ধে চাপিয়ে রেখেছি? ভণ্ডামি? আমাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য স্বয়ং শয়তান ধরণীতে অবতীর্ণ হবেন।

যৌন সম্পর্কিত এই স্বাধীনতার অর্থ অবাধ প্রেম নয়, এবং বিবাহ-বিধির ধ্বংসকরে নয়, বরং তার পরিধি বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত করে মানুষের অজ্ঞাত সুখ ও স্বাধীনতার পরিমাণ বৃদ্ধি করেই আমার এই ভবিষ্যৎ বাণী, এ কথা আমার বক্তব্যে যদি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে না থাকে, তাহলে আমি বৃথাই এত কথা লিখেছি।

বর্ত্তমান কালের গোঁড়া ঐতিহ্য আক্রমণে আমার তেমন আগ্রহ নেই, সকল প্রকার বাধা, দুঃসাহসিকতার সঙ্গে দূর করাই আমার উদ্দেশ্য। কোন একটি বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা কর্তে সর্ব্বদাই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, আমি জানি যে দ্রুত পরিবর্ত্তনের বিপদ বড় কম নয়, তাই আমি আকস্মিক বা চরম কিছু করতে বলি না।

বস্তুতঃ এ সব কিছুই আমি চাই না বরং যে সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এই উত্তাল তরঙ্গের প্রতিরোধ করবার শক্তি নেই, অথচ বাধা দেবার

চেষ্টা করে বৃথাই নিজেদের ও প্রিয়জনের অশান্তি বাড়িয়ে তোলেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ও সহনশীলতাই আমার কাম্য। পরিবর্ত্তন আগত-প্রায়। তথাপি সকল দিক বিচার করেই আমি এই ভবিষ্যৎ বাণী করছি, এবং এই নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে যতগুলি সম্ভব উদার চিত্ত ও আগ্রহশীল ব্যক্তির পরিচয় সংস্থাপিত করে সেই অনাগত দিনের পথ প্রশস্ত ও মসৃণ করে রাখছি।

প্রেম পবিত্র বস্তু, এবং জীবনের আরো বহুবিধ প্রয়োজনীয় মতবাদের মত স্ব-বিরোধী। স্বাধীনতাই একমাত্র শৃঙ্খল যা এই প্রেমকে শৃঙ্খলিত করতে পরে। এই প্রেম যেখানে বন্ধনহীন এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া যেখানে স্বেচ্ছাধীন, সেখানে আপন অকমতায় পরিপুষ্ট হয়ে পালিয়ে যাবার বাসনা মোটেই প্রবল হয়ে উঠবে না। সর্ব্বদাই মন বলবে "ইচ্ছে ত' করলেই আমি বিচ্ছিন্ন হইতে পারি। আমার বাসনা ছাড়া আর বাধা কি, ভালোবাসি ভালো লাগে বলে, ভালোবাসতে বাধ্য বলে ত' আর ভালোবাসিনা।"

সকল বিবাহের মধ্যে এই স্বাধীনতার কথাই আমি প্রচার করি, এবং স্বাধীনতার কথাই আমার ভবিষ্যৎবাণী।

অসংবদ্ধতা—আমি বলি সর্ব্বকালেই অসংবদ্ধতা থাকবে। (অবশ্য এ নামে অভিহিত করতে আমার আপত্তি আছে)। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে "ভুল" কথাটাই সুষ্ঠু প্রয়োগ হবে। পারস্পরিক নির্ব্বাচনকালে নর-নারী চিরদিনই 'ভুল' করবে। সুনিয়ন্ত্রিত পরিবারেও এমনই ঘটে। এক মুহূর্ত্তে যখন সারা জীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন সেই অবস্থায় উভয়ের সম্পর্কে ভ্রমাত্মক অনুমান করা ভিন্ন আর উপায় কি? এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলেই ভালো, আর যদি অনুমান মিথ্যা হয় তাহলে উভয়ের অদৃষ্ট দোষ ভিন্ন আর কি বলা যায়।

আমাদের একটা বড় দোষ এই যে মানব-প্রকৃতিকে কোনো যুগেই আমরা আমল দিইনা। হয়ত এই কারণেই আমি সাধারণ প্রকৃতির ব্যতিক্রম, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আমি আজন্ম জুয়াড়ি, আর চিরকালই আমার জিৎ, এই খেলায় পাশা ফেলার গোপন কৌশল বেশ সহজ। সর্ব্বদা মনে রাখবেন মানবাত্মা পৃথিবীর মধ্যে নিঃসঙ্গতম বস্তু, অন্ধকারে সঞ্চরণ করছে মানবাত্মার গভীর বিতৃষ্ণা, সেই আঁধার পুরীতে যদি বন্ধুতার প্রসন্ন হস্ত প্রসারিত করেন, তাহলে মানবাত্মা পরম আগ্রহভরে সেই বাহু অবলম্বন করবে।

একই নিয়মে সহস্র জীবন বাঁধ্‌বার গতানুগতিক প্রথায় নর-নারীর অন্তরঙ্গতায় ধর্ম্ম ও সমাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে কি অবস্থা দাঁড়ায় তার চমৎকার দৃষ্টান্ত মিসেস্ হেরিং-এর কাহিনীতে পাওয়া যাবে। এই কাহিনীটির সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত একটি কাহিনীর অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে, তবু এখানে কাহিনীটি উল্লেখ করছি, কারণ আমার বক্তব্য এতদ্বারা প্রমাণিত হবে।

বিবাহের পূর্ব্বে মিসেস হেরিং ষ্টেনোগ্রাফার ছিলেন—রমণীয়, চমৎকার নিষ্পাপ তরুণী—অর্থাৎ এক কথায় যৌনতত্ত্বের প্রাথমিক তথ্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মেয়েটি আমাকে আদালতে বলেছিল যে, বিবাহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে রোমান ক্যাথলিক্ পুরোহিত বিবাহ-উৎসব সম্পাদন করেছিলেন, তিনিই গোপন রহস্যোদ্‌ঘাটন করেন, এই তথ্য শোনবার পর মেয়েটি বিশেষ আহত হোল, এবং সমস্ত বিষয়টির উপর তার এমন এক বিতৃষ্ণা হয়ে গেল যে সে কিছুতেই আর এই অনুভূতি থেকে ত্রাণ পেল না। যাই হোক, বিবাহ হোল, এবং মেয়েটি যথা সম্ভব সৌজন্য সহকারে এই বিতৃষ্ণাকর অবস্থার সম্মুখীন হোল।

উপদেশ প্রদানকালে পুরোহিত যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে তাকে সতর্ক করে

বলেছিলেন, "never interfere with nature," প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ কোরো না। গর্ভনিরোধ ঈশ্বরাভিপ্রেত নয়।

এই সতর্কবাণী মেয়েটি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছিল, ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সে তিনটি সন্তান প্রসব করল। স্বামীর আয় অত্যন্ত কম, কাজেই তিনটি সন্তান তাদের কাছে অনেক, চতুর্থ সন্তান যখন আগতপ্রায় তখনই গোলযোগের সূচনা হোল। স্ত্রী আবার গর্ভবতী এই সংবাদে মিঃ হেরিং উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। তিনি ভয় দেখিয়ে বল্লেন যে যদি কোন ভ্রূণহত্যাকারীর কাছে না যাও, ত' আমি ছেলেপুলে, সংসার সমস্ত ত্যাগ করবো। পরবর্ত্তী আরো তিন বছর সে স্বামীর আদেশ পালন করলো—হেরিং পরিবারে ভ্রূণহত্যা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠ্‌লো। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভনিরোধ করা বা প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করা পাপ—সুতরাং গর্ভনিরোধ অভ্যাস করা চল্‌বেনা, বিশ্বস্রষ্টার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করার মত বিস্ময়কর আর কি আছে? কিন্তু গর্ভপাত করা ন্যায়সঙ্গত এবং গর্ভনিরোধের মত পাপ নয়, সুতরাং যথাক্রমে তিনবার গর্ভকালে, জীবন্ত অথচ অজাত সন্তানদের ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে হত্যা করতে হয়েছে।

প্রশ্ন করলাম—সূচনার পর জীবন নষ্ট করার চেয়ে, জীবনের সূচনার পথ রোধ করাই কি শ্রেয় নয়?

মেয়েটি বল্‌ল—আমি এ কথা বুঝি। কিন্তু আমার প্রতিবাদ সত্বেও স্বামী বিবাহগত অধিকার ভোগ করতে চান, আর পুরোহিত বলেন—জীবনের সূচনায় বাধা দেওয়া পাপ, এবং স্বামীর কথা মান্ত করাই আমার কর্ত্তব্য। সুতরাং আমাকে রাজী হতে হয়। কিন্তু স্বামী আমাকে ভালবাসেন ও আমার এই তিনটি জীবন্ত সন্তানের ভার তাঁর ওপর, সুতরাং কি করে তাঁকে আমি হারাই?

এক কথায় সন্ত্রাসকর শঙ্কায় ও বিশেষভাবে জীবন্ত সন্তানগুলি লালন-পালন করবার অর্থনৈতিক চাপে অজাত সন্তান হত্যা করার ব্যবস্থায় তাকে রাজী হতে হয়েছে। এই ঘটনা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতি কিংবা ধর্মগত সংস্কারজনিত কিনা সে বিষয়ে এখানে বিস্তারিত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

আর একটি মহিলা কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—নিষিদ্ধ হোক্ আর নাই হোক্ আমি গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা অভ্যাস করি, কেউ আমাকে এ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, যারা এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে তারা ত' আর গর্ভধারণ করে না, আমরা মেয়েরাই সন্তান প্রসব করি।

আমাদের এই যান্ত্রিক ও "জড়বাদী" যুগে মানব-মনের জন্ত তবু যা হয় কিছু করল, এই কথাটাই আমার এই সব কারণে মনে হয়।

বেশীদিনের কথা নয়, স্মিথ পরিবারের কথা ডেন্‌ভারে বিশেষ আকর্ষণমূলক কাহিনী হয়ে উঠেছিল। এই স্মিথ পরিবারের কর্তা পরিণত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হলেও, সোজাসুজি কিছু চিন্তা করার শক্তি তাঁর ছিল না। তাঁর ধর্মগুরু তাঁকে বলেছিলেন যে গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা অভ্যাস করা মহাপাপ, পালন করবার সামর্থ্য নেই বলে যদি আর সন্তান কামনা না করো, তাহলে যৌন সংযমই অর্থাৎ যৌন-বিরতি একমাত্র পথ। বিবাহিত জীবনে প্রতি বৎসরেই স্মিথ পরিবারে একটি করে সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে সুতরাং আরো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মানে সেই পরিবারে শোচনীয় বিপত্তির উদ্ভব হবে, এবং যৌন সংযম কার্যকরী না হওয়ায়, স্মিথ আমার আদালতে গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিবরণাদি জানতে এল। এই সব বিবরণ আইনতঃ আদালত থেকে দেওয়া যায় না, আমি

তাকে একটি ডাক্তারী ক্লিনিকে পাঠালাম, কিন্তু আইনের ভয়ে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য তারা কোনো তথ্যই শুনতে চাইল না অবশেষে আত্মহত্যা করে স্মিথ এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করল।

তখন হিতৈষী বন্ধুবর্গ সাময়িকভাবে স্মিথ পরিবারের অভাব নিবারণ-কল্পে চাঁদা তুলে সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন—কারণ তারা স্বাভাবিক প্রতিপালক থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এইভাবে ধর্ম ও আইনের প্রবল পেষণে স্মিথ পরিবার কাগজের মণ্ডের মত নিষ্পেষিত হয়ে গেল।

আর একটি অপকৃষ্ট পরিবার ক্লার্কদের সংসার। এই ক্লার্ক পরিবার প্রতি বৎসরে একটি সন্তান, এই হারে ধীর গতিতে বর্দ্ধিত হচ্ছিল, এ অবস্থা মোটেই তাদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়, প্রতিপালন করবার সামর্থ্য নেই। আর একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মানে অপর সন্তানেদের প্রতি ঘোরতর অবিচার; কিন্তু গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা অভ্যাস করা মহাপাপ, যৌনসংযম দ্বারা অসম্ভব সন্ন্যাস পালন করাও সম্ভব নয়, সুতরাং ক্লার্ক পরিবার দিন দিন বর্দ্ধিত হয়ে পৃথিবীর ভার ও শোভা বর্দ্ধন করতে লাগল।

আজ এই ক্লার্ক পরিবারের একটি ছেলে একটি শিশুর উপর অপকৃষ্ট যৌন অত্যাচারের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করছে। ছেলেটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এইভাবে মিথ্যার মধ্যে জীবন যাপন করার ফলে সমাজের উপর যে পরিমাণ পাপাচার ও দুর্দ্দশার ভার তারা চাপিয়েছে তা অপরিমেয়। এতগুলি অপরাধী প্রকৃতির প্রাণীর ভূমিষ্ঠ

হওয়াই উচিত ছিল না, যদি এই দারিদ্র্য পীড়িত ক্লার্ক দম্পতির কার্য্যকরী গর্ভনিরোধ পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকত, এবং প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা পেত, তাহলে পিতামাতার অশুভ উত্তরাধিকারী হয়ে তারা কোনদিনই ভূমিষ্ঠ হোত না। যে সন্তান প্রতিপালনে তারা অসমর্থ, বংশবৃদ্ধি-করে তাদের জন্মদান করবার কোনো সত্যকার ইচ্ছা তাদের ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়েই তাদের এই পথ গ্রহণ করতে হয়েছে।

সন্তান জন্মের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, এই দম্পতির মধ্যে শুধুমাত্র পরিতৃপ্তিকর ও স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক সংস্থাপিত করাই এই প্রকার অপকৃষ্ট দম্পতির বিবাহের একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তি হতে পারত।

কিন্তু অত্যন্ত ঘৃণিত দুর্নীতিমূলক এবং সম্পূর্ণভাবে অশুচি ও বিরক্তিকর অন্তপ্রকার ব্যবহার ওপর আমাদের আইন ও চার্চের আগ্রহের পরিমাণ এত অধিক যে আমাদের সংস্কৃতির অগভীরতা এবং আমরা চিন্তাশীল প্রাণী এই ভাঁওতার চমৎকারিত্বে বিস্মিত হতে হয়।

যদি এই ক্লার্ক পরিবার (সব কাহিনীতেই আমি আসল নাম প্রচ্ছন্ন রেখেছি) একমাত্র দৃষ্টান্ত হোত, তাহলে আমি এতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে এই কাহিনী উল্লেখ করতাম না। কিন্তু সারাবছর ধরে আমার আদালত গৃহে এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত দুর্ভাগাদের যে শোভাযাত্রা আমি স্বয়ং পরিদর্শন করি, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এই দৃশ্য দেখেন নি, সেই পাঠকদের কাছে কি ভাবে এই শোভাযাত্রার নীরব বাণী আমি বহন করব? আমি ইতিপূর্ব্বেই বলেছি যাঁরা আমার সংস্পর্শে আসেন তাঁদের অধিকাংশই বেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক প্রকৃতির, কিন্তু অ-স্বাভাবিকদের সংখ্যাধিক্য অত্যন্ত বিস্ময়কর।

এই নর-নারীর বিবাহ ব্যাপারে সমাজের অনুমোদন আছে, কিন্তু তারপর আইনের সাহায্যে তাদের গর্ভনিরোধ প্রক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণে বিরত রেখে তাদের অনুরূপ সন্তান প্রজনন করে প্রকৃতপক্ষে সমাজের দুর্বৃত্ত ও অপকৃষ্টদের সংখ্যা বর্দ্ধনে বাধ্য করা হয়। এইসব নরনারীর সন্তান সন্ততির মধ্যে যে শুধুমাত্র জীবতত্ত্বগত উত্তরাধিকার শক্তি অপ্রতুল তা নয়, বাল্যকাল থেকে যেভাবে তারা প্রতিপালিত হয় এবং উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অপূর্ণ-পোষণ জনিত দুর্ভোগ সহ্য করবার ফলে অধিকাংশক্ষেত্রে তাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি চিরজীবনের মত নষ্ট হয়ে যায়। এই জাতীয় নর-নারীর উপস্থিতি থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে এদের নিঃসন্তান অবস্থায়, কিংবা অল্প সংখ্যক সন্তান প্রজনন করে দেহত্যাগ করতে দেওয়াই একমাত্র পথ এবং এই প্রকার ব্যবস্থায় সাধারণতঃ এই সব নর-নারী নিজেরাই এবং বিশেষভাবে মেয়েরা উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করবে।

এই সব নর-নারীর মধ্যে শুধুমাত্র গর্ভ নিরোধ পদ্ধতি প্রচার করলেই চলবেনা, আমাদের আরো অনেকদূর যেতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন এইভাবে পরিবর্ত্তিত করতে হবে যদ্বারা শুধু গর্ভনিরোধ পদ্ধতি প্রচার করা আইনানুগ হবে না, এই বিষয়ে অধিকতর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা গর্ভনিরোধ প্রক্রিয়া আরো সহজ এবং কার্য্যকরী করে তুলতে হবে। প্রচলিত গর্ভনিরোধ পদ্ধতি বিশ্রী, অনিশ্চিত এবং অসম্পূর্ণ হলেও, নেই মামার চেয়ে কানা মামা হিসাবে মন্দের ভালো বলা যায়।

এই প্রকার ব্যবস্থা সার্ব্বজনীন আত্মহত্যার সমতুল্য এই যুক্তি নির্ব্বোধ ও অর্থহীন। গর্ভনিরোধ পদ্ধতি অজানা না থাকলে লোকে সন্তান কামনা করবে না এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। সংস্কৃতি-সম্পন্ন

জীবন অনুসরণ করে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য, তারপর ফলাফল যা হবার তা হোক্। যে পদ্ধতি প্রকৃত পক্ষে ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ এবং অবৈতনিক, সেই পদ্ধতি সকলকে পালন করতে বাধ্য করে, আইনের সাহায্যে আমরা আমাদের সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বো, এখনও আমাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান। আমাদের ধারণা যেকী টাকার মতো এই অসংখ্য লোকসংখ্যা পৃথিবীকে ত্রাণ করবে। অর্থনৈতিক সুবিধার নিশ্চিত সম্ভাবনা আমরা অনুভব করলেও, সমাজে আমরা স্বর্ণমাণ গ্রহণ করবো না।

ক্ষুদ্র পরিবার প্রবর্ত্তনের পক্ষে এই সুপারিশ করছি না। আমার মনে হয় যতগুলি সন্তানকে উপযুক্ত ভাবে পালন করা চলে ততগুলি সন্তানের জন্মদান করাই উচিত। শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ছেলে-মেয়েদেরও এই সংশিক্ষা দিতে হবে। তারা জানুক সংসারে তাদের প্রাণশক্তির প্রেরণা অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করে, তবে সংসারে তাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় হওয়া চাই—তাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের অপর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা চাই। কিন্তু জাতি হিসাবে আমরা অনেক দূরে পড়ে আছি, আমরা বাতুলের মত ধাবমান—আর তার বিনিময়ে কি অধিক মূল্যই না আমাদের দিতে হয়!

তেইশ

বৈধ ও অবৈধ সন্তান

বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই যে আমরা নির্ব্বোধের মত হাজার হাজার অবৈধ সন্তান ভূমিষ্ট হবার সুযোগ দিই, একথা অনস্বীকার্য্য। আমাদের ধারণা বিবাহ বন্ধনের বাইরে যে সব সন্তান জন্মায়, তারই নাম 'অবৈধ' সন্তান, কিন্তু আমাদের এই ধারণা ভুল। সেই সব সন্তানই 'অবৈধ' জীবতত্ত্ব অনুসারে যাদের বাপ-মা অক্ষম। বাপ মা রীতিমত ভাবে বিবাহিত হোক্ আর নাই হোক্, এই সব সন্তান 'অবৈধ', কিংবা যদি ঘুরিয়ে বলি, এদের বাপ-মায়েরাই 'অবৈধ' তাহ'লে হয়ত ঠিক বলা হবে। পিতৃত্বের অক্ষমতাই অবৈধ পিতৃত্বের কারণ। আমি অনেক চমৎকার অবৈধ এবং অনাথ শিশুকে জানি যাদের বাপ-মা বৈধভাবে সামাজিক বিধি অনুসারে বিবাহিত।

অবৈধতা সম্পর্কে আমাদের বর্ত্তমান ধারণায় নিজেদের বঞ্চনা করে কোন লাভ নেই, মনকে আঁখিঠেরে লাভ কি? সমাজ চায় না 'অবৈধ' শিশুতে চারিদিক ভরে যায়, তাদের জন্ম রহস্যের মূলে যে দুর্নীতির ছাপ বর্ত্তমান সেইটাই অবশ্য এই সামাজিক বিতৃষ্ণার কারণ নয়, পাছে এই শিশুদের প্রতিপালনভার সমাজকে বহন করতে হয় তাই এই অবৈধ-ভীতি। এই ভীতিজনক দায়িত্ব এড়াবার জন্যই সমাজ এত বড় একটা দণ্ড চাপিয়ে রেখেছে, কিন্তু এই সব অবৈধ শিশুদের জনক-জননীর পক্ষে প্রকাশ্যে এবং নির্ভয়ে সন্তান পালনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব

করে তোলার ফলে এই সামাজিক দণ্ড-বিধানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। সমগ্র ব্যাপারটি হৃদয়হীন এবং আড়ম্বরপূর্ণ। ভণ্ডামি ও এতৎসংলগ্ন নৈতিক ভাণটুকু, বিষয়টিকে আরো বিরক্তিকর করে তুলেছে। এর মধ্যে কোন রকম সত্য বা স্বাস্থ্যের ছোঁয়াচ নেই, আছে শুধু পিশাচ-বৃত্তি।

বহু অবৈধ শিশু আমার হাতে এসেছে, তাদের অনেকের ফটো আমার কাছে আছে, চমৎকার ছোট্ট শিশুগুলি, অধিকাংশ শিশুর বাপ মাও অপূর্ব্ব। কখনও কখনও আমি হাসপাতালে বা বাড়িতে গিয়ে এই ফুলের মত শুভ্র শুচি শিশুগুলিকে দেখে হৃদয় পরিতৃপ্ত করি। তাদের পালক পিতা-মাতাদের হৃদয়ে ও জীবনে তারা কি অপরিসীম আনন্দ ও অপার শান্তি বহন করে এনেছে তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, এবং তাদের অনেকের মধ্যে মহত্ত্বের সম্ভাবনার সূচনা বর্ত্তমান। এই সময়েই আমাদের নৈতিক সভ্যতার নির্ব্বোধ নির্ম্মমতা ও অন্ধতায় আমি বিস্ময়াহত হয়ে পড়ি।

ডেন্‌ভারের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের জনৈক তরুণীকে একদা ফুল উপহার পাঠাবার সময় আমি যে ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছিলাম আমার ফাইলে তার একটা কপি রয়েছে। আমার কথাতেই মেয়েটি সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও সন্তান প্রসব করতে স্বীকৃত হয়েছিল বলে তাকে অভিনন্দিত করে লিখেছিলাম—

"To a brave, pure, sweet little girl whose suffering and nobility in doing what God and Nature would have her do rather than the cowardly thing thousands not half so good have done, more than atone for any

mistake of conduct she has ever made, and now entitle to; and which endear her, besides, to one who is very proud of her and her folks—for a brave, plucky fight.

From her friend,
Ben. B. Lindsey."

এই সন্তান জন্মের কথা গোপন রেখে, পরে মেয়েটি তার পড়াশোনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে সম্প্রতি বিবাহ করে নিজস্ব একটি সন্তান নিয়ে পরমানন্দে আছে। কুমারী অবস্থায় শিশুটিকে 'আত্ম-মর্য্যাদা'র খাতিরে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। সন্তানহীন নিরানন্দ একটি পরিবারে সেই শিশুটি আসন্ন ডিভোর্সের পথরোধ করে অসুখী দম্পতির অন্তরে নব-জীবনের সূচনা করেছিল। এই শিশুটিকে দত্তক গ্রহণ করার ফলে তাঁদের মেঘাচ্ছন্ন প্রেমহীন জীবন প্রেমের মাধুর্য্যে পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠ্ল। এমন সুন্দর শিশু ও এই রকম সুখী পরিবার আমার আর জানা নেই। কার্য্যোপলক্ষে যে সুদূর শহরে এই দম্পতি উপস্থিত বাস করে সম্প্রতি সেখানে গিছ্লাম, তাঁরা বল্লেন যে 'তাঁদের' খোকাকে তাঁরা এত ভালবাসেন যে বোধ হয় নিজেদের যদি সন্তান থাকতো, তাকেও এতো ভালোবাসতে পারতেন না, এই শিশুই তাঁদের চিরন্তন বন্ধনে সংযুক্ত করেছে, এই শিশুর জন্যই তাঁরা বেঁচে আছেন।

এই সব ঘটনা সম্বন্ধে গানে এবং গল্পে আমরা যথেষ্ট ভাবপ্রবণতা দেখাই। 'Way Down East' নাটকের সেই কর্ত্তব্য-কঠোর পিতার তাড়নায় মেয়েটি প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে শিশু সন্তানকে বুকে চেপে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চল্লো—এই জাতীয় মামুলী মেলোড্রামা দেখে দর্শক হেসে, কেঁদে আকুল হয়ে পড়ে। কল্পনার কল্পলোকে সর্ব্বদাই এই জাতীয় ঘটনায় আমরা স্বপক্ষে, আমরা তখন পাত্র-পাত্রীর দুর্দ্দশায়

সমবেদনা প্রকাশ করি। কিন্তু জীবনে আমরা অনুরূপ ক্ষেত্রে ধূলি ও কর্দম নিক্ষেপ করি। বিধাতার করুণায় পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে তরুণের এই উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহ ক্রমশঃই সনাতন মনোভঙ্গী দূর করবে।

বেশী দিনের কথা নয়, একটি মেয়ে তার অবৈধ সন্তান প্রতিপালনে অসমর্থ হয়ে আমার কাছে এসেছিল, আত্মীয় বন্ধুদের কাছে সম্ভ্রম ও খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এ বিষয়ে গোপনতা প্রয়োজন। মা ও সন্তানের এই বিচ্ছেদের ফলে, মা তার সন্তানকে স্তন্যদান করতে না পারায়, আর সব বোতলসেবী শিশুর মত এই শিশুটিও অকালে মারা গেল।

জীবিকার জন্য মেয়েটির একটা কাজের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়ায়, দুটি রুগ্ন দুর্ব্বল শিশুর দুধ-মার (wet nurse) কাজ সে গ্রহণ করল, শিশু দুটির মা স্বয়ং অসুস্থ, সুতরাং শিশু দুটি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল। এর পর শিশুদুটি অবশ্য স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করে দিন দিন বাড়তে লাগল। গভীর নৈরাশ্যভরে মেয়েটি যে ভাবে তার এই করুণ কাহিনী আমাকে বলেছিল তা আমি কখনও ভুলবো না।

সে বলেছিল—"যে জিনিষের অভাবে আমার নিজের সন্তানকে বাঁচাতে পারি নি, সেই বুকের রক্ত দিয়ে অপরের ছেলেদের আমাকে বাঁচাতে হোল, এ যে আমার কতবড় অভিশাপ, কত কঠোর, তা কি বলবো।"

নীতিবাগীশরা কি বলবেন তার অপরাধের এই উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে? যুক্তির খাতিরে না হয় স্বীকার করলাম তাঁদের কথাই সত্য, কিন্তু বাপ-মার বিয়ের ব্যাপারে যে শিশুর কোনও হাত ছিল না, তার মৃত্যু কেন হোল? সতী হোক্ আর অসতী হোক্, আপনার মার বুকের দুধ খেয়ে বাঁচবার অধিকার কি সেই শিশুর ছিল না? এই 'নীতি-

ব্যাপিকা', এই 'বিচার' সম্বন্ধে মৃত শিশুটি কি বল্বে? আমরা কি এত নীচে নেমে গেছি কুমারী জননীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে শিশুদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করে তুল্‌ছি, এই নিষ্পাপ অসহায় শিশুদের প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত করছি, এই প্রাথমিক হত্যা ব্যবস্থা নিষ্ফল করেও যদি তারা বেঁচে থাকে তবে ঘৃণা ও কলঙ্কের পঙ্কে তাদের ভূষিত করছি—আমাদের এতদূর অবনতি হয়েছে? এর উত্তরে বলি সত্যই আমরা অনেক নীচে নেমেছি, আমাদের জাতিগত অধঃপতন ঘটেছে।

আমাদের সমাজে একটা সংস্কার দাঁড়িয়েছে, যখনই কোন সম্ভ্রান্ত বীর-পুরুষ (?) আবিষ্কার করেন যে তার অধীন কোন অন্তঃপুরিকা, স্ত্রী কিংবা কন্যা, অপর কোনো পুরুষের সঙ্গে অবৈধ আত্মীয়তায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে, তখন তাঁর একমাত্র করণীয় কর্ত্তব্য হচ্ছে একটি বন্দুক সংগ্রহ করে তার সদ্ব্যবহার করা। এই সংস্কারের বাহ্য উজ্জ্বল আবরণটুকু সরালে এই সংস্কারের সরল অর্থ হয় প্ররোচক বেচারী চোরের পর্য্যায়ভুক্ত, তবে ঘোড়াচোরের চেয়েও নিম্নশ্রেণীর চোর। সুতরাং এক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের মধ্যে নিষ্ক্রিয় 'কলহবস্তু' মাত্র এবং তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছা যে এই পরিস্থিতির জন্য কতখানি দায়ী, সে প্রশ্ন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে। যাই হোক, এই অবস্থায় একটা খুনোখুনী হবেই, কারণ এই ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কেননা খুব কম মার্কিন জুরীই এই প্রকার পরিস্থিতিতে দণ্ড প্রদান করেন।

এই জাতীয় এক বিরাটাকার পুরুষের সংস্পর্শে একদা এসেছিলাম। মধ্যবয়স্ক জন চ্যামার্সের ছিল দৃঢ়চিত্ত, সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি আর একটি মেয়ে। তিনি অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অপেক্ষাকৃত

দুর্বল ব্যক্তির কণ্ঠরোধ করে তিনি ধনী হয়েছেন। তা ছাড়া ডেন্ভারে আমার অন্যতম প্রবল শত্রু হিসাবেই তাঁকে জান্‌তাম, একবার এক মামলায় রায় তাঁর মনোমত না হওয়াতেই এই শত্রুতা। সুতরাং তিনি যখন গোপন পরামর্শের জন্য এলেন তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না।

নিরালায় তিনি আমাকে বল্লেন যে এক অপ্রত্যাশিত পারিবারিক বিপদে তিনি বিপন্ন। তাঁর ছেলেমেয়েকে তিনি অর্থ দ্বারা যতদূর সম্ভব-পর সেই ভাবেই পালন করে এসেছেন, বাহ্যতঃ তারা বেশ ভব্যযুক্ত, এবং তাদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই বলার নেই। এখন দেখা গেল, তাঁর মেয়েটি জনৈক যুবকের সংস্পর্শে গর্ভবতী হয়েছে।

তিনি বল্লেন—যে আমার পারিবারিক জীবনে কলঙ্ক এনেছে, আমি সেই স্কাউণ্ড্রেলের নাম আমার মেয়ের কাছ থেকে জেনেছি, আমি তাকে এতক্ষণে খুন করতাম, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক, তবে আমার এটর্ণির সঙ্গে পরামর্শ করে জান্‌লাম যে আমার মেয়ের বয়স আঠারোর নীচে, সুতরাং বিচারে ছেলেটির শাস্তি হতে পারে, এমন কি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হয়, মেরে ফেলার চেয়ে সেই আরো ভালো প্রতিশোধ হবে।

আমার পাঁচফুট আকৃতির দিকে ভ্রূকুটি করে ছ'ফুট মিঃ চ্যাম্বার্স টেবিলে প্রচণ্ড ঘুঁসি মেরে বল্লেন—এই জন্তেই আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনাকে আমি চিনি, এই সব লোককে সাহায্য করাই আপনার স্বভাব, কিন্তু আমি সুবিচার চাই, আমি চাই ছোক্‌রার চরম দণ্ড হোক্, আমি শহরের সেরা উকিল লাগিয়ে ছোক্‌রাকে নরকে পাঠাবো। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আমি যদি ইতিমধ্যে তাকে হত্যা না করি তাহ'লে আপনি তাকে চরম দণ্ড দেবেন।

যদিচ চেয়ারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে এই জাতীয় অর্ব্বাচীনের মত

উক্তিতে আমার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, তথাপি আমার পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হোল। মানুষ যদি মূর্খ এবং ভ্রান্ত হয় তাহ'লে রুষ্ট হয়ে লাভ কি! আমি বল্লাম—আপনি নিশ্চয়ই এটুকু বুঝবেন যে বিচারের পূর্ব্বেই আমি অপরাধীকে দণ্ড দিতে পারি না, এবং—

তিনি গর্জ্জন করে উঠ্লেন—অপরাধী? স্কাউণ্ড্রেল। আমার উচিত লোক জড়ো করে তাকে এখনই লিঞ্চ্ করা।

আমি বল্লাম—সম্প্রতি সংবাদ পত্রে দেখেছিলাম আপনি বর্ণচোরাদের উপদেশ দিয়ে একটা বিবৃতি প্রদান করে-বলেছিলেন যে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করাই স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ, এখন আপনার নিজের উপদেশ নিজেই অগ্রাহ্য করে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে চান। এক কাজ করুন, আজ চারটে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, সেই সময় কাজ কর্ম্ম সেরে নিরিবিলি আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা যাবে।

এক কথায় তিনি ভ্রাম্যমান ভূমিকম্পের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করতে করতে অত্যন্ত অসন্তুষ্টচিত্তে চলে গেলেন, তবে হত্যা করার স্পৃহাটা বোধ হয় একটু প্রশমিত হয়েছিল বলেই আমার মনে হয়।

মিঃ চ্যামার্স চলে যাবার কয়েক ঘণ্টা পরে সাদাসিধে পোষাক পরে বিষাদ বিশীর্ণ মুখে জনৈক তরুণী মহিলা আমার আদালতে এলেন, তাঁর নাম মিসেস্ ড্রিয়ার, সঙ্গে তাঁর মেয়ে গ্ল্যাডিস্ও এসেছে। অশ্রুসিক্ত নয়নে জননী গ্ল্যাডিসের কাহিনী বিবৃত করলেন, গ্ল্যাডিসের "পদস্খলন" হয়েছে। মেয়েকে বার বার প্রশ্ন করেও তিনি অপরাধীর নাম জানতে পারেন নি, এখন আমার কাছে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন যদি আমি এই সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি এই ভরসায়; গ্ল্যাডিস্ মেয়েটি তেজোদীপ্ত চমৎকার তরুণী, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, সে কিছুতেই নাম উল্লেখ করলো না, মাথা নেড়ে তার অক্ষমতা জানালো, ঠোঁট খুললোনা।

আমি মিসেস্ ড্রিয়ারিকে বল্লাম—যদি এই তথ্য জানতে হয় তাহ'লে গ্ল্যাডিসের সঙ্গে আমাকে নিরালায় কথা কইতে হবে। এ কথায় মিসেস্ ড্রিয়ার পাশের কামরায় চলে গেলেন। তারপর এক্ষেত্রে যা হয় তাই হোল, নিরালায় গ্লাডিস্কে বল্লাম তার এই ত্রুটির জন্ম আমি বিশেষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠিনি, বিনানুমতিতে তার গোপন কথা কাউকে আমি জানাবোনা, তার মাকেও নয়, আর সংক্ষেপে বলতে গেলে আমার বন্ধু ও শত্রুদের ভাষায় আমি নাকি "দুর্নীতির সমর্থক"। গ্লাডিস্ সমস্ত কাহিনী আমার কাছে অকপটে স্বীকার করল। সে তার মার কাছেও এমনই সহজে সমস্ত স্বীকার করত, যদি তিনি তাঁর মেয়ের মনোভাব বুঝতেন। কিন্তু তার মা সেই জাতীয় স্ত্রীলোক যাদের কাছে যৌন সংক্রান্ত ব্যাপার বিবাহিত জীবন ও বিবাহের বাইরে যথাক্রমে শাদা এবং কালো।

মেয়েটি যখন আমাকে অপরাধীর নামটি জানালো তখন আমি বিশেষ বিস্ময়াহত হলাম, এ আঘাত নৈতিক নয়, ঘটনা সাদৃশ্যের আঘাত। পাঠক হয়ত কারণটুকু অনুমান করেছেন, ছেলেটির নাম চ্যামার্স, ক্লিফোর্ড চ্যামার্স, আমাদের পুঁজীবাদীবন্ধু জন চ্যামার্সের ছেলে। গ্ল্যাডিস্ জানতো সে ক্লিফোর্ডকে ভালোবাসে আর ক্লিফোর্ডও তাকে সত্যই ভালোবাসে, কিন্তু এখন সে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে, এবং ক্লিফোর্ড যে তাকে বিবাহ করবে এ বিশ্বাসও তার নেই।

উপস্থিতমত মা ও মেয়েকে নিয়ে আর একবার একটা পরামর্শ করে এই সঙ্কটের মীমাংসা করবো, এই আশ্বাস দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম। তারপর তখনই শহরের একটি সেরা ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে চ্যামার্স তনয়ের সন্ধান নিলুম, টেলিফোন যোগে বিকালের মধ্যেই আমার সঙ্গে দেখা করতে স্বীকৃত হোল। লাঞ্চ থেকে ফেরার কিছু পরেই দেখি ক্লিফোর্ড

এসে হাজির, গ্ল্যাডিসের মতোই সেও সহজে ও অকপটে সমস্ত স্বীকার করল, এবং বললো যে গ্ল্যাডিসকে বিবাহ করার কথাও সে চিন্তা করেছে, কিন্তু বোধ হয় তাতে বিশেষ কোনো ফল হবেনা, তার বাবা নিশ্চয়ই এ বিবাহে আপত্তি করবেন, বাপের ওপর শ্রদ্ধার চেয়ে ক্লিফোর্ডের ভয়ের পরিমাণই বেশী। ছেলেটি বেশ স্পষ্টবক্তা, তার কথাবার্তায় আমি মুগ্ধ হলাম।

সেদিন অনেক কাজ ছিল, পরে কথা কইবার জন্য আমি তাকে আমার কামরায় একটু অপেক্ষা করতে বললাম।

প্রায় তিনটের সময়, ছেলেটি তখনও সেই ভাবে বসে আছে, এমন সময় আমার কামরার দরজাটা ঠেলে রাগে লাল হয়ে জন চ্যামার্স প্রবেশ করলেন। মেয়ের এই অধঃপতনের ব্যাপার দিন রাত মনে মনে চিন্তা করে তাঁর মাথা খারাপ হবার জোগাড়।

আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম—চারটের আগে ত' আপনার এখানে আসার কথা ছিল না মিঃ চ্যামার্স! কারণ পিতাপুত্রে এভাবে সাক্ষাৎ হবে, তা আমি কল্পনা করিনি।

তিনি বল্লেন—আমি ভাবলাম আপনি যেন তিনটে বল্লেন, যাইহোক্ একটু আগেই এসেছি, এখন আপনি সেই স্কাউণ্ড্রেলটার কি করতে চান বলুন। এই সব প্ররোচক বদমায়েসদের জ্যান্ত পোড়ান উচিত, আমি যদি না তাকে—

ঠিক এই সময় ভয়ে ও শঙ্কায় শিহরমাণ ক্লিফোর্ড উঠে দাঁড়িয়ে বলল—বাবা, ব্যাপারটি আপনি ঠিক বুঝছেন না!

চ্যামার্স সচকিত হয়ে ছেলেকে দেখে অবাক হয়ে বল্লেন—

—তুমি এখানে কি করতে এসেছ?

—এই কেসটার জন্যে—

—কেস ? সে সব আমি বুঝবো। কেসের তুমি জানো কি ?—তার পর তীক্ষ্ণভাবে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—কিন্তু তুমি বাপু কি করে এ সব জানলে ?

ক্লিফোর্ড কম্পিত কণ্ঠে বললে—'বাবা, আপনি আমার উপর অকারণে বড়ই কঠোর হচ্ছেন—'

হতবুদ্ধি হয়ে জন চ্যামার্স আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—এ সব বলে কি ? এর মানে কি ?

আমি মাথা নেড়ে দরজা দেখিয়ে ক্লিফোর্ডকে ইঙ্গিত করতে সে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর আমি জন চ্যামার্সকে যা নগ্ন সত্য তাই জানালাম। আমি বল্লাম—আমার দ্বারা আপনার প্রতিশোধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হলে আপনি স্বহস্তে শত্রু নিধন করতে প্রায় প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, যে-অপরাধে অপরের সন্তানকে আপনি খুন করতে ব্যস্ত হয়েছেন এখন দেখছেনত' সেই অপরাধে আপনার সন্তানও অপরাধী। আপনার সঙ্গে আপনার ছেলের এই সাক্ষাৎকার আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, আকস্মিক। আপনি পূর্ব্বাহ্নে আসার ফলেই আপনাদের এই সাক্ষাৎকার ঘটলো, এখন আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন। আপনার কথামত হত্যা করাই যদি এর একমাত্র শাস্তি হয়, তাহলে যাকে আপনি এতদিন সযত্নে মানুষ করে এসেছেন, আপনার আদর্শ অনুসারে সে দুর্ব্বৃত্ত প্ররোচক, আপনার নিজের ছেলে থেকেই সেই হত্যা সুরু করুন। আমার বিবেচনায় কিন্তু আপনার ছেলে চমৎকার, আপনার ভ্রান্ত শিক্ষা পদ্ধতির ফলেই এই কাণ্ড ঘটেছে, এখন এই ভুলের তথা আপনার ভুলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে সে প্রস্তুত। কিংবা আপনি যদি বলেন ত' দুজনেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করি, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও ফল হবে বলে মনে করিনা।

আমি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ছেলেটিকে ডেকে এনে কি কারণে তার বাবার সঙ্গে এখানে এমন ভাবে তার দেখা হয়ে গেল সে কথা বল্‌লাম। উত্তেজিত পিতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। দীর্ঘ কাহিনী কিন্তু আমার সেই নির্জ্জন আদালত কক্ষেই তার পরিসমাপ্তি ঘটলো—ছেলেটি হিষ্টিরিয়াক্রান্তের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠ্‌লো—আমি কি কর্‌বো বলুন? আমাকে যা কর্‌তে—বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।

উত্তেজিত পিতৃদেব চীৎকার করে উঠ্‌লেন—কর্‌বে আবার কি, বিয়ে করবে, তোমাকে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করতেই হবে। তারপর যে ভাবে দুর্ব্বাক্যের স্রোত বইলো তাতে বুঝলাম এই ঘটনার মোলায়েম নিষ্পত্তিতে কোনো শিক্ষাই তাঁর হয়নি।

ক্লিফোর্ড শুধু বল্‌ল—বেশ আমি বিয়ে করবো।

ছেলে চলে যাবার পর জন চ্যামার্স গভীর নৈরাশ্যভরে আমার দিকে ফিরে বল্লেন—ব্যাস আমার আর কিছু করার নেই, আমার ধারণা ছিল, আমার ছেলেমেয়েদের আমি জানি, এখন দেখছি সে ধারণা ভুল—আপনি এদের ভার নিন।

বল্‌লাম—আপনার মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন, প্রথমে ওই ঘটনাটির নিষ্পত্তি করা যাক্‌।

তিনি যখন চলে গেলেন, তখন আর তাঁর সেই দীর্ঘ দেহখানি তেমন বিশাল ও বিরাট বলে মনে হল না। চিন্তিত মুখে, অশ্রু সজল চোখে তিনি শুধু বল্লেন—বেশ তাই পাঠিয়ে দেব।

পরদিন মেয়েটি এলো, ক্লিফোর্ড-এর মতই-চমৎকার মেয়ে—আধুনিক তারুণ্যের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত, মেয়েটি বল্লে—বাবা বোধহয় আপনাকে বলেননি যে আমরা রোমান্‌ ক্যাথলিক, আমি প্রোটেষ্টাণ্টকে বিয়ে করবো তা বোধ হয় তিনি সহ্য করতে পার্‌বেন না, আমার সন্তানের জনককে

আমি ভালোবাসি, তাকে আমি বিবাহ করতে চাই, কিন্তু বাবা নিষেধ করেছেন, আমি এখনও নাবালিকা, সেই জন্যেই নিজেদের ব্যবস্থা আমাদেরই করে নিতে হয়েছে।

পরে জন চ্যামার্সের সঙ্গে দেখা হতে বল্লাম এ ঘটনায় আমার রায় দেবার কিছু নেই, আপনার ছেলেকে যখনই তার প্রিয়তমাকে বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তখনই এই ব্যাপারের রায় দেওয়া হয়ে গেছে— উভয় ক্ষেত্রে একই রায় কার্য্যকরী।

ক্রুদ্ধ ষণ্ডের মত মাথা নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বল্লেন—সে কি করে হয়, এ আলাদা ব্যাপার।

প্রস্তাব করলাম—আপনার ধর্মগুরুর সঙ্গে এ বিষয়ে যদি একটা পরামর্শ করে তাঁর মতামত নেওয়া যায়, তাহ'লে কি হয়। অনিচ্ছা সত্বেও এ প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন।

সম্পূর্ণ কাহিনী শুনে ধর্মগুরু নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর জন চ্যামার্সের দিকে ফিরে বল্লেন—উভয়ের বিবাহ হবে নিশ্চয়ই তবে সিভিল ম্যারেজ পদ্ধতি অনুসারে।

এরপর চ্যামার্স বিবাহে অনুমতি দিলেন, আমি উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করলাম।

মধু-যামিনীতে যে দিনগুলি ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল, সেগুলি এক সুদূর শহরের প্রসূতি সদনে কাটলো, স্থির হয়েছিল পরে নিজেদের সন্তানকে প্রকাশ্যে তারা দত্তক হিসাবে গ্রহণ করবে; কিন্তু শিশুটি বাঁচলো না।

ক্লিফোর্ড চ্যামার্স, মিস্ ক্লিয়ারকে বিবাহের প্রস্তাব করলো, কিন্তু গ্লাডিস্ এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলো। আমি তাঁকে প্রসূতি সদনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, পরে এক নিঃসন্তান দম্পতি সেই শিশুটিকে দত্তক

গ্রহণ করলেন। গ্ল্যাডিস্ অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে সুখে এবং শান্তিতে দিনাতিপাত করছে, এবং যদি ঘটনাচক্রে তার "অতীত" কোনোদিন প্রকাশ না হয় তাহ'লে তার দিন হয়ত ভালোই কাটবে।

ক্লিফোর্ডের বিবাহ প্রস্তাব যে গ্ল্যাডিস্ প্রত্যাখ্যান করেছিল আমার কাছে তা বিশেষ অর্থসূচক বলে মনে হয়, এই জাতীয় ব্যাপার আসন্ন পরিবর্ত্তনের পরিচায়ক বলেই মনে করি। আধুনিক যুগের একজন তরুণীর পক্ষে সম্ভাব্য সন্তানের জনকের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার বটে! আগেকার কালে অনুরূপ অবস্থায় বিবাহ প্রস্তাব ঈশ্বরের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ হিসাবে গৃহীত হত, কারণ নির্ভরশীল অবস্থায় মেয়েদের পক্ষে অন্য যে কোনও প্রকার অবস্থার অর্থ ধ্বংস ও সর্ব্বনাশ। কিন্তু যুগ-পরিবর্ত্তন হয়েছে। মেয়েটি ভণ্ডামি ও ছলনা ত্যাগ করে অপূর্ব্ব সাহসভরে এই কথাগুলি আমাকে বিশেষভাবে আনন্দিত করেছিল।

"এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমি ও ক্লিফোর্ড উভয়ের অপরাধই সমান সমান, পঞ্চাশ পঞ্চাশ হারে আমরা উভয়েই দায়ী। ও যে আমায় ভালোবাসত তা নিশ্চিত, আমিও মনে করতাম ওকে ভালোবাসি, এখন কিন্তু বুঝি ওকে আমি ভালোবাসিনি, যাকে আর ভালোবাসিনা তাকে বিয়ে করতে আমি চাইনা।"

এক কথায় বিবাহিত পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতেই তার আপত্তি।

চল্লিশ

নিগ্রোর ঘরে শাদা মেয়ে

এই সব ঘটনাবলী একত্রে গ্রথিত করে পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করার জন্ত বোধ করি কোনো কারণ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রত্যেক কাহিনীর মধ্যে কিছু না কিছু শিক্ষনীয় বিষয় বর্ত্তমান, মানব মনের যে-বিচিত্র ধারা আমার আলোচ্য বস্তু, মানব জীবনের এই প্রকৃত কাহিনীগুলির মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। দিনের পর দিন, সঙ্কট ও সমস্তার জালে বিজড়িত এই সব প্রাণীর সংস্পর্শে এসে সঙ্কট ও সমস্তার হেতু না জেনে কার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব। এই সূত্রে আমি আবিষ্কার করেছি যে আমাদের অধিকাংশ সামাজিক সংস্কার প্রচ্ছন্ন ফাঁদের মত, তার অস্তিত্বের কথা না জেনেই মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমতঃ অজ্ঞতা ও কুশিক্ষার ফলে মানুষের সোজাসুজি চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে না, দ্বিতীয়তঃ এমন কতকগুলি সামাজিক বাধা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করি যদ্বারা ওয়াকিবহাল এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও সহজ ও সরল চিন্তাশক্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে, সুতরাং চিন্তাশক্তিহীন ও অশিক্ষিত শতকরা ৯৫ জনের ওপর এই সংস্কারের প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

এই কথাগুলিই কুডেনহফের শিশুর কাহিনী শোনবার সময় আপনাদের স্মরণে রাখ্‌তে বলি—

পাঁচ বছরের ছোট একটি সুশ্রী তত্ত্বচি মেয়ে, নীলচোখ, সোনালি

্ল, ডেন্‌ভারের এক পথের প্রান্তে খেলা করছিল, এই রাস্তার আশে াশে নিগ্রোদের ভাঙাপ্রায়, বিবর্ণ ছোটখাট বাড়ি।

সেই পথে একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা বাড়ি ফিরছিলেন, মাথার ুলগুলি শাদা, মহিলাটির অবস্থা বেশ স্বচ্ছল এবং তিনি একজন র্তব্যনিষ্ঠ সমাজ-সেবিকা। নিগ্রোদের উন্নয়নে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল সেই কারণেই সম্ভবতঃ নিগ্রো পল্লীতে এমন একটি ক্রীড়ারতঃ শ্বেতকায়া বালিকা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে, মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসে প্রশ্ন করলেন— কাদের মেয়ে গো তুমি ?

বালিকা বলল—আমি ম্যামি কিংকের মেয়ে ; মেয়েটির উচ্চারণ ভঙ্গী, কথাবার্ত্তা সমস্তই সেই পাড়ার অধিবাসীদের আশ্চর্য্য অনুকৃতি।

সেই মুহূর্ত্তেই সন্নিকটস্থ দরজায় এক কালো নিগ্রো রমণীর প্রশস্ত দীর্ঘ দেহের আবির্ভাব হোল। সম্ভবতঃ এই প্রশ্নাবলী তার কানে পৌঁছেছিল, সেই কারণে সে ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসে বল্লে—ও আমার মেয়ে, আমার খুকী, আমাদের কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে শাদা চামড়ার গায়ে পড়ে সোহাগ দেখাতে আসা আমি সইবো না ; তারপর তার প্রকৃতির তুলনায় বিস্ময়কর মোলায়েম ভঙ্গীতে মেয়েটির হাত ধরে বল্লে— রোসী বাড়ীতে চলে এসো।

এই কথা বলে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

সমাজসেবিকা মহিলাটি আমার কাছে এসে বল্লেন, ও মেয়ের বাড়ী কখনই ওখানে নয়, অমন চমৎকার মেয়ে নিশ্চয়ই নিগ্রোদের নয়, এর ভেতর একটা কিছু রহস্য ঘটেছে নিশ্চয়ই, এই নিগ্রোরা বিশ্রি শহরে, রেলরাস্তার ধারে থাকে, মেয়েটিকে কিছুতেই

সেখানে রাখা চলে না, আপনি এই ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করুন।

তদন্তের জন্য অফিসার পাঠালুম। নিগ্রোরমণীর কাছে তিনি ক্রুদ্ধ ঔদ্ধত্যের পরিচয় পেলেন। মেয়েটি যে তারই সে বিশেষভাবে সেই কথাতেই বরাবর জোর দিল, রঙের কথা উঠতে সে বিজয়িনীর মত দীপ্ত ভঙ্গীতে মোটর ভ্যানের ড্রাইভার তার শ্বেতকায় গৌরকান্তি স্বামীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

প্রতিবেশীরা সাক্ষী দিয়ে বল্‌লে জন্মাবধি ও মেয়ে ওদের কাছেই আছে, এ পর্যন্ত মেয়েটিকে হয় বাড়ীর মধ্যে নয় বাড়ীর কাছে চোখে চোখে রাখা হ'ত, সম্প্রতি খেলাধুলা করার জন্যে শুধু পথে ঘাটে বেরোয়। কিন্তু আরো তদন্তের পর নিগ্রোরমণীর কাহিনী ক্রমশঃই সন্দেহজনক হয়ে উঠল। অবশেষে অভিভাবকদের আবেদনের বলে আমি সেই মেয়েটি ও তার ইতিমধ্যে বিখ্যাত মাকে আদালতে ডেকে পাঠালুম, মা ও মেয়ে বিরাট মেঘপুঞ্জের মত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে যখন আদালতগৃহে এলো তখনকার সেই দৃশ্য ইউজিন ওনিলের নাটকের দৃশ্যের মতোই নাটকীয়।

নিগ্রো রমণীটি স্ফীতকায়, বিশাল তার বক্ষ, গোলাকার ঘনকৃষ্ণ মুখাকৃতি বিশিষ্ট দক্ষিণাঞ্চলের ম্যামির (মা) প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগত বাল্যস্মৃতি অনুসারে এই জাতীয় নিগ্রো রমণী আমার পরিচিত। যখন সে পতাকাধারী সৈন্যদলের মত অভিযান করে প্রাণ দিয়ে তার অধিকার রক্ষা করতে এগিয়ে এলো তখনই কেন জানিনা তার উপর আমার আন্তরিক সহানুভূতি জাগ্রত হোল।

তাদের সেই ভঙ্গী দৃঢ় এবং দীপ্ত হলেও আইনের ভয়ে (যে আইনের আমি প্রতিনিধি) তারা বেশ সন্ত্রস্ত বুঝলাম। প্রেসিডেন্টের

পুতুলের মতো শুভ্র সুন্দর, রমণীর সেই শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েটির হাতধরে নিগ্রো রমণী উঠে এলো।

নিগ্রো রমণী তার কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্লো। নিগ্রোদের একটা স্বাভাবিক নাটকীয় শক্তি আছে, সেই নিগ্রো রমণীর সুন্দর কণ্ঠস্বরে সারা ঘরখানি যখন অনুরনিত হচ্ছিল, তখন আমার মনে হচ্ছিল, রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সাম্‌নে একে বেশ মানাতো।

তার বক্তব্যের সারাংশ এই যে, মেয়েটি তার, তার কোল থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নেবার কোনো অধিকারই শাদা চামড়ার নেই। আমি তাকে নম্র এবং ভদ্রভাবে অনেক কথা প্রশ্ন করলাম। ম্যামী কিংক ও আমি উভয়েই টেনেসীর লোক, এই কথায় আমার ওপর তার অনেকটা বিশ্বাস হোল, যদিও আমাকে অনেক কৌশল খাটাতে হয়েছিল তবু বহুবার তার সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর অবশেষে আমি ম্যামী কিংকের কাছ থেকে সত্য ঘটনা জান্‌তে পার্‌লাম।

ম্যামী কিংকের অতীত জীবন অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সজীব, তার ব্যক্তিত্ব উৎসাহজনক সে কর্মতৎপর। দীর্ঘকাল ধরে ম্যামী প্রসবকারিণী ধাত্রীর কাজ করেছে, এই-সূত্রে বৈধ এবং অবৈধ কার্যে পারদর্শী বহু নার্সের সংস্পর্শে সে এসেছে। এই সব নার্সের সহায়তায় যে সব প্রাণহীণ প্রাণী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে গোপনীয়তার প্রয়োজনে সৎকার ব্যবস্থার জন্ত ম্যামি কিংকের হাতে তাদের স'পে দেওয়া হত, কিম্বা তাদের ষ্টোভে চড়িয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌ত—সশঙ্ক সন্ত্রাসের এই ভীষণ প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

একদা এক মধ্যরাত্রে, ম্যামির দরজায় আঘাত পড়লো, এই জাতীয় শব্দের জন্য ম্যামি সর্ব্বদাই সচকিত থাকতো, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই, পুটুলি নিয়ে জনৈক নার্স ঘরের ভেতর এলো। চটের থলেতে মোড়া পুটুলিটি ম্যামির হাতে দিয়ে নার্স বল্লেন—একটা মরা মেয়ে, যা ব্যবস্থা করবার করো।

নার্স চলে গেলেন, ম্যামি কিংকং পুটুলিটা আগুনে ফেলতে উদ্যত, সহসা সেই নবজাত শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠের ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ ম্যামি পুটুলিটা খুলে ফেলল।

মরা মেয়ে নয়, চমৎকার জীবন্ত শিশু,—ম্যামি আমাকে বলতে লাগ্‌ল—কিন্তু প্রাণ তার নেই বল্লেই চলে, শিশু নীলবর্ণ এবং মরা ইঁদুরের মতো কাঠ হয়ে গেছে, তাকে আমি মেরে ফেলতে পারিনি, সে ভাবে তাকে রাখতে পারলাম না, তাকে আমার উত্তপ্ত বুকে তুলে নিয়ে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করলাম, এবং সে চেষ্টা আমার সার্থক হয়েছে। আমি না থাকলে এ শিশু কোন মতেই বাঁচতো না, আমিই তাকে প্রাণ দিয়েছি, আমি যেন তাকে গর্ভে ধারণ করেছি, সে আমার আপন সন্তানের মতোই-হয়ে উঠেছে, তার ওপর শাদা চামড়ার কোনো অধিকার নেই। আবেদনের ভঙ্গীতে এইটুকু বলতে বলতে আবেগে তার কণ্ঠস্বর করুণ আর্ত্তনাদের মতো শোনালো—"ওরা বলেছিলো মরা মেয়ে, ওকে ওরা মরা ইঁদুরের মতো করে নিয়ে এসেছিল বলেই ও কথা বলেছিল। সেই রাতে আমি স্থির করলাম এই মেয়েকে আমি বাঁচাবো, তাই করেছি, সেই মেয়েকে পালন করে আজ এতবড় করে তুলেছি—কাউকে আমি প্রাণধরে মেয়েকে দেখতে দিই না, আমি জানিনা কোথাথেকে ও এলো, তবে এইটুকু জানি শাদা চামড়ার লোকেদের ওকে আর প্রয়োজন নেই, তাই ওকে মানুষ

করেছি, এখন আমি বেঁচে থাকতে ওই মেয়েকে কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না,—আমার কাছে থেকেই ও পাকা গিন্নী হয়ে উঠবে, সেইভাবেই ওকে মানুষ করছি।"

ম্যামির হৃদয়ভার লঘু করে দিলাম। তার এই কাহিনী সে বহুবার একইভাবে বলেছে, এই কাহিনী শুনতে শুনতে তার কষ্টটুকুর কথাও চিন্তা করেছি, বুঝলাম, তার নিজের সন্তানের চেয়েও এই মেয়েটি তার কাছে অধিক মূল্যবান। এই আকস্মিক পরিস্থিতিতে নির্মমতা যদি কোনো উপায়ে পরিহার করা চলতো তাহলে আমি তাই করতাম, কিন্তু তা সম্ভব নয় এবং আরও বুঝলাম যে এই ব্যাপারে শুধু মাত্র এই একটি জটিল গ্রন্থি ছিন্ন করাই যথেষ্ট হবে না।

আমি বল্লাম—ম্যামি ফিংক, তোমার এই ভালোবাসার ফলে মেয়েটির ক্ষতি হোক, এত' তোমার কামনা নয়, তাকে যদি সম্ভ্রান্ত মহিলা করে তুলতে হয়, তাহলে তাকে তারই সমাজ, তারই আপন জনের মধ্যে মানুষ হতে হবে। এখন ধর, ওর প্রকৃত জননীর যদি সন্ধান না পাই, এবং ওকে দত্তক গ্রহণ করতে পারে এমন কোনো শেতাঙ্গ পরিবার মেলে, হয়ত—'

কিন্তু তার শোকাকুল কাতর অভিব্যক্তি ও প্রবল অশ্রু-প্রবাহে আমার কথায় বাধা পড়লো।

বল্লাম—শোনো ম্যামি ফিংক এমন কোনো পরিবার আমি সন্ধান করবো, যারা তোমাকে সেখানে নিয়মিত যাওয়া আসা করতে দেবে, এমনও হতে পারে তোমারই ওপর মেয়েটির পরিচর্য্যার ভার দেওয়া যেতে পারে,—তুমি নিজেই এমন একটি পরিবার পছন্দ করে নেবে, আমার মনে হয় তোমার পছন্দ মত একটি পরিবার নিশ্চয়ই মিলবে।

অবশেষে, নিজের অন্তরের বেদনা জ্বালা সত্ত্বেও ম্যামি স্বীকার করলে

আমার প্রস্তাবই শিশুর পক্ষে হিতকারী হবে। তার মনোভাব এতদূর পরিবর্তিত করে শিশুটির মার কোনও সন্ধান হতে পারে কিনা সে বিষয় তাকে প্রশ্ন করলাম। শিশুর মার কোনো সন্ধান হয় তা ম্যাবির বাঞ্ছনীয় নয়, তা ছাড়া, এই প্রস্তাবে সেই মুহূর্তেই সে ঈর্ষান্বিতা হয়ে উঠ্‌ল। অবশেষে যে নার্স মেয়েটিকে এনেছিল তার নাম ম্যাবি আমার কাছে স্বীকার করল, আমি সেই নার্সকে ডেকে পাঠালাম।

শৃগাল মুখী নার্সটী সেই জাতীয় স্ত্রীলোক যারা কথা বলে কম, কদাচিৎ উপযাচক হয়ে সত্য কথা বলে,—এ সেই জাতীয় স্ত্রীলোক যারা অভিজাত শ্রেণী ও অধস্তন সমাজের সংযোগ সেতু। যে-সব অপকৃষ্ট চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা ভ্রূণহত্যা করে, "গোপনীয় কেস্" গ্রহণ করে, বহুবিধ জটিল ঘটনা সার্টিফিকেট দিয়ে নিষ্পত্তি করে এই সব স্ত্রীলোক তাদের সেই পাপ-ব্যবসায়ের নির্বাক অংশীদার।

ম্যাবি কিংকের বাড়ীর কাছেই এই নার্সের বাড়ী, নার্সের বাড়ীতেই দুখানা আলাদা ঘর আছে, যে কোন কারণেই হোক্ যারা গোপনে প্রসব হতে চায়, তারা এইখানে আশ্রয় নেয়।

পাঁচ বছর আগে একদিন একটি তরুণী এসে একটি ঘর ভাড়া নেয়, মেয়েটির অবস্থা বেশ স্বচ্ছল বলেই মনে হয়েছিল, তার পোষাক-পরিচ্ছদ বহুমূল্য এবং সে নিজেও অপরূপ সুন্দরী। সে তার নাম বলেছিল এডামস্, আর যে টেলিফোন নম্বর দিয়েছিল, সেটা দেখা গেল শহরের এক বিখ্যাত হোটেলের টেলিফোন নম্বর।

দিন কয়েকের মধ্যে নার্সের বাড়ীতেই মেয়েটি পাকাপাকিভাবে বাস করতে লাগল, মনে কিন্তু তার দারুণ অশান্তি, দিনরাত সে কাঁদত, বোঝা গেল যে তার অন্তরে এক ভীষণ মানস-দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাত

চলেছে, সে ও তার শিশু উভয়েই যে মারা যাবে, এমন আশঙ্কা সে বহু বার প্রকাশ করেছে।

মেয়েটির যখন প্রসব সময় আসন্ন, সেই সময় ব্যবসায় সূত্রে নার্সের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এক ডাক্তারকে খবর পাঠানো হোল। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার পর, প্রসূতি বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌ল, শিশুটি বাঁচবে কিনা, শিশুটি খুবই দুর্বল হয়েছিল তাই ডাক্তার তাকে মৃত মনে করে প্রসূতিকে বল্লেন—শিশুটি মৃত।

নার্সকে প্রশ্ন করলাম—ম্যামি ফিংককে কি বলেছিলে যে—শিশুটি মৃত?

নার্স বল্লে, হয়ত বলেছিলুম—সেই রকমই ত' মনে হচ্ছে। নার্সের কাছ থেকে চিকিৎসকের নাম ঠিকানা পেয়ে তাকেও ডেকে পাঠালাম। ডাক্তারটি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও নোঙরা, মাথার চুলগুলি পাকা, এ সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে, সর্বাঙ্গে তার অসাফল্যের চিহ্ন পরিস্ফুট।

ঘটনাটি তাঁর মনে আছে, তিনি নিশ্চিত জানতেন শিশুটি বাঁচতে পারে না, নার্সকেও সেই কথাই বলছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে যদি বাঁচবার কোনো সম্ভাবনা থাক্‌তো তাহলে নার্স ই তার ব্যবস্থা করবে, কাজেই সে বিষয়ে আর তিনি মাথা ঘামান নি। পরে নার্স তাঁকে বলেছিল শিশুটি মারা গিয়াছে। প্রসূতিকে তিনি বারকয়েক দেখেছেন মাত্র, তার বিলের টাকা তিনি শোধ করে দিয়েছেন, আর এ ব্যাপারে বার্থ সার্টিফিকেট প্রভৃতি প্রয়োজন হয়নি বলেই তিনি প্রসূতির নামটাও জান্‌তে পারেন নি।

হোটেলের রেজিষ্টারে অবশ্য মিসেস্ এডাম্‌সের নাম পাওয়া গেল, কিন্তু তা থেকে কিছুই সন্ধান করা গেল না। নার্সের কিন্তু কিছু কিছু

মনে পড়তে লাগল—তার মনে পড়ল যে মিসেস্ এডামসের জিনিষ পত্রের মধ্যে একটা ছোট্ট চাকলায় একটা অদ্ভুত নাম সে দেখেছিল বটে, কুডেনহভেন কিংবা কুডেনহকেন এমনই কি একটা নাম।

ইতিমধ্যে ম্যামি কিংকের মেয়ের কাহিনী সংবাদপত্রে পল্লবিত হয়ে প্রকাশিত হতে লাগল, কাহিনীটি নানাভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, মেয়েটির ছবি পর্য্যন্ত প্রকাশিত হোল, একটি সংবাদপত্রে আবার মেয়েটির মার নাম কুডেনহভেন কিংবা কুডেনহকেন হ'তে পারে এমনই একটা অনুমানের কথা উল্লিখিত হইল।

ইত্যবসরে ডেন্ভারের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর পরিবার থেকে শিশুটিকে দত্তক নেবার প্রস্তাব আসতে লাগল। বহুবিধ প্রস্তাবাবলীর মধ্যে ম্যামি কিংকের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের অন্যতম এক চার্চ্চের ধর্ম-যাজককে আমি দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচিত করলাম, ম্যামি কিংক সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গী বিশেষভাবে সদয় এবং উদার। তিনি তাকে বলেছিলেন,—মেয়েটিকে সে যখন খুশী দেখে যেতে পারে, প্রকৃত পক্ষে তিনি ম্যামি এবং তার মেয়ে উভয়কেই দত্তক গ্রহণে স্বীকৃত হলেন। ম্যামি এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করল, দলিল পত্র প্রস্তুত, উভয় পক্ষের পাত্র-পাত্রী দত্তক গ্রহণের আইনগত অনুষ্ঠান প্রতিপালনের জন্য সম্মিলিত হয়েছেন, আমি আমার কলমটি তুলে দলিল সই করতে যাচ্ছি এমন সময় আমার কক্ষের দরজা সজোরে এবং সশব্দে খুলে গেল —বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে হিষ্টিরীয় ভঙ্গীতে উত্তেজিত এক তরুণী পাগলিনীর মত ঘরে এসে দাঁড়ালো।

সে চীৎকার করে করুণকণ্ঠে বল্‌ল—ও মেয়ে আমার! আমার মেয়ে! কথায় থেকে ও ফিরে এসেছে, ও আমার!

তার হাতের ছোট্ট স্যুটকেস্‌টি মাটিতে ফেলে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বল্লে—আপনার কাছে আমারমেয়ে আছে, আমি জানি ও আমার মেয়ে—

তার হাতের সংবাদপত্রের অংশটুকু দেখে বুঝলাম কি সূত্রে সে এই সংবাদ পেয়েছে।

শান্ত হয়ে, সুসংবদ্ধ হয়ে কথা কইতে তার আরো কয়েক মিনিট লাগল, অবশেষে সে তার সম্পূর্ণ কাহিনী বল্‌ল—

চিরদিনই আমি সুশীলা ও সচ্চরিত্র, সবাই আমাকে ভালো মেয়ে বলেই জানে, কি করে যে কি হোল জানি না। আমার স্বামী আমাকে বিবাহ কর্‌তে স্বীকৃত হয়েছিলেন কিন্তু সন্তান জন্মের তিন মাস পূর্ব্বে তিনি তার প্রতিশ্রুতি পালন কর্‌তে সমর্থ হয়েছিলেন। আমি ওঁর স্ত্রী, তবু পাড়া-পড়শীরা আমার নামে কলঙ্ক প্রচারে কুণ্ঠিত হবে না জান্‌তাম, আমাদের সংসার অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, মা আমাকে বার বার বলেছেন যে—কোন মেয়ের পদস্খলন হওয়া মানে গুরুতর নৈতিক অপরাধ করা, সুতরাং এই সংবাদ হয়ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হতে পারে এই আশঙ্কাই করেছিলাম। সেই কারণেই বাড়ী থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত করে মাকে জানালাম আমার এক বান্ধবীর কাছে কিছুদিন বেড়াতে যাচ্ছি।

সন্তান জন্মের পূর্ব্বে আমি ওর মৃত্যু কামনা করেছি, পাপের ফলে তার জন্ম সম্ভাবনা হয়েছে বলে মৃত্যুই তার পক্ষে কল্যাণকর হবে মনে হয়েছিল, তাই যখন ডাক্তার ওর মৃত্যু সংবাদ জানালেন, তখন মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম।

যথাকালে স্বামীর কাছে ফিরে এলাম, কি যে ঘটল কেউ জানলো না। কিন্তু এক রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম—আমার খুকী ফিরে এসে বলছে—'মা, আমি মরিনি, একদিন এর জন্য তোমায় পরিতাপ করতে হবে।' এই স্বপ্নের কথা স্বামীকে জানালাম, এ আমার উদ্ভট কল্পনা বলে তিনি উপহাস করলেন। সন্তানের জন্য যথেষ্ট বাসনা থাকলেও, আমাদের সন্তান কামনা সার্থক হয়নি, আর সন্তান আমার নেই—

ছ'বছর পরে আমার মেয়ের স্বপ্ন দেখলাম, সে বড় হয়ে উঠছে, চমৎকার দেখতে হয়েছে, এর পর নিয়মিত ভাবে তার স্বপ্ন দেখতাম। আমার স্বপ্নের অন্তরালে ও বেড়ে উঠেছে, আর আমি শূন্যকোলে হাহাকার করে মরেছি, আর সর্ব্বদাই ভাবতাম, সত্যই কি ও আমার নেই।

একদিন আমার স্বামীর নামে একটা চিঠি এল, চিঠিখানিতে ডেন্ভারের ছাপ, আমি কখনও ওঁর চিঠি খুলি না—কিন্তু কেন জানিনা এই চিঠিখানি খুললাম—তার ভেতর আমার মেয়ের ছবিশুদ্ধ এই খবরের কাগজের কর্ত্তিত অংশটুকু পেয়ে আমি আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম—সে আমার আছে—বেঁচে আছে।

তার ভিতর একখানি চিঠি ছিল—এই সেই চিঠি। এই বলে সে চিঠিখানি আমার হাতে দিলে, কোনও ভ্রাম্যমান ব্যক্তির ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠি, চিঠিখানির নিম্নাংশে পুনশ্চ দিয়ে লেখা হয়েছে :—

"একটি চমৎকার ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে, এখানে একটি ভারী মজার মামলা চলেছে, যদিচ জানি বন্ধু এই মামলার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই, তবু নামটা অদ্ভুত, পৃথিবীতে একটি মাত্র কুডেনহফেন। আমি চিনি' সে তুমি—এই মামলায় তুমিও জড়িত নাকি হে?"

তরুণী তার কাহিনী আবার বল্‌তে লাগল—আমি তৎক্ষণাৎ স্বামীর অফিসে দৌড়ে গেলাম, বল্লাম—দেখ, আমার কথাই ঠিক এ নিশ্চয়ই আমাদের মেয়ে।

তিনি বল্লেন—তাহ'লে সমস্ত ঘটনা তোমার মাকে জানিয়ে প্রথম ট্রেনেই ডেন্‌ভারে চলে যাও।

মাকে জানিয়ে প্রথম ট্রেনেই ডেন্‌ভারে এসেছি, আমার সন্তান ফিরিয়ে দিন।"

মিসেস্ কুডেনহফেন যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন, বিস্ময়ের ঘোরে তাঁর মেয়েকে ঘরের বাইরে রাখবার নির্দেশ দিতে আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম, ভাগ্যক্রমে ঠিক এই মুহূর্ত্তেই ম্যামি ফিংক ও ছোট্ট মেয়েটিকে দরজায় দেখা গেল, তৎক্ষণাৎ তরুণীটি মেয়েটির দিকে ছুটে গিয়ে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করে বল্‌ল—'আমি তোর মা. আমার কাছে আয়—'

এই কথায় বালিকা সুতীব্র চীৎকারে ম্যামি ফিংক্‌কে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল—"না তুমি আমার মা নও, তোমার কাছে যাবো না, এই আমার মা,—মা, মা, ওর কাছে আমি যাবো না, আমায় ছেড়ে দিয়ো না মা।"

ম্যামি ফিংক এ কথার কোনও জবাব দিল না কিন্তু যা করল তা দর্শনীয়। মেয়েটাকে পিছনে সরিয়ে রেখে, দীর্ঘ দুটী বাহু প্রসারিত করে এই অপরিচিত মহিলার দিকে এমন ভাবে চেয়ে রইল. যেন তাকে জীবন্ত চর্ব্বণ করবে।

তারপর সহসা রসনায় বিষ ঢেলে উন্মত্তের মতো যা খুশী বল্‌তে সুরু করল—নোংরা, লজ্জার মেয়েমানুষ, তোমাকে দেওয়ার চেয়ে অন্য যে কোনো লোককে আমি মেয়ে দেব, তুমি চেয়েছিলে মেয়ে মরুক,

তোমার কাছে এ মেয়ে অনেক দিন মরে গেছে। জজ সাহেব কিছুতেই আমার মেয়েকে তোমাকে দেবেন না।

ক্রুদ্ধ উত্তেজিত ম্যামি এইভাবে এমন সব কথা বলতে লাগল যা ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ শুনেছি।

বেদনাহত জননী নিগ্রো রমণীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে অশ্রুভরা কণ্ঠে বল্‌ল—আমি খারাপ স্ত্রীলোক নই, দুশ্চরিত্রা নই, সব কথা আগে শোন, ওঁরা বলেছিলেন মেয়েটির প্রাণ নেই, আমিও তাই বিশ্বাস করেছি।

ইতিমধ্যেই এই সব কান্নাকাটি ও হট্টগোলের ফলে ঘরের ভেতর ভীড় জমে গেল, আর মেয়েটি ম্যামি ফিংককে জড়িয়ে ধরে গোলযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে লাগল। এই সব শান্ত করতে আমার অনেক সময় লেগে গেল—তারপর তাদের শান্ত করে আমার বক্তব্য জানিয়ে বল্‌লাম যে এই রমণীর কাহিনী যতক্ষণ না তদন্ত হচ্ছে ততক্ষণ কোনো কিছুই করা চলবে না, তারপর কি করা যায় বিবেচনা করব। এই কথায় অবশ্য কেউ সন্তুষ্ট হোল না, কিন্তু কেউ প্রতিবাদও করলে না, তার ফলে অবশ্য আমি নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবসর পেয়ে বাঁচলাম।

তদন্তে অবশ্য প্রমাণিত হোল মহিলাটির কথা সত্য, এবং মেয়েটিকে তিনি ভালোভাবেই প্রতিপালন করতে পারবেন, তখন ম্যামি ফিংককে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম, টেবিলের দুপাশে দুজনকে বসিয়ে একত্রে আলোচনা করলাম, উভয়ে মুখোমুখি বসে কখনও দুজনে

দুজনের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে, কখনও বা উত্তরে উভয়ের প্রতি সমবেদনায় দ্রবীভূত হয়ে চোখের জলে আকুল হয়ে উঠেছে। আমার পক্ষে কি কঠিন এবং কঠোর কর্ত্তব্য পালন, অবশেষে কিন্তু ম্যামি সম্মত হোল।

প্রথমতঃ ম্যামিকে এই ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্ত দু'হাজার ডলার দেবার প্রস্তাব করায় সে অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে তা প্রত্যাখ্যান করে বল্লে —আমার মেয়েকে বিক্রী করতে বলিনি। অবশেষে নিয়মিত ভাবে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পাবে এই প্রকার চুক্তিতে সে অর্থ গ্রহণে সম্মত হোল।

এর পরে মেয়েটার মনোভাব মার অনুকূল করবার জন্ত আবার মেয়েটিকে বোঝাতে সুরু করলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে সে আবার ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিল। তাকে বোঝাতে আরো কদিন কেটে গেল, অবশেষে বোধকরি সে বুঝল, একদিন আমার কোল থেকে ছুটে গিয়ে সে তার মাকে জড়িয়ে ধরল। এইখানেই আমার কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

আজ সেই মেয়ে পশ্চিমাঞ্চলের স্কুলের ছাত্রী—ম্যামির সঙ্গে তার সংযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়নি, কারণ ম্যামি এখনও তার মেয়েকে নিয়মিত দেখতে আসে। একদিন হয়ত শ্লোশীর বিবাহ হবে, সন্তানাদি হবে, তখন বোধকরি এই ম্যামিই তাদের ধাত্রীর কাজ করবে।

এই কাহিনীর নীতিটুকু ইতিপূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে। যে সামাজিক কলঙ্কের কালিমা মিসেস্ কুডেনহফেনকে স্পর্শ করতে পারে না সেই কলঙ্কের ভয়েই আত্মরক্ষার চেষ্টায় তিনি এমন কাণ্ড করেছিলেন

যার ফলে এত জটিলতা এবং গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মিসেস্ কুডেনহফেন অনুরূপ কাণ্ড করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না, ধরা না পড়ে অনেকেই সুবিধা ভোগ করে। যে অল্পসংখ্যক ঘটনা প্রকাশ পায়, সে সব ক্ষেত্রে তাঁদের সামাজিক কলঙ্ক ও দুর্গতি ভোগ করতে হয়। সামাজিক বিধানের বিরোধী এই জাতীয় অপরাধের ফলে হয় তথাকথিত "সাধু" ব্যক্তিদের অনুশাসন অনুযায়ী ভয়ঙ্কর দণ্ডভোগ কিংবা আত্মহত্যা করে সকল জ্বালার অবসান করা ভিন্ন আর কোন উপায় থাকেনা। একমাত্র দৈবযোগে মিসেস্ কুডেনহফেনের মামলার সহজে নিষ্পত্তি হোল, আর একমাত্র ডেনভার জুভেনাইল কোর্টের মত প্রতিষ্ঠানই তাঁকে সাহায্য করতে পারল। সাধারণ আদালতের নির্দ্দেশে হয়ত সংশ্লিষ্ট সকলেরই সুখ শান্তি নষ্ট হোত। এই কারণেই আমার যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে বলি যে, কুসংস্কারের সংমিশ্রণে সামাজিক বিধিনিষেধ মানুষের সুখশান্তি বিনষ্ট করবার একটা প্রচ্ছন্ন ফাঁদে পরিণত হয়েছে। সালেমের ডাইনীদের ফাঁসী দেওয়ার ব্যবস্থা অপেক্ষা এই সংস্কার অধিকতর হঠকারিতার পরিচায়ক। কু-ক্লু-ক্স ক্ল্যান দল (১৮৬১-৫ খ্রীঃ আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের পর উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহে কু-ক্লু-ক্স ক্ল্যান নামে নিগ্রোবিরোধী একটি গুপ্তদল প্রতিষ্ঠিত হয়) যাদের কার্য্যাবলী অনুমোদন করেনা, তাদের যেমন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে, সামাজিক যৌননীতি অমান্য করলে আমাদের সমাজও তদনুরূপ শাস্তির বিধান দেয়। শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন হলে মিসেস্ কুডেনহফেন এই জাতীয় ভুল করতেন না, এবং ভয়ে বুদ্ধিভ্রংশ না হলে বিষয়টি এতদূর জটিল ও বিশ্রী হয়ে উঠতো না। কিসের ভয়? সামাজিক কুসংস্কারের ভয়। যাদুবিদ্যায় অভ্যস্ত সালেমে যে সব ডাইনীদের ফাঁসীতে লটকানো হয়েছিল,

তাদের মনেও অনুরূপ ভীতি সঞ্চারিত হত, তারা জানতো যে প্রকৃত-পক্ষে তারা ডাইনী নয়, কিন্তু এই কলঙ্কর পৈশাচিক লীলার পশ্চাতে বিধাতার প্রসন্ন সম্মতি বর্ত্তমান এই ধারণায় বলীয়ান যে বিশাল দানবের কবলে তারা কবলিত, কি ভাবে সেই দানবকে বোঝানো সম্ভব? মিসেস কুডেনহফেনের কাহিনী প্রকাশিত হলে এই দুর্দ্দান্ত দানব তাঁর সকল যুক্তিতেই বধির হয়ে থাকতো। তবে উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে এই দানব মিসেস্ কুডেনহফেনের শারীরিক ধ্বংস সাধন না করে তাঁর আত্মা তপ্ত লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করত।

বুঝিনা কোন্ অধিকারে এই জাতীয় ডাইনী শীকারে আমরা বিরত হয়েছি বলে গর্ব্ব করি। তবে বোধকরি বিরতির দিন সুদূর নয়। এদিনের যে যুবশক্তি প্রবীনের মুখে ডাইনীর কথা শুনে উচ্চকিত উপহাসে উপেক্ষা করে, সেই আধুনিক যুবশক্তির দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হবে। তবু যুবশক্তিই যথেষ্ট নয়। বুদ্ধি ও সুযুক্তি, অভিজ্ঞতা, এবং যুগগত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু এইসব রক্ষণশীল মূর্খতার কোনো স্থান নেই। যদি এই মূর্খতার অবসান না হয়, নূতন সঙ্কট ব্যতীত যুগ আমাদের আর কিছুই দেবে না,—কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে নির্দ্দেশকের অভাবে নিঃসঙ্গ যুবশক্তিকে অগ্রগতির মুখে চলতে হবে। সঙ্কট কঠিন পথে আজিকার যুবশক্তির অভিযানও তাই নিঃসঙ্গ।

পঁচিশ

বিধাতার নির্দ্দেশ

খোলাখুলি ভাবে স্পষ্ট আলোচনার দ্বারা যে এই বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করা সহজ হবে সেই বিশ্বাসেই এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। সকলেই যে অভ্রান্ত হবে তা নয়, কিন্তু সুস্থ জনমত গঠন করতে হলে আমাদের সকলকেই সরল এবং স্পষ্টভাবে সর্ব্ববিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে। বর্ত্তমানে যৌননীতি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি না, অন্ততঃ প্রকাশ্যে করি না, বরং যারা এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করে তাদের নীতি ও মনোভাব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করি। আমাদের এই ধারণা অত্যন্ত অভদ্র মনোবৃত্তি প্রসূত ও অসঙ্গত! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেই আপনি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অভব্য, কুৎসিৎ এবং ভীরু বস্তুর সম্মুখীন হবেন, তার নাম কুসংস্কার।

প্রথমতঃ স্বীকার করে নিতে হবে যে পৃথিবীতে সদ্‌ভাবে কিম্বা অসদ্‌ভাবে আলোচনার অযোগ্য কিছুই নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনও কোনো আলোচনাই এড়িয়ে যাই না, যা সত্য তা স্বপ্রকাশ, আপন শক্তিতেই তার প্রতিষ্ঠা। আমরা ব্যক্তিগতভাবে যা সত্য মনে করি অপরপক্ষের ধারণা যদি তদনুকূল না হয়, তাহলে অপরের কণ্ঠরোধ করেও আমাদের সেই ধারণা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এনার্কিজ্‌ম্‌, সোস্যালিজ্‌ম্‌, বলশেভিজ্‌ম্‌, জন্মনিরোধ পদ্ধতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য আলোচনা নিষিদ্ধ করেই আমরা তা প্রতিরোধ করতে চাই।

সেকালের চার্চ নিজস্ব মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠ করতে বিরোধী মতাবলম্বী-দের জীবন্ত দাহন করে দেবতার চেয়ে দানবের অস্তিত্বই প্রমাণ করতো।

কী ভীষণ মনোভাব! কিন্তু ধরুন এর পরিবর্ত্তে চার্চ যদি বিরোধী-দের ধারণানুযায়ী মত প্রচারের সুযোগ প্রদান করতো (অনেকে ইতিমধ্যে তা করেছেন) খৃষ্টধর্ম্মের যারা শরণ নেয় তাদের জন্ত চার্চ যে আগ্রহভরে চার্চ দুয়ার খুলে দেয়, সেইভাবে যদি বিরোধীদেরও তারা সাগ্রহে আহ্বান করতো, তাহ'লে আমাদের চার্চগুলি কি অপূর্ব্ব ও রমণীয় হয়ে উঠতো—অল্প পরিমাণ ধর্ম্মতত্ত্বের পরিবর্ত্তে কতখানি ধর্ম্ম আমাদের লাভ হোত, পৃথিবীর পথ নির্দ্দেশে কি পরিমাণ আলোক উৎপন্ন করা যেত, কি অপূর্ব্ব নৈতিক শক্তিই না আমরা লাভ করতাম।

এই প্রকার পরিস্থিতিতে গর্ভনিরোধ প্রক্রিয়া প্রভৃতি বহুবিধ সুসংস্কৃত আন্দোলনের বিরুদ্ধে শত্রুতার পরিমাণ কিছু কম হোত। গর্ভনিরোধ বিরোধী ব্যক্তিবৃন্দের অবশ্যই আত্মমত প্রচারের অধিকার আছে, যারা ধর্ম্মগত কারণে গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেন, তাঁদের সে অধিকার অবশ্যই আছে, কিন্তু তাঁরা যা সত্য বলে বিবেচনা করেন আপন শক্তিতেই তাঁর আত্ম-প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সন্তুষ্ট নন, যাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁদের মতবাদ গ্রহণ করবেন না, আইনের সাহায্যে সেই মতবাদ তাঁদের গলাধঃকরণ করাতেই তাঁরা সচেষ্ট। এই প্রথা অবশ্যই উৎসাহ এবং কর্ম্ম তৎপরতার পরিচায়ক কিন্তু নাজারাথের যে মহামানবের নামে সত্য প্রচারে এই আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বন করা হয়, তিনি কখনই জাতীয় পদ্ধতি সমর্থন করতেন না।

বহু ক্যাথলিক প্রটেষ্টান্টের মতবাদের সমর্থনে কৃত্রিম গর্ভনিরোধ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার সিদ্ধান্তমূলক উক্তি করেছেন Cardinal Hayes, নিম্নে তা উদ্ধৃত করছি।

"Children troop down from Heaven because God wills it……He blesses at will some homes with many, others with few or none at all. They come in the one way ordained by His wisdom. Woe to those who degrade, pervert, or do violence to the law of nature as fixed by the eternal decree of God Himself! Even though some little angels in the flesh, through the moral, mental or physical deformity of the parents, may appear to the eye hideous, mis-shaped, a blot on civilized society, we must not lose sight of this Christian thought, that under and within such visible malformation there lives an immortal soul to be saved and glorified for all eternity among the blessed in Heaven."

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ নিরোধের ফলে বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা হবে এই যাদের বিশ্বাস, তাদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত বিবৃতিটি চমৎকার এবং স্পষ্ট বলে মনে করি। কিন্তু আমার কাছে এই উক্তি যুক্তিগত বলে মনে হয় না, কার্ডিনাল হেজের উক্তি অনুসারে পৃথিবীতে অঙ্গহীন ও বিকৃত সন্তান আনার জন্য যাঁরা দায়ী, আমার মতে বিধাতার চিরন্তন নীতি অনুযায়ী প্রাকৃতিক নিয়ম অমান্য করে তাঁরা গুরুতর অপরাধ ও উন্মার্গগামীতার পরিচয় দিয়েছেন।

আমার মনে হয় এই জাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ধর্মতত্ত্বগত জ্ঞানের বিনিময়ে সাধারণ জ্ঞান বিসর্জন দিয়েছেন।

কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ নিরোধ যাঁরা ধর্মগত কারণে অপছন্দ করেন তাঁদের মতে যৌনসঙ্গমে বিরত থাকাই একমাত্র কার্যকরী এবং সঙ্গত গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থা। কিন্তু কার্ডিনাল হেজের উক্তির মধ্যে যে অপূর্ব যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে তদ্বারা সেই পদ্ধতিও বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে।

ব্যক্তিগত সুবিধার জন্ত মানুষ যখনই আবিষ্কার বা কৌশলের দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করেছে তখনই ত' বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হোল। যে ষ্টীম্ ইঞ্জিনের কল্যাণে আজ আমরা গতি বেগ আয়ত্ত করেছি তা ঈশ্বরাভিপ্রেত নয়, কেননা আকাশ পথে বিচরণের জন্ত তিনি ত' আমাদের শরীরে ত্নখানি পক্ষ সংযোজন করেন নি, সুতরাং এ পন্থা স্বাভাবিক নয়। বহু ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি প্রকৃতির গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা পাপকার্য্য বলে মনে করেন, কারণ তা ঈশ্বরানভিপ্রেত, তাঁর সম্মতি থাক্‌লে সে কথা হয়তো বাইবেলে উল্লিখিত হোত।

সংবদ্ধ সামাজিক শক্তি স্থিতিশীল, সেই কারণেই তা সংগঠিত হয়েছে সেই তাদের কাজ, তাদের সৃষ্টি করার যুক্তি এই যে তারা স্থিতিশীল ব্যবহারাবলী রক্ষা করবে, এই স্থিতিশীল ব্যবস্থা মিথ্যা হলেও কিছু এসে যায় না, শুধু স্থিতিশীল হলেই হোল।

এখনই এক সুপ্রতিষ্ঠিত স্থিতিশীল ব্যবস্থা সত্যের মত এমন রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়, তরল পদার্থকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কি করতে পারে ?

সুপ্রতিষ্টিত বিধি-ব্যবস্থার পক্ষে সত্য ধ্বংসমূলক; প্রবল স্রোতের মুখে তৃণখণ্ড যেমন নিশ্চিহ্ন হয়, যা কিছু আমরা নির্দ্দিষ্ট, মীমাংসিত ও স্থিতিমান বিবেচনা করি, সত্যের তরঙ্গাঘাতে সেগুলিও তেমনই নিশ্চিহ্ন হয়। Ouspensky তাঁর *Tertium organum*-এ লিখেছেন—"The truth itself is motion, and can never lead to arrestment, to the cessation of search. All that arrests

the motion of thought is false, Therefore the true and real progress of thought is only in the broadest striving towards knowledge that does not recognize the possibility of arrestment in any found forms of knowledge at all. The meaning of life is in eternal search. *And only in that search* can we find any thing truly new."

অনন্ত জল প্রবাহের দিকে তাকিয়ে গ্রীসের Heraclitus চীৎকার করে বলেছিলেন "*Panta rei*"—"সমস্ত ভেসে গেল"।

আমরা অনেকেই জল কল্লোলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমরা শান্তি চাই, আমরা বলি—সভ্যতার কি গতি হবে?" তারপর আমরা বালির বাঁধ দিয়ে জল প্রবাহের গতিরোধ করতে সচেষ্ট হই।

আমার অঙ্গুলি হেলনে যদি এই গতিবেগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় আমি তা রোধ করবো না, যদি এই তরঙ্গ প্রবাহে আমি মগ্ন হই (মগ্ন হবনা নিশ্চয়ই) তবু গতিরোধের চেষ্টা করবো না। সত্যের তরঙ্গ প্রবাহে যদি পৃথিবী মগ্ন হয়, হোক্।

একালের তরুণ যখন ভুল করে তখন আমি কিছু পরিমাণে বিচলিত হই বটে কিন্তু বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়ি না। তাদের এই ভ্রান্তির সততায় আমি পুলকিত হই। মাটির পুতুলের পায়ে মাথা নত করতে একালের তরুণের নিলর্জ্জ অস্বীকার, তাদের অটোমবিল, টেলিফোন, আনন্দ ও বিলাস, আমাকে আশান্বিত করে।

বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সভ্যতার পটভূমিকায় আধুনিক তারুণ্যের বিদ্রোহের ফলে পৃথিবীতে এমনই আশা সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা যা বহু শতাব্দীতেও সম্ভব হয়নি। দীর্ঘকালের ব্যবধানে মানুষ একবারই আগুন পুনরাবিষ্কার করে। এ যুগের তরুণ আজ প্রমিথিযুগের মতো অগ্নি আবিষ্কারে ব্যস্ত।

আমার জনৈক বন্ধু লণ্ডনে জর্জ বার্ণার্ড শ'র বাড়ী গিয়েছিলেন। শ'র লাইব্রেরী ঘরে অগ্নিকুণ্ডের ওপর শ'র দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক চমৎকার একটি বাণী লক্ষ্য করে তিনি বাণীটির আমেরিকান সত্বের জন্ম অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

শ' বল্লেন—ওটি আমার স্বকৃত নয়, আমি এক প্রাচীন ফরাসী লেখকের কাছ থেকে চুরি করেছি, আপনিও সেই ব্যবস্থা করুন।

আমার বন্ধুটি তাই করলেন। পরে তিনি আমাকে এই কাহিনীটি বলেন। এর অল্পকাল পরে আমি ও মিসেস্ লিণ্ডসে যখন ইংলণ্ডে গেলাম তখন স্বচক্ষে এই অগ্নিকুণ্ড ও বাণীটি দেখে অধিকারীর অনুমতি অনুসারে সেটিকে তৃতীয়বার চুরি করবো স্থির করলাম।

মিঃ শ'র কাছে কদিন পরমানন্দে কাটলো কিন্তু ঘটনাচক্র ও ভাগ্য গুণে তাঁর বাড়ীতে সাক্ষাৎকার ঘটেনি, কিন্তু সেই কারণে এই বাণীটুকু কাষ্টমসকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজ বন্দী করে আমেরিকায় নিয়ে আসার কোন বাধা হয় নি। অনেক শ্রান্ত সন্ধ্যায় আমার অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে এই বাণীটা আমি পড়ি আর ভাবি :

"They say—What do they say ?

—Let them say it !"

"—লোকে বলে—কি বলে ? বলুক !"

আমার বিশ্বাস এই বাণীটুকু যিনি তাঁর অগ্নিকুণ্ডের ওপর রাখ্‌বেন উৎসাহ ও উদ্দীপনা উত্তপ্ত রাখবার জন্ম জীবনে কখনও তাঁর অগ্নি শিখার অভাব হবে না।

ছাব্বিশ

রাশিয়ান মেয়ে সোনিয়া

স্থানাভাববশতঃ এবং আধুনিক যৌবনের বিদ্রোহ সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধির বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনায় এত দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও আমার বহু কথা অকথিত রয়ে গেছে।

অথচ জীবন এমনই ব্যাপক ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট যে এই সমস্যাটি যে বৃহত্তর কার্য্যকারণ সূত্রের একটি অংশ বিশেষ, তা থেকে কিছুতেই তাকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। বাহ্যতঃ অনেক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য মনে হলেও যৌবনের বিদ্রোহ সম্পর্কিত বিষয়টি বিচারকালে সেই সব বিষয়গুলিও কিছু পরিমাণে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এ দিনের যারা তরুণ, তারাই আগামী কালের রাষ্ট্রনিয়ন্তা। এই তারুণ্য, ও তরুণের চিন্তাই ভবিষ্যতের সমাজ, এই নিরিখেই এ দিনের প্রবীণের পক্ষে নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গী অনুসারে আগামীকালের রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়, তথাপি তারা কিছু পরিমাণে ভবিতব্য প্রভাবান্বিত করেন। আগামী কাল আমাদেরই পিতৃপুরুষের পাশে আমরা দাঁড়াবো, অতীতের যে-বলিষ্ঠ বাহু নানা ভাবে আমাদের বর্ত্তমান রূপ ও প্রকৃতি গঠনে দায়ী এবং আমরা যে-ভবিষ্যৎকে চিরকালের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তার ইচ্ছাশক্তি কণ্ঠরোধ করতে সচেষ্ট, সেই বাহুতেই আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য সংযুক্ত করতে হবে।

আমরা যারা এ দিনের প্রাচীন, তাদের পক্ষে ঐতিহ্য আক্রান্ত অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংস্রব রেখে চলার কি প্রয়োজন আছে? আমরা

কি 'নতুন অতীত' নিয়ে যাত্রা সুরু করতে পারি না? যে অতীত প্রাচীনের সংস্কার শৃঙ্খলিত তাকে অস্বীকার করে যা শুভ ও কল্যাণকর তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারি না?

এই সব অবস্তুই আমাদের সাধ্যায়ত্ত। যুক্তিহীন ঐতিহ্যের যে স্ববশকারী বিষক্রিয়া আমাদের অনুভূতিহীন এবং আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাদের সঙ্গেই তার অবসান ঘটুক। আমরা যদি সত্যকে গ্রহণ করতে পারি—তাহলে বিস্মৃত অতীতের নরক-প্রান্ত থেকে আমাদের মজ্জাগত প্রপীড়ক দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে তারুণ্যকে মুক্ত ক'রে তার সবল ও উৎসুক বাহুতে জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সন্ধানী চাবী দিয়ে বল্‌বো—"যাদের অংশে তোমরা উৎপন্ন, সেই আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি, স্বীকার করি। ন্যায়ের পথে চল্‌বার নতুন স্বর্গ ও নতুন ধরণী রচনায় উপযুক্ত শক্তি নিজেদের মধ্যে সঞ্চয় করো। যে কোনো উপায় তোমার কাছে ন্যায় সঙ্গত অভ্রান্ত ও ব্যবহারোপযোগী মনে হবে সেই ভাবেই মনোমত করে এই নতুন সৃষ্টি সম্পূর্ণ করো।"

সমগ্র বিষয়টির এই মূলাধার। নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা যে কি হবে তা নির্দ্ধারণ করা কিংবা ভবিষ্যৎবাণী করা নিষ্প্রয়োজন—আমার মতে আমাদের তরফ থেকে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনও নির্দ্দেশ প্রদানের প্রয়োজন নেই, কিংবা এখনকার মত প্রাণহীন অতীতের মৃত হস্তের স্পর্শ আরোপ করাও অনুচিত।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, বিবাহের ভবিষ্যৎ রূপ কি হবে, অথবা ভবিষ্যৎকালে জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়িত্ব, কিংবা 'দুশ্চরিত্রতা' কি, অথবা স্কার্টের প্রকৃত ঝুল কতখানি হওয়া উচিত, কিংবা নারীর কেশ তার মহিমাবর্দ্ধক কি না অথবা 'ড্যাম' কথাটি গালাগালি কি না, কিংবা নীতিগত নৃত্য ও দুর্নীতিগত নৃত্যের সীমা রেখা কি, ইত্যাদি এই জাতীয়

আরো বহুবিধ বিষয় সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদানের জন্য ত আমাদের কেউ আহ্বান করে না।

উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে আমাদের যুবকদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে পৃথিবীর সৎ এবং উৎপাদক নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হওয়াই সর্বাপেক্ষা মহৎ কর্ত্তব্য।

আমরা যদি আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী বিবেচকের মত এবং নিশ্চিন্ত ভাবে আমাদের বংশধরদের মধ্যে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সততা, নির্ভীকতা ও উপযুক্ত জ্ঞান সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলেই আমরা যে—অতীত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রক্ষণশীলদের হাতে পড়ে কৃত্রিম উপায় ভিন্ন আপন সক্রিয়তা প্রমাণে অক্ষম, তাকে উপেক্ষা করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য সুযোগ্যভাবে সম্পাদন করতে পারবো। এই উপায়েই আমাদের সুগঠিত মন ও অঙ্গহীন দেহের দ্বারা এমন এক সেতু রচনা করবো, যদ্বারা আমাদের যারা পরবর্তী, তারা সুন্দরতর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারবে। অধিকন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করে তাদের সকল সঙ্কটত্রাণ করবে, কারণ আমরা নির্ভয়ে তাদের বিধাতার হাতেই সমর্পন করবো।

এই সব ব্যবস্থাই সম্ভবপর এবং অবশ্যম্ভাবী কিন্তু মুস্কিল এই যে আমরা ভয়ার্ত্ত। যা ভাল জিনিষ, সে তার নিজস্ব ভালোত্বের খাতিরেই স্থায়ী হতে পারে, আমাদের নিকৃষ্ট মূর্খতা অপেক্ষা এই সব প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি দৃঢ়, এবং যে সব গোঁড়া রীতি বা প্রথা কার্য্যকরী হয় না তা অপরিবর্তিত থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, তা আমরা বিশ্বাস করি না। এই সব বিশ্বাস করার জন্ত যে পরিমাণ নিষ্ঠার প্রয়োজন, আমাদের তা নেই। এই কারণে ভুলভ্রান্তি সত্বেও নিজেদের স্বাধীন বিচার বিবেচনা অনুসারে

আমাদের তরুণ বংশধরদের কার্য্যব্যবস্থার প্রাথমিক সদিচ্ছায় উৎসাহ প্রদানে আমরা বিরত থাকি। আমি পুনরায় বলি, আমাদের প্রধানতম অপরাধ এই যে আমাদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব আছে। মূর্খের মত আমাদের দৃঢ় ধারণা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকে যে হাত-ফেরতা (second hand) কার্য্যক্রম আমরা গ্রহণ করছি, তার যে কোনো প্রকার বিচ্যুতি পৃথিবীর ধ্বংস সাধন করবে। আমাদের নিজস্ব আচরণে এই পদ্ধতি আমরা কি পরিমাণে গ্রহণ করবো তা আমরা বুঝতে চাই না।

দুটি অপূর্ব্ব চিত্র উপস্থিত আমার মনে ভাসমান, আমাদের সমাজ বহুবিধ প্রথা ও রীতির খাতিরে কাঁচ আর কাঞ্চনের প্রভেদ বিচার করতে কিরূপ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, এই অপূর্ব্ব স্মৃতিকাহিনী দ্বারা বোধকরি চমৎকার ভাবে তা প্রমাণিত হবে।

রাশিয়ান মেয়ে সোনিয়া, দেহ ও মনের অপূর্ব্ব উৎসাহ ও প্রেরণায় সে গরীয়সী। এই ধরণের মেয়েই সংসারে অপূর্ব্ব সন্তান দান করবার উপযুক্ত, আর পৃথিবী কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই দানের কথা স্মরণ করত।

অপূর্ব্ব মেধাশক্তির জন্য সোনিয়া ষোলবছর বয়সেই হাইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে অপর এক রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্ত্তি হোল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর তার এক অদ্ভুত শারীরিক উপসর্গের সৃষ্টি হোল। বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে সে গেল, কিন্তু তাঁরা কেউ তার ব্যাধির কারণ বা নাম বলতে পারলেন না—তার এই ব্যাধির প্রকৃত কারণ যে গর্ভবতী হয়েছিল—সে কথা তাঁদের কারো মনে হোল না। কারণ সোনিয়া "উচ্ছৃঙ্খল" ধরণের মেয়ে নয়। অবশেষে একজন

চিকিৎসক প্রকৃত কারণ অনুমান করে তাকে জানালেন; তারপর ভীত সন্ত্রস্ত সোনিয়া পরের ট্রেনেই সোজা ভেনতারে আমার কাছে এসে হাজির। আমি যখন প্রস্তাব করলাম যে এই ঘটনাটি তার বাবাকে জানানো উচিত, তখন সে প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

সে বাষ্পাকুল নয়নে বল্‌ল—তিনি একজন গোঁড়া ইহুদি, আমাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন, চিরদিনের জন্ত দূর করে দেবেন; আমার নাম উচ্চারিত হলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করবেন, আমার ভাইবোন, এমন কি আমার মাকে পর্য্যন্ত আমার কথা স্মরণ করতে নিষেধ করবেন। সে হয় না—অসম্ভব।

আর আমি বল্লাম—বেশ সোনিয়া, তাহলে কলোরাডোর নতুন Maternity Law (মাতৃত্ব আইন) অনুসারে তোমার কেসটিই প্রথম হোক্, এই আইনানুসারে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে ও পরে তোমার সন্তান পালনের জন্ত আদালত সমস্ত খরচ বহন করবে।

সুতরাং সোনিয়ার পিতার অগোচরে আমি তার প্রসবের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলাম, কঠিন হলেও কোন উপায়ে সমগ্র ব্যাপারটি সম্পাদন করলাম। পরবর্ত্তী কাজ হল অর্থ সংগ্রহ করা। এই টাকাটা একজন সমাজ সেবিকার হাতে থাকতো। এই সমাজ সেবিকা মহিলাটি আমার ওপর কর্ত্তৃত্ব খাটাবার মতলবে আইনগ্রন্থে একটি ধারা যোগ করেছিলেন, সেই ধারায় উল্লিখিত আছে অর্থ সাহায্য শুধু সেই সব জননীকেই করা হবে যাদের চরিত্র 'এই প্রকার' এবং যারা এতকাল বাড়ীতেই ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন এই ভাবেই আমার গতি ব্যাহত করবেন। তাঁর কাছে টাকার কথা বলতেই তিনি এক শ্রেণীর সমাজসেবক কর্মীর মতো অবৈধ সন্তান সম্ভাবনার কথায় বিশেষ উত্তেজিত অযোগ্যাসে বল্লেন—

"মেয়েটিকে স্বচক্ষে না দেখে, সমস্ত ব্যাপার তদন্ত না করে আমি টাকা দেব না, কি তার নাম?"

আমি শান্তকণ্ঠে বললাম—অসম্ভব! আপনি তার নাম জানতে পাবেন না, তার নামোল্লেখ করা মানে সাধারণের কাছে কলঙ্কিত করা সে হয় না।

গলায় অবর্ণনীয় বিষ মিশিয়ে তিনি বল্লেন—এই সব মেয়েদের লোক-চক্ষে হেয় করাই ত' দরকার।

বুঝুন, একজন সমাজ-সেবিকা, সর্ব্বসাধারণের সেবা করাই যাঁর কাজ, তাঁর এই উক্তি।

আমি বল্লাম—মিস্ থ্রোপ্ আমি যে টাকা চাই সে টাকা আপনাকে এখনই দিতে হবে—আপনি হয়ত ভালো করে দেখেন নি যে এই নতুন মাতৃত্ব আইন অনুসারে টাকাটা সন্তানের জন্যই দেওয়া হয়েছে, সন্তানের জননীর জন্য নয়। মেয়ের চরিত্র, মেয়েটির বাড়ী কোথায়, কি করে, কি খায়, সে সব প্রশ্ন অবান্তর, কারণ টাকা তাকে দেওয়া হবে না, টাকা শিশুর জন্যই দেওয়া হবে।

এই একমাত্র কারণে আদালতের আদেশ তাঁকে মান্‌তে হোল, সোনিয়ার সন্তানকে প্রতিপালন করবার জন্য সামান্য কিছু টাকার ব্যবস্থা হোল।

পরবর্ত্তী কয়েকমাসে এই বালিকাকে যে পরিমাণ দুর্দ্দশা ও দুঃখের মধ্যে কাটাতে হয়েছে তা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। সোনিয়ার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর আবিষ্কৃত হওয়ার আশঙ্কায় তাকে সোনিয়ার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হোল। প্রসবাগার থেকে বেরোবার পরই সোনিয়া কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হোল, আমার এক বিখ্যাত চিকিৎসককে একটা মেজর অপারেশন পর্য্যন্ত করতে হোল। ডাক্তারটি আমায় পরে বলেছিলেন—

শারীরিক ও মানসিক কষ্টে মেয়েটি এমনই জর্জ্জরিত হয়েছে যে ও সারাজীবনের মত অথর্ব্ব হয়ে যেতে পারে। তবে মেয়েটির সামর্থ্য আছে আশাকরি কোনরকমে উঠে দাঁড়াবে। তারপর সহসা বিশেষ উত্তেজিত হয়ে তিনি বল্লেন সমাজ ধ্বংস হোক, মেয়েটিকে কি ওরা একা ছেড়ে দিতে পারে না।

শীগ্‌গীরই আবিষ্কার করলাম যে ষ্টেট থেকে যে টাকার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম তা সোনিয়ার সন্তানপালনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, অবশেষে মরিয়া হয়ে সে বেচারী তার বাপের অর্থভাণ্ডার থেকে কিছু টাকা গোপনে সংগ্রহ করল। সমাজ এবং "সম্ভ্রান্ত ও নীতিবাগীশ" পিতৃদেবের ভয়ে তাকে এত নীচে নামতে হোল। ফলে এই জাতীয় চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ করবার জন্ত আমি আরো কিছু অর্থ ব্যবস্থা করলাম।

এই পরিচ্ছেদ রচনাকাল পর্য্যন্ত সমাজ ও ধর্ম্ম প্রপীড়িতা সোনিয়া তার সম্মান ও আত্মরক্ষার জন্ত এই ভাবেই প্রাণপণে চেষ্টা করছে। তাঁর অদৃষ্টে যে কি আছে বলতে পারিনা, তবে এটুকু বলতে পারি এই সব ঘৃণিত অত্যাচার প্রতিরোধ কল্পে আমি সর্ব্বদাই তার পিছনে থাকবো, এবং সর্ব্বতোভাবে যথাসম্ভব সাহায্য করবো। গতকল্য সোনিয়া আদালতে এসে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলো।

আমি বল্লাম—কি হয়েছে মা ?

দুঃখের বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে আকুল হয়ে সোনিয়া বল্লে—আমি আপনার কাছে আবার শুনতে চাই—যে আমি দুঃশীলা নই, সমস্তই আবার আমার অনুকূল হয়ে উঠবে।

আদালতে একটা মামলা চলছিল—স্বামী তার স্ত্রীকে ও সন্তানদের ভালোবাসে না, তাদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মায়া মমতা নাই, ইত্যাদি, এই মামলা জানিয়ে রেখে সোনিয়ার সঙ্গে কথা কইতে হোল, তাকে

সাধ্যমত সান্ত্বনা দিলাম, তারপর সেই ভাগ্য বিড়ম্বিতার—বিষাদব্যাকুল মুখে আশা ও আনন্দের দীপ্তি লক্ষ্য করে বিদায় দিলাম। কয়েক সপ্তাহ পরে, সান্ত্বনা-ব্যাকুল সোনিয়া আবার হয়ত আসবে। নীতি ও গোঁড়া মতবাদের পরিপোষক তার পিতৃদেবের কি বক্তব্য আছে? এমন কোনও আলোকরশ্মি কি নেই যা তাঁর অন্তর বিদ্ধ করতে পারে? সন্তানপালনের জন্য তাঁর দুহিতা যে অর্থ চুরি করেছিল সে সংবাদে কি তাঁর অধিকতর বিরক্তি উৎপাদিত হবে? মাতৃত্বের আধ্যাত্মিক মহিমায় কি আমাদের শ্রদ্ধা নেই—আমরা যে পরস্পরের প্রতি এমন ব্যবহার করবো তা আর বিচিত্র কি, ডীন সুইফ্‌ট তাই সখেদে বলেছিলেন আমরা ছুচুন্দরের সমগোত্রীয়।

দুঃখের কথা কি আর বলবো—জনৈক মহিলাকে এই কাহিনী বলেছিলাম। আমার বলা শেষ হলে তাঁর চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মত ছোট হয়ে এলো। তিনি ধীরে ধীরে বল্লেন—'আপনি ঠিক জানেন এই প্রথম—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।'

অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে মনের রাগ প্রচ্ছন্ন রাখতে অসমর্থ হয়ে বল্লাম—যদি তাই হয়…তাতে কি? আমার বল্‌বার ইচ্ছে ছিল—সোনিয়ার শিশুকে আমি দেখেছি—আর বল্‌তে পারি যে তোমার মত গুটকো বুড়ো বিড়ালের চেয়ে পৃথিবীর বৃহত্তর কল্যাণ সোনিয়া করেছে। কিন্তু তা আর বলিনি! অতি কষ্টে চুপ করে গেলাম।

সোনিয়ার যখন এমনই অবস্থা,—সেই সময় ডেলভারে মহাসমারোহে এক বিবাহ অনুষ্ঠিত হোল। জলের মত অর্থ ব্যয়িত হোল, বিবাহের উপহার সম্ভারে বোধ করি একটা দোকান বোঝাই হয়ে যেত! মাত্র ফুলের জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয়িত হোল আর সেই পুষ্পস্তবকের মধ্যে শুভ্র শুচি লিলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। চার্চেই

বিবাহ অনুষ্ঠিত হোল, পাত্রী বলেছিল নইলে নাকি 'প্রকৃত বিবাহ' অনুভূত হবে না, বিয়ে দেখবার জন্ত যারা জেলতায় ভেঙে পড়লো— অর্গানে বিবাহযাত্রীর (Wedding march) চিরপরিচিত সুর ধ্বনিত হোল। সংবাদপত্রে এই বিবাহ-কাহিনী বিশেষ ব্যানার হেডিং-এ সাজিয়ে প্রকাশিত হোল। বেচারা সোনিয়ার সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা এদের চেয়ে একবিন্দু কম নয়। এই ভাবেই বাহ্যতঃ এই সামাজিক বিবাহ যারা স্বচক্ষে দেখলে ও পরদিন প্রাতে সংবাদপত্রে পড়লে, তারা পুলকিত ও শ্রদ্ধান্বিত হোল। অথচ এদের মধ্যে কয়েক জনের চরিত্র যে কি পরিমাণ কলঙ্কিত তা অবর্ণনীয়, দু একজন আবার জঘন্ত উপদংশ ব্যাধিতে আক্রান্ত। তবু তারা 'সম্ভ্রান্ত'। সন্তান সম্ভাবনা হোলে, পাত্রীকে গোপনে সন্তান প্রসব করতে হবে না; তার সম্ভ্রান্ত আত্মীয়বৃন্দ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে সন্তান প্রতিপালন করবার জন্ত পিতৃধন অপহরণ করতে হবে না। তার নাম উচ্চারিত হলে পিতৃদেব নিষ্ঠীবন ত্যাগ করবেন না, কারণ মেয়েটি 'সম্ভ্রান্ত'। বড় ঘরের বিবাহ, সম্ভ্রম ও মর্য্যাদায় গৌরবান্বিত।

সাতাশ

দুষ্টু ছেলের প্রকৃতি

ছেলেদের ওপর আমার গভীর মমতার অন্যতম কারণ এই যে তথাকথিত "দুর্দম" বালকেরই—নিজের ওপর, তথা সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে সহজাত সহিষ্ণুতা বর্তমান, যা অন্য কোনও চলমান প্রাণীর নেই। অল্প শিক্ষা ও সামান্য অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রাথমিক, স্বাভাবিক ও স্বতোৎসারিত স্বাধীন চিন্তার ফলে এই বালকদের কাছে যা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়, সেই সম্পর্কে প্রতিকূল সামাজিক মনোভঙ্গীই সাধারণতঃ এই দুর্দম অসহিষ্ণুতার কারণ। সমগ্র যুবশক্তির মধ্যেও কতকটা এই মনোভঙ্গী বর্ত্তমান, কিন্তু তারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো মতে আপোষ করে চলে না, স্বাধীনচিত্ত বালকেরা কিন্তু এই হীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। "সভ্য" হবার পূর্ব্বে মানব-প্রকৃতি কি ভাবে কাজ করে, এই 'দুর্দমনীয়' বালকেরা তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—তাদের সম্বন্ধেই উপস্থিত কিছু বলবো।

পৃথিবীর যে কোন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী অপেক্ষা কিশোর বালক সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। মানসিক স্বাধীনতা ও যে কোনো বস্তুবিশেষ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাববশতঃ এই বালকেরা অপূর্ব্ব। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কিন্তু সামাজিক আচরণে অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে একটি বারো বছরের মেয়ে রীতিমত সামাজিক জীব, ইতিমধ্যেই সে তার চতুষ্পার্শ্বে এক কলা-কৌশলপূর্ণ বাহ্য পরিমণ্ডল রচনা করে ফেলেছে। সামাজিক

স্বাধীনতা সে তাড়াতাড়ি শিক্ষা করে, বয়স্ক মহিলার সঙ্গে সে বয়স্ক মহিলার মত শালীন বাক্‌পটুতা সহকারে আলাপ করতে পারে, নিজেদের সম্বন্ধে তারা এতই নিশ্চিত যে, বিস্মিত মনে প্রশ্ন জাগে 'অনিপুণ বয়স' (Awkward age) বলে সত্যই কোনো পদার্থ আছে কি না।

তরুণী মেয়েরা পারস্পরিক সংযোগ সূত্রে এবং নিজেদের ওপর আরোপিত সংযমে ইতিমধ্যেই এক 'অসহিষ্ণু মনোভঙ্গী' সৃষ্টি করেছে, এবং বয়স্কদের মত (যে বয়স্কদের সমাজে মেয়েরা সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে) মন্তব্য প্রকাশ করবার একটা সহজাত গোঁড়া প্রবৃত্তি গঠন করেছে। পরস্পরের প্রতি মেয়েরা ঈর্ষাপরায়ণ অ-করুণ এবং রটনাশীল। যে কোনো প্রচলিত রীতি পালনে যদি কেউ অসমর্থ হয় তাহ'লে তাকে মেয়েরা লাঞ্ছিত ও সমাজচ্যুত করে। মেয়েরা নিজেদেরও শৃঙ্খলিত করেছে অপরকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে।

ছেলেরা কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে এই বয়স্ক সংস্পর্শ মুক্ত। বয়স্ক আদর্শে ছেলেরা মোটেই আগ্রহান্বিত নয়, বয়স্কদের প্রতি ছেলেদের ভীত-মনোভাব থাকলেও তাঁদের প্রতি তারা একবিন্দু শ্রদ্ধাশীল নয়। নিজেদের প্রতি যে আদর্শ ছেলেরা আরোপ করে তা স্বাভাবিক, আদিম এবং মূলতঃ বৈধ আদর্শ। এতদ্বারা শারীরিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ ও নিজস্ব স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তারা মনোযোগী হয়—এ সমস্তই সহিষ্ণুতার সুফল। অনেকে বলেন এর নাম ঔদাসীন্য, কিন্তু আমি তা স্বীকার করি না। এ সমস্তই একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শের ফল, এই আদর্শ কতকাংশে মহৎ আবার কতকাংশে নীচ—তবে সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে মোটামুটি ভালোই।

কানের পিছন পরিষ্কার করা সম্পর্কে ছেলেদের অনিচ্ছা তার সমগ্র

মানস-প্রকৃতির প্রতীক। গুণাগুণ বিচারে তার নিজস্ব ধারণা যে পৃথিবীতে সে বিচরণ করে তার সঙ্গে মেলে না। এরা আজন্ম বিপ্লবী।

দুষ্কৃতির অপরাধে আমার কাছে একবার একটি ছেলেকে ধরে আনা হয়েছিল, সে কিছুকাল কোনো প্রকার জবাব দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলো।

অবশেষে বল্লাম—কিন্তু পীটার একটি জিনিষ ত' তুমি অস্বীকার করতে পারো না, কানগুলো ত' তুমি মোটেই পরিষ্কার করো না দেখছি! কেমন তাই না?

পীটার তাচ্ছিল্যভরে বল্লে—না—কানটা ময়লা হয়েছে কেন জানি, একটা ছোঁড়া আমার কানে জল ঢেলে দিয়েছিল, তাই ময়লাটা জমে গেছে।

বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করেই মেয়েরা যে 'অপদার্থ' নয়, বালকেরা যখন এই জ্ঞান লাভ করে, তখনই তারা চুল ভিজিয়ে মাথা আঁচড়ায়, অদ্ভুত কৃত্রিম কণ্ঠে মিহিসুরে কথা বলে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হয়, মেয়েদের মনোমত করে নিজেদের প্রস্তুত করে। কি যে তার কামনা তা হয়তো জানে না—যখন জান্‌তে পারে তখন সোজা মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে।

সামাজিক জীব হিসাবে শারীরিক পরিপুষ্টিকালে সমবয়সী যে কোনো বালিকা অপেক্ষা বালকেরা অনেকাংশে পশ্চাৎপদ, এবং এই বৈলক্ষণ্য কোনো কালেই দূর হয় না। এই প্রকার সলজ্জ ও সসঙ্কভাবেই পুরুষের সারা জীবন কাটে, চার্চ্চে সে পিছনের আসনে বসে, বিবাহ হ'লে সামনের আসনে উন্নীত হয়, কারণ নইলে, অপর স্ত্রীলোকের পক্ষে তার স্ত্রীর টুপী দেখার সুবিধা হয় না।

যদিও আমি সকল শ্রেণীর ছেলেদের ভালোবাসি, তবু বারো থেকে

চোদ্দ বছরের ছেলের সঙ্গে আমার বেশী মিল হয়। তাদের মধ্যে অনেকে মোটর চুরি করে, স্কুল থেকে পালায়, বাড়ী ছেড়ে পালায়,-অনেকে আবার মজা দেখবার জন্ত গুরুস্থানীয়কে উপেক্ষা করে,—কলের ঝুড়ি উল্টিয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে মালিককে বিপন্ন করে, অসহায় মালিক জজ সাহেবের আদালতে নালিশ কর্‌বো বলে শাসায়, ফলে ছেলেদের শত্রুতা আরো বেড়ে যায়। ক্রুদ্ধ নাগরিক দল উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে অনুযোগ করে 'বদমায়েস ছোঁড়াদের আপনি সহায়'। দুঃশীল ও দুঃশীলাদের মত এই প্রকার ঘটনাতেও "দুর্নীতির পরিপোষক" হিসাবে আমার বদনাম আছে।

কিন্তু আমি 'দুর্নীতির পরিপোষক' বা কোনো প্রকার অসামাজিক আচরণের পক্ষপাতী নই। এই সব ছেলেদের দ্বারা পুনর্ব্বার যাতে কোনো প্রকার অপরাধ না অনুষ্ঠিত হয় সেই আমার সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য শাস্তি প্রদানের ফলে বাঞ্ছিত ফল লাভ না হলে অপরাধী সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠ্‌তে পারে। বালকের মনোভাবের পরিবর্ত্তনেই সংস্কার সাধিত হওয়া সম্ভব। সে স্বেচ্ছায় কুকার্য্য করে না, তার যুক্তি ভ্রমাত্মক বলেই সে ওই জাতীয় অপরাধ করে বসে। এই যুক্তির পরিবর্ত্তন কর্‌লেই, বালকও পরিবর্ত্তিত হবে, কারণ বয়স্ক প্রভাবমুক্ত, প্রত্যক্ষ, যুক্তিগত, স্বাধীন ও শক্তিশালী চিন্তাশক্তি বালকদের কাছে এক অপূর্ব্ব সম্পদ। রাইফেলের বুলেট্‌ যেমন সোজা ছুটে যায়, বালকের যুক্তিও তেমনই প্রত্যক্ষ—যদি তার লক্ষ্য ভুল হয় তবে তার কারণ সে ঠিকমত রাইফেল ধরতে পারেনি, রাইফেলের কোনো ত্রুটি নেই।

এই কারণেই আমার অনেক বালক সংশ্লিষ্ট মামলা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ হয়ে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জনৈক 'মিকে'র কাহিনী উল্লেখ করছি। মিকের মত এমন মৌলিক অপরাধের আসামী আমি খুব কমই বিচার

করেছি—তার সামাজিক আচরণে মনে হোল সে যেন উপদ্রব করবার জন্যই জন্মেছে। ছেলেটির বয়স এগারো বছর—আর যে পল্লীতে মিকে থাকতো সেখানে কোনো প্রকার গোলমাল ঘটলেই পুলিশ মিকেকে নিয়ে টানাটানি করা দীর্ঘকাল ধরে পুলিশের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। অনেক সময় মিকে তার সরু সরু পাইপের মত পায়ে দৌড়ে আমার চেম্বারে চলে এসে বলত—"জজ সাহেব, আমি আবার মুস্কিলে পড়েছি—তাই ভাবলুম পুলিশে ধরবার আগে সোজা আপনার কাছে আসাই ভালো।" তার উজ্জল নীল চোখ আর আইরিশ লালচুল আমার আদালত ঘরে অতি পরিচিত বস্তু।

সুতরাং যখনই কোনো কিছু গোলোযোগ ঘটত, স্থানীয় পুলিশ তাকে তল্লাস করে বেড়াত, মিকে একটু খবর পেলেই আমার কাছে ছুটে আসত, অপরাধ না থাকলেও অনেক সময় মিকে আদালতে এসে হাজির হোত। অনেক সময় এই প্রকার পলায়ন, সন্দেহ ও অনুসরণের কারণ হয়ে দাঁড়াত, সে যখন নিরপরাধ তখন কেন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, অতি কষ্টে এ প্রশ্নের জবাবদিহি করা হোত। আমি একবার প্রশ্ন করলাম—মিকে তুমি যখন নিরপরাধ তখন কেন নির্ভয়ে চুপ করে থাকো না?

তার মুখে একটা গভীর বেদনানুভূতির ছাপ প্রস্ফুট হয়ে উঠল—সে বল্লে—জজ, আপনি কি জানেন না যে পুলিশকে কিছুই বোঝানো যায় না, পুলিশের পিছু নেওয়া মানে পুলিশ আমার বিপক্ষে, তখন পালানো বা লুকানো ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই—ধরা পড়লেই মরা।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম—কিন্তু মিকে, তাই বলে পুলিশের কাছে মিছে কথা বলার কোনো কারণ নেই।

আমাকে বিস্মিত করে মিকে বল্লে—জজ সাহেব, পুলিশের কাছে আমি কখনো মিথ্যা বলি না।

আমি বল্লাম—তাহ'লে এর নাম কি তা জানি না, ফলের দোকানের মালিককে মেরে যখন তার জিনিষপত্র ফেলে দিয়ে পালালে, পুলিশ তোমার পিছু নিলে, তারা তোমাকে গ্রেপ্তার করার পর তুমি অপরাধ অস্বীকার করলে, অথচ এখনই আমার কাছে তোমার অপরাধ স্বীকার করলে। তাহলে তুমি আমার কাছে সত্য বলেছ, আর পুলিশের কাছে মিথ্যা বললে।

আহত অভিমানভরে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—"জজ-সাহেব—পুলিশের কাছে ও আমার মিছে কথা বলা নয়, ওদের একটু নাচাবার জন্যেই ওরকম করি। দেখুন জজ সাহেব, যখন আমি হয়ত সত্যই কোনো অপরাধ করি না, তখন ওরা আমায় এমন পীড়ন করে, যে সত্যই যখন আমি কোনও অপরাধ করি, তখন প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি অপরাধ অস্বীকার করি। ওদের আমি নাচাই, আরো ওদের নাকে দড়ি দিয়ে কত ঘোরাব দেখবেন।

কেউ কি একথা বলতে পারেন যে মিকের এই কথায় আত্মরক্ষার আবেদন পরিস্ফুট হয়নি, কিংবা দেখাতে পারেন যে তার কাছে সত্য কথা আদায় করবার কোনো অধিকার পুলিশের আছে?

বাপ-মার তরফ থেকে অত্যাচারের মত পুলিশের তরফ থেকে অবিচার ও অত্যাচার মিকেকে পালিয়ে বেড়াবার প্রেরণা দিয়াছে, তাকে পালাতে বাধ্য করেছে। সে মিথ্যাবাদী বলে মিথ্যা বলেনি, অবিচারের পীড়নেই সে মিথ্যা বলেছে, তা ছাড়া তার চিন্তাধারা স্বাধীন এবং অকৃত্রিম। নিজের সম্বন্ধে বা নিজের বিচার সম্বন্ধে কিংবা অপরের দ্বারা পরিকল্পিত ভগবান সম্পর্কে সে ভীত নয়।

আর একটি এই জাতীয় স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা মনে পড়েছে, শিশুমনের সংস্কারমুক্ত সহনশীলতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

গোল্ডেনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে ফেরী ন্যাণ্ড'র্সকে পাঠিয়েছিলুম। তার পক্ষে একটা কিছু কাজ শেখার প্রয়োজন ছিল। কারণ চিরদিনই Talmud-এর-"*He that teacheth not his child a trade is the same as if he taught him to be a thief.*" এই বাণীতে আমার শ্রদ্ধা ও দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

ইতিমধ্যে আর একটি কথা আছে, এই প্রাচীন বাণীটির সঙ্গে সে কথা হয়ত সময়োচিত হবে—Opportunity School-এর প্রতিষ্ঠাতৃ ডেন্ভারের মিসেস্ এমিলি গ্রিফিথ্স্, পাশ্চাত্যের একজন মহীয়সী মহিলা, তাঁর কথা উল্লেখ করবার জন্য একটু থাম্‌তে হোল। এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় খ্যাতি লাভ করেছে, এবং শিক্ষা ব্যাপারে আমার অনেক ব্যক্তিগত পরিকল্পনা মিসেস্ গ্রিফিথ্স্ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে, তারজন্য আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। মিসেস্ গ্রিফিথ্স্ আমায় বলেছিলেন যে, কয়েকবছর আগে তাঁর স্কুল থেকে (এই স্কুল তখন সামান্য গ্রামার স্কুল ছিল) যে বারটি ছেলে আমার আদালতে এসেছিল তাদের সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই বারটি বালক তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও একদা এক প্রভাতে আমার আদালতে এসে হাজির। তারা বল্‌লে—আমরা যে কোন প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করতে চাই, কিন্তু আমাদের স্কুলের পাঠ্য তালিকায় সে রকম কোনো সুযোগ নেই। রিফর্ম স্কুলে এই প্রকার অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তারা সেখানে যাবার জন্য আমার কাছে আবেদন জানালে। এই ঘটনাটিতে প্রভাবান্বিত হয়ে আমি *Rocky Mountain News* এ "*Is the public school just to the Boy*"—শিরোনামায় যে প্রবন্ধটি লিখেছিলুম তাতে *Talmud* এর"*he that faileth to teach his child a trade teacheth him to be a thief*" এই বাণীটুকু উদ্ধৃত করেছিলাম। মিসেস্

গ্রিফিথ স্ প্রসঙ্গতঃ আমাকে বলেছিলেন, সেই ঘটনাটি এবং আমার প্রবন্ধই নাকি তাঁকে ডেন্‌ভারে *opportunity School* প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করেছিল।

এখন জেরীর প্রসঙ্গে ফেরা যাক্—জেরী আমার কাছে জানালো কোনো প্রকার শিল্প কাজ শিক্ষা করা তার প্রয়োজন। গোল্ডেন পাহাড়ের পাদদেশস্থ রিফর্ম স্কুলের কুড়ি মাইল পথ ভ্রমণের জন্ত আমি তাকে রেলভাড়া দিলাম। এই গোল্ডেন শহরের নামানুসারেই বালকদের প্রাণে ভীতি-সঞ্চারক এই স্কুলটির সরকারী নামের বদলে গোল্ডেন নামটিই সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। জেরী আরো অনেকের মত একাই সেখানে গেল।

পরদিন সকালে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলের জনৈক ট্রাষ্টি মোটরে স্কুলের পথ অতিক্রম কালে দেখলেন, একটি ছোট ছেলে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে অতিকষ্টে পথ চলছে; তার সঙ্গে একটি পুঁটুলী রয়েছে, সেটিও বেশ গুরু ভার মনে হোল।

ট্রাষ্টি গাড়ি থামিয়ে বল্লেন—খোকা—তুমি আমার গাড়িতে আসবে?

ছেলেটি বল্লে—নিশ্চয়ই, আমি ভয়ে আপনাকে অনুরোধ করিনি, ভেবেছিলাম সবায়ের মতো আপনিও হয়ত আমাকে বিমুখ করবেন।

ছেলেটি গাড়িতে উঠবারসময় ট্রাষ্টি প্রশ্ন করলেন—কোথায় যাবে তুমি?

বালকটি চুপে চুপে জানালো—সে কথা আমি আপনাকে গোপনে বলছি, রিফর্ম স্কুলে যাবার এই রাস্তা ত' জজ লিণ্ড্‌সে আমাকে বিশ্বাস করে গাড়ি ভাড়া দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। তারপর আমি ভাবলাম যে টিকিটের টাকায় বেশ ভালো খাওয়া হয়, তাই শহর ছাড়বার আগে সব টাকা খরচ করে খেয়ে ফেলেছি—কিন্তু জজ সাহেবের কথা ত' রাখতেই হবে, তাই হেঁটেই চলেছি।

ট্রাষ্টি তখন স্বীকার করলেন তিনিও রিফর্ম স্কুলে যাবেন তবে অন্য কারণে। তিনিও বালকটির মনে আমার উপদেশের সমর্থনে এই কথাই দৃঢ়বদ্ধ করে দিলেন যে সেখানে গেলে তার লাভ এবং উপকারই হবে, সে যেন এটা তার শাস্তি না মনে করে, এ তার শিক্ষার অঙ্গ।

যথাকালে উভয়ে স্কুলে পৌঁছে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হোলো।

কয়েকমাস পরে ট্রাষ্টির আবার রিফর্মস্কুলে আসার সুযোগ ঘটলো, এবার তিনি জেরীর আচরণ গোপনে লক্ষ্য করলেন।

ট্রাষ্টিকে দেখেই জেরী তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে এলো। ট্রাষ্টি করমর্দ্দন করতে করতে প্রশ্ন করলেন—কেমন লাগছে? মন্দ নয়ত?

জেরী বল্লে—কখনই মন্দ নয়, আমার নিজের একটা বাগান আছে—অনেকদিন ধরে আমার বাগানের সাধ, আমার বাগানে বেশীর ভাগ পেঁয়াজ ফলে—আপনি দেখবেন না? এ প্রস্তাবে ট্রাষ্টি রাজী হলেন, তারপর উভয়ে বাগান পরিদর্শনে গেল। দীর্ঘ পথ—কারণ স্কোন্ডেনের জমি অনেকখানি, অবশেষে উভয়ে যথাস্থানে পৌঁছিল।

জেরী বল্লে—আপনাকে বিশ্বাস করে একটা কথা বল্‌বো, আমি গোটাকতক পেঁয়াজের স্যাণ্ড্‌উইচ তৈরী কর্‌বো, আপনার চাই? এই বলে সে পকেট থেকে দুটো বড় পাউরুটী বার করে বল্লে—আমি জানি আপনি কাউকে বল্‌বেন না। আমি এই রুটি ভাঁড়ার থেকে চুরি করেছি, আরো কয়েকটি ছেলে রুটী নিয়ে আস্‌ছে, ওরা আস্‌বার আগে আপনাকে কি করে পেঁয়াজের স্যাণ্ড্‌উইচ তৈরী হয় দেখাব।

এই কথা বলে সে তার ছুরী দিয়ে রুটি কাট্‌লো, তারপর গোটা-কতক বাছা বাছা পেঁয়াজ নিয়ে ছাড়াতে লাগলো।

ট্রাট্টি বল্লেন—তুমি যখন ফিরে যাবে তখন তোমার মুখে পেঁয়াজের গন্ধ বেরোবে না ?

জেরী বল্লে—হ্যাঁ, আমার কাছে কিছু পিপারমেণ্ট আছে, তাছাড়া পেঁয়াজের জন্ত কেউ কিছু বল্‌বে না, পেঁয়াজ ত' আর আমাকে চুরি করতে হয় না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো একদল ছেলে এসে পড়ল, তারা দলের ভেতর একজন শত্রু উপস্থিত দেখে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল।

জেরী তাদের আশ্বস্ত করে বল্লে—

ইনি খুব ভদ্রলোক, পরে আমার কাছে ওর কথা শুনো, উনিও স্যাণ্ড্‌উইচ খাবেন, চলে এসো তোমরা, কাজে লেগে যাও।

এই কথায় সকলে, এমন কি ট্রাট্টি পর্য্যন্ত অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় স্যাণ্ড্‌উইচ তৈরী হোল তারপর গোপনে রক্ষিত একখানি কাষ্ঠখণ্ড বার করে তার উপর সেগুলি চাপিয়ে সাজিয়ে রাখা হোল, তার চারপাশে রীতিমত লৌকিকতার সঙ্গে সকলে সমবেত হোল, জেরী হোল তাদের কর্ত্তা, আর ট্রাট্টি সম্মানিত অতিথি।

একখানি লুব্ধ হাত আহার্য্যের উপর পড়তেই—জেরী তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—দাঁড়াও, আশীর্ব্বাণী বল্‌তে হবে না ?

লজ্জিত ছেলেটি হাত সরিয়ে নিলে। সবগুলি মাথা নত হয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করলো, জেরীর কণ্ঠে কল্যাণবাণী উচ্চারিত হোল, বাণী অতি সংক্ষিপ্ত এবং সময়োচিত—তারপর সেই অপহৃত রুটী ও ভাজা পেঁয়াজ সদ্ব্যবহার করা হোল, ট্রাট্টি দুটো স্যাণ্ড্‌উইচ খেলেন।

এই কাহিনী ডেন্ভারে ফিরে তিনি আমাকে বলেছিলেন। তিনি বল্লেন—আমি বহু গতানুগতিক এবং যান্ত্রিক কল্যাণবাণী শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম প্রকৃত কল্যাণবাণী শুন্‌লাম, অনেক সম্মিলনে রুটী খেয়েছি বটে কিন্তু আহার্য্য এরকম সার্থকভাবে উৎসর্গীকৃত হতে দেখিনি বা এতখানি তৃপ্তি পাইনি।

কিসের এই পরিতৃপ্তি? বালকের যুক্তি! যে যুক্তি, সহনশীলতা ও সহজাত প্রবৃত্তিতে স্বাধীনচিন্তায় উদ্ভূত হয়, তা ভণ্ডামি জানে না, তাই তারা বাহ্যিক ও প্রত্যক্ষ সংহতি অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক সংহতিতে শ্রদ্ধাশীল।

আত্তাশ

আশা-বিশ্বাস-প্রেম

প্রথম যখন আমি ডেন্‌ভারের জুভেনাইল কোর্টের কাজ শুরু করি তখন বহু জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি, এমন কি শেরিফ পর্য্যন্ত আমার ওপর অত্যন্ত কুপিত হয়েছিলেন। ছেলেদের আমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে তাদেরই দায়িত্বে কারাগারে কিংবা সরকারী প্রতিষ্ঠানে পাঠাতাম সেই কারণে শেরিফ সাহেব অনেক মোটা টাকার ফি থেকে বঞ্চিত হতেন। আগে আগে এই সব স্থানে তাদের হাতকড়াবদ্ধ করে কড়া পাহারায় পাঠানো হোত, কারণ ছোট ছেলেরা নাকি বাইন মাছের মত অত্যন্ত পিচ্ছিল-দেহ প্রাণী এবং দ্রুত। আদালতের সমস্ত কর্মচারী থেকে শেরিফ পর্য্যন্ত আমাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক পাগলা বলে অভিহিত করতেন, আর বলতেন যে আইনে যখন আছে ছেলেদের হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ পাহারায় পাঠাতে হবে তখন তাদের হাতকড়া আর পাহারা দুই উঠিয়ে দিলে, তারা পৃথিবীর শেষ প্রান্তের পালাবে সন্দেহ নাই। তারা বলতেন—এরকম একটা কিছু ঘটবেই। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই তা মনে করতে পারেন, যেমন দুই আর দুয়ে চার হয়, কিংবা আয়তন তিন প্রকার, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, একথা সকলেই জানেন।

দুঃখের বিষয় এই জাতীয় নূতন বিবেচনা পদ্ধতিতে বহু গণিতবিদ্ প্রমাণ করেছেন যে আয়তন চারপ্রকার এবং হয়ত অসংখ্য, সেইভাবে এই ধুরন্ধরগণেরও ধারণা এই যে শিশু মনস্তত্ব এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণাই অভ্রান্ত,—কিন্তু ছেলেরা পালালো না। হাতকড়া ও পাহারা তুলে নেওয়ার পর তাদের আর পালাবার বাসনা রইলো না—প্রকৃতপক্ষে তাদের পালিয়ে যাবার জন্য প্রলুব্ধ করা গেল না। আমি তাদের রেল

তাড়া দিলাম, আমার মনোভাব বুঝিয়ে দিলাম—তারা কথা সময়ে যথাস্থানে পৌঁছিল। কোন কোন সংবাদপত্র ভৎর্সনা, ভীতি প্রদর্শন এবং পরিহাস করা সত্ত্বেও ছেলেরা একবিন্দু বিচ্যুত হোল না। বালকদের মনে পালাবার বাসনা হলেও সংবাদপত্র, পুলিশ প্রভৃতির অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত করবার জন্যই সে বাসনা তারা দমন করত।

এখন পর্য্যন্ত শতকরা একশটি হার অক্ষুণ্ণ আছে, একটি ঘটনাতেও আমি পরাজিত হইনি। উপরোক্ত একশটি ঘটনার মধ্যে ছচারজন প্রথমটা পালিয়েছিল বটে, কিন্তু পরে ফিরে এসে তাদের এই বিশ্বাস ভঙ্গজনিত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করেছে।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা, জুভেনাইল কোর্টের কাজ সবে সুরু করেচি, তখন একটি ছেলেকে সর্ব্বপ্রথম গোল্ডেনে পাঠিয়ে ছিলুম। তখন পর্য্যন্ত আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি সুতরাং আমাকে অসীম সাহসভরে একাজ করতে হয়েছিল, প্রত্যেকটি নূতন বালক সম্পর্কে প্রচলিত আইন ভঙ্গ করতে হোত। এই ছোকরাটিকে বদমায়েসের শিরোমণি বলে পুলিশের ধারণা ছিল, আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে তাদের ধারণা অভ্রান্ত। লিক্ লিকে বাচ্চা ছোক্রা—তার নাম ধরা যাক্ ফ্রিমী মোরাণ, ফ্রিমী প্রায়ই পুলিশের কাছ থেকে পালাতো—রিফর্ম্ম স্কুলে অনেক বার তাকে খাটতে হয়েছে, সেই স্কুল তার ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত। অনেক গুলি দলের সে সর্দ্দার, বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অধিনায়কের মতো তার কল্পনা, তেজশক্তি, সাহস ও বদমায়েসী বুদ্ধি প্রখর ছিল, সেই কারণে তাকে জেলে পাঠাতে কারো মন উঠতো না।

দুজন ছ'ফুট লম্বা পুলিশ কর্ম্মচারী যে দিন হাঁকাতে হাঁকাতে ছোট্ট ফ্রিমীর লিক্‌লিকে সরু হাত দুটো ধরে পরিশ্রান্ত ভঙ্গীতে আমার আদালতে এসে দাঁড়ালো, সে দিনের কথা ভুলবো না! এই অন্তরঙ্গতা

নিশ্চয়ই ক্লিনীর মনঃপূত হয়নি, তবু আমার মনে হয় ক্লিনীর সামর্থ্য সম্বন্ধে এই বিরাটকায় দু'টি পুরুষকে শ্রদ্ধান্বিত দেখে সে মনে মনে হয়তো খুশী হয়েছিল।

এদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মচারী আমার মতবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন জানতাম; শুনলাম তিনি একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে বলেছেন—জজ সাহেব ক্লিনীকে নিশ্চয়ই একা গোল্ডেনে পাঠাবেন, এবার বাছাধন বুঝবেন।

আমি ক্লিনীকে স্পষ্টই বললাম যে তাকে গোল্ডনে পাঠাবো স্থির করেছি। একথা শুনে সে ভীষণ প্রতিবাদ করতে লাগল, পরে অশ্রুভরা কণ্ঠে বলে—আমাকে আর একটি সুযোগ দিন। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি তাকে আরো অনেক সুযোগ দিয়েছি বলে এখন যে সে দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে একথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

শান্ত করবার চেষ্টা বৃথা, তবু কোনো প্রকারে বুঝিয়ে অতিকষ্টে তাকে জয় করলাম।

আমি পুলিশ কর্মচারীর দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম সে তার মনোগত তাচ্ছিল্য গোপন রাখতে পারছে না,—পুলিশ কর্মচারীর কাছে পূর্বাকে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রতীক্ষমাণ রিপোর্টার আশা ও আগ্রহে উদ্গ্রীব হয়ে আছে, সহসা আমার মনে হোল ওদের অস্ত্রেই ওদের বধ করবো।

বললাম—ক্লিনী! এই পুলিশ কর্মচারী রিপোর্টারকে কি বলেছেন তুমি জানো? উনি রিপোর্টারকে বলেছেন এই মামলার চমৎকার সংবাদ রচিত হবে, কারণ ক্লিনী বিশ্বাসের বাইরে, আর আমি তোমাকে যখন একা গোল্ডেনে পাঠাবো তুমি তখন পালিয়ে যাবে, জজ সাহেব প্যাঁচে পড়বে, সকলে এই নিয়ে হাসাহাসি করবে। এখন কি করা যায় বলো ত?

স্বিনীর সজল চোখ তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে গেল—পুলিশ কর্মচারীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বল্লে—"ঐ লোকটাকে বুঝি এই কথা বলেছ, তোমার ধারণা তুমি খুব বোঝ, তুমি কচু বোঝো।" তারপর আমার দিকে ফিরে বল্লে—"জজ সাহেব, দিন আপনার চিঠি, আমি এদেরই বোকা বানাবো।"

আমি তার হাতে চিঠি ও কিছু টাকা দিলাম,—কোর্ট প্রাঙ্গনের "Keep-off-the-grass" নির্দ্দেশ উপেক্ষা করে স্বিনী ছুট্‌লো।

তাকে দৌড়তে দেখে পুলিশ কর্মচারী হেসে বল্লে—"জজ সাহেব ভারী মজা করলেন কিন্তু—।"

কিন্তু প্রধান পুলিশ অফিসে আর একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন, সেই প্রাচীনকালেও আমার পদ্ধতিতে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। পুলিশ এতদিনে অবশ্য আমার এই ব্যবস্থা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়েছে। তিনি আমার স্বপক্ষে বাজী রেখে বল্লেন, স্বিনী সোজা গোল্ডেনে যাবে, পালাবে না। বাজী ধরা হোল, একজন পেশাদার জুয়াড়ীর কাছে বাজীর টাকা রাখা হোল, যথাকালে তিনি ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলে ফোন্ করে জান্‌লেন—স্বিনী সেখানে পৌঁছেছে। পরে আরো জানা গেল তার ভদ্র ব্যবহারে আগে যে সব সরকারী কর্মচারী তার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা পর্য্যন্ত বিস্মিত।

কয়েকমাস পরে আমি গোল্ডেনে যাত্রা করলাম; একপাল ছেলের ভেতর থেকে হাসিমুখে স্বিনী ছুটে এলো—তার সে ক্লিষ্ট ভাব দূর হয়ে গিয়ে চোখে মুখে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। আমার কাছাকাছি এসেই সে চীৎকার করে বল্লে—জজ সাহেব, পুলিশটাকে আমরা কেমন জব্দ করেছি।

স্বিনী আজ আর সংশোধনাগারের অধিবাসী নয়, আজ সে ডেন্‌ভারের একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-পূর্ণ স্বিনীর

বর্দ্ধিষ্ণু সংসার দেখ্‌লে আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে তারই মত অপর ক্লিনীদের বিচার দেখবার জন্ত সে আমার আদালতে আসে, নির্ব্বাচনকালে সে সর্ব্বদা আমাকেই ভোট দেয়।

শিশু-জগতে নিজস্ব পবিত্রতার জন্ত কোনোপ্রকার গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাদের জগতে আইনের ধারা প্রয়োগের নির্দিষ্ট ব্যবহার আছে, তাদের জীবন ধারা সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত। এই জগতে প্রাপ্ত মতবাদ (Pragmatism) প্রচলিত, সেখানে সকল বিধি ব্যবস্থাতেই একটিমাত্র প্রশ্ন আছে—'পন্থা কার্য্যকরী হবে ত'? শিশু জগতে পরীক্ষার স্বাধীনতা, আবিষ্কারের আনন্দ এবং 'নিজের কাজে মন দাও' এই মনোভঙ্গী বর্ত্তমান। আমাদের তথাকথিত ডেমোক্রেসী যা সকলকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে তার সঙ্গে এই প্রকৃত ডেমোক্রেসী তুলনা করুন।

বহু চিন্তানায়কের কাছে ডেমোক্রেসী উপেক্ষিত। তাঁদের মতে এর ছায়া সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ক্রমশঃ অধস্তরে নেমে আসে। পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, চিন্তাধারা, সবই গতানুগতিক হয়ে পড়ে। সকল মানুষ সমশ্রেণীর হয়ে একই স্তরে নেমে যায়, তাদের মধ্যে যদি কেউ মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তখন তার শিরশ্ছেদ করা হয়। আমাদের নেতৃহীন সভ্যতার পক্ষে একথা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য বটে কিন্তু ডেমোক্রেসী সম্পর্কে এ কথা খাটে না। তারা দুটি বিভিন্ন বিষয় একত্রিত করে ফেলেন।

ইমার্সন বলেছেন—"Do not think that the youth has no force because he cannot speak to you and me. Hark!

in the next room, who spoke so clear and emphatic? Good Heaven! It is he!...

It seems he knows how to speak to his contemporaries. Bashful or bold, then he will know how to make us seniors very unnecessary.

How is the boy the master of Society!—independent, irresponsible, looking out from his corner on such people and facts as pass by, he tries and sentences them on their merits, in the swift, summary way of boys, as good, bad, interesting, silly, eloquent, troublesome. He cumbers himself never about consequences, about interests; he gives an independent and genuine verdict. You must court him; he does not court you......Who can thus loose all pledge, and having observed, observe again from the same unaffected, on biased, unbribable, unaffrighted innocence, must always be formidable, must always engage the poet's and the man's regards. Of such an immortal youth the force would be felt.

(লিণ্ড্সে—ইমার্সনের রচনা থেকে অনেকখানি অংশ উদ্ধৃত করেছেন, বাহুল্যভয়ে শুধু মূল কথাটুকু উদ্ধৃত করলাম—অনুবাদক)।

চুরি করা রুটির স্বাদ উইচ খাবার আগে জেরী স্যাণ্ডার্সের কদাশ-বাক্যে যাঁরা অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন তাঁদের এই অংশটুকু পাঠ করতে অনুরোধ করি।

যাদের ধারণা আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে কোন্ কোন্ বিষয়ে উৎসাহিত করা উচিত সে বিষয়ে তাঁরা অবহিত, তাঁদেরও এই অংশ পাঠ করতে বলি।

ছেলেমেয়ে বা বয়স্কদের সংস্পর্শে যখনই আমি আসি, তখন সর্বাগ্রে প্রকৃত তথ্য কি, কি তাদের চিন্তাধারা, কি তারা চায়, কেন তারা এ কাজ করে প্রভৃতি সমস্ত সংবাদ তাদের কাছ থেকে জেনে নিই।

এই সব বলার সুযোগ পেয়ে তারা ধন্য হয় এবং তাদের যে ভর্ৎসনা করা হবে না, উপহাস করা হবে না কিংবা দণ্ডায়মান করা হবে না

তজ্জন্য তারা তৃপ্তি বোধ করে। সাধারণতঃ আমিই একমাত্র প্রাণী যার কাছে তারা হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করবার সুযোগ পায়—অবশ্য যারা রোমান ক্যাথলিক তাদের পক্ষে 'কন্‌ফেসনের' ব্যবস্থা অনেকখানি সাহায্য করে। বহুবিধ মানবীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে এটি সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচক ব্যবস্থা সন্দেহ নেই।

আমার কাছে তারা হৃদয় দুয়ার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয়। তারপর সমস্ত ঘটনাটি শুনে হিসাব নিকাশ করি, দেখি তারা কতখানি দেউলিয়া হয়েছে, সমাজ ও তাদের মধ্যে আমি যেন মীমাংসাকারী রিসিভার, সমাজ যদিও এখানে পাওনাদার, তবু অধিকাংশক্ষেত্রে অবশ্য প্রকৃত দুর্ব্বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায় না! আমরা আপোষে স্থির করি কোন্ দেনা শোধ করতে হবে, কোন্‌টা হবে না, জীবনের দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ। অনেক সময় তারা সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে পড়ে, তাই নিঃশব্দে সেই শূন্য হাত পূর্ণ করে দিয়ে তাদের সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করি! এই ভাবে পাপের বিচার করার ফলে অনেকের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হয় না, ফলে যে জনতা ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত রমণীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, তারা আমার ওপর অসন্তুষ্ট, তারা আমাকে ঘৃণা করে। এমন বিচারালয় তারা কল্পনা করতে পারে না, যেখানে 'বিচারের' পরিবর্ত্তে অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রধান। মধ্য যুগে মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল অপরাধীর নিরাপদ নিভৃত নীড়, একালের বিচারালয় যে অত্যাচারিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে পারে এ ধারণা তাঁদের কল্পনাতীত। যে সমাজ হিংস্র শার্দ্দূলের মতো দুর্ব্বলকে পীড়ন করে, তার কবল থেকে দুষ্টলোক মুক্ত করা ও শক্তিমান্ করা যে বিচারালয়ের কর্ত্তব্য এ কথাও তাঁদের ধারণার বাইরে। আর সেই কারণেই বোধকরি তাদের চোখে আমি ঘৃণিত ব্যক্তি!

এই কারণেই বহুবিধ বিরুদ্ধ ও বাধাবন্ধ শক্তির বিরুদ্ধে আমার পদ্ধতির তীব্র সংঘর্ষ ঘটে, যার ফলে জুভেনাইল কোর্টের কাজও অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাইট্ হত্যার প্রসিদ্ধ মামলায় আমার যা অবস্থা হয়েছিল, তা এই মতবাদের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, তৎকালে এই কাহিনী সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল।

স্বামী হত্যার অপরাধে মিসেস্ রাইট্ অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর বারো বছরের ছেলে এগিয়ে এসে বল্লে, আমিই বাবাকে খুন করেছি। স্বামীর ব্যবহারে নৈরাশ্য ও হতাশায় মরিয়া হয়ে মিসেস্ রাইট্ আত্মহত্যা করবার উদ্যোগ করছিলেন, সেই সময় তাঁর হাত থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নিতে গিয়েই এই কাণ্ড ঘটেছে।

বিচারকালে ছেলেটি এই বিবৃতি প্রদান করল, আমি তৎক্ষণাৎ জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, সেখান থেকে তাদের বাড়ী গিয়ে গভীর অন্তরঙ্গতার সহিত তার সঙ্গে দীর্ঘ ছ'ঘণ্টাকাল আলাপ করলাম। বালকটি সমস্ত কাহিনী অকপটে আমার কাছে স্বীকার করল, এই ট্র্যাজেডির মূলে যে দীর্ঘ দিনের ইতিহাস লুকানো রয়েছে তা শোনা গেল। এমন কি, কিভাবে তার বাবা মিঃ রাইট্ খুন হয়েছিলেন, তাও পুনরাভিনীত হোল। ছেলেটি অতি চমৎকার—যেভাবে সে তার মা ও অভিযোগকারীদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল, তার সেই অনমনীয়তাই আমাকে আকর্ষণ করলো।

সে আমাকে এসব কথা বিশ্বাস করে গোপনে বলেছিল; আর তার মাও যখন জানেন না কে মিঃ রাইটকে হত্যা করেছে, সে কাহিনী আমি আজো ব্যক্ত করতে পারলাম না।

তার যার মামলায় বিচারকালে সরকার পক্ষ থেকে বলা হোল ছেলেটি সত্যকথা বলছে না, এবং তাঁরা অনুমান করলেন যে ছেলেটি আমাকে গোপনে যা বলেছে তার সঙ্গে তার প্রদত্ত সাক্ষ্যের প্রভেদ আছে।

ছেলেটি আমাকে ভয় করেনি বলেই আমি অবশ্য তার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জেনেছিলাম। সরকার পক্ষের উকীলও আমারই মত একটু মাথা ঘামিয়ে চেষ্টা করলে এই খবরই সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নয়, ছেলেটিকে ভয় দেখিয়ে বোবা করে তিনি আমাকে সাক্ষী হিসাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছেলেটি আমাকে কি বলেছে তা জুরীদের কাছে ব্যক্ত করতে বলেন।

আমি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম, কারণ যে সংবাদ আমি গোপনে জেনেছি, তা বলা চলে না, রোগী তার রোগের কথা যেমন ডাক্তারের কাছে নির্ভয়ে এবং অকপটে ব্যক্ত করে সেও তেমনই আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলেছে। যে মহৎ উদ্দেশ্যে ডেন্‌ভারের জুভেনাইল কোর্ট স্থাপিত হয়েছে, এই বিশ্বাসঘাতকতা তার ভিত্তি মূলে কুঠারাঘাত করবে।

এই অস্বীকৃতির ফলে আদালত অবমাননার দায়ে আমি অভিযুক্ত হলাম, আমার ৫০০ ডলার জরিমানা হোল, আর খরচ বাবদ আরো ৫০০ ডলার, মোট হাজার ডলার খেসারৎ। কলোরাডোর সুপ্রীম কোর্টে আমি আপীল করলাম, সেখানে আদালত অবমাননার রায় বাহাল রইল, তাঁরা বল্লে এক্ষেত্রে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারতাম, ৪-৩ ভোটে সুপ্রীম কোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। উভয়পক্ষের মতভেদ অত্যন্ত প্রবল হোল, সংখ্যালঘু দল অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আমার স্বপক্ষে একটি মন্তব্য প্রদান করেছিলেন।

ইতিমধ্যে বালকটির সাক্ষ্য বিবেচনা করে আদালত মিসেস্ রাইট্‌কে অব্যাহতি দিলেন।

জরিমানার টাকা দেবার আগে চমৎকার মজা হোল। নানা দেশ থেকে প্রত্যহ চিঠি আসতে লাগ্‌ল। 'ছেলেদের জজসাহেব' এই সম্ভাষণে ছেলেরা আমাকে চিঠি লিখতে লাগ্‌ল, আমার জরিমানা জমা দেবার জন্ত সেই সব চিঠির মধ্যে ষ্ট্যাম্প, পেনী প্রভৃতি হরেক রকম চাঁদা আসতে লাগ্‌ল। সত্যকথা বলতে কি এই সব চিঠিপত্র আসা যখন বন্ধ হোল তখন দেখি আমার এককুড়ি টাকা হয়েছে। সব সমেত প্রায় চার পাঁচশো ডলার হবে। আমি তাদের অর্থ দাতব্য উদ্দেশ্যে দান করে দিলাম।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে সরকারী উকীল যদি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহারকালে আমার এই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতেন তা হলে এই রাইট্ বালকের কাছে আমার মতই সত্যকথা জানতে পারতেন। ভীত সন্ত্রস্ত বালকের মনে সমাজ তার শত্রু এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিছল, তাঁর উচিত ছিল সহৃদয় ব্যবহারে সেই শত্রুতার দূর করা। কিন্তু তাও কি সহজ। বরং আমার কাছে ছুটে এসে আমায় নিয়ে টানাটানি করে অনায়াসে সকল তথ্য জেনে আমার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ করাই তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

আমার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজের সঙ্গে সাধারণ আদালতের কর্মপদ্ধতির যথেষ্ট প্রভেদ আছে, মাতৃপক্ষ সমর্থনে রাইট্ বালক যখন দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল, তখন যেভাবে তার কাছ থেকে সত্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম, সেইভাবেই অপরাধীর মুখ থেকে প্রকৃত সত্য জানতে হবে। এই প্রক্রিয়া সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম-সংবেদন প্রবণ। আমার অভিজ্ঞতা, আমার সহিষ্ণুতার সুনাম, এবং আমিও আমার সহকর্মীদের

এই কার্য্যে স্বাভাবিক উৎসাহ প্রভৃতি বহুবিধ কারণে এই সাফল্য সম্ভব। এই বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞ, প্রতি পদবিক্ষেপ যদি আমাদের জানা না থাক্তো তাহলে আমরা কখনই অভীপ্সিত ফললাভ করতে পারতেম না। জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা ঠিক জানেন কখন কি ভাবে তারা চলবে, মানুষের সম্পর্কেও অনুরূপ ধারা প্রযোজ্য, মানব-চরিত্রের সঙ্গে পার্থক্য শুধু সূক্ষ্ম, জটিল আর অনিশ্চিত প্রকৃতির।

মানুষের কাছে সত্য তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয়, তাদের নিয়ে কাজ সুরু করবার পূর্বে আমি সর্ব্বদাই জানি, তাদের সম্বন্ধে এবং তাদের ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে আমি যা কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করি না কেন তার প্রতিক্রিয়া হবে অতি ধীরে, আর বহু ত্রুটি বিচ্যুতির পর তারা আমার উপদেশানুসারে কাজ করতে সমর্থ হবে। তাদের লাইনের পর লাইন, উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়ে অতি ধীরে ধীরে আমরা আদবকায়দা শিক্ষা দিতে পারবো।

আমি এই কথা বলে শেষ করতে পারি যে মানব সমাজের ওপর আন্তরিক প্রেমই এই আদালতের মূল নীতি, ব্যক্তিগত প্রেম নয়, নৈর্ব্যক্তিক নিঃস্বার্থ প্রেম। আমাদের মূলনীতি বিশ্বাস, আশা ও প্রেম, তন্মধ্যে প্রেমই সর্ব্বপ্রধান।

আশা, বিশ্বাস ও প্রেম এই তিনটি বস্তু ব্যবহার করে আমরা মনস্তাত্ত্বিক ফললাভ করেছি। এ ব্যবস্থা কার্য্যকরী বলেই আমরা তা ব্যবহার করি—এই প্রক্রিয়ায় আমরা অসীম আনন্দ উপভোগ করি, কারণ এই প্রক্রিয়া যে গ্রহণ করে, সে পুনর্জ্জীবন লাভ করে। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপর এই প্রক্রিয়ার প্রভূত আশীর্ব্বাদ বর্ত্তমান।

পরিশেষ

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশাবাদী, আগামীকালের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। এ যুগের যুবশক্তি সেতুর সেতু রচনা করে আগামী দিনের যুবশক্তির পায়ে চলার পথ সুগম করুক। সেই সুদূর ভবিষ্যতের আমরা সংযোগ সেতু। ভবিষ্যতের সেই আদর্শে আমাদের যুবশক্তি মহিমামণ্ডিত হোক—সেই অনাগতদিনের উজ্জ্বল প্রভাত যতই সুদূরে হোক, তার সময় নির্দ্ধারিত, সে দিন যে আসর সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আমার কথা শেষ হোল।

পূর্ব্বেই বলেছি বাধাহীন শক্তি ও কু-প্রবৃত্তির প্রাধান্য শুধু মানবমনে নয় একটা বিশেষকালে সমাজ-জীবনেও পরিব্যাপ্ত হয়। বহুমূল নৈরাশ্য প্লাবনের মত সমস্ত অন্তর পরিপ্লাবিত করে, এই সব বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

প্রাচীন, তার প্রাচীরের আবেষ্টনে ভীরুর মতো আত্মরক্ষা করে, কাপুরুষতা তার বর্ম, অহমিকা তার সিংহদ্বার, নির্য্যাতন তার বিলাসিতা। যুগে যুগে, কালে কালে, এই অপূর্ব্ব লীলা চলে, কিন্তু তারুণ্যের প্রবল শক্তি সেই লৌহ দ্বারে আজ আঘাত করছে।

অন্তরের দেবতা চায় আত্মপ্রকাশ, মনের মানুষ চায় মুক্তি—সমাজের ভ্রূকুটির বিরাট বাধা তার অন্তরায় দেবতা তাই পাথরে আত্মগোপন করেন, মনের মানুষ অরণ্যে পথ হারায়।

তারপর একদা কাল-বৈশাখীর ভৈরব হুংকারে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে, উন্মত্ত মেঘের গুরু গর্জনে নীল আকাশ শিহরিত হয়, মানুষের সকল আতঙ্ক, সকল ভয় দূর হয়।

আঘাতে জাগে গতি, আঘাতে ভাঙে অবসাদ, আঘাতে অচল সচল হয়ে অর্ধচেতন সজীব হয়, গতানুগতিকতা পায় নবরূপ।

নবজীবনের এই বৈপ্লবিক অভিযানের নেতৃত্বভার তারুণ্যের। একালের তরুণের বিপ্লব জয়যুক্ত হোক।
